স্বাধীন বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও সংবাদপত্র

ড. কামরুল হক

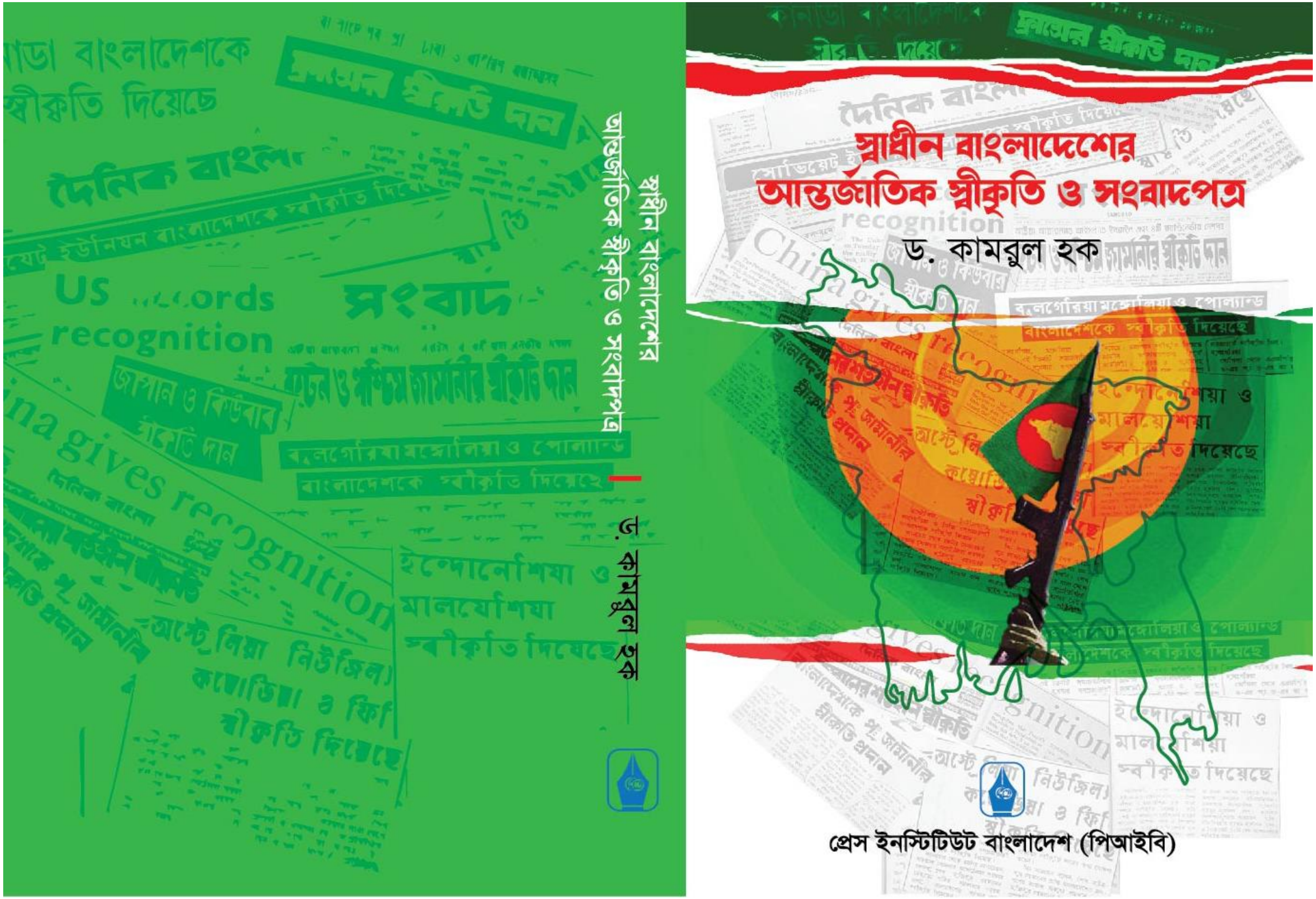

স্বাধীন বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও সংবাদপত্র
ড. কামরুল হক

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

স্বাধীন বাংলাদেশের
আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও সংবাদপত্র

ড. কামরুল হক

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
গবেষণা ও তথ্য সংরক্ষণ বিভাগ
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০

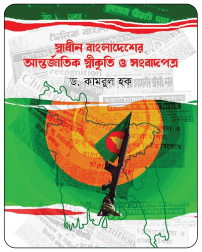

স্বাধীন বাংলাদেশের
আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও সংবাদপত্র

প্রকাশক	জাফর ওয়াজেদ মহাপরিচালক প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
প্রচ্ছদ	সোহেল আশরাফ খান
প্রথম প্রকাশ	এপ্রিল ২০২২
কম্পিউটার বিন্যাস	ছৈয়দ মোহাম্মদ আবু সোহেল
তথ্য সংগ্রহ	দিনেশ মাহাতো
কম্পিউটার কম্পোজ	মো. ফরিদুল আলম গোলাম সরোয়ার কামাল কনক রানী দাস
বানান সমন্বয়	মো. তফাজ্জল হোসেন
মুদ্রণ	মিতু প্রিন্টিং প্রেস এন্ড প্যাকেজিং ১০/১ নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০
গ্রন্থস্বত্ব	পিআইবি কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
মূল্য	৫৫০.০০ টাকা মাত্র

SADHIN BANGLADESHER ANTORJATIK SIKRITI O SONGBADPOTRO
Published by Press Institute Bangladesh (PIB), 3 Circuit House Road, Dhaka-1000.
Price : 550 Taka. ■ $ 07 Only
ISBN : 978-984-732-064-9
Phone : 9361424, 9330081-84, Fax : 880-02-48317458
E-mail : research@pib.gov.bd, Website : পিআইবি.বাংলা; http://www.pib.gov.bd
বইটি অনলাইনে পেতে হলে: www.rokomari.com

মু | খ | ব | ন্ধ

বাঙালির জাতীয় জীবনে সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল ঘটনা মুক্তিযুদ্ধ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দীর্ঘ ধারাবাহিক আন্দোলন-সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালে সংঘটিত হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধ। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে সর্বস্তরের বাঙালি মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। দীর্ঘ নয় মাস মরণপণ মুক্তিযুদ্ধের পর ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাঙালি জাতির বিজয় অর্জিত হয়। বিশ্বমানচিত্রে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে বাংলাদেশ।

মুক্তিযুদ্ধের সময় দেশের রাস্তা-ঘাট, কলকারখানা, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসহ প্রায় সবই বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল। তাই দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বিধ্বস্ত দেশকে পুনর্গঠন করা ছিল সে সময়ের সরকারের সামনে একটা বড় চ্যালেঞ্জ। তবে একই সঙ্গে বাংলাদেশের পক্ষে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায় করাও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে আবির্ভূত হয়। বিজয় অর্জনের আগেই ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর ভারত এবং ৭ ডিসেম্বর ভুটান স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিলেও বিজয় অর্জনের পর নতুন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিপ্রাপ্তির বিষয়টি খুব মসৃণ ছিল না। স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে নিজেকে বিশ্বদরবারে প্রতিষ্ঠিত করতে বাংলাদেশের জোর কূটনৈতিক তৎপরতা চালাতে হয়। নানা বাধা-বিপত্তির মুখোমুখি হলেও স্বাধীন হবার চার বছরেরও কম সময়ে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র হয়েছিল আর শতাধিক দেশের স্বীকৃতি আদায় করতে সক্ষম হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী ও পাকিস্তানের পক্ষের অনেক দেশ আন্তর্জাতিক রাজনীতির পরিস্থিতিগত কারণে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়। পাকিস্তানও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়। তবে দুঃখজনক যে, কিছু দেশের স্বীকৃতি পাওয়া যায় স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মর্মান্তিক মৃত্যুর অব্যবহিত পর। এর মধ্যে চীন ও সৌদি আরব অন্যতম।

স্বাধীন বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির বিষয়টি সংবাদপত্রে কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল তা পর্যবেক্ষণের জন্য প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) 'স্বাধীন বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও সংবাদপত্র' শীর্ষক এই গবেষণাকর্মটি পরিচালনা করেছে। গবেষণাকর্ম পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল পিআইবি'র গবেষণা বিশেষজ্ঞ (চলতি দায়িত্ব) ড. কামরুল হককে। নিষ্ঠার সঙ্গে গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই গ্রন্থ প্রকাশ করার জন্য যাঁরা পরিশ্রম করেছেন, তাঁদের সবার প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

অনুসন্ধিৎসু পাঠক, গবেষক, গণমাধ্যমকর্মীসহ সংশ্লিষ্ট অন্যদের এই গবেষণা গ্রন্থ কাজে লাগলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে বলে মনে করি।

জাফর ওয়াজেদ
মহাপরিচালক

প্র | স | ঙ্গ | ক | থা

মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের মাধ্যমে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশের পর আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিপ্রাপ্তি বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছিল। সংবাদপত্র প্রভাবশালী গণমাধ্যমগুলোর একটি। তাই স্বাভাবিকভাবেই সমকালীন সংবাদপত্রে চলমান ঘটনাপ্রবাহের প্রতিফলন ঘটে। একইভাবে প্রতিফলন ঘটেছিল বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির বিষয়টিও। গুরুত্বও লাভ করেছিল।

স্বাধীনতা অর্জনের অব্যবহিত পর থেকে শুরু করে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত সময়ে বাংলাদেশকে বিভিন্ন দেশের স্বীকৃতিপ্রদান সংক্রান্ত তথ্য সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এ বিষয়ে কী পরিমাণ রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল। উপস্থাপন-প্রবণতা কেমন ছিল। সম্পাদকীয় মতামতের মাধ্যমে স্বীকৃতি প্রদান ইস্যুতে সংবাদপত্রগুলো কী ভূমিকা রেখেছিল- তা জানার জন্য এই গবেষণাকর্মটি পরিচালিত হয়।

প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, স্বাধীন বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি প্রসঙ্গটি জাতীয় জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হয়ে ওঠেছিল। এই গুরুত্বের কারণেই সংবাদপত্রে সংশ্লিষ্ট খবর ও অন্যান্য তথ্য দীর্ঘদিন ধরে প্রকাশিত হয়েছে। আর দীর্ঘদিন ধরে প্রকাশের কারণে সংশ্লিষ্ট ঘটনার ধারাবাহিকতা খুঁজে পাওয়া যায় সংবাদপত্রে। আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিসংশ্লিষ্ট বেশির ভাগ খবরই প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। অর্থাৎ পৃষ্ঠাভিত্তিক উপস্থাপন অনুযায়ী খবরগুলো সংবাদপত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। খবরের কলামভিত্তিক উপস্থাপন অনুযায়ীও সংশ্লিষ্ট খবরগুলো সংবাদপত্রে গুরুত্ব লাভ করে। সংশ্লিষ্ট খবর বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল বলেই এ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে।

এই গবেষণাকর্মের বিভিন্ন তথ্য নথিভুক্ত করার সময় দালিলিক মূল্য বিবেচনায় রেখে আমরা সংবাদপত্রের ভাষা ও বানান অবিকল রেখেছি। বাক্যগঠন বা ব্যাকরণগত কোনো সংশোধন করা হয়নি। তথ্যের মধ্যবর্তী অংশ বা শেষে কোনো শব্দ, বাক্য বা প্যারা অস্পষ্ট থাকলে কিংবা সংবাদপত্রের পৃষ্ঠার কোনো অংশ না পাওয়া গেলে সেখানে আমরা '....' চিহ্ন ব্যবহার করেছি।

বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগার, বাংলাদেশ জাতীয় আর্কাইভস ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্র এই গবেষণাকর্মের তথ্য সংগ্রহের কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। একই সঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক ওয়েবসাইট 'সংগ্রামের নোটবুক' থেকেও বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি সাবেক কূটনীতিক ও পররাষ্ট্র সচিব জনাব মহিউদ্দিন আহমেদের প্রতি। তিনি আমাকে প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন তথ্য দিয়ে এই গবেষণাকর্মকে সমৃদ্ধ করার সুযোগ করে দিয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় জনাব মহিউদ্দিন আহমেদ লন্ডনে পাকিস্তান দূতাবাসে দ্বিতীয় সচিব হিসেবে কর্মরত ছিলেন। লন্ডনের পাকিস্তান দূতাবাস থেকে তিনিই প্রথম বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন।

সর্বোপরি গবেষণাকর্মটি পরিচালনা করার জন্য আমাকে দায়িত্ব দেওয়ায় পিআইবি'র মহাপরিচালক একুশে পদকপ্রাপ্ত খ্যাতিমান সাংবাদিক জনাব জাফর ওয়াজেদ-এর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এবং তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তাঁর সময়োপযোগী সিদ্ধান্তের কারণেই গবেষণাকর্মটি পরিচালনা করা সম্ভব হয়েছে এবং তা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হয়েছে।

সার্বিক সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি গবেষণা ও তথ্য সংরক্ষণ বিভাগের পরিচালক জনাব আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দিনের প্রতি। আর এই গবেষণাকর্ম এবং এই গ্রন্থ প্রকাশের জন্য যেসব সহকর্মী আমাকে সহায়তা করেছেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ড. কামরুল হক
গবেষণা বিশেষজ্ঞ (চলতি দায়িত্ব)

সূ | চি | প | ত্র

প্রথম অধ্যায়

পটভূমি ▶ ৯

উদ্দেশ্য ▶ ৫৩

গবেষণা প্রশ্ন ▶ ৫৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

গবেষণা পদ্ধতি ও নমুনায়ন ▶ ৫৭

তৃতীয় অধ্যায়

স্বাধীনতা অর্জন পূর্বকালের স্বীকৃতিসংশ্লিষ্ট রিপোর্ট ▶ ৫৯

চতুর্থ অধ্যায়

স্বাধীনতা-উত্তরকালের স্বীকৃতিসংশ্লিষ্ট রিপোর্ট ▶ ৭৩

পঞ্চম অধ্যায়

পাঁচ বৃহৎ শক্তির স্বীকৃতিসংশ্লিষ্ট রিপোর্ট ▶ ১২৩

ষষ্ঠ অধ্যায়

পাকিস্তানের স্বীকৃতিসংশ্লিষ্ট রিপোর্ট ▶ ১৬৫

সপ্তম অধ্যায়

জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভসংশ্লিষ্ট রিপোর্ট ▶ ২১৫

অষ্টম অধ্যায়

স্বীকৃতিসংশ্লিষ্ট সম্পাদকীয় ▶ ২৫৯

নবম অধ্যায়

গবেষণা প্রশ্ন যাচাই ▶ ৩১৯

দশম অধ্যায়

প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ ও উপসংহার ▶ ৩৩৩

প্রথম অধ্যায়

পটভূমি

বাঙালি জাতির হাজার বছরের সংগ্রামের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় অর্জন মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। সুদীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। এই সংগ্রামের নেতৃত্ব দেন বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৪৭ সালে দ্বিজাতি তত্ত্বভিত্তিক কৃত্রিম রাষ্ট্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ ২৩ বছর পর অনুষ্ঠিত হয় প্রথম সাধারণ নির্বাচন। নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা দেয়া হয়নি।

সুদীর্ঘ ২৩ বছর ধরে পরিচালিত বাঙালির উপর শোষণ-নির্যাতন ও বাঙালিকে বিকশিত হতে না দেয়ার ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে। পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী বাঙালিকে রাষ্ট্র পরিচালনার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করতে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে মেতে উঠে। এর প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে অভূতপূর্ব ঐক্য নিয়ে বাঙালি জাতি ইতিহাসে অনন্য ও শান্তিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা করে। অধিকার রক্ষার মরণপণ সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে জাতিকে প্রস্তুত করে ৭ মার্চ ১৯৭১ তাঁর ইতিহাস সৃষ্টিকারী ভাষণে বঙ্গবন্ধু আহ্বান জানান: ‘প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল’। ভাষণের সমাপ্তিতে তিনি উচ্চারণ করেন অমোঘ বাণী: ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’। স্বাধীনতা সংগ্রামের এই ডাক ছিল দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক আন্দোলনের চূড়ান্ত পরিণতি।[১]

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতের অন্ধকারে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বাঙালি নিধনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা ঢাকায় অজস্র সাধারণ নাগরিক, ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, পুলিশ ও ইপিআর সদস্যকে হত্যা করে। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। স্বাধীনতার ঘোষণায় তিনি সর্বস্তরের জনগণকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান। স্বাধীনতার ঘোষণায় বঙ্গবন্ধু বলেন:

> এটাই হয়ত আমার শেষ বার্তা। আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। বাংলাদেশের মানুষ যে যেখানে আছেন, আপনাদের যা কিছু আছে তা দিয়ে সেনাবাহিনীর দখলদারির মোকাবিলা করার জন্যে আমি আহ্বান

> জানাচ্ছি। পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর শেষ সৈন্যটিকে বাংলাদেশের মাটি থেকে উৎখাত করা এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আপনাদেরকে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।[২]

স্বাধীনতা ঘোষণার অব্যবহিত পর জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নির্দেশে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়। নিয়ে যাওয়া হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। আটকে রাখা হয় কারাগারে।[৩]

মুজিবনগর সরকার ও স্বীকৃতির জন্য তৎপরতা:

বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণার পর শুরু হয়ে যায় মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা ও বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠনের আবশ্যিক উপাদান হিসেবে সরকার গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ভারত সরকারের সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন ভারতে আশ্রয় নেয়া আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ। এই লক্ষ্যে একটি প্রতিনিধি দল দিল্লিতে যান এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীসহ কেন্দ্রীয় সরকারের বেশ কয়েকজন নেতার সঙ্গে গোপনে বৈঠক করেন। ১৯৭১ সালের ৫ এপ্রিল এ সংক্রান্ত খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়:

> নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে যে, আজ ভারত সরকার ও বাঙলাদেশের অস্থায়ী সরকারের প্রতিনিধিদের মধ্যে সরকারী পর্যায়ে পৃথক বৈঠক হয়েছে। শেখ মুজিবর রহমানের চারজন দূত (এদের দুইজন শিক্ষাবিদ এবং অপর দুইজন পূর্ববঙ্গের বিধানসভার সদস্য) গতকাল দিল্লী পৌঁছেছেন এবং কয়েকজন বন্ধুর মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের কতিপয় প্রবীণ নেতার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছেন।
>
> বাঙলাদেশের ও ভারত সরকারের প্রতিনিধিদের মধ্যে বৈঠক হয়েছে বটে, কিন্তু বৈঠকের স্থান ও আলোচিত বিষয়বস্তু অত্যন্ত গোপন রাখা হয়েছে। নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে যে, শেখ মুজিবের দূতদের সঙ্গে বাঙলাদেশের অস্থায়ী সরকারের পক্ষ থেকে স্বাক্ষরিক পরিচয়পত্র ছিল। শেখ মুজিবর রহমানের দূতদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি। নিরাপত্তার প্রশ্নে তাঁরা নয়াদিল্লীতেই কোথাও ছদ্মনামে অবস্থান করবেন। জানা গেছে যে, ভারত সরকারের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনার সময় তারা বাংলাদেশকে অবিলম্বে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্ররূপে স্বীকৃতির জন্য চাপ দিয়েছেন এবং অস্ত্র, গোলাবারুদ ও ঔষধপত্র সরবরাহের জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন।
>
> আরও জানা গেছে যে, তাঁরা বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতির বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন এবং এই মর্মে আশ্বাস দিয়েছেন যে, সংগ্রাম বিলম্বিত হলেও শেষ পর্যন্ত মুক্তি ফৌজের জয় নিশ্চিত। বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলটি দিন দুই দিল্লী থাকার সম্ভাবনা। অতঃপর তাঁরা স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পথে পশ্চিম বাংলায় যাবেন।[৪]

একই দিন অর্থাৎ ১৯৭১ সালের ৫ এপ্রিল আওয়ামী লীগের একজন মুখপাত্রের বরাত দিয়ে সংবাদপত্রে প্রকাশিত অপর এক খবরে থেকে জানা যায়, আওয়ামী লীগ নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের নিয়ে একটি জনপ্রিয় সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই খবরে লেখা হয়:

> সমস্ত দল ও মতের প্রতিনিধিদের নিয়ে মুক্ত বাংলাদেশে শীঘ্রই একটি জনপ্রিয় সরকার গঠিত হবে। বস্তুত কয়েকটি বড় ছাউনী ও বিমানঘাঁটি ব্যতীত সমগ্র পূর্ববঙ্গ এখন আওয়ামী লীগের আয়ত্তাধীন। আওয়ামী লীগ আজ একটি স্থায়ী রাজধানীসহ একটি জনপ্রিয় সরকার প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আজ রাতে আওয়ামী লীগের জনৈক বিশিষ্ট মুখপাত্র বলেন যে, দুই একদিনের মধ্যেই প্রাদেশিক বিধারসভায় নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ বাংলাদেশে এক বৈঠকে মিলিত হয়ে একটি প্রতিনিধিমূলক জনপ্রিয় সরকার গঠনের ব্যাপারে বিস্তারিত কর্মসূচী স্থির করবেন।[৫]

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষিত হওয়ার দুই সপ্তাহের মধ্যেই গঠিত হয় যুদ্ধকালীন মুজিবনগর সরকার তথা স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার। মুজিবনগর সরকার গঠনের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করতে গিয়ে অধ্যাপক মো. জাকির হোসেন লিখেছেন:

> ১৯৭১ সালের ৩ এপ্রিল দিল্লিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে তাজউদ্দীন আহমদ বৈঠক করেন। বৈঠককালেই তাজউদ্দীন আহমদ মনস্থির করেছিলেন, মার্চে অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব দলের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও চার সহসভাপতিকে নিয়ে যে হাইকমান্ড গঠন করেছিলেন সে আদলেই সরকার গঠন করবেন। ইন্দিরা গান্ধীও সরকার গঠনের পরামর্শ দিয়ে বলেন, বাংলাদেশের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা এমন একটি সিদ্ধান্ত নিলে ভারত সরকার ও বিশ্ব সম্প্রদায়ের তাদের পাশে দাঁড়ানোর একটি আইনগত ভিত্তি সৃষ্টি হবে। দিল্লি থেকে ফিরে তাজউদ্দীন আহমদ দ্রুত সরকার গঠনের লক্ষ্যে দলের অন্যান্য কেন্দ্রীয় নেতাদের খোঁজে বের হন। কেন্দ্রীয় নেতাদের অনেকেই তখন কলকাতায় পৌঁছে গিয়েছেন। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল নির্বাচিত সাংসদেরা (এমএনএ এবং এমপিএ) ভারতের আগরতলায় একত্র হয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠন করেন।[৬]

১৯৭১ সালের ১৩ এপ্রিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের সরকার গঠনের কথা ঘোষণা করা হয়। এই বেতার কেন্দ্র থেকে এক ঘোষণায় বাংলাদেশ সরকার স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য বিশ্বের সকল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতি আহ্বান জানায় এবং বাংলাদেশের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্যও আবেদন জানানো হয়। ১৪ এপ্রিল সংবাদপত্রে প্রকাশিত এই বিষয়ক খবরে লেখা হয়:

> আজ স্বাধীন বাঙলাদেশ বেতার কেন্দ্র থেকে প্রজাতন্ত্রী সরকার গঠনে কথা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে সরকার একটি ঘোষণায় ভারত, সিংহল এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিকে স্বাধীন বাঙলাদেশে সরকার গঠন সম্পর্কে অবহিত হবার জন্য আবেদন জানিয়েছেন। স্বাধীন বাঙলাদেশকে স্বীকৃতি দেবার এবং তার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য এই সকল রাষ্ট্রের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে। স্বাধীনতা রক্ষার উদ্দেশ্যে বাঙলাদেশের সাড়ে ৭ কোটি অধিবাসীকে প্রয়োজনীয় সাহায্য দেওয়ার জন্য সরকার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির কাছে আবেদন জানিয়েছেন। স্বাধীন বাঙলাদেশ সরকার একটি সনদের চূড়ান্ত রূপ দিচ্ছেন। এই সনদে নতুন প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য নির্দিষ্ট করা হবে বলে আজ সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠসূত্রের খবরে জানা যায়।
>
> এই খবরে আরও জানা যায় যে, বাঙলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে একটি বিশেষ মিশন নয়াদিল্লীর পথে যাত্রা করেছেন। এই মিশন নয়াদিল্লী থেকে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘে যাবেন। এই মিশন আজ সকালে সদর দপ্তর ত্যাগ করেছেন। আজ আনুষ্ঠানিকভাবে সরকার গঠনের কথা ঘোষিত হবার পরই বাংলাদেশ সরকার স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র মারফতে মুক্ত এলাকার অধিবাসীদের জন্য কতকগুলি নির্দেশ জারী করেছেন। এই নির্দেশগুলি হচ্ছে: (১) সকল আহত ব্যক্তিকে ডাক্তার এবং কবিরাজদের কাছে নিয়ে যান। তারা এই আহতদের চিকিৎসা করবেন। (২) যারা এই বিপ্লবে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তাদের শাস্তি দিন। (৩) শিক্ষা এবং নির্দেশ গ্রহণের জন্য যুবকগণ নিকটবর্তী মুক্তি ফৌজ কমান্ডে হাজিরা দিন। (৪) গ্রাম প্রধানরা নিকটবর্তী গ্রামের প্রধানদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন এবং সমস্ত বিষয়ে তাঁদের অবহিত করুন। (৬) মুক্ত এলাকার সরকারী অফিসারগণ স্থানীয় আওয়ামী লীগ সদর দপ্তরের কাছ থেকে নির্দেশ গ্রহণ করুন। (৭) রিভার ষ্টীম নেভিগেশন সার্ভিসেসের কর্মচারিগণ রেডিও পাকিস্থান থেকে প্রচারিত নির্দেশগুলি যেন পালন না করেন। তাঁরা বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশাবলীর দ্বারা যেন পরিচালিত হন। এই কর্মচারীরা ঢাকার দখলদার সৈন্যদের নির্দেশ পালনে যে অস্বীকার করেছেন বাংলাদেশ সরকার তা আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন। (৮) নিজ নিজ এলাকার মুক্তিফৌজ কমান্ডের নির্দেশ অনুযায়ী অসামরিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করুণ। (৯) নিজ নিজ এলাকার সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের সম্পর্কে সতর্ক থাকুন। কাউকে যদি সন্দেহজনকভাবে ঘুরা-ফিরা করতে দেখেন তাহলে নিকটবর্তী মুক্তিবাহিনী কেন্দ্রে খবর দিন।[৭]

১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল নব গঠিত বাংলাদেশ সরকার শপথ গ্রহণ করে ১৭ এপ্রিল। এই দিন বাংলাদেশ ভূখণ্ডের মুক্তাঞ্চল মেহেরপুর জেলার তৎকালীন

বৈদ্যনাথতলা গ্রামে প্রথম প্রকাশ্যে জনসমক্ষে আসে এই সরকার। শতাধিক গণমাধ্যমকর্মীর মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে। এর মাধ্যমে সারা বিশ্বে পৌঁছে যায় এই খবর। বাংলা পিডিয়ায় প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী:

> মুজিবনগর সরকার মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য গঠিত বাংলাদেশের প্রথম সরকার। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণার পর ১০ এপ্রিল এ সরকার গঠিত হয়। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথতলা গ্রামে মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণ করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে বৈদ্যনাথতলা গ্রামের নামকরণ হয় মুজিবনগর। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন আবদুল মান্নান এমএনএ এবং স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন অধ্যাপক ইউসুফ আলী এমএনএ। নবগঠিত সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে এখানে গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়। ১৭ এপ্রিল সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হলেও মন্ত্রীদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন হয় ১৮ এপ্রিল। মুজিবনগর সরকারকে ১৫টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগে ভাগ করা হয়। এছাড়া কয়েকটি বিভাগ মন্ত্রিপরিষদের কর্তৃত্বাধীনে থাকে।[৮]

১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল নবগঠিত স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের খবর আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়। ১৮ এপ্রিল ভারতীয় সংবাদপত্রেও এই খবর প্রকাশিত হয়:

> 'জাতি হিসেবে বাঙালী জেগে উঠেছে। পৃথিবীর কোন শক্তি নেই বাঙালীর এই জয়যাত্রায় বাধা দিতে পারে।' –স্বাধীন বাঙলা সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম এখানে দশ হাজার মানুষের এক প্রকাশ্য জমায়েতে একথা ঘোষণা করেন। স্বাধীন বাঙলার সশস্ত্র সৈনিক, দেশভক্ত নাগরিক আর বিভিন্ন দেশের শতাধিক সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বলেন, 'প্রান্তরে প্রান্তরে, হাটে-বাজারে, শহরে-গঞ্জে বাঙালী লড়ছে। অকাতরে আমরা রক্ত দিচ্ছি পরাজিত হবার জন্যে নয়। এ-যুদ্ধ আমাদের স্বাধীনতার, আমাদের অস্তিত্বের যুদ্ধ, এ যুদ্ধে আমরা জিতবই।' অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি জানান, গত ২৫শে মার্চ তাঁদের সরকার গঠিত হয়। গঠন করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান, সাড়ে সাত কোটি বাঙালী যাঁকে এক বাক্যে রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে মেনে নিয়েছে।
>
> এতদিন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে কিংবা খবরের কাগজের পাতায় মুজিব সরকারের ঘোষণা প্রচারিত হয়েছে। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যরা নতুন রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের শপথ নিয়েছেন লোকচক্ষুর অন্তরালে। জনপ্রতিনিধিদের আনুষ্ঠানিক সভাতেও বাইরের কাউকে ডাকা হয়নি। আজ সর্বপ্রথম বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রপ্রধান ও মন্ত্রীরা প্রকাশ্যে আত্মপ্রকাশ করলেন। শতাধিক সাংবাদিক এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, তাই ইতিমধ্যেই নতুন সরকারের ঘোষণা বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছে গেছে।

> অনুষ্ঠানটি শেষ হলে বাঙলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন বলেন, গোটা বাঙলাদেশই তাঁদের দখলে। একমাত্র মিলিটারি ছাউনিগুলিতে পাঞ্জাবী সাম্রাজ্যবাদের হানাদারেরা এখনও রয়ে গেছে। এসব শক্তি ফুরিয়ে এসেছে, নইলে বোমাবর্ষণকে একমাত্র পথ হিসেবে নেবে কেন?
>
> কলকাতার প্রেস ক্লাব থেকে সাংবাদিকদের গাড়ির মিছিল চার ঘণ্টা পরে মুজিবনগরে যখন পৌঁছল তখন বেলা এগারটা। বিরাট আম-বাগান, কিন্তু সভা যেখানে বসেছে সেখানে, মঞ্চের মাথার উপরে বিরাট কয়েকটা মেহগিনি গাছ। ঘন সবুজ আর কাঁচা সবুজের সমারোহ। হালকা মেঘে ঢাকা আকাশের ছায়া পড়েছে চারিদিকে। অপূর্ব পরিবেশ। বাঙলা এককালে স্বাধীনতার শেষ লড়াই লড়েছিল এক আম্রকুঞ্জে। আর আজ স্বাধীনতার ঘোষণা হল আর এক আম্রকুঞ্জে। পলাশীর পাপ ঘোচানোর জন্যেই মুজিবনগর।
>
> সভামঞ্চের তিনটি সোফা লাল আর সাদা কাগজ দিয়ে মোড়া। দুই পাশে তিনটি কাঠের চেয়ার। সামনে ছোট একটি সাইড টেবিল। তার এক পাশে দুটো মাইক্রোফোন। মঞ্চের দুই পাশে কাঠের ছোট ছোট চেয়ার পাতা হয়েছে মাটিতে বিছানো ত্রিপলের উপরে। ওখানে অতিথিরা বসেছেন। আর একদিকের চেয়ারগুলো দখল করলেন সাংবাদিকেরা। আর একটু দূরে আম গাছ আর বাঁশের খুঁটির উপর মোটা দড়ি চাপিয়ে একটি বৃত্ত রচনা করা হয়েছে। এই বৃত্তের মধ্যে সশস্ত্র সৈনিকেরা দাঁড়িয়ে আছেন। বৃত্তের ওপারে দেশভক্ত নাগরিকদের ভিড়। কিন্তু আম গাছের সারির মধ্য দিয়ে দু'চোখ চালিয়ে দিলে দেখা যাচ্ছে অনেক তরুণ সাইকেলে ঘোরাঘুরি করছেন। আরও দূরে রাইফেলধারী সৈনিকরা গাছের নীচে ওঁত পেতে দাঁড়িয়ে আছেন।
>
> এ সরকার আর দশটা সরকারের মত নয়। আর একটা সরকার রয়েছে যারা মওকা পেলেই আকাশ থেকে বোমা ফেলছে কিংবা মেশিনগান চালাচ্ছে। তাই মুজিব সরকারের প্রথম জনসভা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। সভা সুরু হাবার আগে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতিকে গার্ড অব অনার জানানোর জন্যে আনসার বাহিনী মহড়া দিচ্ছিলেন। অন্যদিকে একদল তরুণ হারমোনিয়াম আর তবলা নিয়ে 'আমার সোনার বাংলা' গানটি গাইছিলেন। ক্যামেরা আর টেপ রেকর্ডার নিয়ে সাংবাদিকেরা ওখানে ভিড় করলেন। নতুন রাষ্ট্রের জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও গার্ড অব অনার গ্রহণের পর অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি মঞ্চে এলেন। সঙ্গে সেনাবহিনীর সর্বাধিনায়ক এবং মন্ত্রিসভার সদস্যগণ। নেই শুধু একজন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান। তিনিই রাষ্ট্রের প্রধান, এই সরকার গঠন করেছেনও তিনিই। প্রতিটি ভাষণের ছত্রে ছত্রে তাঁর নাম সকলেই বলছেন। তাঁর নির্দেশমতই কাজ হচ্ছে। প্রয়োজনীয় মুহূর্তে তিনি আসবেন।[৯]

মুজিবনগর সরকারের গুরুত্বপূর্ণ একটি মন্ত্রণালয় ছিল পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি প্রাপ্তিসহ বৈদেশিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য সরকার গঠনের শুরুতেই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ও গঠন করা হয়। এ প্রসঙ্গে 'বাংলাদেশ ১৯৭১' গ্রন্থে সাংবাদিক-গবেষক আফসান চৌধুরী লিখেছেন:

> অভ্যন্তরীণ যুদ্ধ পরিচালনা, মুক্তিবাহিনীর প্রশিক্ষণ, ত্রাণ ও পুনর্বাসন, তথ্য ও প্রচারসহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি সরকারকে বিদেশের সহায়তা নিতে হয়েছে সঙ্গত কারণেই। আবার দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বিদেশের সমর্থন ও বাংলাদেশকে বিভিন্ন দেশের স্বীকৃতির বিষয়টিও জরুরি ছিল। ফলে সরকারকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছে সরকার গঠন প্রক্রিয়ার শুরুতেই।[১০]

স্বাধীন বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির প্রাপ্তির জন্য মুজিবনগর সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে। এই মন্ত্রণালয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মিশন স্থাপন করে। কূটনীতিক প্রতিনিধি প্রেরণ করে। বাংলাপিডিয়ায় এ বিষয়ে বেশ কিছু তথ্য প্রকাশিত হয়েছে:

> পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যুদ্ধের সময় বিদেশে বাংলাদেশ মিশন স্থাপন করে এবং বিভিন্ন দেশে কূটনৈতিক প্রতিনিধি দল প্রেরণ করে বহির্বিশ্বের সরকার ও জনগণের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করে এ মন্ত্রণালয়। এ লক্ষ্যে কলকাতা, দিল্লি, লন্ডন, ওয়াশিংটন, নিউইয়র্ক, স্টকহোম প্রভৃতি স্থানে কূটনৈতিক মিশন স্থাপন করা হয় এবং জাতিসংঘ, আফগানিস্তান, সিরিয়া, লেবানন, নেপাল, শ্রীলংকা, বার্মা, থাইল্যান্ড, জাপান প্রভৃতি দেশের সমর্থন আদায়ের জন্য কূটনৈতিক প্রতিনিধি দল প্রেরণ করে। এছাড়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির জন্য বিভিন্ন দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে এ মন্ত্রণালয় থেকে পত্র প্রেরিত হয়। বিদেশে বাংলাদেশ মিশনগুলোর প্রধান ছিলেন কলকাতায় হোসেন আলী, দিল্লিতে হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী, ইউরোপে বিশেষ প্রতিনিধি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, ওয়াশিংটনে এম আর সিদ্দিকী। স্টকহোমে আবদুর রাজ্জাক বাংলাদেশ মিশনের প্রতিনিধিত্ব করেন।
>
> বাংলাদেশ সরকার প্রেরিত কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন সিরিয়া-লেবাননে মোল্লা জালাল উদ্দীন এমএনএ ও ড. মাহমুদ শাহ কোরেশী, আফগানিস্তানে আবদুস সামাদ আজাদ, আশরাফ আলী চৌধুরী এমএনএ, মওলানা খায়রুল ইসলাম যশোরী ও এডভোকেট নূরুল কাদের। নেপালে প্রেরিত হন আবদুল মালেক উকিল, সুবোধচন্দ্র মিত্র ও আবদুল মোমিন তালুকদার। এডভোকেট ফকির শাহাবুদ্দিনের নেতৃত্বে শামসুল হক ও জ্যোতিপাল মহাথেরো শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড ও জাপান গমন করেন। মাহবুব আলম চাষী পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পররাষ্ট্র দপ্তর অবস্থিত ছিল কলকাতার ৯ সার্কাস এভিনিউতে।[১১]

স্বাধীনতার জন্য বঙ্গবন্ধুর উদাত্ত আহ্বানে দেশের সব শ্রেণী-পেশার মানুষ মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। বিদেশে কর্মরত অনেক বাঙালি কূটনীতিক এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের অবস্থান থেকে। মুক্তিযুদ্ধ শুরুর অব্যবহিত আগে তাঁরা পাকিস্তান মিশনের কর্মরত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তাঁরা মুজিবনগর সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন এবং স্বাধীন বাংলাদেশের স্বীকৃতির জন্য তৎপর হন।

মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের পক্ষে সর্বপ্রথম আনুগত্য প্রকাশকারী দু'জন কূটনীতিকের একজন কে এম সেহাবউদ্দিন তাঁর রচিত 'There and Back Again : A Diplomat's Tale' গ্রন্থে 'Declaration of Allegiance to Bangladesh in Missions Abroad by November 1971' শিরোনামে বিদেশে মিশনে কর্মরত আনুগত্য প্রকাশকারী কূটনীতিকদের একটি তালিকা প্রকাশ করেন। এই তালিকা থেকে জানা যায়, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ১৯৭১ সালের নভেম্বরের মধ্যে বিদেশে ১৯টি মিশনের ১১৫ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। এর মধ্যে নয়াদিল্লিতে ১৩ জন, কোলকাতায় ৬৫ জন, নিউইয়র্কে ২ জন, ওয়াশিংটনে ১৩ জন, লন্ডনে ৫ জন, প্যারিসে ২ জন, বনে ২ জন, বাগদাদে ১ জন, হংকং-এ ১ জন, স্টকহোমে ১ জন, লাগোসে ১ জন, ম্যানিলায় ১ জন, ব্রাসেলসে ১ জন, মাদ্রিদে ১ জন, বৈরুতে ১ জন, কাঠমাণ্ডুতে ১ জন, বুয়েন্সআয়ার্সে ১ জন, টোকিওতে ২ জন এবং কায়রোতে ১ জন।[১২]

সাবেক কূটনীতিক ও পররাষ্ট্র সচিব সৈয়দ মোয়াজ্জেম আলী মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ১৯৭১ সালের ৩০ জুন ওয়াশিংটনে মুজিবনগর সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধকালে বিভিন্ন রাষ্ট্রের বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশকারী কূটনীতিকদের মুক্তিযোদ্ধা কূটনীতিক হিসেবে অভিহিত করেছেন। সৈয়দ মোয়াজ্জেম আলী লিখেছেন:

> মুজিবনগরের বাংলাদেশ সরকার গঠনের আগে যে দুজন কূটনীতিক বাংলাদেশের পক্ষে সর্বপ্রথম আনুগত্য প্রদর্শন করেন, তারা হচ্ছেন নয়াদিল্লির পাকিস্তানের হাইকমিশনের দ্বিতীয় সচিব কে এম সেহাবউদ্দিন ও সহকারী প্রেস অ্যাটাশে আমজাদুল হক। তারা এ ঘোষণা দিলেন এপ্রিল মাসে। নভেম্বরে কাউন্সিলর হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী ও অন্যান্য স্টাফও আনুগত্য প্রকাশ করেন। কিন্তু ভারতে আমাদের কূটনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু ছিল কলকাতায়। ১৮ এপ্রিল ১৯৭১ অর্থাৎ সরকার গঠনের একদিন পর কলকাতার পাকিস্তানের ডেপুটি হাইকমিশনার মোহাম্মদ হোসেন আলী এবং সব বাঙালি কূটনীতিক ও স্টাফ একযোগে বাংলাদেশের পক্ষে আনুগত্য জানান। রাতারাতি সেখানে স্থাপিত হলো বাংলাদেশ মিশন।

> পাকিস্তানের পতাকা নামিয়ে বাংলাদেশের পতাকা উঠালেন হোসেন আলী। তার অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। অন্য কর্মকর্তা যারা তাকে সহযোগিতা করেন তারা হলেন প্রথম সচিব রফিকুল ইসলাম, তৃতীয় সচিবদ্বয় আনোয়ারুল করীম চৌধুরী ও কাজী নজরুল ইসলাম এবং সহকারী প্রেস সচিব মকসুদ আলী।[১৩]

১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণের পর দিন ১৮ এপ্রিল কোলকাতার পাকিস্তান ডেপুটি হাইকমিশন অফিসের সব বাঙালি কর্মকর্তা-কর্মচারী একযোগে আনুগত্য প্রকাশ করে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি। এর নেতৃত্ব দেন ডেপুটি হাইকমিশনার মোহাম্মদ হোসেন আলী। 'পাকিস্তান ডেপুটি হাইকমিশন' নামফলক নামিয়ে ফেলা হয়। সেখানে 'বাঙলা দেশ কূটনৈতিক মিশন' নামফলক লাগিয়ে দেওয়া হয়। মিশনের ছাদে ডেপুটি হাইকমিশনার মোহাম্মদ হোসেন আলীর নেতৃত্বে ওড়ানো হয় স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা। এর মাধ্যমে প্রথমবারের মত আনুষ্ঠানিকভাবে বিদেশের মাটিতে বাংলাদেশের পতাকা উড়তে শুরু করে।

হোসেন আলীর দেয়া তথ্য থেকে জানা যায়, ৩০ মার্চেই তিনি পাকিস্তান মিশনকে বাংলাদেশ মিশনে রূপান্তরের সিদ্ধান্ত নেন। রোজনামচার এক স্থানে উল্লেখ ছিল যে, বাংলাদেশ সরকার গঠিত হলে তিনি সেই সরকারের আনুগত্য ঘোষণা করবেন।[১৪]

কোলকাতার পাকিস্তান ডেপুটি হাইকমিশন অফিসের সব বাঙালি কর্মকর্তা-কর্মচারীর বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ এবং পাকিস্তান মিশনকে বাংলাদেশ মিশনে রূপান্তরের ঘটনা নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক তৎপর্য বহন করে। ১৯৭১ সালের ১৯ এপ্রিল এই বিষয়ে সংবাদপত্রে খবর প্রকাশিত হয়:

> কলকাতায় আজ ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে– পাকিস্থান ডেপুটি হাই কমিশন আজ থেকে স্বাধীন সার্বভৌম 'বাঙলাদেশ কূটনৈতিক মিশনে' রূপান্তরিত হল। পাকিস্থানের পতাকা হটিয়ে দিয়ে শ্রী এম হোসেন আলি সহস্র কণ্ঠে জয় ধ্বনির মধ্যে দূতাবাস ভবন শীর্ষে স্বাধীন বাঙলা দেশের রাষ্ট্রীয় পতাকা উড়িয়ে দেন।
>
> এর আগের মুহূর্তেও শ্রী আলি ছিলেন কলকাতায় পাকিস্থানের ডেপুটি হাই কমিশনার। দূতাবাস ভবনের প্রধান প্রবেশ পথের দেয়াল থেকে 'পাকিস্থান ডেপুটি হাই কমিশন' ফলক তুলে সেখানে 'বাঙলা দেশ কূটনৈতিক মিশন' ফলকটি লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। নতুন রাষ্ট্রের পতাকা উড়িয়ে ফলক লাগিয়ে দিয়ে শ্রী আলি ঘোষণা করেন এখন থেকে আমি স্বাধীন বাংলা দেশ সরকারের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য জ্ঞাপন করছি, শুধু আমি নয়, আমার অফিসাররা একই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এখন থেকে এই অফিস বাঙলাদেশ সরকারের কূটনৈতিক মিশনের দপ্তর।

> কলকাতায় আজ এই ঘটনা শুধু তাৎপর্যপূর্ণ নয়। পৃথিবীর ইতহাসে সম্ভবত: কোনো নজীর নেই। এক রাষ্ট্রের কূটনৈতিক মিশন অন্য এক স্বাধীন রাষ্ট্রের কূটনৈতিক মিশনে আজ রূপান্তরিত হয়েছে। ষোল আনা রূপান্তর। সব অফিসাররা বাঙলাদেশ সরকারের প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য জানিয়েছেন। বাঙলাদেশের মানুষের প্রতি পাকিস্থানী বর্বরতার যেমন কোনো তুলনা নেই, তেমন ইতিহাসে নজীর নেই এক রাষ্ট্রের কূটনৈতিক মিশনের অন্য স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হবার। শ্রী এম হোসেন আলি আজও বেলা বারোটা পর্যন্ত পাকিস্থানের ডেপুটি হাই কমিশনার ছিলেন। বেলা একটার সময় তিনি সাংবাদিকদের জানান, এখন থেকে আমি আর পাকিস্থানের ডেপুটি হাই কমিশনার নই। আমি এখন বাংলা দেশ সরকারের প্রতিনিধি। আমার বাংলাদেশ সরকার যে নির্দেশ দিবে আমি সেই মত কাজ করব। এই মিশন বাংলাদেশ সরকারের কূটনৈতিক মিশন হিসেবেও কাজ করবে।[১৫]

১৯৭১ সালের ৩০ আগস্ট দিল্লিতেও বাংলাদেশ মিশন খোলা হয়। এই বিষয়ে ৩১ আগস্ট সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে লেখা হয়:

> কোরাণ, গীতা, ত্রিপিটক, বাইবেল থেকে শ্লোক পাঠ এবং জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে আজ এখানে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ মিশন খোলা হল। সরকারীভাবে স্বাধীন বাঙলাদেশের এটি চতুর্থ মিশন। অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে মিশনের প্রধান শ্রী কে এম শাহাবুদ্দিন বলেন, ভারত আমাদের নতুন রাষ্ট্রের প্রতি সহানুভূতি ও পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে। ভারত শীঘ্রই বাংলাদেশ ও তার আইনসম্মতভাবে গঠিত সরকারকে স্বীকৃতি জানাবে বলে তিনি আশা করেন। শ্রী শাহাবুদ্দিন বলেন, আজকের এই অনুষ্ঠান ঐতিহাসিক, কেন না বাংলাদেশের পতাকা দিল্লীতে পূর্ণ গৌরব নিয়ে উড়বে এবং এই পতাকা বিশ্বের কাছে আক্রমণকারীর পরাজয় ও নিপীড়িতদের চূড়ান্ত বিজয় ঘোষণা করবে।
>
> তিনি বলেন, আমাদের আশ্রয়দাতা ভারত সরকারের যাতে হয়রানি না হয় তার জন্য আমরা পৃথক প্রাঙ্গণে আমাদের পতাকা তুললাম। পশ্চিম পাক সরকারের দখলে থাকা হাই কমিশন প্রাঙ্গণের উপর আমরা পূর্ণ দাবী জানাব। ৮/ই তিলক মার্গের তথাকথিত পাক ভবনের দাবী তিনি খুব জোরের সঙ্গে জানান। তাঁর মতে, এই ভবনের উপর বাংলাদেশের ন্যায়সঙ্গত অধিকার রয়েছে। কেন না বাংলাদেশের পাট ও চা-এর সাহায্যে প্রাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা দিয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাজধানীতে পাক সরকার এই ধরণের প্রাসাদ তুলছেন। আনন্দ নিকেতনে একটি ভাড়া বাংলোর মিশন ভবনে আজকের এই অনুষ্ঠানে সাংবাদিক, বাংলাদেশ কূটনীতিকদের বন্ধু ও সমর্থকরা উপস্থিত ছিলেন। শ্রী শাহাবুদ্দিন ব্যতীত শ্রী আমজাদুল হক, আবদুল মজিদ ও আবদুল করিম উপস্থিত ছিলেন। এরা সকলেই পাক হাই কমিশনের প্রাক্তন কর্মী।[১৬]

তবে সাবেক কূটনীতিক ও পররাষ্ট্র সচিব সৈয়দ মোয়াজ্জেম আলীর দেয়া তথ্য অনুযায়ী লন্ডনে বাংলাদেশ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয় আরো আগে ১৯৭১ সালের ১৭ আগস্ট। সাবেক কূটনীতিক ও পররাষ্ট্র সচিব মহিউদ্দিন আহমেদ এই গবেষণাকর্মের গবেষককে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে জানান: লন্ডনের পাকিস্তান দূতাবাস থেকে তিনিই প্রথম বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। তখন তিনি লন্ডনে পাকিস্তান দূতাবাসে দ্বিতীয় সচিব হিসেবে কর্মরত ছিলেন। সৈয়দ মোয়াজ্জেম আলীও মহিউদ্দিন আহমেদের বিষয়ে একই তথ্য প্রকাশ করেছেন। সৈয়দ মোয়াজ্জেম আলী আরও লিখেছেন: যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে ১৪ জন কূটনীতিক ও মিশন কর্মচারীও ১৯৭১ সালের ৪ আগস্ট একযোগে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন:

> লন্ডনে দূতাবাসের প্রথম যে কূটনীতিক বের হয়ে এলেন, তিনি দ্বিতীয় সচিব মহিউদ্দিন আহমেদ। বাংলাদেশ মিশন প্রতিষ্ঠিত হলো ১৭ আগস্ট। আরও তিন কূটনীতিক হাবিবুর রহমান, লুৎফুল মতিন ও ফজলুল হক চৌধুরী বাংলাদেশ মিশনে যোগ দিলেন। পরে সিনিয়র কূটনীতিক কাউন্সিলর রেজাউল করীম মিশনে যোগ দিলেন।
>
> কিন্তু ভারতের বাইরে সবচেয়ে বড় দলবেঁধে 'ডিফেকশন' হয় ওয়াশিংটন ডিসিতে। সেখানে একযোগে ১৪ জন কূটনীতিক ও স্টাফ একসঙ্গে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করলেন ৪ আগস্ট ১৯৭১। দলের নেতৃত্ব দেন সৈয়দ আনোয়ারুল করীম, জাতিসংঘে পাকিস্তানের উপপ্রধান প্রতিনিধি ও মিনিস্টার। দলে ছিলেন এনায়েত করীম, মিনিস্টার, ওয়াশিংটনস্থ পাকিস্তানের উপমিশন প্রধান। কাউন্সিলর শাহ এম এস কিবরিয়া, অর্থনৈতিক কাউন্সিলর আবুল মাল আবদুল মুহিত, শিক্ষাবিষয়ক কাউন্সিলর সৈয়দ আবুল রশীদ মতীন উদ্দিন, দ্বিতীয় সচিব (হিসাব বিভাগ) আতাউর রহমান চৌধুরী ও তৃতীয় সচিব (রাজনৈতিক) সৈয়দ মোয়াজ্জেম আলী। তিনজন স্থানীয়ভিত্তিক কর্মকর্তা শরফুল আলম, শেখ রুস্তম আলী ও আবদুর রাজ্জাক খান এ দলে যোগ দেন।[১৭]

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বিভিন্ন দেশে বসবাসরত প্রবাসী বাঙালিরাও মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের পক্ষে জনমত তৈরি ও বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির জন্য তৎপর ছিলেন। তখন যুক্তরাজ্যে অনেক বাঙালি বসবাস করতেন। সেখানে বাঙালি প্রবাসীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়:

> দূর পরবাসে থেকেও বহু মুক্তিকামী বাঙালি এবং অবাঙালি নাগরিক বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে কাঁপিয়েছেন বিলেতের রাজপথ। এর মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের বহু অজানা ইতিহাসের সরব সাক্ষী লন্ডন। স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রাক-প্রস্তুতি পর্ব থেকেই বিলেত প্রবাসী মুক্তিকামী বাঙালিরা সরব ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধকালীন দীর্ঘ নয় মাস বিলেতের প্রতিটি শহরে তারা জোরালো দাবি তুলেছেন স্বাধীন বাংলাদেশের সমর্থনে।

> বাঙালিদের পাশাপাশি ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের সমর্থনে বিশ্ব জনমত গঠনে ব্রিটিশ এমপি, রাজনীতিক, সাংবাদিক, সমাজকর্মী, প্রগতিশীল শিক্ষার্থীরাও রেখেছেন অনন্য ভূমিকা। ৫ মার্চ ১৯৭১-এ লন্ডনস্থ পাকিস্তান দূতাবাস থেকে পতাকা নামিয়ে পুড়িয়ে দেন মুক্তিকামী বাঙালিরা। ৩ এপ্রিল ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে স্মারকলিপি দেন মহিলা সমিতির নেতারা। ২৬ জুলাই ১৯৭১ হাউস অব কমন্সে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম আটটি ডাকটিকিট ও উদ্বোধনী খাম প্রদর্শন করা হয়। ১ আগস্ট ১৯৭১ স্বাধীন বাংলাদেশের সমর্থনে অ্যাকশন বাংলাদেশের উদ্যোগে লন্ডনের ট্রাফালগার স্কয়ারে অনুষ্ঠিত হয় কালজয়ী বিশাল জনসমাবেশ।[১৮]

১৯৭১ সলের ১ আগস্ট লন্ডনের 'অ্যাকশন বাংলাদেশ' লন্ডনের ট্রাফালগার স্কোয়ারে বাংলাদেশে গণহত্যা বন্ধ ও বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতিদানের দাবিতে একটি জনসভার আয়োজন করে। এই জনসভার পোস্টারের আধেয় 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র : চতুর্থ খণ্ড' প্রকাশিত হয়েছে।[১৯] এতে লেখা হয়েছে:

STOP GENOCIDE

RECOGNISE BANGLADESH

Rally at Trafalgar Square
On Sunday August 1, 1971 at 2 p.m.

ACTION BANGLADESH
34 Stratford Villas
LONDON NW 1
Phone: 014852889

১৯৭১ সলের ১২ ডিসেম্বর লন্ডনের 'বাংলাদেশ স্টিয়ারিং কমিটি' হাইডপার্কে বাংলাদেশের স্বীকৃতির দাবিতে জনসভা ও মিছিলের আয়োজন করে। এই উপলক্ষে একটি পোস্টার ছাপানো হয়েছিল। এই পোস্টারের আধেয়ও 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র : চতুর্থ খণ্ড' প্রকাশিত হয়েছে। পোস্টারে লেখা হয়:

সালাম, সালাম, হাজার সালাম
গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রপতি ও বাঙ্গালী জাতির জনক
শেখ মুজিবুর রহমানকে জানাই অভিনন্দন
স্বাধীন বাংলাদেশ স্বীকৃতি মিছিল
রবিবার ১২ই ডিসেম্বর ১৯৭১ বেলা ১২ টায় হাইডপার্কে স্পীকার্স কর্নার।

স্বাধীন বাংলার সংগ্রামী ভাই ও বোনেরা,
আমাদের রক্তক্ষয়ী মুক্তি সংগ্রাম আজ বিজয়ের চূড়ান্ত পর্যায়ে। আমাদের বন্ধু ও প্রতিবেশী দেশ 'ভারত' আমাদের স্বীকৃতি দিয়েছেন। সেই সাথে স্বীকৃতি দিয়েছেন 'ভুটান'। আমরা পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশের কাছে আবেদন ও দাবী জানাতে চাই 'স্বীকৃতির' জন্য। বিলাতের এক লক্ষ প্রবাসী বাঙ্গালীর মিছিল থেকে আমরা লক্ষ কণ্ঠে আওয়াজ তুলতে চাই "গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দাও।"
সাড়ে সাত কোটি মানুষের পক্ষ হয়ে তোমাদের নিকট আমাদের দাবী স্বীকৃতি দাও। বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দাও।
বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি ও গ্রেট বৃটেনস্থ হাই কমিশনার বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী এই সভায় ও মিছিলে যোগ দেয়ার জন্য জাতিসংঘের অধিবেশন থেকে আসবেন।
দলে দলে আপনারা সভা ও মিছিলে যোগ দিন।
যাতায়াতের জন্য নিজ নিজ এলাকার কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ করুন।
বাংলাদেশ স্টিয়ারিং কমিটি কর্তৃক আয়োজিত।[২০]

যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত প্রবাসী বাঙালিরাও বাংলাদেশের পক্ষে জনমত তৈরি ও বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির জন্য উদ্যোগী ছিলেন। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চের পর থেকে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী বাঙালিদের সংগঠন 'বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকা' পক্ষ বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। নিউইয়র্ক শহরেও এই সংগঠনের ব্যানারে বাংলাদেশের পক্ষে বিভিন্ন তৎপরতা চলেছে। এ প্রসঙ্গে 'বাংলাদেশ ১৯৭১' গ্রন্থে সাংবাদিক-গবেষক আফসান চৌধুরী লিখেছেন:

> নগরীতে প্রতি সপ্তাহেই সমাবেশ ও বিক্ষোভ প্রদর্শন চলত। অনেক বাঙ্গালী সমবেত হতেন জাতিসংঘ সদর দপ্তরের সামনে। কেউ কেউ লবি করতেন কংগ্রেসম্যানদের সাথে, সিনেটরদের সাথে। হাতে হাতে তারা প্রচারপত্র বিলি করতেন এবং অর্থ সংগ্রহ করতেন। প্রায় প্রত্যেক বাঙ্গালীই নিয়মিত চাঁদা প্রদান করতেন বাংলাদেশ ফান্ডে। এভাবে প্রচুর অর্থ সংগৃহীত হয়েছিল। সে অর্থ প্রেরিত হয়েছিল মুজিবনগরস্থ বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের কাছে। ডলার ছাড়াও পাঠানো হয়েছে শীতবস্ত্র, খাদ্য, ঔষুধ, জুতা এবং যুদ্ধে ব্যবহৃত নানা দ্রব্যসামগ্রী।[২১]

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বাংলাদেশকে যুক্তরাষ্ট্রসহ সারা বিশ্বে পরিচিত করে তোলেন বিখ্যাত সঙ্গীত ব্যক্তিত্ব জর্জ হ্যারিসন তাঁর অমর সৃষ্টি 'বাংলাদেশ বাংলাদেশ' শিরোনামের গানের মাধ্যমে। নিউইয়র্কে ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনে 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' এ গাওয়া হয় এই গান। এই কনসার্ট ও গানের মাধ্যমে বাংলাদেশে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নৃশংসতার কথা বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরা ও যা বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এই কনসার্টের প্রাথমিক পরিকল্পনাকারী

খ্যাতিমান সেতারবাদক পণ্ডিত রবি শংকর। তিনি তাঁর বন্ধু জর্জ হ্যারিসনকে সঙ্গে নিয়ে এই কনসার্ট বাস্তবায়ন করেন। প্রথম দিনের কনসার্টটি অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭১ সালের ১ আগস্ট। 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' প্রসঙ্গে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে পণ্ডিত রবিশংকর বলেন:

> মিউজিক ইন্ডাস্ট্রিতে যাঁরা প্রথিতযশা ছিলেন, যেমন বব ডিলান, এরিক ক্ল্যাপটন এঁদের সঙ্গে জর্জের যোগাযোগ হল। মাত্র দিন কয়েকের মধ্যেই সবকিছু ঠিকঠাক। ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনে কনসার্টের ব্যবস্থা হল। সেখানেই টানা দু'এক সপ্তাহ কনসার্টের পরিকল্পনা নিলাম। এ উপলক্ষ্যে জর্জ নিজে তো একটি গানই লিখে ফেলল। 'বাংলাদেশ বাংলাদেশ'। আলী আকবর ভাই ও আল্লারাখা ভাইকে অনুরোধ করলাম আমার সঙ্গে বাজাতে। তারা এক কথায় রাজী হয়ে গেলেন। কী বিশাল সাফল্য। প্রতিদিন টানা দু-দুটো শো হত আমাদের। একটি ম্যাটিনি অন্যটি সন্ধ্যাবেলায়। প্রতিটি শোতেই হাজার বিশেকেরও বেশি দর্শকের সমাগত হত। কনসার্টের ওপর তৈরি ছবি, ডিস্ক ও ক্যাসেট বিক্রির বদৌলতে সন্তোষজনক পরিমাণ অর্থ সংগৃহীত হল। টাকাকড়ি লেনদেনে সরাসরি আমাদের কোনো হাত ছিল না। খরচপাতি বাদ দিয়ে পুরো টাকাটাই ইউনিসেফ পরিচালিত বাংলাদেশি শরণার্থীদের সাহায্য তহবিলে তুলে দেয়া হল। কিন্তু সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে, 'বাংলাদেশ' নামটি রাতারাতি সরবার কাছে পরিচিত হয়ে উঠল। আর জর্জ হ্যারিসনের সেই গান 'বাংলাদেশ বাংলাদেশ' তো তক্ষুণি হিট। আমার খুব আনন্দ হচ্ছে এই সামান্য কাজটুকু তো অন্তত করতে পেরেছি। শেষ ভালো যার সব ভালো তার।[২২]

অন্যদিকে এর আগে ১৯৭১ সালের ১০ মে বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত এক ভাষণে আশা প্রকাশ করেন যে, খুব তাড়াতাড়িই বাংলাদেশ সারা বিশ্বের স্বীকৃতি পাবে। কোলকাতায় শ্রুত এই ভাষণে তিনি বাংলাদেশ থেকে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান।

> গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রজাতন্ত্রের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম আজ বলেন, বিশ্বের জনসাধারণ বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন এবং তিনি আশা করেন, অদূর ভবিষ্যতেই ঐ রাষ্ট্রগুলি বাংলাদেশ সরকারকে 'বৈধ সরকার হিসাবে স্বীকৃতি জানাবে।' –এখানে শ্রুত বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে তিনি তাঁর বেতার ভাষণে এই কথাগুলি বলেন।
>
> তিনি তাঁর দেশবাসীকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, আওয়ামী লীগ তার অঙ্গীকার পালন করবে এবং দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে এগিয়ে যাবে। বাংলাদেশ সরকার বৃহৎ শিল্পগুলিকে রাষ্ট্রীয় মালিকানায়

আনবে এবং ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার অবলেপনসাধান করবে। কারণ, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কাজে এগুলি অত্যাশ্যক বলে জনাব ইসলাম মন্তব্য করেন। বিশ্বের মুসলিম রাষ্ট্রগুলির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি জনাব ইসলাম বলেন, ইসলাম ধর্ম কখনও এমন ব্যাপকভাবে হিংসা ও নরহত্যার কথা প্রচার করেনি।

তিনি ঘোষণা করেন, বাংলাদেশের জনসাধারণ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য অনেক রক্ত দিয়েছেন। 'শহীদের রক্তদান বৃথা যায়না' –একথা বলে সৈয়দ নজরুল ইসলাম বলেন, 'আরও অনেক রক্ত হয়ত নিতে পারে, নিঃশেষে শত্রু বিনাশ করার জন্য আরও অনেক দুঃখ-কষ্ট দেশবাসীকে ভোগ করতে হতে পারে, আরও অনেক আত্মত্যাগের প্রয়োজন হতে পারে, তবে সুদৃঢ় আস্থার সঙ্গে নজরুল ইসলাম বলেন, শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের মানুষই জয়লাভ করবেন, কারণ তাঁরা ইয়াহিয়া খানের ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটাতে কৃত-সঙ্কল্প।

জনাব ইসলাম বাংলাদেশের জনসাধারণ, বিশেষ করে ছাত্র ও তরুণদের মুক্তি ফৌজে যোগ দিয়ে স্বাধীনতার আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে আহ্বান জানান। বর্তমান মুক্তি আন্দোলনের প্রেক্ষাপট আলোচনা করতে গিয়ে জনাব ইসলাম বলেন, গত ২৩ বছর ধরে জনসাধারণ অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছেন এবং অবশেষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পরিচালিত আওয়ামী লীগের স্বপক্ষে তাঁরা তাঁদের রায় দিয়েছেন। তিনি বলেন, ২৫শে মার্চ রাত্রিবেলা ইয়াহিয়ার সৈন্য বাহিনী বিশ্বাসঘাতকতা করে পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস্, বেঙ্গল রেজিমেন্ট এবং আনসার দলের সদর দপ্তর আক্রমণ করে। ইয়াহিয়ার ফৌজ যে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল তা এখনও অব্যাহতই আছে। বাইরের দুনিয়ার মানুষের কাছেও আজ তা পরিস্কার হয়ে গিয়েছে। জনাব ইসলাম সবশেষে বলেন, চূড়ান্তভাবে শত্রুবাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করার মহৎ উদ্দেশ্যে আমি বাংলাদেশের জনসাধারণকে সুদৃঢ় ঐক্যবদ্ধ হতে আহ্বান জানাচ্ছি।[২৩]

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বাংলাদেশ সরকারের কয়েকজন প্রতিনিধি গোপনে বিভিন্ন দেশ সফর করেন। তারা স্বাধীন বাংলাদেশের পক্ষে জনমত তৈরি ও বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির জন্য বিভিন্ন দেশের রাজনীতিকসহ বিভিন্ন স্তরের নেতার সঙ্গে বৈঠক করেন। ১৯৭১ সালের ২৭ আগস্ট সংবাদপত্রে প্রকাশিত এ বিষয়ক একটি খবরে লেখা হয়:

বাংলাদেশের দুজন প্রতিনিধি গোপনে জাপান সফরে গিয়ে, সেখানে এক সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, বাঙলাদেশের মুক্তি আসন্ন। এমনকি এই বছরের শেষের দিকেই তা সম্ভব। এই মিশনের খবরটি জাপানের 'মিনিচি' সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরের সারাংশ আজ প্রকাশ করেছেন।

এই দুজন প্রতিনিধি ব্যবসায়ীর বেশে বিভিন্ন দেশ সফর করতে করতে জাপানে গিয়ে পৌছান। এ'রা বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি। আমেদ ও জ্যোতিপদ তাঁদের এই সফরের উদ্দেশ্য, বাংলা দেশকে স্বীকৃতি দেবার ব্যাপারে জাপান সরকার ও জাপানের জনগণের সহযোগিতা প্রার্থনা করেন। তাঁরা 'মিনিচি' দৈনিক পত্রিকার অফিসে গিয়াছিলেন।

শ্রী আমেদ বলেছেন, এখানে আসার আগে তাঁরা সিংহল ও থাইল্যাণ্ড সফর করেছেন। জাপানে এসে তাঁরা রাজনীতিবিদ, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও জাপান-বাংলাদেশ সমিতির প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করেন। উদ্দেশ্য, বাংলাদেশ সম্পর্কে মতামত বিনিময়। এর বেশী তাঁরা কিছু বলতে অস্বীকার করেন।

আলোচনাকালে, তাঁদের কণ্ঠে পশ্চিম পাকিস্থানী সৈন্যদের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা ধ্বনিত হয়। তাঁরা বলেছেন, পশ্চিম পাকিস্থানীরা বাংলা দেশে বিদেশী, যেমন জাপানে আমেরিকানরা বিদেশী। তাদের ভাষাও ভিন্ন। তাঁরা আরও বলেন, একমাত্র স্বাধীনতাই বাংলা দেশ সমস্যার সমাধান। শেখ মুজিবর তাঁদের নেতা। স্বাধীনতা অর্জিত হলে তিনিই বাংলা দেশের প্রেসিডেন্ট হবেন। তাঁরা বলেছেন, বাংলা দেশের এক-তৃতীয়াংশ অঞ্চল মুক্তিফৌজের নিয়ন্ত্রণে এসেছে। প্রতিটি পরিবারের অন্তত একজন মুক্তি বাহিনীর গেরিলা দলে যোগ দিয়েছেন। গেরিলা বাহিনী ছাড়াও বাংলা দেশ সরকারের নিজস্ব বাহিনী আছে। তাঁরা ভারত থেকে বা অন্য কোন দেশ থেকে অস্ত্রশস্ত্র পাননি। তবে চীনে তৈরী অস্ত্রশস্ত্র তাঁরা কিছু ব্যবহার করছেন।

সর্বশেষে তাঁরা বলেছেন, আগামী দুই তিন মাসের মধ্যেই বাংলা দেশ স্বাধীন হবে। জাপান থেকে চলে যাওয়ার পরে তাঁদের এই সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে।[২৪]

মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের পক্ষে জনমত তৈরি ও বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির জন্য বাংলাদেশ সরকার জাতিসংঘে প্রতিনিধি প্রেরণ করে। সাংবাদিক-গবেষক আফসান চৌধুরী তাঁর বাংলাদেশ ১৯৭১ গ্রন্থে লিখেছেন:

২১ এপ্রিল বাংলাদেশ সরকার বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে বহির্বিশ্ব ও জাতিসংঘে বাংলাদেশের কূটনৈতিক মিশনের প্রতিনিধি নিয়োগ করেন।[২৫]

মুক্তিযুদ্ধকালে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী বিভিন্ন দেশ সফর করেন। এর অংশ হিসেবে ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বরে তিনি দুই সপ্তাহের জন্য স্কানডেনেভিয়ান দেশগুলোও সফর করেন। 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র : ষষ্ঠ খণ্ড' এই বিষয়ে তথ্য প্রকাশিত হয়:

বাংলাদেশের আশু স্বীকৃতি ও শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির জন্য জনমত সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে দুই সপ্তাহব্যাপী স্কানডেনেভিয়ান দেশ সমূহে সফর শেষ করে বিচারপতি চৌধুরী সম্প্রতি লন্ডন প্রত্যাবর্তন করেছেন। এক সাক্ষাতকারে বিচারপতি চৌধুরী জানান যে, তাঁর এই সফর অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়েছে। সর্বত্রই তিনি বাংলাদেশের ব্যাপারে অত্যন্ত সহানুভূতিশীল মনোভাবের পরিচয় পান এবং স্থানীয় জনগণের দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটিগুলি খুবই সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

সুইডেন সফরকালে জনাব চৌধুরী পার্লামেন্ট সদস্য, সুপ্রিম কোর্টের বিচারকমণ্ডলী, লিবারেল পার্টির হুইপ, ক্ষমতাসীন সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির সেক্রেটারী জেনারেল, সুইডেন সরকারেরর বৈদেশিক দফতরের আইন বিভাগের প্রধান এবং বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিক ও গ্রন্থকার মি. গুনার মিরডালের সঙ্গে সাক্ষাত করেন এবং বাংলাদেশ সমস্যা নিয়ে আলোকপাত করেন। তিনি রেডিও, টেলিভিশনে ও বিখ্যাত সাংবাদিক ফ্রেডেরিকসনের সঙ্গেও ভিন্ন ভিন্নভাবে সাক্ষাতকারে মিলিত হন। সুইডেনের প্রধানমন্ত্রীর প্রধান সেক্রেটারীর সঙ্গেও বাংলাদেশ নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা হয়।

ফিনল্যাণ্ডে জনাব চৌধুরী সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কমিশনের সদস্য, বৈদেশিক দফতরের সেক্রেটারী, পার্লামেন্টের সদস্যবৃন্দ ও আন্তর্জাতিক শান্তি কাউন্সিলের সেক্রেটারীর সঙ্গে সাক্ষাত করেন। এ ছাড়াও তিনি স্থানীয় টেলিভিশনে সাক্ষাতদান ও সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির অফিস পরিদর্শন করেন।

ডেনমার্ক সফরকালেও জনাব চৌধুরী অনুরূপভাবে পার্লামেন্টের সদস্য, বৈদেশিক বিভাগের কর্মকর্তা এবং স্থানীয় জনসাধারণ দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটির সঙ্গে দেখা করেন ও বাংলাদেশ নিয়ে আলাপ আলোচনা করেন। সেখানকার সকল মহল থেকে তাঁকে সর্বপ্রকার সাহায্যের আশ্বাস দেওয়া হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি ও শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির জন্য জনাব চৌধুরী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে নরওয়ে, ডেনমার্ক, ফিনল্যাণ্ড ও সুইডেন সরকারের কাছে আনুষ্ঠানিক চিঠিও হস্তান্তর করেন।[২৬]

১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল জাতিসংঘে যায়। সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্যে জানানো হয়, এই প্রতিনিধি দল বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের বিষয়ে রাষ্ট্রসংঘে বিভিন্ন দেশের কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাত করবেন। জাতিসংঘের মহাসচিব, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ও পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সঙ্গেও তাঁরা সাক্ষাত করবেন এবং বাংলাদেশের সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁদের

অবহিত করবেন ও স্বীকৃতির দাবির যথার্থতা তুলে ধরবেন। এ বিষয়ে সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে লেখা হয়:

> অবিলম্বে শেখ মুজিবর রহমানের মুক্তি, বাংলাদেশের স্বাধীন সার্বভৌম সরকারের স্বীকৃতি ও বিনাসর্তে এক লক্ষ পাক সৈন্যকে বাংলাদেশ থেকে সরিয়ে নেওয়ার দাবীতেই আমরা রাষ্ট্রসঙ্ঘ বিশ্ববিবেকের কাছে যাচ্ছি। আমাদের বিশ্বাস, বিশ্বের সুশিক্ষিত জনপ্রতিনিধিরা বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানবাত্মার এ আবেদনে সাড়া দেবেন। প্রবীণ আওয়ামী লীগ নেতা শ্রী ফণী মজুমদার আজ মুজিবনগর থেকে নিউইয়র্ক যাওয়ার পথে বাংলাদেশের কোন এক স্থানে সাংবাদিকদের কাছে একথা বলেন। শ্রী মজুমদার বলেন, রাষ্ট্রপুঞ্জের আসন্ন সম্মেলনে ভুটান বাংলাদেশের ওপর পাকিস্থানের আক্রমণ প্রসঙ্গ তুলবে। পাকিস্থানের বর্বর আক্রমণের বিরুদ্ধে যুগোস্লাভিয়া, চেকোশ্লেভাকিয়া, ইরাক, রাশিয়া ও আর কয়েকটি দেশ রাষ্ট্রপুঞ্জে ধিক্কার জানাবে।
>
> এছাড়া, বাংলাদেশকে রাষ্ট্রপুঞ্জে গ্রহণের জন্য কোন কোন দেশ দাবী তুলবে।
>
> তিনি বলেন, আবু সৈয়দ চৌধুরীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের যে প্রতিনিধিদল রাষ্ট্রসঙ্ঘে যাচ্ছেন তাঁরা রাষ্ট্রসঙ্ঘে বিভিন্ন দেশের কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগ স্থাপন করবেন। রাষ্ট্রসঙ্ঘে অবিলম্বে বাংলাদেশের স্বীকৃতির দাবী জানানো ছাড়াও তাঁরা প্রেসিডেন্ট নিকসনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। আমেরিকার পররাষ্ট্র সচিব উইলিয়ম রজার্সের সঙ্গেও তাঁরা যোগাযোগ স্থাপন করবেন। রাষ্ট্রসঙ্ঘের মহাসচিব উ থান্টকে বাংলাদেশ সম্পর্কেও আধুনিক তথ্য দিয়ে তাঁদের দাবীর যথার্থতা তুলে ধরবেন।
>
> তিনি আরও বলেন, পৃথিবীর কোন কোন দেশ বাংলাদেশের ওপর পাকিস্থানের আক্রমণকে ভারত-পাক সংঘর্ষ বলে অভিহিত করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু তা যে সত্য নয়, সে বিষয়ে তাঁদের তথ্যাবলী রাষ্ট্রসঙ্ঘে এ বিষয়ে নতুনভাবে আলোকপাত করবে বলে তিনি বিশ্বাস করেন।
>
> ডঃ আশাবুল হক বিশ্বাস করেন যে, বাংলাদেশের সমস্যা ভিয়েৎনামের চেয়েও ভয়াবহ। তাঁরা স্বীকৃতি পেলেই অর্থের বিনিময়ে বিশ্বের যে কোন দেশ থেকে অস্ত্র কিনতে রাজী আছেন।
>
> মুজিবনগর থেকে আজ প্রবীন আওয়ামী লীগ নেতা শ্রী ফণী মজুমদার, শ্রী সিরাজুল হক, সৈয়দ আবদুস সুলতান, ডাঃ মফিজ চৌধুরী, ডাঃ আশাবুল হক, শ্রী কে কে পান্নি ও শ্রী এ এফ এম এ ফাতে নিউইয়র্ক যাত্রা করেছেন। রাষ্ট্রসঙ্ঘে তাঁদের কাজ শেষ করে তাঁরা মস্কো যাবেন। সেখানে রুশ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গেও তাঁদের আলোচনার কথা আছে। ডাঃ আশাবুল হক নিউইয়র্ক থেকে জেনেভা যাবেন। সেখানে তিনি বাংলাদেশ রেডক্রসের সভাপতি হিসাবে আন্তর্জাতিক রেডক্রসের কাছে তাঁদের স্বীকৃতির দাবী জানাবেন।

পান্নি ভ্রাম্যমান রাষ্ট্রদূত: খুররম খাঁ পান্নিকে বাংলাদেশ সরকার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভ্রাম্যমান রাষ্ট্রদূত হিসাবে নিয়োগ করেছেন। আজ মুজিবনগরে এ সংবাদ জানিয়ে জনাব পান্নি বলেন যে, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি সংগ্রামী মানুষের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করার জন্য তিনি ফিলিপাইনসে পাকিস্থানের রাষ্ট্রদূতের পদ ত্যাগ করেছেন। ম্যানিলা থেকে মুজিবনগরে ফিরে জনাব পান্নি বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। জনাব পান্নি জানান, ম্যানিলাকে কেন্দ্র করে সমস্ত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বাংলাদেশের দৌতকার্য চালানোর জন্য তিনি বাংলাদেশের ভ্রাম্যমাণ রাষ্ট্রদূতের পদ গ্রহণ করেছেন। জনাব পান্নি আরও বলেন, ইরাকে পাকিস্থানের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত জনাব এ এফ এম এ ফতেও বাংলাদেশের হয়ে বিদেশে দৌতকার্য চালাবেন। জনাব পান্নি ম্যানিলায় ফিরে গিয়ে সেখান থেকে নিউইয়র্ক যাবেন।[২৭]

বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতা বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী জাতিসংঘে গিয়ে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করার জন্য জাতিসঙ্ঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলির প্রতি আহ্বান জানান। ১৯৭১ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ থেকে সাংবাদিকদের পাঠানো এই খবর গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়:

> এখানে আগত বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতা জনাব আবু সৈয়দ চৌধুরী রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলির উদ্দেশ্যে এক আবেদনে মিথ্যা প্রথা পদ্ধতি বাতিল করে সত্য, ন্যায় ও মানবিকতার স্বার্থে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের দাবী জানান। বাংলাদেশ এখন বাস্তব।
>
> ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য এবং ঢাকা হাইকোর্টের বিচারক জনাব চৌধুরী বাংলাদেশে পশ্চিম পাক জান্তার নারকীয় হত্যাকাণ্ড এবং পাক সেনাবাহিনী কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের গণহত্যার প্রতিবাদে পাকিস্থানের উচ্চ সরকারী পদ ত্যাগ করে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। জনাব চৌধুরী এক সাক্ষাৎকারে বলেন, আমরা দেয়ালে পিঠ দিয়ে লড়াই করলেও চরম জয় আমাদের হবেই– সে সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।
>
> বাংলাদেশের ঘটনাবলী ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণার পটভূমি বর্ণনা করে জনাব চৌধুরী বলেন, সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীর একমাত্র লক্ষ্য হল আক্রমণকারী ইয়াহিয়া খাঁর শেষ সৈন্যটিকে পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরে নিক্ষেপ করা। বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী এবং যে লক্ষ লক্ষ তরুণ ও যুবা এই কাজে নিযুক্ত তিনি তাঁদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।
>
> বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলে রাজনৈতিক নেতা, বুদ্ধিজীবী এবং সরকারী কর্মচারীরা আছেন। ওয়াশিংটনস্থ বাংলাদেশ মিশনের প্রধান জনাব এম আর সিদ্দিকী, জনাব এ এফ আবুল ফতে, কে কে পান্নি, এস এ করিম (রাষ্ট্রসঙ্ঘে বাংলাদেশের স্থায়ী সদস্য), শেখ মুজিবরের আওয়ামী লীগ দলের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় সদস্য এই দলের অন্যতম।[২৮]

বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধি দলটি প্রতিদিন জাতিসংঘ ভবনে গিয়ে বাংলাদেশের স্বীকৃতির বিষয়টি তুলে ধরার জন্য বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের সাথে সাক্ষাৎ করতেন। তারা বাংলাদেশের প্রকৃত অবস্থা, হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যা, মুক্তিযুদ্ধের অগ্রগতিসহ সংশ্লিষ্ট বিষয় বিস্তারিতভাবে তুলে ধরতেন। এ প্রসঙ্গে 'মুক্তিযুদ্ধ ও প্রবাসী বাঙ্গলী সমাজ' গ্রন্থে তাজুল মোহাম্মদ লিখেছেন:

> ১৬ সদস্যের এই দলটিকে বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ করে কয়েকটি ছোট ছোট দল তৈরি করা হয়েছিল। আলাদা আলাদা ভাগে বিভক্ত হয়ে তারা বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতদের কাছে যেতেন। আবু সাঈদ চৌধুরী, সৈয়দ আবদুস সুলতান এমএনএ এবং কূটনীতিক এ এইচ মাহমুদ আলীর সমন্বয়ে গঠিত গ্রুপটি যেত জাতিসংঘ ভবনে। এছাড়াও বিভিন্ন টেলিভিশন এবং পত্রিকায় সাক্ষাৎকার দিয়েছেন প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। সাংবাদিক সম্মেলনও করেছেন। এভাবে তারা সারা দুনিয়ার সামনে পাকিস্তানিদের নৃশংস অত্যাচারের কাহিনী তুলে ধরতে সমর্থ হন।[২৯]

বৃহৎ শক্তির দেশের নীতিগত অবস্থান:

বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে বিশ্বের বৃহৎ শক্তিগুলো নিজ নিজ ভাবমূর্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ঘটনার মূল্যায়ন করতে শুরু করে। নিজস্ব স্বার্থ অনুযায়ী নীতিগত অবস্থান গ্রহণ করে। কূটনৈতিক তৎপরতা চালায়। কেউ কেউ বাংলাদেশের পক্ষে নীতিগত সমর্থন জানায়। যুদ্ধের মাঠ ও মাঠের বাইরে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বন্ধুত্বের হাত বাড়ায়। সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করে। বিপরীত দিকে কোনো কোনো বৃহৎ শক্তির দেশ সামরিক ও বেসামরিক আগ্রাসন চালায়। বাংলাদেশকে স্বীকৃতির প্রশ্নটিও প্রতিটি দেশের নীতিগত অবস্থানের সঙ্গেই আবর্তিত হয়।

বিশ্বের বৃহৎ শক্তির মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র ও চীন শুরু থেকেই মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করে। যুক্তরাষ্ট্র ও চীন ছিল বাংলাদেশে দখলদার পাকিস্তানি বাহিনীর পক্ষে। তারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে কাজ করেছে। এই দুই বৃহৎশক্তি পাকিস্তানকে অস্ত্রসহ যাবতীয় সাহায্য সহযোগিতা করে। শুধু তাই না, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র অনবরত তার প্রভাব খাটাতে থাকে। কোনো দেশ যাতে মুক্তিযুদ্ধে সহযোগিতা ও সমর্থন না করে সে ব্যাপারেও তারা বিভিন্ন অপতৎপরতা চালায়। জাতিসংঘেও যুক্তরাষ্ট্র মুক্তিযুদ্ধবিরোধী ভূমিকা পালন করে। তবে যুক্তরাষ্ট্রের জনসাধারণ মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের পক্ষে ছিল। সেদেশের গণমাধ্যমও বাংলাদেশের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।

অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশের পাশে এসে দাঁড়ায় এবং মুক্তিযুদ্ধে সর্বাত্মক সহযোগিতা করে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারত ছাড়া সবচেয়ে বড় মিত্রশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন। প্রাসঙ্গিক কারণে উল্লেখ করা যায়, ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে ২ এপ্রিলে সোভিয়েত সভাপতিমণ্ডলীর সভাপতি নিকোলাই পদগোর্নি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের কাছে প্রেরিত বার্তায় বাংলাদেশে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বর গণহত্যার প্রতিবাদ জানান এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বন্দী করায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন। ৪ এপ্রিল সোভিয়েত ইউনিয়নের দৈনিক প্রাভদা পত্রিকায় এই বার্তার পূর্ণ বিবরণ প্রকাশিত হয়। 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র : ত্রয়োদশ খণ্ডে' প্রাভদার বরাত দিয়ে বার্তাটির বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করা হয়েছে। বার্তাটি ছিল:

> মাননীয় প্রেসিডেন্ট মহাশয়, ঢাকার আলোচনা ভেঙে যাওয়ার খবর এবং সামরিক প্রশাসন চূড়ান্ত ব্যবস্থা অবলম্বন প্রয়োজন মনে করে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের বিরুদ্ধে সাময়িক বলপ্রোয়গ করেছেন -এই মর্মে খবর সোভিয়েত ইউনিয়েনে গভীর উদ্বেগের সঞ্চার করেছে।
>
> এই ঘটনার ফলে পাকিস্তানের অগণিত মানুষের প্রাণহানি, নিপীড়ন ও দুঃখকষ্টের খবরে সোভিয়েতের জনগণ বিচলিত না হয়ে পারে না। মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য রাজনৈতিক ব্যক্তিদের বন্দী করায় এবং নির্যাতন করায়ও সোভিয়েত ইউনিয়ন উদ্বেগ বোধ করছে। এই সব নেতারা হালের সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের সন্দেহাতীত সমর্থন লাভ করেছিলেন। সোভিয়েত জনগণ সর্বদাই পাকিস্তানের মানুষের মঙ্গল এবং সমৃদ্ধি কামনা করেছে এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেশের জটিল সমস্যার সমাধানে তাদের সফলতায় আনন্দিত হয়েছে।
>
> পাকিস্তানের জনগণের কঠিন পরীক্ষার দিনে খাঁটি বন্ধু হিসেবে আমরা দু'একটি কথা না বলে পারি না। আমরা বিশ্বাস করি যে পকিস্তানে বর্তমানে যে জটিল সমস্যার উদ্ভব হয়েছে, বল প্রয়োগ না করে রাজনৈতিকভাবে, তার সমাধান করা যায় এবং করতে হবে। পূর্ব পাকিস্তানে দমননীতি এবং রক্তপাত যদি চলতে থাকে তাহলে নিঃসন্দেহে সমস্যার সমাধান আরো কঠিন হয়ে উঠবে এবং তাতে পাকিস্তানের সমস্ত মানুষের মৌল স্বার্থেরই বিরাট ক্ষতি হবে।
>
> প্রেসিডেন্ট মহাশয়, সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর পক্ষ থেকে আপনাকে কিছু বলা আমাদের কর্তব্য বলে মনে করি। পূর্ব পাকিস্তানের রক্তপাত বন্ধ করার জন্য, সেখানকার মানুষের উপর নিপীড়নের অবসান ঘটানোর জন্য, এবং সমস্যা সমাধানের একটি শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক উপায় উদ্ভাবনের জন্য অত্যন্ত

> জরুরি ব্যবস্থা করতে আপনাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি। আমরা বিশ্বাস করি যে পাকিস্তানের সমস্ত মানুষের স্বার্থ এবং সে অঞ্চলের শান্তিরক্ষার স্বার্থ এর ফলে রক্ষিত হবে।
>
> উদ্ভূত সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানকে সমগ্র সোভিয়েত জনগণ সন্তোষের সঙ্গে গ্রহণ করবেন।
>
> আপনাকে আবেদন জানাবার সময়ে আমরা মানবাধিকার সংক্রান্ত সর্বজনীন ঘোষণায় লিপিবদ্ধ সর্বজনস্বীকৃত মানবিক নীতির দ্বারা এবং পাকিস্তানের বন্ধু জনগণের কল্যাণের জন্য উদ্বেগের দ্বারা পরিচালিত হয়েছি।
>
> প্রেসিডেন্ট মহাশয়, আপনাকে এই অনুরোধ জানাতে আমরা কোন নীতি দ্বারা পরিচালিত হয়েছি, আশা করি আপনি তা সঠিকভাবে বুঝতে পারবেন। আমাদের একান্ত কামনা যে অবিলম্বে পূর্ব পাকিস্তানে শান্তি এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হোক। ক্রেমলিন, মস্কো, ২ এপ্রিল, ১৯৭১।[৩০]

জাতিসংঘেও সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশের পক্ষে জোরালো অবস্থান নিয়েছিল। এর ফলে যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও পাকিস্তান কূটনৈতিকভাবে পর্যুদস্ত হয়েছে। শুধু তাই না, ১৯৭১ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ২৬শ তম অধিবেশনের পূর্ণাঙ্গ সভায় সোভিয়েত পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্দ্রেই এন্ড্রেয়েভিচ গ্রোমিকো তাঁর ভাষণে যুদ্ধ এড়ানোর জন্য পাকিস্তানকে সতর্ক করেছেন। 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র : ত্রয়োদশ খণ্ডে' ভাষণের কিছু অংশ প্রকাশ করা হয়েছে:

> ভারতীয় উপমহাদেশে পরিস্থিতি যথেষ্ট পরিমাণে ঘোরালো হয়েছে। এক কথায় স্বীকার না করে উপায় নেই যে পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনার গতিতে ভারতের উৎকণ্ঠা প্রকাশের কারণ আছে। ভারতে শরণার্থীর স্রোত গুরুতর অসুবিধা ও সমস্যার জন্ম দিয়েছে, সেগুলির প্রকৃতি শুধু অর্থনৈতিক নয়। আমাদের স্থির বিশ্বাস, পাকিস্তানে উদ্ভূত প্রশ্নাদির রাজনৈতিক মীমাংসার মাধ্যমেই শুধু এই এলাকায় সমগ্রভাবে উত্তেজনার প্রশমন ঘটানো যায়। আর সেখানে অবস্থিত সমস্ত রাষ্ট্রেরই এতে আগ্রহী হওয়া উচিত। শরণার্থীরা যাতে পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে যেতে পারে সে ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে। আর এটা সম্ভব হবে কেবলমাত্র সেখানে তাঁদের জন্য নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হবার পর। বর্তমানে এই অঞ্চলের পরিস্থিতি উত্তেজনাপূর্ণ আর এটা শুধু একটা অভ্যন্তরীণ প্রশ্ন নয়। সোভিয়েত সরকার এই আশা প্রকাশ করতে চায় যে ব্যাপারটা সামরিক সংঘাত পর্যন্ত গড়াবে না এবং সংযম ও যুক্তিরই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হবে।[৩১]

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে জাতিসংঘে সোভিয়েত ইউনিয়ন তিনবার ভেটো প্রয়োগ করে মুক্তিযুদ্ধকে চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছে দিয়েছিল এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত করতে সহায়তা করেছিল।

অন্যদিকে মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের বন্ধুর ভূমিকা পালন করে যুক্তরাজ্য। ফ্রান্সের ভূমিকাও ছিল ইতিবাচক। যুক্তরাজ্যের ভূমিকা সম্পর্কে দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকায় এক প্রবন্ধে রণক ইসলাম লিখেছেন:

> বৃটিশ পার্লামেন্টের সদস্যরা জোরালোভাবে বাঙালির স্বাধীনতার লড়াইকে সমর্থন জানান। শরণার্থীদের জন্য অর্থ ও ত্রাণ সহায়তা দেয়। বাংলাদেশের প্রতি সহমর্মী ও সমব্যথী বৃটিশ পার্লামেন্টের এমপিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রেখেছিলেন রাসেল জন স্টোনহাউস। তিনি বাংলাদেশের পক্ষে জোরালো বক্তব্য দেন। হাউস অব কমন্স সভায় তিনি বলেন, 'আমার মনে হয়, ভবিষ্যতে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করবেই।'[৩২]

ইংল্যান্ডের তৎকালীন বিরোধী দল লেবার পার্টিও বাংলাদেশের পক্ষে অবস্থান নেয়। ১৯৭১ সালের আগস্টে ভারত সফর করেন বৃটিশ কমন্স সভার লেবার পার্টির এমপি ও প্রাক্তন মন্ত্রী পিটার শোর। ৩০ আগস্ট তিনি বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। এই সাক্ষাতের সময় বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রতি তাঁর সমর্থন জানান এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য বৃহৎ শক্তিগুলোর করণীয় নিয়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেন। কোলকাতায় বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় পিটার শোর তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে সাক্ষাতের বিষয়টি তুলে ধরেন। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়:

> যুক্তরাজ্যের সাবেক মন্ত্রী এবং লেবার পার্টির সাংসদ পিটার শোরও এদিন বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে বৈঠক করেন। বাংলাদেশের মুক্তির জন্য বিশ্বের গণতান্ত্রিক শক্তিগুলো কী করতে পারে, প্রধানত তা-ই ছিল তাঁদের আলোচনার বিষয়। দমদম বিমানবন্দরে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, শেখ মুজিবের তিনি মুক্তি চান। এই দিন রাতেই তিনি দিল্লি চলে যান।[৩৩]

পরদিন ১৯৭১ সালের ৩১ আগস্ট দিল্লিতে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে পিটার শোর বাংলাদেশের সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, নতুন একটি শিশু রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের জন্মলাভ খুবই আসন্ন। বিশ্বের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর উচিত বাংলাদেশের জন্মলাভের পথ সুগম করা। এই বিষয়ে প্রাপ্ত তথ্য:

> বৃটেনের সাবেক মন্ত্রী ও কমন্স সভায় লেবার পার্টির এমপি পিটার শোর দিল্লিতে সাংবাদিকদের বলেন, বাংলাদেশে এখন ঘটছে পুরোনো পাকিস্তানের মৃত্যুযন্ত্রণা এবং একটি নতুন জাতির জন্মের প্রসববেদনা। এখন বিশ্বের কাছে প্রশ্ন, এই নবজাতকটিকে নিদারুন দুঃখকষ্টে ফেলে রাখা হবে, না কি গণতন্ত্র ও শান্তির পথে কিছু ব্যবস্থা করা হবে। পিটার শোর জানান, বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীসহ আরও দুজন মন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে। তাঁরা স্বাধীনতা ছাড়া আর কোনো সমাধানে রাজি নন।[৩৪]

বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকারকে রাজি করানোর জন্য ইংল্যান্ডের কমন্স সভার সদস্যরা নিজেদের সম্মতি জানিয়ে স্বাক্ষর সংগ্রহ করেন। কমন্স সভার মোট সদস্যের ৫০ শতাংশ সদস্যের স্বাক্ষর সংগ্রহের টার্গেট নিয়ে তারা এই কার্যক্রম শুরু করেন। দিল্লিতে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য ভারত সফররত ইংল্যান্ডের কমন্স সভার লেবার পার্টির সদস্য ফ্রেড ইভান্স ১৯৭১ সালের ২১ সেপ্টেম্বর কোলকাতায় সাংবাদিকদের কাছে এই তথ্য প্রকাশ করেন। তিনি সাংবাদিকদের জানান:

> কমন্স সভার সদস্যরা বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য ব্রিটিশ সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে সদস্যদের স্বাক্ষর সংগ্রহ শুরু করেছেন। ইতিমধ্যে প্রায় ২২০ জন সদস্য স্বাক্ষর করেছেন। তিনি জানান, তাঁরা প্রায় ৩০০ জনের স্বাক্ষর সংগ্রহ করতে পারবেন। ব্রিটেনে সাংসদদের মোট সংখ্যা ৬৩০। ফ্রেড ইভান্স বাংলাদেশ সম্মেলনে যোগ দিতে ভারতে গিয়ে ২১ সেপ্টেম্বর শরণার্থীশিবির পরিদর্শন করেন। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, তাঁর দেশের মানুষ বাংলাদেশকে মুক্ত করার ব্যাপারে একমত। ব্রিটেনের গণমাধ্যম এ ব্যাপারে সোচ্চার। সারা বিশ্বেই বাংলাদেশের পক্ষে জনমত গড়ে উঠছে।
>
> দিল্লিতে বাংলাদেশ সম্পর্কে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের কেউ কেউ এদিন লন্ডনে সদর দপ্তর করে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক মৈত্রী কমিটি গঠনের কথা বলেন। এই কমিটি গঠন এবং তার চূড়ান্ত রূপ দেওয়ার ক্ষমতা সম্মেলনের সভাপতি সর্বোদয় নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণকে দেওয়া হয়।[৩৫]

১৯৭১ সালের ৪ অক্টোবর লেবার পার্টির পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বাংলাদেশের ব্যাপারে জাতিসংঘকে সরাসরি হস্তক্ষেপের আহ্বান জানানো হয়। এই বিষয়ে সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে লেখা হয়েছে:

> বৃটেনের শ্রমিক দল আজ পূর্ববঙ্গে জনগণের অবর্ণনীয় দুর্দশার জন্য পাকিস্থানকে দায়ী করে। রাষ্ট্রসঙ্ঘকে এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের আহ্বান জানিয়েছেন। পূর্ববঙ্গে অধিবাসীদের বিরুদ্ধে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করায় পাকিস্থানকে নিন্দা করার জন্যও শ্রমিক দল আহ্বান জানিয়েছে।

দলের জাতীয় কর্মপরিষদের নামে প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত এক বিবৃতিতে পূর্ববঙ্গ প্রশ্নে জনগণের ইচ্ছা এবং গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক সমাধানের জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘকে সরাসরি হস্তক্ষেপ করার আহ্বান জানান হয়েছে। আজ দলের জাতীয় সম্মেলনে পূর্ববঙ্গের ব্যাপারে পাকিস্থান সম্পর্কে বিবৃতিটি গ্রহণের জন্য শ্রমিক দলের জাতীয় কর্মপরিষদ আনুষ্ঠানিকভাবে এটি পেশ করেছেন।

ওই বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এই রাজনৈতিক সমাধান আসতে পারে– পূর্ববঙ্গে জঙ্গীশাহীর সাম্প্রতিক নিপীড়ন বন্ধ এবং পূর্ববঙ্গের রাজনৈতিক নেতা বিশেষ করে শেখ মুজিবর রহমানের মুক্তিদান ও তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে। মঙ্গলবার পররাষ্ট্র বিষয়ে শ্রমিক দলের সম্মেলনে যে বিতর্ক হবে তাতে আলোচনার জন্য দলের নেতারা এই বিবৃতিতে প্রস্তুত করেছেন। বিবৃতিতে আরো বলা হয়েছে, শরণার্থী সমস্যা মোকাবিলায় ভারত এক অসম বৃহৎ বোঝা বইছে। এ ব্যাপারে বিশ্ববাসীর সাড়া মোটেই পর্যাপ্ত নয়।[৩৬]

অন্যান্য দেশের অবস্থান:

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অবদান রেখেছিল। বৃহৎ রাষ্ট্রগুলোর পাশাপাশি প্রতিবেশী ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোর অবদানও অনস্বীকার্য। বাংলাদেশে হানাদার পাকিস্তানিবাহিনীর হত্যাযজ্ঞে বিশ্বনেতারও নীরব ছিলেন না।

বাংলাদেশ ভূখণ্ড থেকে প্রকাশিত মূলধারার বেশির ভাগ সংবাদপত্র মুক্তিযুদ্ধের সময় অবরুদ্ধ ছিল। তবে মুক্তিযুদ্ধকালে বিদেশি গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্বজনমত গঠনে সহায়তা করে। এতে স্বাধীনতা অর্জন ত্বরান্বিত হয়েছে। আন্তার্জাতিক স্বীকৃতি অর্জনেও তা বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এ ধরনের কিছু খবরের নমুনা তুলে ধরা হলো।

১৯৭১ সালের মে মাসের শুরুতেই বিদেশি গণমাধ্যমে খবর প্রকাশিত হয় যে, বিভিন্ন দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার কথা ভাবছে। এই খবরেই জানানো হয় যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রধানমন্ত্রী আলেকসি কোসিগিন বাংলাদেশ সফরে আসছেন। তাই খবরটি বাংলাদেশের স্বীকৃতির প্রশ্নে আশা ব্যঞ্জক হয়ে উঠে। যদিও বিজয় অর্জনের আগে শুধু ভারত ও ভুটান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। অন্যদেশগুলোর স্বীকৃতি প্রদান শুরু হয় ১৯৭২ সালের জানুয়ারি থেকে। খবরটিতে লেখা হয়:

স্বাধীন সার্বভৌম গণতান্ত্রিক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রশ্ন এখন আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। যে সব দেশ আর কিছুদিন দেখার পর বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবার কথা ভাবছিল,

তারা ইয়াহিয়া বাহিনীর ব্যাপক গণহত্যার ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে কত তাড়াতাড়ি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়া যায়, তার কথা ভাবতে সুরু করেছে।

কোসিগিন আসছেন: রুশ প্রধানমন্ত্রী শ্রী আলেকসি কোসিগিন বাংলাদেশ সফরে আসছেন। এই সংবাদ মস্কো এবং দিল্লী যথেষ্ট গোপনীয়তার সঙ্গে রক্ষা করলেও বাংলাদেশ মন্ত্রিসভার সদস্যদের কাছে এ সংবাদ এসে পৌঁছেছে। শ্রী কোসিগিনের আসার কারণ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল মহলে নানা ধারনার সৃষ্টি হয়েছে। অনেকে মনে করছেন তিনি বাংলাদেশে নরহত্যা কত ব্যাপক এবং ক্ষতির বিস্তার কথখানি তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করতে চান।

বিভিন্ন জায়গায় গবেষণা: আবার অনেকের ধারণা শ্রী কোসিগিন পশ্চিম এশিয়ায় চীনা প্রভাব নির্মূল করার জন্য নতুন কোন রাজনৈতিক ফরমূলা আরোপ করতে চান। শ্রী কোসিগিনের বাংলাদেশ সফরের সংবাদ ছাড়াও বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে আরও উৎসহজনক খবর হলো পূর্ব ইউরোপ থেকে অস্ত্র সরবরাহের সংবাদ প্রায় পাকা হয়ে এসেছে। পূর্ব ইউরোপ থেকে মুজিব সরকার যেসব অস্ত্র পাবে সেগুলি হলো: লাইট ও হেভী মর্টার, লাইট ও হেভী মেশিনগান, টমিগান, কার্তুজ ও অন্যান্য অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র।[৩৭]

১৯৭১ সালের ৩০ মে যুগোশ্লাভিয়ার রাষ্ট্রপতি মার্শাল টিটো বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের কাছে একটি চিঠি পাঠান। এই চিঠিতে টিটো আন্তরিকভাবে বাংলাদেশের মানুষের প্রতি সমর্থন জানান। মার্শাল টিটোর এই চিঠি পরোক্ষভাবে বাংলাদেশের প্রতি যুগোশ্লাভিয়ার স্বীকৃতি। কূটনৈতিক সূত্রের বরাত দিয়ে এই খবরে এমন তথ্যও প্রকাশিত হয় যে, পরবর্তী দু'এক সপ্তাহের মধ্যেই যুগোশ্লাভিয়া বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে পারে। শুধু যুগোশ্লাভিয়া না, ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন, আফগানিস্থান ও অষ্ট্রেলিয়া বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে পারে বলে আভাস দেয়া হয়। যদিও এই তথ্য পরে সত্য প্রমাণিত হয়নি। সংবাদপত্রে প্রকাশিত রিপোর্টে লেখা হয়:

ইয়াহিয়া বাহিনীর বর্বর গণহত্যার বিরুদ্ধে আপন বক্তব্য উল্লেখ করে যুগোশ্লাভিয়ার রাষ্ট্রপতি মার্শাল টিটো বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি জনাব নজরুল ইসলাম চৌধুরীকে আজ এক জরুরী পত্র দিয়েছেন। ঐ পত্রে তিনি বলেছেন, বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ স্বাধীনতার যে যুদ্ধ চালাচ্ছে স্বাভাবিক কারণেই তার প্রতি তিনি শ্রদ্ধাশীল হয়ে পড়েছেন। তিনি আন্তরিকভাবে বাংলাদেশের মানুষের প্রতি সমর্থন জানাচ্ছেন।

এছাড়াও আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় বাংলাদেশের স্বীকৃতি দেবার ব্যাপারে কূটনৈতিক তৎপরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। রুশ কূটনৈতিক মিশনের দুজন প্রতিনিধি মুজিবনগরে বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি

সঙ্গে মিলিত হয়ে পাক বাহিনীর অত্যাচার ও নৃশংসতার বিবরণ সংগ্রহ করেন। নির্ভরযোগ্যসূত্রে জানা গেছে, রুশ প্রতিনিধিরা পাক সৈন্যদের নৃশংসতার প্রত্যক্ষ বিবরণ সংগ্রহ করে জাতিসঙ্ঘের মহাসচিব উ থান্টের কাছে পেশ করবেন।

অপর এক কূটনৈতিক সূত্রে থেকে জানা গেছে যে, আগামী দু-এক সপ্তাহের মধ্যে রাশিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, ভারতবর্ষ, আফগানিস্থান ও অষ্ট্রেলিয়া বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে পারে। রাশিয়া স্বীকৃতি ছাড়াও অবিলম্বে খাদ্য সরবরাহের সিদ্ধান্ত নেবার কথাও চিন্তা করছে বলে কোন কোন মহলের কাছে সংবাদ এসে পৌঁছেছে। লন্ডন, নিউইয়র্ক, প্যারিস, টরেন্টো, সিডনী, বার্লিন, হামবুর্গ প্রভৃতি শহরের আন্তর্জাতিক শান্তি আন্দোলনের নেতারা বাংলাদেশের মধ্যে একটি 'পীস মার্চ' করার সিদ্ধান্ত আজ গ্রহণ করেছেন। এই 'পীস মার্চে' প্রখ্যাত উদারনৈতিক বৃটিশ নেতা স্যার ব্রডওয়ে ও শ্রী জয়প্রকাশ নারায়ণ অংশগ্রহণ করবেন বলে জানা গেছে।

আজ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন বাংলাদেশের কোন এক স্থানে এম, এন, এ ও এম, পিদের সঙ্গে মিলিত হয়ে সামরিক শিক্ষার্থীদের ট্রেনিং ক্যাম্পের পুনর্গঠন সম্পর্কে আলোচনা করেন। এছাড়া বহু বৈদেশিক প্রতিনিধিরাও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আজ যোগাযোগ করেছেন।[৩৮]

১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে বাংলাদেশকে নিয়ে ভারতে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে ২৫টি দেশের প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে। এই সম্মেলনে বিশ্বের সব দেশের কাছে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের সুপারিশ করা হয়। ১৯৭১ সালের ২১ সেপ্টেম্বর সংবাদপত্রে প্রকাশিত রিপোর্টে লেখা হয়:

> বাংলাদেশ সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনের সমাপ্তি দিবসে ২৫টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ আজ যে রিপোর্ট পেশ করেছেন তাতে বিশ্বজনীনতার ভিত্তিতে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের সুপারিশ করা হয়েছে। তবে এ ব্যাপারে ভারতবর্ষকেই নেতৃত্ব দেবার আহ্বান জানান হয়েছে। বাংলাদেশ সম্পর্কে ঐকমত্য প্রকাশের যে আকাঙ্খা বিশ্ব মানব সমাজ প্রকাশ করেছেন, তা মনে রেখে উক্ত রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ আরও সুপারিশ করেছেন, বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে অহিংস পথে সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশে অভিযান করা যেতে পারে এবং এই অভিযান শুরু হবে ভারত থেকে। আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তিনটি কমিশন গঠন করেছিলেন। এই কমিশনগুলি বিভিন্ন সুপারিশ করেন। এই সব সুপারিশে সরকারী এবং বে-সরকারী স্তরে বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করার প্রস্তাব করা হয়েছে। উদ্দেশ্য, বাংলাদেশের মানুষের স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করা এবং পাক-বাহিনীর অত্যাচারের অবসান করা।

> **অস্ত্র ব্যবহার বন্ধের আবেদন:** কমিশন সুপারিশ করেছেন, যতদিন পাকিস্থান বাংলাদেশের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত থাকবে, ততদিন তাকে সর্বপ্রকার বৈষয়িক ও সামরিক সাহায্য দান বন্ধ রাখতে হবে।
>
> **মুক্তি যুদ্ধ:** কমিশন মনে করেন, বাংলাদেশের মানুষ স্বাধীনতার জন্য যে সংগ্রাম চালাচ্ছেন তা মুক্তিযুদ্ধই। কাজেই এই মুক্তিযুদ্ধ চালাবার জন্য বিশ্ব রাষ্ট্রগুলির নিশ্চয়ই বাংলাদেশকে বেসামরিক ও সামরিক সাহায্য দেওয়া উচিত।[৩৯]

১৯৭১ সালের অক্টোবরে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের কাছে একটি টেলিগ্রাম করেন কাতারের আমীর। এই এই টেলিগ্রামে তিনি তাজউদ্দীন আহমদকে 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী' উল্লেখ করেন। কাতারের আমীরের এই সম্বোধনকে কূটনৈতিক মহল বাংলাদেশ সরকারের প্রতি কাতারের কার্যত: স্বীকৃতি অভিহিত করেন। কাতারের আমীরের এই টেলিগ্রামের খবর ১৯৭১ সালের ২ অক্টোবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়:

> আরব জগতের একটি দেশ কাতারের আমীর একটি তারে জনাব তাজউদ্দীন আহমেদকে বাংলাদেশ গণপ্রজাতন্ত্রী সরকারের প্রধানমন্ত্রী বলে উল্লেখ করেছেন। কাতার সম্প্রতি রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্য হয়েছে। কাতারের আমীরের এই তারকে কূটনৈতিক মহল বাংলাদেশ সরকারের প্রতি কাতারের কার্যত: স্বীকৃতি বলে মনে করছেন। কাতারের আমীরের তারের বিষয়বস্তু আজ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রচার করেছে। কাতারের রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্যপদ লাভে আনন্দ প্রকাশ করে জনাব তাজউদ্দীন সেখানকার আমীরকে যে তার পাঠিয়েছিলেন আমীরের তারটি তারই জবাব।[৪০]

ভারতের অবস্থান:

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবস্থান ইতিবাচক। ঘনিষ্ট বন্ধুর ভূমিকা পালন করে ভারত। শক্তিশালী দেশ যুক্তরাষ্ট্র ও চীন মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে জোরালো অবস্থান নেয়। বৃহৎ ইসলামি সংস্থা ওআইসিও মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের বিরুদ্ধাচারণ করে। আরব বিশ্বের অনেক দেশই পাকিস্তানের পক্ষ নেয়। ভারত শক্তিশালী দেশ ও বৃহৎ শক্তির রক্তচক্ষু উপেক্ষা করেই বাংলাদেশের পক্ষ নেয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন, পূর্ব ইউরোপের কিছু দেশ এবং প্রতিবেশী নেপাল ও ভুটানের কূটনৈতিক সমর্থন নিয়ে ভারত মুক্তিযুদ্ধে সার্বিকভাকে বাংলাদেশকে সমর্থন করে। নয় মাস মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে সামরিক ও বেসামরিক সহযোগিতা ছাড়াও ভারত সরকার স্বীকৃতিসহ বিভিন্ন বিষয়ে বাংলাদেশের জন্য সারা বিশ্বে ব্যাপক কূটনৈতিক তৎপরতা চালায়।

শুধু তাই না, মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের ১০ দিন আগেই ভারত সর্বপ্রথম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। এ প্রসঙ্গে বিবিসি বাংলা এক প্রতিবেদনে বলেছে:

> ১৯৭১ সালের ১৭ ই এপ্রিল বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার গঠিত হবার এক সপ্তাহের মধ্যেই ভারতের স্বীকৃতি চেয়ে চিঠি দেন বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম। কিন্তু কৌশলগত কারণে ভারত ছিল তখন সাবধানী। বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার ভারতের মাটিতে বসেই পরিচালিত হতো। এতে ভারত সরকারের সর্বাত্মক সহায়তা ছিল। এছাড়া মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা ভারতের মাটিতেই প্রশিক্ষণ নিয়েছে এবং ভারত তাদের অস্ত্র সরবরাহ করেছে। অন্যদিকে এক কোটি বাংলাদেশী শরণার্থীকে সহায়তা করেছে ভারত।[৪১]

ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর তৎপরতা:

পাকিস্তান ভেঙ্গে বাংলাদেশের অভ্যূদয় পৃথিবীর অনেক দেশের পক্ষেই মেনে নেয়া কঠিন ছিল। বিশেষ করে বৃহৎ শক্তি যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের বাংলাদেশ বিরোধী অবস্থান অনেক দেশের জন্য বাংলাদেশের পক্ষ নেয়ার ক্ষেত্রে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাই স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের পক্ষে ভারতের সমর্থন এবং সহানুভূতি থাকলেও অন্য দেশের সমর্থন আদায় করার জন্য আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতকে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়। আর এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন ভারতের সে সময়ের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকেই তিনি বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। এর অনেক নজির রয়েছে। ১৯৭১ সালের ১৩ এপ্রিল ভারতের রায়বেরিলিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য দিচ্ছিলেন ইন্দিরা গান্ধী। বাংলাদেশ সরকার তখনও গঠিত হয়নি। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি জানান: সরকার গঠনের পর বাংলাদেশ ভারতের স্বীকৃতি চাইলে তা সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করা হবে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত এই খবরে লেখা হয়:

> প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আজ এখানে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, বাঙলাদেশের বিরুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্থানী সামরিক কর্তৃপক্ষকে চীন ‘প্রকাশ্য সমর্থন’ জানিয়েছে। তবু এর ফলে বাঙলাদেশ সম্পর্কে ভারতের নীতির কোন পরিবর্তন হবে না। লক্ষ্ণৌতে কংগ্রেস বিধানমণ্ডলীর দলের বৈঠকেও তিনি বলেছেন, বাঙলাদেশে যা ঘটছে, তাতে ভারত নীরব দর্শক হয়ে থাকতে পারে না। তাছাড়া, এই যুদ্ধকে পাকিস্থানের নিছক ঘরোয়া ব্যাপারও বলা যায় না। শ্রীমতী গান্ধী এই মর্মে আভাস দেন, বাঙলাদেশে যখনি সরকার গঠিত হবে এবং সেই

> সরকার স্বীকৃতি লাভের জন্য যথারীতি ভারত সরকারের কাছে আবেদন করবেন তখন তা সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করা হবে।
>
> প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাঙলাদেশ সম্পর্কে আমাদের মনোভাব কি হবে, তা অপরের ওপর নির্ভর করে না। আমরা স্বাধীনভাবেই আমাদের সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকি। বাঙলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দেবেন কিনা-এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, আমরা বিবেচনা করে দেখছি।[৪২]

১৯৭১ সালের ৭ মে নয়দিল্লিতে বাংলাদেশের স্বীকৃতির বিষয়ে আলোচনার জন্য বিরোধী দলগুলোর সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে তিনি জানান: বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার বিষয়টি বিবেচনা করছে ভারত। বিষয়টি নিয়ে কয়েকটি মিত্র দেশগুলোর সঙ্গেও আলোচনা করা হচ্ছে। এই বৈঠকের খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়:

> বাংলাদেশকে অবিলম্বে স্বীকৃতি দেবার ব্যাপারে বিরোধী দলগুলির নেতৃবৃন্দ প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কাছ থেকে আজ নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি আদায় করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের সে চেষ্টা সফল হয়নি। শ্রীমতী গান্ধী শুধু বলেন, এই স্বীকৃতিদানের বিষয়টির সবদিক দিয়ে বিচার-বিবেচনা করতে হবে এবং এর তাৎপর্য অনুধাবন করতে হবে। তবে তিনি এই প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন, যথোচিত আন্তরিকতার সঙ্গে ভারত সরকার প্রশ্নটি বিবেচনা করে দেখছেন। তাঁর মতে, বাংলাদেশের এই সংগ্রাম, প্রকৃতই জাতীয় সংগ্রাম। মুক্তিফৌজ এই সত্যতা প্রমাণ করেছেন।
>
> বিরোধী নেতৃবৃন্দের তিন ঘণ্টা-ব্যাপী সম্মেলনে এক বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী বলেন যে, ভারত এই স্বীকৃতিদানের বিষয়টি নিয়ে কয়েকটি মিত্র রাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা করেছে। কোন রাষ্ট্রই এখনই বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানে ইচ্ছুক নয়। সেজন্য ভারতও এই ব্যাপারে অপেক্ষা করতে এবং পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য রাখতে চায়। প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, পাকিস্থান যে যুদ্ধের হুমকি দিয়েছে তার জন্য অথবা চীনের সঙ্গে সংঘর্ষের ভয়ে ভারত এই স্বীকৃতিদান সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব করছে না, এই বিলম্বের আরও কারণ আছে। বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতিদানের প্রশ্নে প্রধানমন্ত্রী এই প্রথম তাঁর মনোভাব প্রকাশ করলেন।[৪৩]

১৯৭১ সালের ৭ মে বাংলাদেশ বিষয়ে বিরোধী দলগুলোর সঙ্গে বৈঠকের বিষয়বস্তু অবহিত করার জন্য তিনি নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রি পরিষদের বৈঠক ডাকেন। মন্ত্রি পরিষদে তাঁর মতবিনিময়ের খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়:

> বাংলাদেশ সম্পর্কে মতামত বিনিময়ের জন্য আজ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার এক অঘোষিত ঘরোয়া বৈঠক বসে। বিরোধী নেতাদের সঙ্গে বাংলাদেশ

সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার পর প্রধানমন্ত্রী তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যদের বৈঠকের বিজ্ঞপ্তি পাঠান। প্রায় এক ঘণ্টাব্যাপী এই বৈঠকে শ্রীমতী গান্ধী বিরোধী দলের নেতাদের সঙ্গে আলোচনার ধারা মন্ত্রিসভার সতীর্থদের কাছে ব্যক্ত করেন।[৪৪]

১৯৭১ সালের ৫ জুলাই নয়াদিল্লিতে কংগ্রেস পার্লামেন্টারী দলের কার্যকরী কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের উপযুক্ত সময় নির্ধারণের দায়িত্ব সরকারের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়। সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্যে দেখা যায়, এই বৈঠকে ইন্দিরা গান্ধী জানিয়েছিলেন যে, যথা সময়ই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়া হবে। তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সমর্থনে ভারতীয় জনমত সংহত করার ব্যাপারে উদ্যোগী হওয়ার জন্য কংগ্রেস সদস্যদের তিনি আহ্বান জানান। সংবাদপত্রে প্রকাশিত ইন্দিরা গান্ধীর ভাষ্য:

> প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী আজ বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের সমর্থনে জনমত সংহত করার জন্য কংগ্রেস সদস্যদের আহ্বান জানান। তিনি বলেন যে, সরকার যখন বুঝবেন যে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার সময় এসেছে তখনই সরকার স্বীকৃতি দেবেন, তার আগে সরকারকে স্বীকৃতি দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধ্য করা যুক্তিযুক্ত হবে না। বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের এবং পাকিস্থানের বিরুদ্ধে 'চরম পন্থা' গ্রহণের ক্রমাগত দাবীর উত্তরে প্রধানমন্ত্রী উপরিউক্ত মন্তব্য করেন।
>
> কংগ্রেস পার্লামেন্টারী দলে বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের জন্য মাঝে মাঝেই কলরব উঠলেও আজ পার্লামেন্টারী দলের কার্যকরী কমিটির বৈঠকে সরকারী মনোভাব পূর্ণ সমর্থন লাভ করে। বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের উপযুক্ত সময় নির্ধারণের ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্ণ দায়িত্ব সরকারের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়। প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, ভারত পাকিস্থানের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করেছে, এই দোষটা ভারত নিজের ঘাড়ে নিতে চায় না। আজকের আলোচনায় যাঁরা যোগদান করেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম সচিব শ্রীকৃষ্ণকান্ত ছাড়া আর সকলেই তাড়াহুড়া করে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দেওয়ার জন্য সরকারকে সতর্ক করে দেন। তারা বলেন যে, বাংলাদেশকে এখন স্বীকৃতি দিলেই পাকিস্থানের সঙ্গে যুদ্ধ অনিবার্য হবে। শ্রীকৃষ্ণকান্তই একমাত্র সদস্য যিনি জরুরী মনোভাব সৃষ্টির জন্য বাংলাদেশকে এখনই স্বীকৃতিদানের দাবী জানান।[৪৫]

মুক্তিযুদ্ধকালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে অনানুষ্ঠানিক নিবিড় যোগাযোগ ছিল। তারপরও বাংলাদেশ বিষয়ে সার্বক্ষণিক তদারকির জন্য ভারত সরকার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নীতিনির্ধারণী কমিটির চেয়ারম্যান ডি পি ধরকে দায়িত্ব দেয়। তিনি বাংলাদেশ সরকারের

সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেন। ডি পি ধর ১৯৭১ সালের ২৯ ও ৩০ আগস্ট বাংলাদেশের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদসহ মন্ত্রি পরিষদের অন্যান্য নেতার সঙ্গে প্রথম আনুষ্ঠানিক বৈঠক করেন। পরে বিষয়টি তিনি সাংবাদিকদের জানান। প্রকাশিত তথ্যে দেখা যায়:

> ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নীতিনির্ধারণী কমিটির চেয়ারম্যান এবং বাংলাদেশ বিষয়ে বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত ডি পি ধর ৩০ আগস্ট মুজিবনগরে বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদসহ সরকারি দলের অন্য নেতাদের সঙ্গে বাংলাদেশ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন। একদিন আগে এই আলোচনা শুরু হয়। তাঁরা কয়েক দফা আলোচনা করেন। আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের নেতাদের সঙ্গে এই প্রথম ভারত সরকারের একজন উচ্চপদস্থ প্রতিনিধির আলাপ হলো।
>
> ডি পি ধর নিজে এই খবর কলকাতায় সাংবাদিকদের জানিয়ে বলেন, বাংলাদেশ-সমস্যার নানা দিক বোঝার জন্যই বাংলাদেশের নেতাদের সঙ্গে এই আলোচনা। বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা একসঙ্গে বসে প্রস্তাব করেছেন, পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া আর কোনো মীমাংসা নেই। বাংলাদেশে সরকার একটি স্বাধীন সরকার। তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করে বোঝা গেছে, পূর্ণ স্বাধীনতার প্রশ্নে কোনো রফার কথা তাঁরা ভাবছে না। তাঁদের প্রতি ভারতের পূর্ণ সহানুভূতি রয়েছে।[৪৬]

আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের অনুকূলে জনমত সংগঠিত করার লক্ষ্যে ইন্দিরা গান্ধী দিনের পর দিন নিরলসভাবে কাজ করেছেন। এক্ষেত্রে তাকে গভীর প্রজ্ঞার পরিচয় দিতে হয়েছে। বাংলাদেশের পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করার জন্য ইন্দিরা গান্ধী দেশে দেশে দূত পাঠিয়েছেন। নিজেও বিভিন্ন দেশ সফর করেছেন। জাতিসংঘেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। এ প্রসঙ্গে 'মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবদান' শীর্ষক গ্রন্থে সালাম আজাদ লিখেছেন:

> ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বহু দেশের বিশেষ দূত পাঠান। এই বিশেষ দূতদের মধ্যে ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও অভিজ্ঞ কূটনীতিবিদ। পরে ইন্দিরা গান্ধী নিজেও সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানি, অস্ট্রিয়াসহ বেশ কয়েকটি দেশ সফর করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিক্সন প্রশাসন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেয়। ফলে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর ছিল একটা তিক্ত অভিজ্ঞতা। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সহায়তা রাষ্ট্রপতি নিক্সনের পছন্দ ছিল না। পূর্ব পাকিস্তানের লক্ষ লক্ষ মানুষের রক্তের বিনিময়ে পাকিস্তানের সঙ্গে সমঝোতায় আসার জন্য নিক্সন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর ওপর চাপ সৃষ্টি করেন। কিন্তু ঐ চাপ উপেক্ষা করার সাহস শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর ছিল। মার্কিন প্রশাসনের আচরণের

বিপরীতে বাংলাদেশের প্রতি মার্কিন জনগণের বিপুল সহানুভূতি ছিল। তিনি ওয়াশিংটনে স্থানীয় প্রেস ক্লাবে ভাষণ দেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সফর শেষে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ফ্রান্সে যান। প্যারিসে ইউরোপের প্রথম সারির রাজনীতিবিদ, কূটনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ সমাবেশের আয়োজন করা হয়। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তাঁদের বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক অবহিত করতে সক্ষম হন। ফলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ইউরোপের সহায়তা ও সহানুভূতি বেড়ে যায়। বাংলাদেশের ন্যায্য স্বার্থ প্রতিষ্ঠা করার জন্য জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ভারতের লড়াই করতে হয়।[৪৭]

১৯৭১ সালের ২৯ আগস্ট ভারত সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়, বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্বজনমত গঠনের জন্য ইন্দিরা গান্ধী বিভিন্ন দেশে দূত পাঠাবেন। তারা আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশ সফর করবেন। এই বিষয়ে প্রকাশিত তথ্যে দেখা যায়:

ভারত সরকারের একজন মুখপাত্র ২৯ আগস্ট দিল্লিতে সাংবাদিকদের জানান, ২৪ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের অধিবেশন শুরু হওয়ার আগে বাংলাদেশ সম্পর্কে ভারতের বক্তব্যের পক্ষে সমর্থন আদায়ের জন্য প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী চারজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশে পাঠাচ্ছেন। তাঁরা ওই দেশগুলোর সরকারের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের কাছে বাংলাদেশ সম্পর্কে ভারতের বক্তব্য বিশদভাবে বুঝিয়ে বলবেন এবং তাঁরা যাতে ভারতকে সমর্থন করেন, তার চেষ্টা চালাবেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজবাহাদুর এবং কে সি পন্থ দক্ষিণ আমেরিকার দেশ এবং গোখলে ও ঘনশ্যাম ওঝা আফ্রিকার দেশগুলো সফর করবেন। কে সি পন্থ ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের দেশগুলোতেও যাবেন।[৪৮]

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ছয় মাস ধরে বাংলাদেশের পক্ষে নানা ধরনের কূটনৈতিক তৎপরতা চালানোর পর ১৯৭১ সালের ২৪ অক্টোবর ইন্দিরা গান্ধী নিজেই ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ও যুক্তরাষ্ট্র সফরে বের হন। একটানা তিন সপ্তাহের এই সফরে তিনি বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র প্রধান ও সরকার প্রধানের সঙ্গে বৈঠক করেন। তাদেরকে বাংলাদেশে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর গণহত্যা, মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশের সকল শ্রেণী-পেশার মানুষের অংশগ্রহণ, ভারতে বাংলাদেশের শরণার্থীদের অবস্থা ও বাংলাদেশের স্বীকৃতির দাবির যথার্থতা তুলে ধরেন। তাঁর বিদেশ যাত্রার খবর সংবাদপত্রেও প্রকাশিত হয়:

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কুড়ি দিনের জন্য ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্র পরিভ্রমণ উদ্দেশ্যে আজ সকালে এখানে থেকে বিমানযোগে যাত্রা করেন। বাংলাদেশ ও ভারতের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ এমন কতকগুলি বিষয়ে

পশ্চিমী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনার জন্য শ্রীমতী গান্ধী তিন সপ্তাহের জন্য বিদেশ সফরে যাচ্ছেন। প্রথমে তিনি যাচ্ছেন ব্রাসেলসে।

সকল দিক থেকে বিবেচনা করে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কূটনীতিক মিশন। বিমানে ওঠার আগে তিনি সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, গতকাল আমি যা বলেছি তারপর অতিরিক্ত আর কিছু বলার নেই। মন্ত্রিসভার সদস্য, সংসদ সদস্য, কূটনীতিক বিভাগের সদস্য এবং সরকারী ও বে-সরকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দ শ্রীমতী গান্ধীকে বিদায় সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। শ্রীমতী গান্ধী আশা করেন যে, পশ্চিমা নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনাকালে তিনি বাংলাদেশ প্রশ্নে ভারতের গভীর আগ্রহ, ভারতের ধৈর্য্য ও সংযমের কথা এবং বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দের সঙ্গে একটা মীমাংসায় উপনীত হওয়ার জন্য ইসলামাবাদের উপর পশ্চিমী শক্তিবর্গ বিশেষ করে বৃটিশ ও আমেরিকার চাপ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা বুঝাতে পারবেন।

পশ্চিমী মহল বলেন, বৃটিশ ও আমেরিকার নেতারা আশা করেন যে, তারা ভারতের নীতির সামান্য পরিবর্তন সাধন এবং একক পাকিস্থান কাঠামোর মধ্যে মীমাংসার জন্য বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দের উপর তাঁর প্রভাব বিস্তারে শ্রীমতী গান্ধীকে তাঁরা রাজী করাতে পারবেন। কিন্তু রাজধানীর পর্যবেক্ষকগণ মনে করেন যে, শ্রীমতী গান্ধী এ ধরনের ভূমিকা গ্রহণে অথবা বাংলাদেশ প্রসঙ্গটিকে ভারত-পাকিস্থান সমস্যায় রূপান্তরিত করতে অসম্মত হবেন। পূর্ববঙ্গের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে গ্রহণযোগ্য যে কোন মীমাংসা ভারত মেনে নেবে। তবে মীমাংসার জন্য আলোচনা করতে হবে। ইসলামাবাদকে এবং পশ্চিমী নেতৃবৃন্দ ইচ্ছা করলে ইসলামাবাদ ও বাংলাদেশের নেতাদের মধ্যে মধ্যস্থতা করতে পারেন, একথা শ্রীমতী গান্ধী সুস্পষ্টভাবেই বলবেন বলে আশা করা যায়।[৪৯]

বাংলাদেশের পক্ষে সমর্থন আদায়ের জন্য ইন্দিরা গান্ধীর কূটনৈতিক সফর শুরুর দু'দিন আগেই তাঁর সফরসূচি প্রকাশ করা হয়। এই সফরসূচিতে কবে, কোথায়, কার সঙ্গে, কখন তিনি বৈঠক করবেন তার বিবরণ তুলে ধরা হয়। ১৯৭১ সালের ২১ অক্টোবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানানো হয়: ইন্দিরা গান্ধী ২৪ অক্টোবর যাত্রা শুরু করবেন এবং ১৩ নভেম্বর ভারতে ফিরে আসবেন। বিস্তারিত সফরসূচিতে লেখা হয়:

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ৪ঠা নভেম্বর দুদিনব্যাপী সফরোদ্দেশ্যে ওয়াশিংটনে পৌঁছেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট মিঃ রিচার্ড নিকসনের সঙ্গে বাংলাদেশ-সহ আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করবেন। শ্রীমতী গান্ধী এর আগে ইউরোপে বৃটেন প্রধানমন্ত্রী মিঃ এডওয়ার্ড হীথ, বেলজিয়াম প্রধানমন্ত্রী মিঃ জি আই স্কেনম এবং অষ্ট্রিয়ার চ্যান্সেলার ক্রিস্কির সঙ্গেও অনুরূপ আলোচনা করবেন। মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্র থেকে শ্রীমতী গান্ধী প্যারিসে ফরাসী প্রধানমন্ত্রী এবং বনে জার্মান প্রজাতন্ত্রের চ্যান্সেলার উইলি ব্রান্টের সঙ্গে দেখা করার জন্য পুনরায় ইউরোপে ফিরে আসবেন।

২৪শে অক্টোবর সফর আরম্ভঃ শ্রীমতী গান্ধী আগামী ২৪শে অক্টোবর পশ্চিমী দেশগুলিতে তাঁর সফর আরম্ভ করবেন। সংসদের অধিবেশন শুরু হওয়ার দুদিন পূর্বে ১৩ই নভেম্বর প্রাতে তিনি নয়াদিল্লীতে ফিরে আসবেন। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে যাবেন পররাষ্ট্র সচিব শ্রী টি এন কল, প্রধানমন্ত্রীর সেক্রেটারী শ্রী পি এন হ্যকসার (ভিয়েনায় ইনি প্রধানমন্ত্রীর দলে যোগদান করবেন), পররাষ্ট্র দপ্তরের যুগ্মসচিব শ্রী আর ভি সাথে, তথ্য-উপদেষ্টা শ্রী এইচ ওয়াই সারদা প্রসাদ এবং প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরখানার ডেপুটি সেক্রেটারী শ্রী এন মালহোত্রা।

যে-সব পশ্চিমী রাজধানীতে তিনি সফর করবেন, সর্বত্রই তিনি সরকারী নেতাদের ছাড়াও বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে দেখা করবেন। এতদ্যতীত বিভিন্ন দেশের বিশিষ্ট সংসদ সদস্য, সম্পাদক, গ্রন্থকার এবং শিল্পীদের সঙ্গেও তাঁর আলোচনা হবে। তিনি কয়েকটি স্থানে টেলিভিশন সাক্ষাৎকার ও সাংবাদিক সম্মেলনেও তাঁর বক্তব্য রাখবেন। শ্রীমতী গান্ধী ব্রাসেলস, ভিয়েনা, লন্ডন এবং নিউইয়র্কে ভারতের পররাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে ভাষণ দেবেন এবং অকসফোর্ড ও ফ্রান্সের সরবনিতে বিশ্ববিদ্যালয় সমাবেশেও বক্তৃতা দেবেন।

শ্রীমতী গান্ধী ২৪শে অকটোবর ব্রুসেলসে যাত্রা করবেন এবং সেখানে সেইদিনই বেলজিয়ামের প্রধানমন্ত্রী এবং তদীয় পত্নী তাঁকে একটি প্রীতিভোজে আপ্যায়িত করবেন। পরের দিন সকালে শ্রীমতী গান্ধী বেলজিয়ামের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবেন এবং রাজা বোদোইন ও রাণী ডোফিয়া ফ্যাবিওয়ালার সঙ্গে আহার সমাধা করবেন।

২৬ শে অকটোবর শ্রীমতী গান্ধী অস্ট্রিয়ার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন এবং এর পর তিনি চ্যান্সেলার ক্রিস্কির সঙ্গে আলোচনা করবেন। বিকেলে তিনি টাউন হলে গোল্ডেন বুকে স্বাক্ষরদান করবেন। তাঁর সম্মানার্থে চ্যান্সেলার একটি প্রীতিভোজের আয়োজন করেছেন। প্রধানমন্ত্রী ২৮শে অকটোবরের কর্মসূচীর মধ্যে আছে পররাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত ভাষণ ও চ্যান্সেলারকে একটি প্রীতিভোজে আপ্যায়ন।

২১ শে অকটোবর তিনি ভিয়েনা থেকে লন্ডনে পৌঁছুবেন এবং সেই দিনই চ্যাটহাম হাউসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেবেন। পরের দিন সকালে তিনি ক্লারিজেন হোটেলে লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে প্রাতঃরাশ সমাধান করবেন এবং এরপর বৃটিশ শিল্পপতিদের এক সম্বর্ধনা সভায় যোগদান করবেন। এই সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করবেন বৃটিশ সরকার। ঐদিন সন্ধ্যায় তিনি বৃটেন প্রধানমন্ত্রী মি: হীথের সঙ্গে আলোচনা ও আহারের জন্য বৃটেন প্রধানমন্ত্রীর পল্লী ভবন টেকার্সে পৌঁছুবেন। পরের দিন ৩১শে অকটোবর পর্যন্ত এই আলোচনা চলবে। এর পর তিনি দ্বিপ্রাহরিক ভোজের পর লন্ডন যাত্রা করবেন।

১লা নভেম্বর বৃটিশ পররাষ্ট্র সচিব স্যার আলেক ডগলাস হিউম প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবেন। এইদিন তিনি ফরেন প্রেস এসোসিয়েশন কর্তৃক আয়োজিত এক ভোজসভায় এবং বাকিংহাম প্যালেসে এক চা-পান অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন।

২রা নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী অক্সফোর্ডে সোমারভিলা কলেজ পরিদর্শন করবেন এবং চ্যান্সেলারের এই ভোজসভায় যোগদান করবেন। ঐদিনই কমন্সসভায় সর্বদলীয় এমপিদের সঙ্গে এক বৈঠকে বসবেন। লন্ডনে ৫ দিনব্যাপী সফর শেষে শ্রীমতী গান্ধী ৩রা নভেম্বর নিউইয়র্ক যাত্রা করবেন। জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল উ থান্ট এদিন রাত্রে প্রধানমন্ত্রীর ওয়াশিংটন যাত্রার পূর্বে শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে দেখা করবেন।

পরের দিন শ্রীমতী গান্ধী ব্লেয়ার হাউস থেকে (এখানে তিনি থাকবেন) মোটরযোগে হোয়াইট হাউসে যাবেন। এবং সেখানে প্রেসিডেন্ট নিক্সনের সঙ্গে দেখা করবেন। প্রধানমন্ত্রীর অভ্যর্থনা সভার পর শ্রীমতী গান্ধী ও মি: নিক্সন আলোচনা আরম্ভ করবেন। বিকেলে শ্রীমতী গান্ধী উডরো উইলসন সেন্টার পরিদর্শন করবেন এবং সেনেটর, কংগ্রেস সদস্য ও অন্যান্যদের সঙ্গে দেখা করবেন। হোয়াইট হাউসে শ্রীমতী গান্ধী একটি ভোজসভায় অংশগ্রহণ করবেন।

৫ই নভেম্বর মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ উইলিয়াম রোজার্স প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবেন। শ্রীমতী গান্ধী ন্যাশনাল প্রেস ক্লাবে ভাষণ দেবেন এবং টেলিভিশনের কর্মকর্তা ও ভাষ্যকারদের সঙ্গে দেখা করবেন। ঐদিনই ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের বাসভবনে মার্কিন প্রেসিডেন্টের সম্মানার্থ এক ভোজসভার আয়োজন করা হয়েছে।

৬ই নভেম্বর শ্রীমতী গান্ধী নিউইয়র্কে একদিন অতিবাহিত করবেন। এইদিন নিউইয়র্ক টাইমসের সম্পাদক তাঁর সম্মানার্থ একটি প্রীতিভোজের আয়োজন করবেন। ৭ই নভেম্বর তিনি প্যারিস রওয়ানা হবেন।

৮ই নভেম্বর শ্রীমতী গান্ধী প্যারিসে তাঁর দেখা সাক্ষাৎ শুরু করবেন। তিনি ঐ দিন দ্য গ্যলের সমাধিতে মাল্যদান করবেন, ফরাসী প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করবেন করবেন এবং ফরাসী প্রেসিডেন্টের সঙ্গে এক ভোজসভায় মিলিত হবেন। ঐ দিন রাতে তিনি ফরাসী নেতৃবৃন্দের জন্য এক প্রীতিভোজের আয়োজন করবেন।

পরের দিন সকালে তিনি অধ্যাপক ও গবেষণাকারীদের সঙ্গে মিলিত হবেন। ফরাসী পার্লামেন্টের সদস্যরা শ্রীমতী গান্ধীর সম্মানার্থে একটি ভোজসভার আয়োজন করবেন। এর পর তিনি ফরাসী প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর আলোচনা পুনরায় আরম্ভ করবেন। ঐদিন সন্ধ্যায় তিনি প্রাক্তন ফরাসী মন্ত্রী এবং বাংলাদেশ আন্দোলনের গোড়া সমর্থক আন্দ্রে মার্লের সঙ্গে দেখা করবেন।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী চ্যান্সেলার উইলি ব্যান্ডজের সঙ্গে আলোচনার জন্য ১০ নভেম্বর বনে পৌঁছুবেন। পরের দিন প: জার্মান

> পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীরা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবেন। ১২ই নভেম্বর শ্রীমতী গান্ধী প: জার্মানীর বিশিষ্ট শিল্পপতিদের সঙ্গে দেখা করবেন এবং ঐদিনই সম্ভবত তিনি ভারত অভিমুখে রওয়ানা হবে।[৫০]

বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্ব জনমত তৈরির জন্য ব্যাপক তৎপরতা চালিয়ে তিন সপ্তাহ পর ইন্দিরা গান্ধী ভারতে ফিরে আসেন। ১৯৭১ সালের ১৩ নভেম্বর নয়াদিল্লিতে বিমান থেকে নেমেই তিনি তাঁর সফরের ফল সম্পর্কে সাংবাদিকদের অবহিত করেন। ইন্দিরা গান্ধীর বক্তব্য সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়:

> প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আজ এখানে বলেন যে, গত তিন সপ্তাহ তিনি যে সব দেশ সফর করে এলেন, সে সব দেশের নেতারা এখন বাংলাদেশের সঙ্কটের গুরুত্ব সম্পর্কে অধিকতর সজাগ হয়েছেন। শ্রীমতী গান্ধী আশা প্রকাশ করেন যে, এসব দেশের ফলপ্রসূ হস্তক্ষেপের ফলে পূর্ববঙ্গের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য একটি রাজনৈতিক সমাধান আসন্ন হবে।
>
> দিল্লী বিমান বন্দরে ফিরে আসার পর মুহূর্তে সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে তিনি ঘোষণা করেন যে, শুধু নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই কোনও সমাধান গ্রহণ বা বর্জন করতে পারেন। শ্রীমতী গান্ধী বলেন, আওয়ামী লীগ নেতাদের সঙ্গে পাক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া কোন আলোচনার প্রস্তাব জানিয়েছেন বলে তার জানা নেই। শেখ মুজিবর রহমানকে বাদ দিয়ে আওয়ামী লীগের নেতারা পাক প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলতে রাজী হতে পারেন কিনা, এরূপ এক প্রশ্নের উত্তরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁদের স্বীকৃত নেতা শেখ মুজিবকে ছাড়া আওয়ামী লীগ নেতারা এরূপ বৈঠকে রাজী হবেন বলে আমি মনে করি না।
>
> দিল্লী থেকে আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি জানাচ্ছেন: পূর্ববঙ্গের নেতাদের সঙ্গে রাজনৈতিক সমাধান খুঁজে বের করার জন্য জেনারেল ইয়াহিয়া খাঁর উদ্যোগী হওয়া উচিত বলে ভারত যে অভিমত ব্যক্ত করেছে, প্রেসিডেন্ট নিকসন, প্রেসিডেন্ট পম্পিদু, চ্যান্সেলর ব্রান্ট, বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মি: হীথ, চ্যান্সেলর ক্রিসুকি প্রভৃতি বিশ্বের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ তা সমর্থন করেছেন। তাঁদের মতে, এ ছাড়া আর কোন পথ নেই, আর কোন ভাল বিকল্প নেই। পাক প্রেসিডেন্ট যাতে যুক্তি মেনে নিয়ে পূর্ববঙ্গের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেন, সেজন্য এইসব নেতা তাঁকে (ইয়াহিয়া খাঁকে) বুঝাবার জন্য আরো চেষ্টা চালাবেন। ফ্রান্স এককভাবে এবং ইউরোপীয় কমন মার্কেটের অন্তর্ভূক্ত দেশগুলোর সঙ্গে যুক্তভাবে ইসলামাবাদের ওপর প্রভাব খাটাবার জন্য সচেষ্ট হবে বলে চ্যান্সেলর ব্রান্ট আভাস দিয়েছেন। এ ব্যাপারে বিশ্বের নেতৃবৃন্দ ইয়াহিয়া খাঁকে কতটুকু বুঝাতে পারবেন এবং তাঁর মনোভাবই বা কি হবে, সে সম্পর্কে তাঁরা বর্তমানে খুব নিশ্চিত নন। তবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নেতৃবৃন্দ যুদ্ধ শুরু হওয়ার আশংকায় খুবই উদ্বেগ বোধ করছেন। ভারত যুদ্ধে প্ররোচনা দেবে না বলে শ্রীমতী গান্ধী যে অভিমত প্রকাশ করেছেন,

> তাতে তাঁরা (বিশ্বের নেতৃবৃন্দ) আশ্বস্ত হলেও জেনারেল ইয়াহিয়া খাঁর মতিগতি সম্পর্কে তাঁরা সম্ভবত: ততটা নিশ্চিত নন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এখন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের সংকট সম্পর্কে বেশ আগ্রহী। প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিকসন ও তাঁর নিজের বক্তব্যের মধ্যে কোথাও কোন মিল নেই বলে বিদেশী কাগজগুলোতে যে খবর বেরিয়েছে, তা সর্বৈব ঠিক নয়। বিশ্ব রাষ্ট্রগোষ্ঠি, পাকিস্থান বা ভারত বাংলাদেশের সংকটের কবে সমাধান আনতে পারবেন, জনৈক সাংবাদিকের এরূপ প্রশ্নে জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, এ ব্যাপারে কেউ একটা দিন তারিখ ঠিক করে বলতে পারেন বলে আমি মনে করি না। তিনি বলেন, এখন সর্বাগ্রে আমি আমার সহকর্মীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করব এবং বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে জ্ঞাত হব।[৫১]

ভারতের বিভিন্ন রাজনীতিবিদসহ বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সমর্থন:

মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের মানুষ ভারতের বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার জনসাধারণ এবং নানা দল-মতের রাজনীতিবিদদের সাহায্য-সহযোগিতা পায়। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার মাত্র চার দিনের মাথায় বাংলাদেশকে সহায়তা করার জন্য ভারতের রাজনৈতিক দলগুলো মিলে বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে। তারা বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে আহ্বান জানায়। এ প্রসঙ্গে 'মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবদান' শীর্ষক গ্রন্থে সালাম আজাদ লিখেছেন:

> ৩০ এবং ৩১ মার্চের ভেতর কংগ্রেস, সিপিআই, সিপিএম, ফরওয়ার্ড ব্লক এবং অন্যান্য দলের উদ্যোগে 'বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রাম সহায়ক সমিতি', 'বাংলাদেশ সংহতি ও সাহায্য কমিটি' এবং 'যুক্ত বাংলাদেশ মুক্তিসংগ্রাম সহায়ক সমিতি' গঠিত হয়। কংগ্রেসের নেতৃত্বে গঠিত কমিটির প্রধান ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী অজয় কুমার মুখার্জি। উপ-মুখ্যমন্ত্রী বিজয় সিংহ নাহার এবং সাংসদ সমর গুহ ছিলেন যথাক্রমে কমিটির কার্যকরী সভাপতি এবং সহ-সভাপতি। সি.পি.এম গঠিত কমিটিতে জ্যোতি বসুকে সভাপতি করা হয়। সুধীন কুমার এবং কৃষ্ণপদ ঘোষ ছিলেন যথাক্রমে এই কমিটির সাধারণ সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষ। মুক্তিযোদ্ধাদের সব রকম সাহায্য করা ছাড়াও এই কমিটিগুলো বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে স্বীকৃতিদানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে আহ্বান জানায়। তাছাড়া ৩০ মার্চ থেকে সংবাদপত্র মারফত শিল্পী, লেখক ও বুদ্ধিজীবীরাও একই দাবি তোলেন।[৫২]

১৯৭১ সালের ৫ এপ্রিল নয়াদিল্লিতে রাজ্যসভায় আলোচনার সময় দুজন সদস্য বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান ও বাংলাদেশের জনসাধারণকে সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। রাজ্যসভায়

সেদিনের সভাপতি ডেপুটি স্পীকার তাদের দুজনের বক্তব্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য সংসদ বিষয়ক প্রতিমন্ত্রীকে দায়িত্ব দেন। সংবাদপত্রে প্রকাশিত এই খবর লেখা হয়:

> আজ রাজ্য সভায় রাষ্ট্রপতির ভাষণ নিয়ে আলোচনার সময় দুজন সদস্য নির্দলীয় শ্রী ভি এল সেনগুপ্ত এবং এস এস পি শ্রীরাজ নারায়ণ ভারত সরকারকে বাংলাদেশ সরকার মেনে নিতে বলেন এবং সমর সম্ভারসহ সর্বতোভাবে বাংলাদেশের সংগ্রামী জনগণকে সমর্থন দানের দাবী জানান। এ ব্যাপারে তাঁরা প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে একটা বিবৃতিও দাবী করেন। এ দিনের সভাপতি ডেপুটি চেয়ারম্যান শ্রী খোবরাখারে সংসদীয় বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী শ্রী ওম মেহতাকে কথাগুলো প্রধানমন্ত্রীর কাছে পৌঁছে দিতে বলেন, যাতে তিনি রাষ্ট্রপতির অভিভাষণের আলোচনায় উত্তরদান প্রসঙ্গে এ বিষয়ে কিছু বলেন।[৫৩]

১৯৭১ সালের ২৯ এপ্রিল ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিআই) এর নেতা অধ্যাপক হীরেন মুখার্জি এক বিবৃতিতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য ভারত সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। বাংলাদেশে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বরতার বিরুদ্ধে ভারতের তীব্র প্রতিবাদ জানানো উচিত। এ প্রসঙ্গে সংবাদপত্রের খবরে লেখা হয়:

> সিপিআই নেতা অধ্যাপক হীরেন মুখার্জি এমপি আজ এক বিবৃতিতে অবিলম্বে বাঙলাদেশকে কার্যত স্বীকৃতি দান ও তাড়াতাড়ি ভারতীয় সংসদের একটি অধিবেশন আহ্বানের দাবী জানিয়েছেন।
>
> এই বিবৃতিতে তিনি বলেন, ভারতীয় এলাকার নাগরিকদের হত্যা করে পাকিস্থান যে দস্যুতার পরিচয় দিয়েছে সকাতর প্রতিবাদ জানিয়েই সরকার এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট রয়েছেন। সংসদীয় পদ্ধতি বিশিষ্ট অপর কোন দেশেই এরূপ ঘটতে পারত না। এরূপ সংঘর্ষের সঙ্গে সঙ্গে সংসদের অধিবেশন আহ্বান করে এর প্রতি বিধানের পথ উদঘাটন করা হোত। পররাষ্ট্র দপ্তরের জন্য সংসদ সদস্যদের নিয়ে গঠিত উপদেষ্টা কমিটিতেও এমনকি সীমাবদ্ধ আলোচনা পর্যন্ত করা হয়নি।
>
> তিনি বলেন, পররাষ্ট্র মন্ত্রী স্মরণ সিং বাঙলাদেশকে স্বীকৃতিদানের প্রশ্ন সম্বন্ধে নিশ্চুপ রয়েছেন। তিনি মনে করেন, সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব ঘটলে পাকিস্থান এই সুযোগ নিয়ে এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি করবে আমাদের পক্ষে যা অসহনীয় হয়ে উঠতে পারে। তিনি বলেন, ইসলামাবাদের বর্বর শাসকগোষ্ঠী বাঙলাদেশের জনসাধারণের রক্তে তাদের হাত রঞ্জিত করেছে এবং এখনও করছে। ভারতের কোমল ও মৃদু দৃষ্টিভঙ্গীর সুযোগ নিয়ে তারা বিশ্বমানবের কাছে ভারতকে অপদস্ত করতেও কুণ্ঠিত হবে না। অন্তত: পক্ষকাল আগেই ঢাকাস্থিত কূটনীতিক

> ও অন্যান্য প্রতিনিধিদের ভারতে সরিয়ে আনা উচিত ছিল। কিন্তু আমরা তা করিনি– ফলে এখন তারা পাকিস্থানের হাতে প্রতিভু।[৫৪]

১৯৭১ সালের ৭ মে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান ও মুক্তিযুদ্ধে অস্ত্রসহ সকল ধরনের সাহায্য দেয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভা সর্বসম্মত প্রস্তাব অনুমোদন করে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে বলা হয়: পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভা বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান ও বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র সাহায্য প্রদানের প্রস্তাব করেছে। খবরে লেখা হয়:

> অনতিবিলম্বে সাড়ে সাত কোটি মানুষের বাংলাদেশের সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ও তার সরকারকে স্বীকৃতি এবং অস্ত্রসস্ত্র-সহ সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় কার্যকরী সাহায্য দিতে হবে। বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ নরনারী যখন বুকের রক্ত দিচ্ছেন, তখন পশ্চিমবঙ্গের জনগণ এর কমে কিছুতেই রাজী হতে পারেন না।
>
> ‘বাংলাদেশের জনগণের জাতীয় স্বাধীনতার জন্য মরণপণ সংগ্রামের প্রতি ভারত সরকারের আশু ও জরুরী কর্তব্যের কথা বিবেচনা করে’ পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সাড়ে চার কোটি মানুষের প্রতিনিধিবৃন্দ আজ বিধানসভায় সর্বসম্মতিক্রমে যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন, তাতে উপরোক্ত দাবীর কথাই ঘোষিত হয়েছে।
>
> মুখ্যমন্ত্রী অজয়কুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক উত্থাপিত এবং বিরোধী দলের নেতা জ্যোতি বসু কর্তৃক সমর্থিত এই প্রস্তাবের আলোচনা শুরু হবার পূর্বাহ্নে বিধান সভায় সদস্যরা সকলে দাঁড়িয়ে উঠে দুই মিনিট নীরবতা পালনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অমর শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।
>
> আরএসপি-র সভ্য শ্রী বেস্টার শুইড শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে নীরবতা পালনের জন্য আহ্বান জানালে স্পীকার অপূর্বলাল মজুমদার সেই প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী প্রস্তাবটি পাঠ করার পরেই এক ভাবগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে সদস্যরা দাঁড়িয়ে ওঠেন। বিভিন্ন দলের পক্ষ থেকে কমপক্ষে পঁচিশজন সদস্য আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং এই আলোচনা একটানা ছয় ঘণ্টা চলে।
>
> এদিন বিধান সভায় বিভিন্ন পার্টির সদস্যরা সকলে একবাক্যে স্বীকার করেছেন, বাংলাদেশের প্রজাতন্ত্রকে স্বীকৃতি দেওয়া এবং অস্ত্রশস্ত্র সমেত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রয়োজনীয় সকল প্রকার সাহায্যের ব্যবস্থা করা একান্ত দরকার। কোন কোন সদস্য বিশেষ করে বিরোধী দলের কয়েকজন সদস্য বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থীদের যে দুর্বিষহ অবস্থার মধ্যে দিনাতিপাত করতে হচ্ছে, সেদিকে রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কেউ কেউ তাঁর ভাষায় সরকারকে এ ব্যাপারে ত্রুটির জন্য সমালোচনা করেই তাঁদের বক্তৃতা ক্ষান্ত করেছিলেন।[৫৫]

১৯৭১ সালের ২৫ মে ভারতের সংসদেও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার দাবি উঠে। বাংলাদেশকে অবিলম্বে স্বীকৃতি দেওয়ার ব্যাপারে ভারতের সামনে কোন বাধাই থাকতে পারে না। সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে লেখা হয়:

> আজ লোকসভায় বাংলাদেশ সম্পর্কিত বিতর্কের সূচনা করে প্রাক্তন আইনমন্ত্রী ও কংগ্রেস (শা) পরিষদীয় দলের অন্যতম প্রবীণ নেতা শ্রী এ কে সেন অবিলম্বে বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতির দাবী জানিয়ে বলেন, শুধু বাংলাদেশে গণহত্যা বন্ধের জন্যই নয়, ভারতের নিরাপত্তা, সার্বভৌমত্ব ও মর্যাদা রক্ষার জন্যও সাহস ও শক্তির সঙ্গে কাজ করতে হবে। তিনি বলেন, পাকিস্তানসহ সারা বিশ্ব আজ শুধু শক্তির ভাষাই বোঝে। শাসক কংগ্রেসের কয়েকজন সদস্য অবশ্য বাংলাদেশকে অবিলম্বে স্বীকৃতি দানের প্রশ্নে ভিন্ন মত প্রকাশ করেন। কিন্তু শ্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী (জ-স), শ্রী দশরথ দেব (মা: কম্যু), অধ্যাপক হীরেন মুখার্জি (সি পি) প্রমুখ সদস্যগণ তীব্র তীক্ষ্ণ ভাষায় সরকারী গড়িমসির নিন্দা করেন ও অবিলম্বে বাঙলাদেশকে স্বীকৃতি দানের দাবী জানান। রাজ্যসভাও বাংলাদেশকে সমর্থনের দাবীতে সোচ্চার হয়ে ওঠে।
>
> শ্রী সেন তাঁর আবেগময় দীর্ঘ ভাষণে সাম্প্রতিক ও দূর ইতিহাসের বহু ঘটনার উল্লেখ করে বলেন, বাংলাদেশকে অবিলম্বে স্বীকৃতি দেওয়ার ব্যাপারে কোনই বাধা থাকতে পারে না। এবং স্বীকৃতি না জানিয়ে শুধুই সহানুভূতি জানানো নিতান্তই অর্থহীন। তিনি বলেন, পাকিস্থানী ফৌজ বাংলাদেশে যে ব্যাপক গণহত্যা শুরু করেছে তার কাছে হিটলারের গণহত্যার নিষ্ঠুর কাহিনীও ম্লান হয়ে গেছে। তাছাড়া পাক ফৌজ এখন এমনই বেপরোয়া যে সীমান্তের এপারে মানুষ খুন করতেও তার ভয় নেই।
>
> শ্রী সেন বলেন, শুধু মানবিক কারণেই নয়, নিজের নিরাপত্তা ও মর্যদা রক্ষার প্রয়োজনেও ভারতের অবিলম্বে পাকিস্থানের বিরুদ্ধে পাল্টা ব্যবস্থা নেওয়া দরকার এবং সে ব্যবস্থা হবে সম্পূর্ণ আন্তর্জাতিক আইনসঙ্গত। পাকিস্থান যে সীমান্তের এপারে গুলী চালিয়ে ভারতীয় নাগরিক হত্যা করছে ও সম্পত্তি ধ্বংস করছে ভারত তার নীরব দর্শক হতে পারে না। শ্রী সেন তাঁর স্বীকৃতির দাবীর সমর্থনে বলেন, চীনের কম্যুনিস্ট সরকার সমগ্র চীনে শাসন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার অনেক আগেই সোভিয়েট ইউনিয়ন তাকে স্বীকৃতি জানিয়েছিল– চীনের জনমত ঐ সরকারের পিছনে, এই যুক্তিতে। ঐ একই যুক্তিতে আজ বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি জানানো যেতে পারে, কারণ বাংলাদেশের জনমত কার পিছনে তা পাকিস্থানের বিগত নির্বাচনে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ হয়ে গেছে।[৫৬]

বাংলাদেশের পক্ষে মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস ব্যাপী নানামুখী কূটনৈতিক, সামরিক ও মানবিক তৎপরতার পর ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর ভারত সরকার

বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। ভারতের এই স্বীকৃতি ঘোষিত হয় মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের ১০ দিন আগেই। সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্যে দেখা যায়:

> ভারত সরকার আজ গণপ্রজাতন্ত্রী বাঙলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এই স্বীকৃতির ফলে এই উপমহাদেশে একটি স্বাধীন সার্বভৌম গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের অভ্যুদয় আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষিত হলো। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আজ সকালে সংসদের অধিবেশনে বাঙলাদেশকে স্বীকৃতিদানের গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণাটি করেন এবং উভয় সভার সদস্যগণই দাঁড়িয়ে এই ঘোষণাকে স্বাগত জানান। সেই সঙ্গে সংসদ কক্ষে প্রবল হর্ষধ্বনি উত্থিত হয় এবং সদস্যবর্গ উৎসাহ আবেগে মিলিয়ে ধ্বণি তোলেন– 'জয় বাঙলা' 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ'।
>
> প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাঙলাদেশের নতুন সরকার 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাঙলাদেশ' নামে অভিহিত হবে। এই সভা নিশ্চয়ই চান যে, আমি বাঙলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও তাদের অন্যান্য সহকর্মীদের কাছে আমাদের ঐকান্তিক সম্বর্ধনা ও আন্তরিক অভিনন্দন পৌঁছে দিই।
>
> সংসদের অধিবেশন আরম্ভ হওয়ার অব্যবহিত পরেই শ্রীমতী গান্ধী একটি বিবৃতি দিয়ে বলেন, বাংলাদেশের জনগণ বিরাট বাধার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছেন। শ্রীমতী গান্ধী বলেন যে, বাংলাদেশ ও ভারতের সরকার ও জনগণ স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য যে এক সাথে কাজ করেছেন, তা ভাল প্রতিবেশীর দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে।
>
> শ্রীমতী গান্ধী বলেন, একমাত্র একটি নীতিই এই অঞ্চলে শান্তি, স্থায়িত্ব ও প্রগতির দৃঢ় প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে, বাংলাদেশ সরকার ভারতে আগত শরণার্থীদের দ্রুত প্রত্যাবর্তনের এবং তাঁদের জমিজমা ও জিনিসপত্র ফিরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করার জন্য পুনরায় উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছেন। ভারত স্বাভাবিক ভাবেই এই প্রচেষ্টা কার্যকারী করার ব্যাপারে সর্বতোভাবে সাহায্য করবে।
>
> বেলা সাড়ে দশটার সময় শ্রীমতী গান্ধী এই নাটকীয় বিবৃতি প্রদানের জন্য উঠে দাঁড়ান এবং বিবৃতি পাঠের সঙ্গে সঙ্গে হর্ষধ্বনি ওঠে।
>
> শ্রীমতী গান্ধী বাঙলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতিদানের প্রসঙ্গে এলে লোকসভায় অভূতপূর্বে উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। সদস্যগণ দাঁড়িয়ে উঠে বিপুল হর্ষধ্বনি সহকারে ঐতিহাসিক ঘোষণাকে অভিনন্দন জানান।[৫৭]

নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধের ফলে অর্জিত হয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। এক্ষেত্রে প্রকৃত বন্ধু রাষ্ট্র হিসেবে হাত বাড়িয়েছিল ভারত। এ প্রসঙ্গে 'মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবদান' শীর্ষক গ্রন্থে সালাম আজাদ লিখেছেন:

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বর্বর নির্যাতনের শিকার হয়ে বাংলাদেশ থেকে শরণার্থীরা ভারতের ভূখণ্ডে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। প্রায় এক কোটি শরণার্থীকে ভারতের জনগণ ও সরকার হাসিমুখে আশ্রয় ও খাদ্য সহায়তা প্রদান করে। শুধু তাই নয়, মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং, অস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহ করে। এসব কাজে তখন ভারতকে খরচ করতে হয়েছিল সাত হাজার কোটি টাকা। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মিত্র বাহিনীর ভূমিকা রাখতে ভারতকে হারাতে হয়েছিল বহু অফিসার ও সৈনিককে। ১৯৭১ সালে পূর্ব ও পশ্চিম রণাঙ্গন মিলে শহীদ ভারতীয় সৈন্যের সংখ্যা ৩,৬৩০ জন। নিখোঁজ ২১৩ জন এবং আহত ৯,৮৫৬ জন। যাঁদের রক্ত এই স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে মিশে রয়েছে।[৫৮]

স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের যাত্রা শুরু:

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। স্বাধীনতার ঘোষণায় বঙ্গবন্ধু যার যা কিছু আছে তাই দিয়ে দখলদার পাকিস্তানি বাহিনীর মোকাবিলা করার আহ্বান জানান। তাঁর আহ্বানের সাড়া দিয়ে বাঙ্গালি জাতি বর্বর পাকিস্তানি বাহিনী বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। বঙ্গবন্ধু নির্দেশ অনুযায়ী পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীকে বাংলাদেশের মাটি থেকে উৎখাত করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে মুক্তিযুদ্ধে। চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের লক্ষ্যে সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে যায়। ন'মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের পর ১৬ ডিসেম্বর দখলদার পাকিস্তান সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করে। আর পৃথিবীর মানচিত্রে স্থান করে নেয় একটি নূতন দেশ, স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ।

স্বাধীনতা যুদ্ধে বিজয় অর্জিত হয় ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর। বাংলাদেশের স্বাধীনতার এক মাসের মধ্যে জাতিসংঘের বেশির ভাগ সদস্য রাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়।[৫৯] কিন্তু বিজয় অর্জনের আগেই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছিল দুটি দেশ। ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর সর্বপ্রথম স্বীকৃতি দেয় ভুটান। একইদিন ভুটান স্বীকৃতি প্রদানের কয়েক ঘণ্টা পরই ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। ২০১৭ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদে এ বিষয়ে তথ্য প্রকাশ করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী। সংবাদপত্রে এই খবর প্রকাশিত হয়। দৈনিক জনকণ্ঠের অনলাইন ভার্সনে ২০১৭ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি এ সংক্রান্ত খবরটির শিরোনাম ছিল: 'বাংলাদেশকে সর্বপ্রথম ভুটান ও সর্বশেষ চীন স্বীকৃতি দিয়েছে : সংসদে পররাষ্ট্রমন্ত্রী'। এই খবরে লেখা হয়:

> পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী জানিয়েছেন, ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে সর্বপ্রথম ভুটান

> স্বীকৃতি প্রদান করে। ভুটান ও ভারত উভয় দেশই বাংলাদেশকে ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর স্বীকৃতি দিয়েছিল। তবে ভারতের কয়েক ঘণ্টা আগে ভুটান স্বীকৃতি দিয়ে তারবার্তা পাঠায়। সর্বশেষ দেশ হিসেবে চীন বাংলাদেশকে ১৯৭৫ সালের ৩১ আগস্ট স্বীকৃতি প্রদান করে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর আনুষ্ঠানিকভাবে মোট ১৫০টি দেশ স্বীকৃতি প্রদান করে।[৬০]

গবেষণা সমস্যা সম্পর্কে বিবৃতি:

মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের পথ-পরিক্রমা যেমন ছিল কঠিন ও রক্তাক্ত, তেমনি বিশ্ব মানচিত্রে আলাদা অবস্থান তৈরিও সহজ ছিল না। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিজয় অর্জনের আগেই স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে ভারত ও ভুটান স্বীকৃতি দেয়। তবে বিজয় অর্জনের পর শিশু রাষ্ট্র হিসেবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন বাংলাদেশের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে আবির্ভূত হয়।

দীর্ঘ লড়াই-সংগ্রাম আর নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন হবার পর বিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠন ছাড়াও তৎকালীন সরকারের সামনে একটা বড় চ্যালেঞ্জ ছিল দ্রুততম সময়ে বাংলাদেশের পক্ষে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায় করা। নানা বাধা-বিপত্তির পরও দেখা যায়, স্বাধীন হবার চার বছরেরও কম সময়ে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র হয়েছিল আর শতাধিক দেশের স্বীকৃতি আদায় করতে সক্ষম হয়েছিল। তৎকালীন ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি আদায় করতে ভিন্ন এক বাস্তবতার মুখোমুখী হতে হয় বাংলাদেশকে। এর অন্যতম একটি কারণ ছিল ২য় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বিশ্বব্যবস্থায় বাংলাদেশই প্রথম দেশ যা উপনিবেশ থেকে স্বাধীন হওয়া কোনো দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীনতা অর্জন করে। যে কারণে, বাংলাদেশের সরকারকে স্বাধীন দেশ হিসেবে নিজেকে বিশ্ব দরবারে প্রতিষ্ঠিত করতে জোর কূটনৈতিক তৎপরতা চালাতে হয়।

নানা কূটনৈতিক তৎপরতায় বিভিন্ন দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে শুরু করে। একে একে অনেক দেশই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। তবে অনেক দেশের স্বীকৃতি প্রাপ্তির বিষয়টি খুব মসৃণ ছিল না। মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী কিংবা পাকিস্তানের পক্ষের অনেক দেশ পরিস্থিতির কারণে স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়। পাকিস্তানও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য, কিছু দেশের স্বীকৃতি পাওয়া যায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মর্মান্তিক মৃত্যুর অব্যবহিত পর।

সংবাদপত্র প্রভাবশালী গণমাধ্যম। স্বাভাবিকভাবেই সংবাদপত্রে চলমান ঘটনাপ্রবাহের প্রতিফলন ঘটে। সমকালীন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংবাদপত্রে গুরুত্বলাভ করে।

স্বাধীনাতা অর্জনের অব্যবহিত পর থেকে শুরু করে **১৯৭৫** সাল পর্যন্ত বাংলাদেশকে বিভিন্ন দেশের স্বীকৃতি প্রদান সংক্রান্ত তথ্য সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এ বিষয়ে কী পরিমাণ রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল। উপস্থাপন-প্রবণতা কেমন ছিল। সম্পাদকীয় মতামতের মাধ্যমে স্বীকৃতি প্রদান ইস্যুতে সংবাদপত্রগুলো কী ভূমিকা রেখেছিল- এই সব গবেষণা সমস্যা ও প্রেক্ষাপট সামনে রেখে এই গবেষণাকর্মটি পরিচালিত হয়।

উদ্দেশ্য:

তিনটি উদ্দেশ্য সামনে রেখে এই গবেষণাকর্মটি পরিচালিত হয়:

এক. সংবাদপত্রে স্বাধীন বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির ঘটনাপ্রবাহের প্রতিফলন যাচাই করা।

দুই. সংবাদপত্রে স্বাধীন বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি সংশ্লিষ্ট খবরের উপস্থাপন-প্রবণতা বিশ্লেষণ করা।

তিন. সংবাদপত্রে স্বাধীন বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি সংশ্লিষ্ট সম্পাদকীয় বিশ্লেষণ করা।

গবেষণা প্রশ্ন:

উপরিউক্ত উদ্দেশ্যের ওপর ভিত্তি করে এই গবেষণাকর্মের জন্য নিচে উল্লিখিত গবেষণা প্রশ্নসমূহ নির্ধারণ করা হয়:

এক. ঘটনার গুরুত্বের কারণে সংবাদপত্রে স্বাধীন বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি সংশ্লিষ্ট খবর ও অন্যান্য তথ্য দীর্ঘ দিন ধরে প্রকাশিত হয়েছিল কি?

দুই. সংবাদপত্রে স্বাধীন বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি সংশ্লিষ্ট খবর উপস্থাপনের ক্ষেত্রে গুরুত্ব পেয়েছিল কি?

তিন. বিশ্বের পাঁচ বৃহৎ শক্তি অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও চীনের স্বীকৃতি প্রদানের খবর উপস্থাপনের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল কি?

চার. পাকিস্তানের স্বীকৃতি-সংশ্লিষ্ট খবর উপস্থাপনের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল কি?

পাঁচ. জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ সংশ্লিষ্ট খবর উপস্থাপনের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল কি?

ছয়. সংবাদপত্রে স্বাধীন বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি সংশ্লিষ্ট খবর বিশেষ গুরুত্ব পেয়ে থাকলে এই সম্পর্কে একাধিক সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছিল কি?

গবেষণাকর্মের সীমবদ্ধতা:

এই গবেষণাকর্মের কাজ করতে গিয়ে দেখা গেছে, বিভিন্ন গ্রন্থাগার ও আর্কাইভে নির্দিষ্ট তারিখের অনেক সংবাদপত্রই সংরক্ষিত নেই। অনেক সংবাদপত্র বিনষ্ট হয়ে গেছে। অনেক সংবাদপত্র আংশিক পাওয়া গেছে। সব কপি সংরক্ষিত নেই। অনেক সংবাদপত্রের সব পৃষ্ঠা অক্ষত নেই। আবার অনেক সংবাদপত্রের প্রয়োজনীয় অংশ কাটা ছিল। যে কারণে নিষ্ঠা নিয়ে কাজ করতে গেলেও নমুনাভুক্ত সব সংবাদপত্র নথিভুক্ত করার যায়নি।

এই সীমাবদ্ধতার জন্য চারটি সংবাদপত্রের আধেয়র তুলনামূলক আলোচনা করা অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয়নি। সব খবরের তুলনামূলক উপস্থাপন প্রবণতা যাচাই করা যায়নি। তবে চারটি সংবাদপত্রের কোনো না কোনটিতে প্রকাশিত খবরের ভিত্তিতে স্বাধীন বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির ঘটনা প্রবাহের প্রতিফলন বিশ্লেষণের আওতায় এসেছে। নমুনাভুক্ত সংবাদপত্রের সব কপি পড়ার সুযোগ থাকলে এই গবেষণাকর্মের ফলাফলে গুণগত বিশ্লেষণ আরও সমৃদ্ধ হতে পারত।

■■■

তথ্যসূত্র :

১. *বঙ্গবন্ধু : স্বাধীনতার ঘোষক : ঐতিহাসিক দলিল*, ঢাকা: বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, আগস্ট ২০০৯, পৃ. ৫।
২. *বঙ্গবন্ধু ভাষণ*, ঢাকা: চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, জানুয়ারি ২০১২, পৃ. ১১।
৩. ড. কামরুল হক, *সংবাদপত্রের নামফলক ছাড়িয়ে বঙ্গবন্ধু*, ঢাকা: বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, আগস্ট ২০২০, পৃ. ৯।
৪. *যুগান্তর* (কোলকাতা), ৫ এপ্রিল ১৯৭১, পৃ. ১।
৫. *যুগান্তর* (কোলকাতা), ৫ এপ্রিল ১৯৭১, পৃ. ৫।
৬. *বাংলা ট্রিবিউন*, ১৭ এপ্রিল ২০২০।
(https://www.banglatribune.com/619197/%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A6%97%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%98%E0%A6%B0) (৪ জানুয়ারি ২০২২)
৭. *যুগান্তর* (কোলকাতা), ১৪ এপ্রিল ১৯৭১, পৃ. ১ ।
৮. *বাংলাপিডিয়া*, খণ্ড ১১, প্রধান সম্পাদক: সিরাজুল ইসলাম, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, জুন ২০১১, পৃ. ২০০।
৯. *যুগান্তর* (কোলকাতা), ১৮ এপ্রিল ১৯৭১, পৃ. ১।
১০. আফসান চৌধুরী, *বাংলাদেশ ১৯৭১ : প্রথম খণ্ড*, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ফেব্রুয়ারি ২০০৭, পৃ. ৫৯৬।
১১. প্রাগুক্ত, *বাংলাপিডিয়া*, খণ্ড ১১, পৃ. ২০৩।
১২. K M Shehabuddin, *There and Back Again : A Diplomat's Tale*, Dhaka: UPL, p. 331-335.
১৩. সৈয়দ মোয়াজ্জেম আলী, আমাদের কূটনীতিক মুক্তিযোদ্ধা, *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, ২৬ মার্চ ২০১৪ (যঃঃঢ়ং://িি.নফ-ঢ়ৎধঃরফরহ.পড়স/ংযধফযরহড়ঃধ-ফরনড়ংয/২০১৪/০৩/২৬/৫০৬৪২) (৪ জানুয়ারি ২০২২)
১৪. মুহাম্মদ লুৎফুল হক, বিদেশে প্রথম বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন, *প্রথম আলো*, ২৬ মার্চ ২০১৯, পৃ. ১০।
১৫. *যুগান্তর* (কোলকাতা), ১৯ এপ্রিল ১৯৭১, পৃ. ১।
১৬. *যুগান্তর* (কোলকাতা), ৩১ আগস্ট ১৯৭১, পৃ. ১।
১৭. প্রাগুক্ত, সৈয়দ মোয়াজ্জেম আলী।
১৮. *বাংলা নিউজ টুয়েন্টিফোর ডট কম* (যঃঃঢ়ং://িি.নধহমষধহবংি২৪.পড়স/বহঃবৎঃধরহসবহঃ/হবংি/নফ/৫১০৯৫৬.ফবঃধরষং) (৪ জানুয়ারি ২০২২)
১৯. *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র : চতুর্থ খণ্ড*, সম্পাদক: হাসান হাফিজুর রহমান, তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, নভেম্বর ১৯৮২, পৃ. ১৭৭।
২০. প্রাগুক্ত, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র : চতুর্থ খণ্ড*, পৃ. ২০৫।
২১. প্রাগুক্ত, আফসান চৌধুরী, *বাংলাদেশ ১৯৭১ : দ্বিতীয় খণ্ড*, পৃ. ১১০।
২২. তাজুল মোহাম্মদ, *মুক্তিযুদ্ধ ও প্রবাসী বাঙ্গালী সমাজ*, ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ২০০১, পৃ. ২০১।
২৩. *যুগান্তর* (কোলকাতা), ১১ মে ১৯৭১, পৃ. ১।
২৪. *যুগান্তর* (কোলকাতা), ২৭ আগস্ট ১৯৭১, পৃ. ১।
২৫. প্রাগুক্ত, আফসান চৌধুরী, *বাংলাদেশ ১৯৭১ : প্রথম খণ্ড*, পৃ. ৫৯৭।
২৬. প্রাগুক্ত, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র : ষষ্ঠ খণ্ড*, পৃ. ৭৩৬।
২৭. *যুগান্তর* (কোলকাতা), ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৭১, পৃ. ১।
২৮. *যুগান্তর* (কোলকাতা), ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭১, পৃ. ১।
২৯. প্রাগুক্ত, তাজুল মোহাম্মদ, মুক্তিযুদ্ধ ও প্রবাসী বাঙ্গালী সমাজ, পৃ. ২০৯।
৩০. প্রাগুক্ত, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র : ত্রয়োদশ খণ্ড*, পৃ. ৫৬১-৫৬২।
৩১. প্রাগুক্ত, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র : ত্রয়োদশ খণ্ড*, পৃ. ৫৬৬।
৩২. রণক ইকরাম, মুক্তিযুদ্ধের মিত্র দেশ, *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, ২৪ মার্চ ২০১৮ (যঃঃঢ়ং://িি.নফ-ঢ়ৎধঃরফরহ.পড়স/ধৎরড়ঁং/২০১৮/০৩/২৪/৩১৬৫৬৮) (৪ জানুয়ারি ২০২২)।
৩৩. *প্রথম আলো*, ৩০ আগস্ট ২০২১, পৃ. ২।
৩৪. *প্রথম আলো*, ৩১ আগস্ট ২০২১, পৃ. ১।
৩৫. *প্রথম আলো*, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২১, পৃ. ১।
৩৬. *যুগান্তর* (কোলকাতা), ৫ অক্টোবর ১৯৭১, পৃ. ১।
৩৭. *যুগান্তর* (কোলকাতা), ৫ মে ১৯৭১, পৃ. ১।
৩৮. *যুগান্তর* (কোলকাতা), ১ জুন ১৯৭১, পৃ. ১।

৩৯. *যুগান্তর* (কোলকাতা), ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৭১, পৃ. ১।
৪০. *যুগান্তর* (কোলকাতা), ২ অক্টোবর ১৯৭১, পৃ. ১।
৪১. আকবর হোসেন, *বিবিসি বাংলা, ঢাকা*, ৩ ডিসেম্বর ২০২০ (https://www.bbc.com/bengali/news-55074654) (৪ জানুয়ারি ২০২২)।
৪২. *যুগান্তর* (কোলকাতা), ১৪ এপ্রিল ১৯৭১, পৃ. ১।
৪৩. *যুগান্তর* (কোলকাতা), ৮ মে ১৯৭১, পৃ. ১।
৪৪. *যুগান্তর* (কোলকাতা), ৮ মে ১৯৭১, পৃ. ১।
৪৫. *যুগান্তর* (কোলকাতা), ৬ জুলাই ১৯৭১, পৃ. ১।
৪৬. *প্রথম আলো*, ৩০ আগস্ট ২০২১, পৃ. ১।
৪৭. সালাম আজাদ, *মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবদান*, ঢাকা: অংকুর প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ২০১২, পৃ. ১৪৭-১৪৮।
৪৮. *প্রথম আলো*, ২৯ আগস্ট ২০২১, পৃ. ১।
৪৯. *যুগান্তর* (কোলকাতা), ২৫ অক্টোবর ১৯৭১, পৃ. ১।
৫০. *যুগান্তর* (কোলকাতা), ২২ অক্টোবর ১৯৭১, পৃ. ১।
৫১. *যুগান্তর* (কোলকাতা), ১৪ নভেম্বর ১৯৭১, পৃ. ১।
৫২. প্রাগুক্ত, সালাম আজাদ, *মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবদান*, পৃ. ১৩৩।
৫৩. *যুগান্তর* (কোলকাতা), ৫ এপ্রিল ১৯৭১, পৃ. ১।
৫৪. *যুগান্তর* (কোলকাতা), ৩০ এপ্রিল ১৯৭১, পৃ. ১।
৫৫. *যুগান্তর* (কোলকাতা), ৮ মে ১৯৭১, পৃ. ১।
৫৬. *যুগান্তর* (কোলকাতা), ২৬ মে ১৯৭১, পৃ. ১।
৫৭. *যুগান্তর* (কোলকাতা), ৭ ডিসেম্বর ১৯৭১, পৃ. ১।
৫৮. প্রাগুক্ত, সালাম আজাদ, *মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবদান*, পৃ. ১ম ফ্ল্যাপ।
৫৯. *উইকিপিডিয়া*, (যঃঃঢ়ং://নহ.রিশরঢ়বফরধ.ড়ৎম/রিশর/%উ০%অ৬%অঈ%উ০%অ৬%ইউ%উ০%অ৬%৮২%উ০%অ৬%ই২%উ০%অ৬%ইউ%উ০%অ৬%অ৬%উ০%অ৭%৮৭%উ০%অ৬%ই৬%উ০%অ৭%৮৭%উ০%অ৬%ই০থ%উ০%অ৬%৮৬%উ০%অ৬%অ৮%উ০%অ৭%৮উ%উ০%অ৬%অ৪%উ০%অ৬%ই০%উ০%অ৭%৮উ%উ০%অ৬%৯ঈ%উ০%অ৬%ইউ%উ০%অ৬%অ৪%উ০%অ৬%ইঋ%উ০%অ৬%৯৫থ%উ০%অ৬%ই৮%উ০%অ৭%৮উ%উ০%অ৬%অঈ%উ০%অ৭%৮০%উ০%অ৬%৯৫%উ০%অ৭%৮৩%উ০%অ৬%অ৪%উ০%অ৬%ইঋ) (৪ জানুয়ারি ২০২২) ।
৬০. *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৭।

দ্বিতীয় অধ্যায়

গবেষণা পদ্ধতি ও নমুনায়ন

এই গবেষণাকর্মের জন্য আধেয় বিশ্লেষণ (Content Analysis) পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। আধেয় বিশ্লেষণের পরিমাপক হিসেবে সংখ্যাত্মক (Quantitative) ও গুণাত্মক (Qualitative) উভয় পদ্ধতিই ব্যবহার করা হয়েছে।

আধেয় বিশ্লেষণের জন্য প্রথমে নমুনাভুক্ত চারটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত রিপোর্ট ও প্রাসঙ্গিক সম্পাদকীয় তারিখের ক্রমানুযায়ী লিপিবদ্ধ করা হয়।

রিপোর্টগুলো লিপিবদ্ধ করার সময় যেসব বিষয় তুলে ধরা হয়েছে:
এক. প্রকাশের তারিখ;
দুই. সূত্র: বার্তা সংস্থা, নিজস্ব সাধারণ আইটেম, স্পেশাল আইটেম;
তিন. কোন পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে;
চার. কত কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে;
পাঁচ. শিরোনাম;
ছয়. রিপোর্টের মূল বক্তব্য।

সম্পাদকীয় লিপিবদ্ধ করার সময় যেসব বিষয় তুলে ধরা হয়েছে:
এক. প্রকাশের তারিখ;
দুই. শিরোনাম;
তিন. সম্পাদকীয়ের মূল বক্তব্য;

গবেষণার আওতাধীন সময়:
এই গবেষণাকর্মের আওতাধীন সময় ছিল: ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯৭৫ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।

নমুনায়ন:
এই গবেষণাকর্মের জন্য স্বেচ্ছাচয়িত নমুনায়ন (Purposive Sampling) পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। দুই ধাপে নমুনা বাছাই করা হয়েছে। প্রথম ধাপে চারটি সংবাদপত্রকে নমুনা হিসেবে গ্রহণ করা হয়। সংবাদপত্র চারটি হচ্ছে:
এক. দৈনিক ইত্তেফাক;
দুই. সংবাদ;
তিন. দৈনিক পাকিস্তান/দৈনিক বাংলা;
চার. পাকিস্তান অবজারভার/বাংলাদেশ অবজারভার।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, স্বাধীনতার পর 'দৈনিক পাকিস্তান' পত্রিকাটি 'দৈনিক বাংলা' নামে প্রকাশনা শুরু করে। আর 'পাকিস্তান অবজারভার' পত্রিকাটি 'বাংলাদেশ অবজারভার' নামে প্রকাশনা শুরু করে। এই সংবাদপত্রগুলো বাছাই করার কারণ হচ্ছে, স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে এই সংবাদপত্রগুলোই প্রভাবশালী ও শীর্ষস্থানীয় ছিল। চারটি সংবাদপত্রের সবকটি জাতীয় দৈনিকের মর্যাদাসম্পন্ন এবং ঢাকা থেকে প্রকাশিত। দৈনিক বাংলা কিছুটা নবীন হলেও বাকি তিনটি সংবাদপত্র বেশ প্রাচীন। স্বাধীনতাপূর্বকালে ধারাবাহিক আন্দোলন-সংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায়ে এই সংবাদপত্র চারটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সমীক্ষার আওতাভুক্ত সময়ে বাংলাদেশের গোটা পত্রিকামাধ্যমকে মোটামুটি প্রতিনিধিত্ব করেছে সংবাদপত্রগুলো।[১]

দ্বিতীয় ধাপে ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯৭৫ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়ের উপরোক্ত চারটি সংবাদপত্রকে নমুনাভুক্ত করা হয়েছে। তবে ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে চারটি সংবাদপত্রের সব কপি পাওয়া যায়নি। তাই সব কপি বিশ্লেষণের আওতায় আনা সম্ভব হয়নি। ১৯৭১ সালের ২৮ মার্চ সংবাদ পত্রিকার অফিস হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী পুড়িয়ে দেয়। মুক্তিযুদ্ধকালে সংবাদ আর প্রকাশিত হয়নি। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালের ৯ জানুয়ারি থেকে সংবাদ প্রকাশনা শুরু করে। কিন্তু ৯ জানুয়ারির সংবাদের কোনো কপি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। তাই সংবাদ পত্রিকার ১০ জানুয়ারি থেকে প্রকাশিত কপি এই গবেষণাকর্মের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এরপর ১৯৭৫ সালের ১৬ জুন থেকে ১৯৭৫ সালের আগস্ট পর্যন্ত সংবাদ এর প্রকাশনা বন্ধ থাকে। গবেষণাকর্মের আওতাধীন সময়ে বন্ধ থাকার দিনগুলোকে নমুনাভুক্ত করা সম্ভব হয়নি।

■■■

তথ্যসূত্র:

১. ড. কামরুল হক, *সংবাদপত্রের নামফলক ছাড়িয়ে বঙ্গবন্ধু*, পৃ. ১৫

তৃতীয় অধ্যায়

স্বাধীনতা অর্জন পূর্বকালের স্বীকৃতিসংশ্লিষ্ট রিপোর্ট

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জিত হয়। হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমর্পণ করে এই দিন। বাংলাদেশ স্বাধীন-সার্বভৌম দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এরপর একে একে বিভিন্ন দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করতে থাকে। তবে ভারত ও ভুটান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে বিজয় অর্জনের আগেই। সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ভারত বাংলাদেশকে সর্বপ্রথম স্বীকৃতি প্রদান করে এবং দিনটি ছিল ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর। পরদিন ৭ ডিসেম্বর সংবাদপত্রে এই খবর প্রকাশিত হয়। দৈনিক পাকিস্তানে প্রকাশিত খবরে জানানো হয়: ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী দেশের পার্লামেন্টকে জানিয়েছেন যে, ভারত ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে। নয়াদিল্লী থেকে বার্তা সংস্থা রয়টার এবং ইসলামাবাদ থেকে বার্তা সংস্থা এপিপির বরাত দিয়ে খবরটি পরিবেশিত হয় দৈনিক পাকিস্তানে। শিরোনাম ছিল : 'তথাকথিত বাংলা দেশকে স্বীকৃতি দেওয়ায় ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের ব্যবস্থা: কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন'। প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত এই খবরে লেখা হয়:

> পাকিস্তান আজ ভারতের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। আজ অপরাহ্নে এখানে প্রকাশিত এক সরকারী হ্যান্ডআউটে বলা হয় যে ভারত সরকার কর্তৃক তথাকথিত বাংলা দেশ সরকারকে স্বীকৃতি দানের পর এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ভারতস্থ সুইস দূতের উপর ভারতে পাকিস্তানের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখার দায়িত্বভার ন্যস্ত করা হয়েছে।
>
> **ভারতের স্বীকৃতি:** নয়াদিল্লী থেকে রয়টার পরিবেশিত খবরে প্রকাশ, ভারত আজ 'বাংলা দেশ'কে একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে বলে প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী পার্লামেন্টকে জানিয়েছেন।
>
> **মার্কিন মন্তব্য:** ওয়াশিংটন থেকে রয়টার পরিবেশিত অপর এক খবরে প্রকাশ, মার্কিন কর্মকর্তারা আজ বলেন যে তারা ভারত কর্তৃক 'বাংলা দেশ' সরকারকে স্বীকৃতি দানকে উপমহাদেশে অবনতিশীল পরিস্থিতিতে একটা সুস্পষ্ট পরিবর্তী ব্যবস্থা বলে মনে করেন। তারা একে সেখানকার পরিস্থিতিতে কোন গুরুতর নয়া মোড় বলে মনে করেন না। একজন কর্মকর্তা বলেন, গত কদিনে ভারত ও পাকিস্তানের ব্যাপার অত্যন্ত মারাত্মক হয়ে দাঁড়িয়েছে। পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র বলেন, মার্কিন সরকারকে সরকারীভাবে এ ব্যাপারে জানানোর পূর্বে তিনি ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর স্বীকৃতির ঘোষণা সম্পর্কে মন্তব্য করতে পারেন না।

> **নূরুল আমিন:** সম্মিলিত কোয়ালিশন পার্টির নেতা জনাব নূরুল আমিন বলেন যে, তথাকথিত বাংলাদেশের কোন অস্তিত্ব নেই এবং পাকিস্তানকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে এটা কেবলমাত্র ভারতীয় ষড়যন্ত্রেরই সৃষ্টি। তিনি বলেন, এটা ভাওতা ছাড়া আর কিছুই নয় এবং আইনগত কিংবা অস্তিত্বের দিক দিয়ে এর কোন শক্তিই নেই। ভারত কর্তৃক তথাকথিত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের উপর মন্তব্য প্রসঙ্গে ইউসিপি নেতা উক্ত অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন তথাকথিত বাংলাদেশকে ভারত কর্তৃক স্বীকৃতিদানের প্রেক্ষিতে ভারতের সাথে পাকিস্তানের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করাটাই স্বাভাবিক। তবে তিনি সরকারের এই সিদ্ধান্তকে সময়োচিত বলে অভিহিত করেন। পূর্ব পাকিস্তান ভবনে সাংবাদিকদের নিকট প্রদত্ত এক বিবৃতিতে ইউসিপি নেতা বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ দেশের সংহতি রক্ষায় দৃঢ়সংকল্প এবং ইনশাল্লাহ দেশের উভয় অংশ ঐক্যবদ্ধভাবেই কায়েম থাকবে। জনাব নূরুল আমিন বলেন, অনেক আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই আমরা যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে বাধ্য হয়েছি। তিনি বলেন, মহান দেশের জনসাধারণ মাতৃভূমির রক্ষায় সশস্ত্র বাহিনীর পেছনে ঐক্যবদ্ধ রয়েছে এবং যুদ্ধ তৎপরতায় যে কোন রকমের সাহায্যদানে উদগ্রীব। জনাব নূরুল আমিন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে ইউনাইটেড কোয়ালিশন পার্টির সকল শাখার প্রতি সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে ঐক্যের জন্য কাজ করার আবেদন জানিয়েছেন।[১]

দৈনিক ইত্তেফাকেও একই দিন অর্থৎ ১৯৭১ সালের ৭ ডিসেম্বর খবরটি প্রকাশিত হয়। ইত্তেফাকের খবরটিও বার্তা সংস্থা এপিপির বরাত দিয়ে প্রকাশিত হয়। ইসলামাবাদ থেকে সরকারি হ্যান্ডআউটের উদ্ধৃতি দিয়ে এপিপি খবরটি পরিবেশন করে। শিরোনাম ছিল: 'পাক-ভারত কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন'। প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত এই খবরে লেখা হয়:

> আজ পাকিস্তান সরকার ভারতের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছেন। আজ অপরাহ্নে প্রকাশিত এক সরকারী হ্যান্ডআউটে বলা হয় যে, ভারত সরকার তথাকথিত 'বাংলা দেশ' সরকারকে স্বীকৃতি দান করায় সম্পর্ক ছিন্ন করা হইয়াছে। ভারতে নিযুক্ত সুইস দূতকে ভারতে পাকিস্তানের বিষয়াদি দেখার দায়িত্ব প্রদান করা হইয়াছে।
>
> **মার্কিন কর্মকর্তা কর্তৃক 'বাংলা দেশকে' স্বীকৃতিদানের সমালোচনা:** ওয়াশিংটন হইতে রয়টারের খবরে বলা হয়: মার্কিন সরকারী কর্মকর্তারা আজ ভোরে এখানে বলেন যে, ভারত কর্তৃক 'বাংলা দেশ' সরকারকে স্বীকৃতিদানের ফলে উপমহাদেশের অবনতিশীল পরিস্থিতি সুস্পষ্টভাবে আরও এক ধাপ খারাপ হইয়া উঠিবে। জনৈক কর্মকর্তা বলেন, তাঁহারা অবশ্য ভারতের এ উদ্যোগকে কোন গুরুতর নয়া পর্যায় বলিয়া মনে

করেন না। কেননা পাক-ভারত সম্পর্ক গত কয়েকদিন যাবৎই অত্যন্ত খারাপ। মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের জনৈক কর্মকর্তা বলেন যে, মার্কিন সরকার সরকারীভাবে অবহিত না পর্যন্ত তাঁহারা ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী কর্তৃক 'বাংলা দেশ' সরকারকে স্বীকৃতিদানের ঘোষণা সম্পর্কে কোন মন্তব্য করিতে অপারগ।[২]

খবরটি একই দিন অর্থাৎ ১৯৭১ সালের ৭ ডিসেম্বর পাকিস্তান অবজারভারেও খবরটিও বার্তা সংস্থা এপিপির বরাত দিয়ে প্রকাশিত হয়। ইসলামাবাদ থেকে সরকারি হ্যান্ডআউটের উদ্ধৃতি দিয়ে এপিপি পরিবেশিত খবরটির শিরোনাম ছিল: 'Pakistan breaks with India'। প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত এই খবরে লেখা হয়:

Pakistan today broke off diplomatic relation with India with immediate effect, reports APP. An official handout issued here this afternoon said that the relations were broken off following the recognition by the Government of India of the so-called Bangla Desh Government.

The Swiss envoy in India has been entrusted to look after Pakistan interest in India. A Government spokesman said here today that the Indian diplomats had been accommodated in seven houses and their dispersal was according to their own choice. The former High Commissioner J.K Atal was living in the house which he had been occupying he said.

He denied an All India report that the Indian diplomats were confined in three houses. Their security and well being was looked after by the Pakistan Government, he said and added the personnel of the former High Commission had all the facilities of food and medical aid. The former High Commissioner himself had testified that they were not facing any physical hardship of difficulty.

The spokesman said that so far they had not received any word about the safety of their diplomatic personnel in New Delhi.

He said there were 16 officers enjoying diplomatic status in Islamabad. The number of staff in Karachi was not known. He said that it was easy to get information about the Indian personnel.

Asked if the British High Commission was responsible for this misinformation as the British High Commission was looking after the Indian personnel, the spokesman said, `No comments'. He did not confirm or deny the reports that British High Commission had been approached by the Indian Government to look after their personnel in Pakistan.[৩]

ভারতের স্বীকৃতি প্রসঙ্গে দৈনিক ইত্তেফাক ১৯৭১ সালের ৮ ডিসেম্বর আরো একটি খবর প্রকাশ করে। এই খবরে জানানো হয়: পাকিস্তান সরকার মনে করছে, ভারতের বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে গভীর বিদ্বেষমূলক নীতির ফল। খবরটি ছিল দৈনিক ইত্তেফাকের নিজস্ব আইটেম। পত্রিকার করাচি অফিস থেকে ৬ ডিসেম্বরের ডেটলাইনে প্রাপ্ত এই খবরটি দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'এই প্রথম পাক-ভারত সম্পর্ক ছিন্ন'। এতে লেখা হয়:

ভারত আজ 'বাংলা দেশ' সরকারকে স্বীকৃতি দিয়াছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী আজ সকালে পার্লামেন্টে 'বাংলা দেশ' সরকারকে স্বীকৃতি দানের কথা ঘোষণা করেন। অল ইন্ডিয়া রেডিও আজ উক্ত ঘোষণার কথা প্রচার করে। এই স্বীকৃতি ঘোষণার প্রেক্ষিতে পাকিস্তান ভারতের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছে এবং এক চুক্তিতে পাকিস্তান ভারতে তাহার স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য সুইজারল্যান্ড সরকারকে অনুরোধ জানাইয়াছে।

উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর হইতে এ পর্যন্ত পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে আর কখনও কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হয় নাই। এমনকি ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের সময়ও দুইটি দেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হয় নাই।

পাকিস্তান সরকারের এক ঘোষণায় বলা হয় যে, ভারতের এই ব্যবস্থা একটি সার্বভৌম ও স্বাধীন প্রতিবেশী রাষ্ট্রের অখণ্ডতার বিরুদ্ধেই পরিচালিত হইয়াছে এবং উহাতে জাতিসংঘ সনদ ও বান্দুং নীতির প্রতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা প্রদর্শনের ভারতীয় নীতি ফাঁস হইয়া পড়িয়াছে। পাকিস্তানী ঘোষণায় আরও বলা হয়: ভারতীয় ঘোষণাটি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে উহার গভীর বিদ্বেষমূলক নীতিরই ফলশ্রুতি। যাহারা ভারতীয় ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহ পোষণ করিতেন, তাহাদের এক্ষণে আর এ ব্যাপারে প্রমাণের প্রয়োজন নাই।[৪]

সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ভারতের পর ভুটান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। ১৯৭১ সালের ৭ ডিসেম্বর ভারতের নয়াদিল্লী থেকে বার্তা সংস্থা এএফপি এই খবর পরিবেশন করে। পরদিন ৮ ডিসেম্বর খবরটি দৈনিক ইত্তেফাকে প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'ভুটান কর্তৃক 'বাংলা দেশ'কে স্বীকৃতি দান'। এই খবরে লেখা হয়:

আজ ভুটান 'বাংলা দেশ' কে রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দান করিয়াছে। ভারত কর্তৃক 'বাংলা দেশ' সরকারকে স্বীকৃতি দানের পর হিমালয়ের এই রাষ্ট্র ভুটান 'বাংলা দেশ' কে স্বীকৃতি দান করিল।[৫]

বাংলাদেশকে ভুটানের স্বীকৃতির খবরটি দৈনিক পাকিস্তানও প্রকাশ করে। ১৯৭১ সালের ৭ ডিসেম্বর ভারতের নয়াদিল্লী থেকে বার্তা সংস্থা

পিপিআই এর পরিবেশন করা খবর ৮ ডিসেম্বর দৈনিক পাকিস্তান প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল: 'বাংলাদেশকে ভুটানের স্বীকৃতি দান'। এই খবরে লেখা হয়:

> ভারতের আশ্রিত পার্বত্য রাজ্য ভুটান আজ তথাকথিত 'বাংলাদেশ' সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে।[৬]

আত্মপ্রকাশের অব্যবহিত পর বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের আহ্বান ও উদ্যোগ: ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশের অব্যবহিত পর বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক নেতা, বুদ্ধিজীবী, সংগঠনসহ নানা পর্যায় থেকে বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের আহ্বান জানানো হয়। নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ১৯৭১ সালের ১৮ ডিসেম্বর বৃটিশ পার্লামেন্টে বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের ব্যাপারে একটি প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে বলে তথ্য প্রকাশ করা হয়। বৃটিশ পার্লামেন্টের শ্রমিক দলীয় সদস্য স্টোনহাউস জানান, এই প্রস্তাবে রক্ষণশীল এবং উদারনৈতিক দলের সব সদস্যেরও সমর্থন রয়েছে। খবরটি পরদিন ১৯ ডিসেম্বর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি শেষ পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'বাংলা দেশকে স্বীকৃতিদানের জন্য বৃটিশ পার্লামেন্টে প্রস্তাব পেশ'। ভারতীয় বেতার আকাশবাণীর বরাত দিয়ে স্টাফ রিপোর্টার পরিবেশিত এই খবরে লেখা হয়:

> গতকাল শনিবার বৃটিশ পার্লামেন্টের শ্রমিক দলীয় সদস্য মি. স্টোনহাউস নয়াদিল্লীতে প্রকাশ করেন যে, বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য পার্লামেন্টে এক প্রস্তাব পেশ করিয়াছেন। তিনি জানান যে, উক্ত প্রস্তাবে শ্রমিকদল ছাড়াও রক্ষণশীল এবং উদারনৈতিক দলের সব সদস্যের সমর্থন রহিয়াছে। গতকাল আকাশবাণীর এক সংবাদ বুলেটিনে উহা প্রচার করা হয়। মি: স্টোনহাউস ভারতে এক সফর উপলক্ষে এই দিন পালাম বিমান বন্দরে অবতরণ করেন। তিনি এইদিনই কলকাতায় পৌঁছিয়াছেন।
>
> মি: স্টোনহাউস ভারত মহাসাগরে মার্কিন সপ্তম নৌবহরের উপস্থিতির তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের জন্যে ভারত ও ভুটানের প্রশংসা করেন।[৭]

যুক্তরাষ্ট্রের রিপাবলিকান পার্টির প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী পল ম্যাকলস্কী ও ফরাসী বুদ্ধিজীবী আঁদ্রে মার্লো বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য ১৯৭১ সালের ১৮ ডিসেম্বরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সনের প্রতি আহ্বান জানান। ২০ ডিসেম্বর এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি

তৃতীয় পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'বাংলা দেশকে স্বীকৃতিদানে বিশ্বব্যাপী আন্দোলন'। ভারতীয় বেতার আকাশবাণীর বরাত দিয়ে স্টাফ রিপোর্টার পরিবেশিত এই খবরে লেখা হয়:

> মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রিপাবলিকান পার্টির প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী পল ম্যাকলস্কী বাংলা দেশকে স্বীকৃতিদানের জন্য ও শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির প্রচেষ্টা চালানোর নিমিত্ত প্রেসিডেন্ট নিক্সনের প্রতি আবেদন জানাইয়াছেন বলিয়া গতকাল শনিবার আকাশবাণীর এক খবরে বলা হয়।
>
> **আঁদ্রে মার্লোর আহবান:** প্রখ্যাত ফরাসী বুদ্ধিজীবী আঁদ্রে মার্লো প্রেসিডেন্ট নিক্সনের প্রতি বাংলা দেশকে স্বীকার করিয়া নেওয়ার আবেদন জানাইয়াছেন। বিখ্যাত ফরাসী পত্রিকা 'লা ফিগারোতে' প্রকাশিত এক নিবন্ধে তিনি এ আহ্বান জানান বলিয়া গতকাল শনিবার আকাশবাণীর এক খবরে বলা হয়।
>
> তিনি আরো বলেন যে, ভিয়েতনামের দেড় কোটি লোকের বিরুদ্ধে বিগত ১০ বছর যাবৎ বিশ্বের সর্ববৃহৎ শক্তির দাবীদার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেখানকার স্বাধীনতার আন্দোলন দমনে ব্যর্থ হওয়ার পর কিভাবে তাহারা বাংলা দেশের সাড়ে সাত কোটি লোককে দমন করিতে পারিবে বলিয়া আশা করে তাহা তিনি বুঝিতে অক্ষম। তবে যাই হোক, যতশীঘ্র সম্ভব তাহারা স্বাধীন বাংলা দেশের অস্তিত্বকে স্বীকার করিয়া নেন ততই মঙ্গল।
>
> **বাংলা দেশের ব্যাপার একটি যুগান্তকারী ঘটনা:** বাংলা দেশ প্রশ্নে ভারত যে কর্মপন্থা গ্রহণ করিয়াছে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সংবাদপত্র তাহাকে যথার্থ বলিয়া অভিহিত করিয়াছে বলিয়া গত শনিবার আকাশবাণীর এক খবরে বলা হয়।
>
> জাপানের একটি দৈনিকে বাংলা দেশের বিষয়টিকে একটি যুগান্তকারী ঘটনা বলিয়া উল্লেখ করা হয়। হংকং-এর 'হংকং টাইমস' পত্রিকায় অভিমত প্রকাশ করা হয় যে, বাংলা দেশে ভারতের অনুসৃত কর্মপন্থা যথার্থ হইয়াছে। কুয়ালালামপুর 'এস্টেটস টাইমস' পত্রিকাতেও উপরোক্ত ধরনের একই অভিমত প্রকাশ করা হয়।[৮]

দৈনিক বাংলায়ও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার ব্যাপারে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সনের প্রতি পল ম্যাকলস্কী ও ফরাসী বুদ্ধিজীবী আঁদ্রে মার্লোর আহ্বানের খবর ১৯৭১ সালের ১৯ ডিসেম্বর প্রকাশিত হয়। তৃতীয় পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত এই খবরের শিরোনাম ছিল: 'নিক্সনের প্রতি ম্যাকলস্কী : বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিন'। ভারতীয় বেতার আকাশবাণীর বরাত দিয়ে পরিবেশিত এই খবরে লেখা হয়:

> মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রিপাবলিকান পার্টির প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী পল ম্যাকলস্কী বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের জন্য ও শেখ মুজিবুর

রহমানের মুক্তির প্রচেষ্টা চালানোর নিমিত্ত প্রেসিডেন্ট নিক্সনের প্রতি আবেদন জানিয়েছেন বলে গতকাল শনিবার আকাশবাণীর এক খবরে বলা হয়।

আঁদ্রে মার্লোর আহ্বান: প্রখ্যাত ফরাসী বুদ্ধিজীবী আঁদ্রে মার্লো প্রেসিডেন্ট নিক্সনের প্রতি বাংলা দেশকে স্বীকার করে নেয়ার আবেদন জানিয়েছেন। বিখ্যাত ফরাসী পত্রিকা 'লা ফিগারোতে' প্রকাশিত এক নিবন্ধে তিনি এ আহ্বান জানান বলে গতকাল শনিবার আকাশবাণীর এক খবরে বলা হয়। তিনি আরো বলেন যে, ভিয়েতনামের দেড় কোটি লোকের বিরুদ্ধে বিগত ১০ বছর যাবত বিশ্বের সর্ব বৃহৎ শক্তির দাবীদার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেখানকার স্বাধীনতার আন্দোলন দমনে ব্যর্থ হওয়ার পর, কিভাবে তারা বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি লোককে দমন করতে পারবে বলে আশা করে তা তিনি বুঝতে অক্ষম। তবে যাই হোক যতশীঘ্র সম্ভব তারা স্বাধীন বাংলাদেশের অস্তিত্বকে স্বীকার করে নেন ততই মঙ্গল।[৯]

১৯৭১ সালের ১৯ ডিসেম্বর বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ এবং বিশ্ব বৌদ্ধ ফেলোশিপের আঞ্চলিক কেন্দ্রের সভাপতি বিশুদ্ধানন্দ মহাথারো বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান ও কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য সকল দেশের প্রতি আহ্বান জানান। পরদিন ২০ ডিসেম্বর এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি শেষ পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'বাংলা দেশকে স্বীকৃতি দিন'। এতে লেখা হয়:

> গতকাল (রবিবার) ঢাকার কমলাপুরস্থ বৌদ্ধ মন্দিরে আয়োজিত এক প্রার্থনা সভায় বাংলা দেশ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। অনুষ্ঠানে ভাষণদানকালে বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ এবং বিশ্ব বৌদ্ধ ফেলোশীপের আঞ্চলিক কেন্দ্রের সভাপতি বিশুদ্ধানন্দ মহাথারো বাংলা দেশকে স্বীকৃতি দানের জন্য ভারত এবং ভুটানের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি সকল দেশ, বিশেষভাবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য বৌদ্ধ রাষ্ট্রের প্রতি অবিলম্বে গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলা দেশকে স্বীকৃতি দিয়া উহার সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের আহ্বান জানান।[১০]

১৯৭১ সালের ২১ ডিসেম্বর শ্রীলংকার চারটি রাজনৈতিক দল বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার দাবি জানায়। ২৩ ডিসেম্বর এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'সিংহলের ৪টি দল কর্তৃক বাংলা দেশের স্বীকৃতি দাবী'। ভারতীয় বেতার আকাশবাণীর বরাত দিয়ে স্টাফ রিপোর্টার পরিবেশিত এই খবরে লেখা হয়:

> সিংহলের ৪টি প্রধান দল ইউনাইটেড ন্যাশনাল পার্টি, কট্টরপন্থী লংকা সম-সমাজ পার্টি, মস্কোপন্থী কম্যুনিষ্ট পার্টি ও তামিল ফেডারেল পার্টি বাংলা দেশকে স্বীকৃতিদানের দাবী করিয়াছে। গত মঙ্গলবার আকাশবাণীর খবরে একথা বলা হয়। লংকা সম-সমাজ পার্টি ও মস্কোপন্থী কম্যুনিষ্ট পার্টি মিসেস বন্দরনায়ক পরিচালিত কোয়ালিশন সরকারের অঙ্গ দল।[১১]

যুক্তরাষ্ট্রের রিপাবলিকান পার্টির প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী পল ম্যাকলস্কী বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য ১৯৭১ সালের ২২ ডিসেম্বরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সনের প্রতি পুনরায় আহ্বান জানান। ওয়াশিংটন থেকে বার্তা সংস্থা এনা এই খবর পরিবেশন করে। ২৪ ডিসেম্বর খবরটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'দক্ষিণ এশিয়ায় মার্কিন স্বার্থে বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দিন : সিনেটর ম্যাকলস্কী'। এই খবরে লেখা হয়:

> মার্কিন রিপাবলিকান নেতা সিনেটর ম্যাকলস্কী প্রেসিডেন্ট নিক্সনের প্রতি অবিলম্বে বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দানের আহ্বান জানাইয়াছেন। উল্লেখযোগ্য যে, যুক্তরাষ্ট্রের আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সিনেটর ম্যাকলস্কীও একজন গুরুত্বপূর্ণ প্রার্থী। তিনি গত পরশু ক্যালিফোর্নিয়ায় সাংবাদিকদের বলেন যে, নিক্সন সরকারের অবিলম্বে 'বর্তমান মনোভাব' পরিবর্তন করিয়া দক্ষিণ এশিয়ায় মার্কিন স্বার্থের খাতিরে বাংলাদেশ সরকারের সহিত যোগাযোগ শুরু করা উচিত।
>
> বিপ্লবী ফরাসী সাহিত্যিক আঁদ্রে ম্যালরুক্সও অনুরূপ মত প্রকাশ করেন। তিনি মার্কিন নীতিকে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ বলিয়া অভিহিত করেন।[১২]

১৯৭১ সালের ২৩ ডিসেম্বর ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) এর সভাপতি অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমেদ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করার জন্য সব দেশের প্রতি আহ্বান জানান। বার্তা সংস্থা বিপিআই এই খবর পরিবেশন করে। ২৪ ডিসেম্বর বাংলাদেশ অবজারভার খবরটি ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল: 'Muzaffar's call to nations : Recognise Govt. of Bangladesh'. এই খবরে লেখা হয়:

> The President of Bangladesh National Awami Party Professor Muzaffar Ahmed on Thursday called upon all the countries to recognise Bangladesh as an independent and sovereign country, reports BPI. The NAP chief was addressing a workers meeting at the Central office of the party on Thursday evening.

> The Professor in his deliberation also lain emphasis on the rehabilitation of the refugees who are still in India and added it is an arduous task no doubt, but we have to rehabilitate them granting due honour and getting them the right over their properties.
>
> The NAP President expressed satisfaction that the Bangladesh Government has spoken out its policy to establish socialism. 'We will cooperate with the Government to ensure that Socialism is established in the truer sense of the term' he said.
>
> Professor Muzaffar Ahmed urged upon all concerned to bring back that measure of normalcy and tranquility that was prevalent prior to army crackdown in Bangladesh on March 25 last.
>
> The NAP Chief criticised bitterly the role played by USA and China in the UN Security Council which was designed to baffle liberation struggle of Bangladesh. In this context he mentioned with profound satisfaction and gratitude the direct and indirect help that the great Soviet Union accorded to us.
>
> Praising the Government decision not to accept US aid the Professor said, 'We have to be equally careful to see that American agents cannot infiltrate into Bangladesh in the name of US relief works.[১৩]

১৯৭১ সালের ২৪ ডিসেম্বর ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায় সে দেশের এক জনসমাবেশে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য ইন্দোনেশিয়া সরকারের কাছে দাবি জানানো হয়। জাকার্তা থেকে বার্তা সংস্থা এনা পরিবেশিত এই খবর পরদিন ২৫ ডিসেম্বর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দাও'। এই খবরে লেখা হয়:

> গতকাল এখানে দুই সহস্রাধিক লোকের এক সমাবেশে অবিলম্বে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য ইন্দোনেশিয়া সরকারের নিকট দাবী জানান হয়। গণ-সমাবেশে গৃহীত এক প্রস্তাবে বাংলা দেশের সংগ্রামের প্রতি একাত্মতা ঘোষণা করা হয়। পরে একটি স্থানীয় প্রভাবশালী পত্রিকার সম্পাদকসহ একটি মিছিল পররাষ্ট্র দফতরে গমন করিয়া বাংলা দেশের জনগণের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন।[১৪]

বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের ব্যাপারে মিসরের সঙ্গে ভারত মধ্যস্থতা করছে বলে ১৯৭১ সালের ২৬ ডিসেম্বর মিসরের রাজধানী কায়রো থেকে খবর পরিবেশন করে বার্তা সংস্থা এনা। খবরটি ২৮ ডিসেম্বর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম

শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান প্রশ্নে ভারত-মিসর আলোচনা'। এই খবরে লেখা হয়:

> ভারত সরকার স্বাধীন বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতিদানে সম্মত করাইবার জন্য মিসরের সহিত আলোচনা শুরু করিয়াছেন বলিয়া গত শুক্রবার এখানে জানা গিয়াছে। কায়রোর আধা-সরকারী 'আল-আহরাম' পত্রিকা বলে যে, ভারতীয় চার্জ দ্য এফেয়ার্স মি: প্রেমশংকর মিসরীয় পররাষ্ট্র বিষয়ক স্টেটমন্ত্রী জনাব মুরাদ গালিবের সহিত এক বৈঠকের সময় উক্ত বিষয় উত্থাপন করেন। জনাব গালিব তাঁহার জবাবে বলেন যে, বর্তমানে এই ধরনের স্বীকৃতি দিলে 'পরিস্থিতি জটিল হইয়া পড়িবে'।[১৫]

১৯৭১ সালের ২৮ ডিসেম্বর রাশিয়া, বৃটেন, যুগোস্লাভিয়া, রোমানিয়া, পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরি, বুলগেরিয়াসহ ১২টি দেশের স্বীকৃতি লাভের সম্ভাবনার খবর পরিবেশন করে বার্তা সংস্থা এনা ও ভারতীয় বেতার আকাশবাণী। পরদিন ২৯ ডিসেম্বর খবরটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'শীঘ্রই ১২টি দেশের স্বীকৃতি দানের সম্ভাবনা'। এনা ও আকাশবাণীর বরাত দিয়ে 'ইত্তেফাক রিপোর্ট' হিসেবে প্রকাশিত এই খবরে লেখা হয়:

> বিশ্বের আরও প্রায় ১২টি দেশ শীঘ্রই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি প্রদান করিবে বলিয়া আশা করা যায়। গতকাল (মঙ্গলবার) আকাশবাণীর খবরে একথা বলা হয়। খবরে আরও বলা হয় যে, এছাড়া ২০টিরও বেশী দেশ শীঘ্রই বাংলাদেশকে কার্যত: স্বীকৃতি দান করিবে।
>
> 'এনা'র খবরে বলা হয়: জাতিসংঘে বাংলাদেশের প্রতিনিধি জনাব আবু সাঈদ চৌধুরী বাংলাদেশের স্বীকৃতি প্রশ্নে রাশিয়া, বৃটেন, যুগোস্লাভিয়া, রুমানিয়া, পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়াসহ বেশ কয়েকটি দেশের সক্রিয় সাড়া ও সহযোগিতা লাভে সক্ষম হইয়াছেন।[১৬]

১৯৭১ সালের ২৯ ডিসেম্বর খবরটি দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'বারটি দেশ শীঘ্রই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবে'।[১৭]

১৯৭১ সালের ২৯ ডিসেম্বর পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সভাপতি খান আবদুল ওয়ালী খান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টোর প্রতি আহ্বান জানান। বার্তা

সংস্থা এনা এই খবর পরিবেশন করে। ৩০ ডিসেম্বর এই খবর দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: ‘বাংলাদেশ চিরদিনের জন্য চলে গেছে : ওয়ালী খান’। এই খবরে লেখা হয়:

> পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সভাপতি খান আবদুল ওয়ালী খান বলেছেন, বাংলাদেশ চিরদিনের জন্য চলে গেছে পাকিস্তানকে এটা মেনে নেয়া উচিত। এনা পরিবেশিত খবরে বলা হয়: লন্ডনের ‘ফাইন্যান্সিয়াল টাইমস’ এর প্রতিনিধির সঙ্গে এক সাক্ষাতকারে খান আবদুল ওয়ালী খান বলেন, পাকিস্তানের যে অংশ রয়ে গেছে তাকে রক্ষার জন্যই পাকিস্তানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। ভুট্টোর সমালোচনা করে ওয়ালী খান বলেন, তিনি (ভুট্টো) জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন এবং তাঁর সামরিক প্রশাসক হিসেবে কাজ করা উচিত নয়।[১৮]

স্বীকৃতির ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের তৎপরতা:

স্বীকৃতি প্রাপ্তির জন্য বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ নেয় বিজয় অর্জনের অব্যবহিত পর থেকেই। নানা কূটনৈতিক তৎপরতা চালাতে থাকে। ১৯৭১ সালের ২৫ ডিসেম্বর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ সাংবাদিকদের জানান যে, আরো কয়েকটি দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার চিন্তা-ভাবনা করছে। ২৬ ডিসেম্বর এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলামে বক্স আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: ‘আরো কয়েকটি দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবার কথা ভাবছে : প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন’। স্টাফ রিপোর্টার পরিবেশিত এই খবরে লেখা হয়:

> গতকাল শনিবার বিকেলে ঢাকায় বঙ্গভবনে সোভিয়েট কনসাল জেনারেলের সঙ্গে আলাপ আলোচনার পর প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজুদ্দিন আহমদ সাংবাদিকদের বলেন যে, আরো কয়েকটি দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার কথা চিন্তা করছেন। এ সম্পর্কে অতিরিক্ত প্রশ্নের জওয়াব তিনি এড়িয়ে যান।[১৯]

বাংলাদেশ সরকার স্বীকৃতির জন্য বিভিন্ন দেশে বিশেষ প্রতিনিধি প্রেরণ করে। তার নজির দেখা যায় সংবাদপত্রে। জাতীয় পরিষদ সদস্য মোল্লা জালালউদ্দিন আহমেদ বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে কয়েকটি আরব দেশ সফর করেন। ঢাকায় ফিরে ১৯৭১ সালের ৩০ ডিসেম্বর তিনি একটি সাংবাদিক সম্মেলন করেন। পরদিন ৩১ ডিসেম্বর এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়।

শিরোনাম ছিল: ‘মোল্লা জালালদ্দীন : দুটি আরবদেশ বাংলাদেশকে অচিরেই স্বীকৃতি দেবে’। স্টাফ রিপোর্টার পরিবেশিত এই খবরে লেখা হয়:

> বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে কতিপয় আরব দেশ সফর শেষে ঢাকা ফিরে এসে গতকাল বৃহস্পতিবার জাতীয় পরিষদ সদস্য মোল্লা জালালউদ্দিন জানিয়েছেন যে, অচিরেই দুটি প্রধান আরবদেশ বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দিতে পারেন। তবে কূটনৈতিক কারণে তিনি উক্ত দুটি দেশের নাম প্রকাশে বিরত থাকেন। গতকাল আওয়ামী লীগ অফিসে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁর সফরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা প্রসঙ্গে মোল্লা জালালউদ্দিন বলেন, আরব দেশগুলোর জনসাধারণ বিশেষ করে ছাত্র ও যুব সমাজ বাংলাদেশের সমর্থনে রয়েছেন। এছাড়া আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁদের নিকট খুবই প্রিয়। তাঁরা পাকিস্তান সরকারের কারাগার থেকে বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দানেরও দাবী জানিয়েছেন।
>
> মোল্লা জালালউদ্দিন বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সমর্থনে বিশ্বব্যাপী ব্যাপক প্রচারণা সত্ত্বেও আরবদেশগুলো আমাদের প্রতি কিছুটা উদাসীন ছিল। তার কারণ পাকিস্তান সরকারের দূতাবাসগুলো আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণা চালিয়েছে। বাংলাদেশের জনসাধারণের অধিকাংশই অমুসলমান বলে তাঁরা আরব জনগণের মনে একটা ভুল ধারণার সৃষ্টি করেছিল। এছাড়া বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রামকে ইসরাইল সমর্থন করছে বলেও তারা আরব জগতে মিথ্যা প্রচারণা করে বেড়িয়েছে।
>
> তিনি বলেন যে, এই প্রতিকূল অবস্থায় বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে তিনি ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা বিভাগের রিডার ডঃ এন এস কোরেশী গত জুলাই মাসে লেবানন যান এবং বাংলাদেশের একটি তথ্যকেন্দ্র খুলে প্রচার পুস্তিকা প্রকাশ, সভাসমিতিতে বক্তৃতার মাধ্যমে সঠিক চিত্র ছাত্র যুবক ও বুদ্ধিজীবীদের সামনে তুলে ধরেন। তাঁরা লেবানন, সাইপ্রাস ও লিবিয়া সরকারের কাছ থেকে সহযোগিতা লাভ করেন। এছাড়া লেবাননকে কেন্দ্র করে তাঁরা অন্যান্য আরব দেশের সঙ্গেও যোগাযোগ স্থাপন করেন। তবে ছাত্র, যুবক ও বুদ্ধিজীবীদের থেকে সমর্থন পাওয়ায় তাঁরা আরবদেশের জনসাধারণের নিকট বাংলাদেশের সঠিক চিত্র তুলে ধরতে পেরেছেন।
>
> মিসরের আল আহরাম পত্রিকা ও তাঁর সম্পাদক মিঃ হেইকলের প্রতি তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এক প্রশ্নের জবাবে মোল্লা জালালউদ্দিন বলেন যে, ইসরাইল সরকারের সাথে তিনি কোন যোগাযোগ করেননি। এছাড়া মোহাম্মদ কাসেম নামে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি ইসরাইল গিয়াছে বলে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল তারও তিনি প্রতিবাদ করেন এবং বলেন যে, মুসলিম বিশ্বকে প্রতারণা করার জন্যে পাকিস্তান সরকারই মোহাম্মদ কাসেমকে

বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি সাজিয়ে ইসরাইল পাঠিয়েছিল। তবে তাদের সেই প্রতারণা বিফলে গেছে। অপর এক প্রশ্নের উত্তরে মোল্লা জালালউদ্দিন বলেন, তিনি আল-ফাতাহ প্রতিনিধিদের সাথেও যোগাযোগ করেছেন। বাংলাদেশের প্রতি আল-ফাতার সমর্থন রয়েছে। তবে তাঁরা নিজেদের ব্যাপারে এত ব্যস্ত রয়েছেন যে আমাদেরকে তারা বিশেষভাবে কোন সাহায্য করতে পারেননি।

মোল্লা জালালউদ্দিন বলেন যে, লেবাননে বাংলাদেশ তথ্য কেন্দ্র চালু রয়েছে এবং তিউনিসিয়াস্থ পাক দূতাবাসের সাবেক প্রথম সেক্রেটারী জনাব আমীরুল ইসলাম বর্তমানে তথ্য কেন্দ্রের দায়িত্বে রয়েছেন।[২০]

১৯৭৩ সালের ২৯ মে কায়রো থেকে বার্তা সংস্থা তাস ও এনা এ ধরনের একটি খবর পরিবেশন করে। এই খবরে জানানো হয়, প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিশেষ প্রতিনিধি আতাউর রহমান মিসরের রাজধানী কায়রোতে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, বাংলাদেশকে স্বীকৃতির ব্যাপারে বেশ কয়েকটি আরবদেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে আলোচনা ফলপ্রসূ হয়েছে তাঁর। ৩০ মে খবরটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি মিসরের স্বীকৃতিদান সংক্রান্ত একটি খবরের সঙ্গে প্রকাশিত হয়। এই খবরের মূল শিরোনাম ছিল: 'ঢাকাকে মিসরের স্বীকৃতিদানের সিদ্ধান্ত'। যা প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম শিরোনামে লিড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। আর সংশ্লিষ্ট খবরটি একটি সাবহেডিং দিয়ে প্রকাশ করা হয়। সাবহেডিংটি ছিল: 'আরবদেশগুলোর সাথে আলোচনা ফলপ্রসূ'। এতে লেখা হয়:

> বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ প্রতিনিধি জনাব মো: আতাউর রহমান সোমবার রাতে এখানে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, বেশ কয়েকটি আরবদেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের সাথে তাঁর আলোচনা ফলপ্রসূ হয়েছে। জনাব রহমান সুদান, কুয়েত, লিবিয়া ও মিসরের নেতাদের সাথে তাঁর আলোচনার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, আরবদেশগুলো কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের বিষয়টি খুবই উল্লেখযোগ্য ঘটনা হবে। কারণ তা উপমহাদেশে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা ও পরিস্থিতি স্বাভাবিকীকরণের পক্ষে খুবই সহায়ক হবে।[২১]

■■■

তথ্যসূত্র:

১. *দৈনিক পাকিস্তান*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৭১, পৃ. ১।
২. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৭১, পৃ. ১।
৩. *পাকিস্তান অবজারভার*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৭১, পৃ. ১।
৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৮ ডিসেম্বর ১৯৭১, পৃ. ২।
৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৮ ডিসেম্বর ১৯৭১, পৃ. ১।
৬. *দৈনিক পাকিস্তান*, ৮ ডিসেম্বর ১৯৭১, পৃ. ১।
৭. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৯ ডিসেম্বর ১৯৭১, পৃ. ৪।
৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২০ ডিসেম্বর ১৯৭১, পৃ. ৩।
৯. *দৈনিক বাংলা*, ১৯ ডিসেম্বর ১৯৭১, পৃ. ৩।
১০. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২০ ডিসেম্বর ১৯৭১, পৃ. ৪।
১১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৩ ডিসেম্বর ১৯৭১, পৃ. ২।
১২. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৪ ডিসেম্বর ১৯৭১, পৃ. ২।
১৩. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২৪ ডিসেম্বর ১৯৭১, পৃ. ৬।
১৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৫ ডিসেম্বর ১৯৭১, পৃ. ১।
১৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৮ ডিসেম্বর ১৯৭১, পৃ. ২।
১৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৯ ডিসেম্বর ১৯৭১, পৃ. ১।
১৭. *দৈনিক বাংলা*, ২৯ ডিসেম্বর ১৯৭১, পৃ. ১।
১৮. *দৈনিক বাংলা*, ৩০ ডিসেম্বর ১৯৭১, পৃ. ১।
১৯. *দৈনিক বাংলা*, ২৬ ডিসেম্বর ১৯৭১, পৃ. ১।
২০. *দৈনিক বাংলা*, ৩১ ডিসেম্বর ১৯৭১, পৃ. ১।
২১. *দৈনিক বাংলা*, ৩০ মে ১৯৭৩, পৃ. ১।

চতুর্থ অধ্যায়

স্বাধীনতা-উত্তরকালের স্বীকৃতিসংশ্লিষ্ট রিপোর্ট

প্রথম স্বীকৃতি প্রদানকারী দেশ পূর্ব জার্মানি:

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশের পর বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানকারী প্রথম দেশ ছিল পূর্ব জার্মানি। ১৯৭২ সালের ১১ জানুয়ারি পূর্ব জার্মানি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। ১২ জানুয়ারি এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এই খবরে জানানো হয় : ১৯৭২ সালের ১১ জানুয়ারি জার্মান গণসাধারণতন্ত্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে। নয়াদিল্লী থেকে বার্তা সংস্থা ইউএনআই, পিটিআই, এএফপি, এনা এবং বাসস এই খবর পরিবেশন করে। সংবাদ খবরটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়। এই পত্রিকায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম শিরোনামে লিড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'বাংলাদেশকে পূ: জার্মানীর স্বীকৃতি প্রদান'। এতে লেখা হয় :

> জার্মান গণতান্ত্রিক রিপাবলিক গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করিয়াছে। জার্মান গণতান্ত্রিক রিপাবলিক প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং বিশ্বের তৃতীয় রাষ্ট্র যে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করিয়াছে।
>
> ভারত সফররত পূর্ব জার্মানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড: অটো উইনজার নয়াদিল্লীস্থ বাংলাদেশ মিশনকে ইহা অবহিত করেন। তিনি মিশনকে জানান যে, জার্মান গণতান্ত্রিক রিপাবলিক সরকার বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান করিয়াছে। বাংলাদেশ মিশনের জনৈক মুখপাত্র ইহা উল্লেখ করেন।
>
> বিএসএস ও পিটিআই পরিবেশিত খবরে বলা হয় যে, বাংলাদেশ মিশনের প্রধান জনাব এইচ আর চৌধুরীর নিকট ভারত সরকার জার্মান গণতান্ত্রিক রিপাবলিকের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড: অটো উইনজার এই ব্যাপারে একটি বাণী অর্পণ করেন। জার্মান গণতান্ত্রিক রিপাবলিকের প্রেসিডেন্ট ড: ওয়াল্টার উলব্রাইট এবং প্রধানমন্ত্রী মি: উইলী ষ্টপ বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমানের উদ্দেশে এই বাণীটি প্রদান করেন।
>
> এই বাণীতে পূর্ব জার্মানীর নেতৃবৃন্দ শেখ মুজিবুর রহমানের নিরাপদ স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের জন্য তাঁহাকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান এবং বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে শেখ মুজিবুর রহমানের সাফল্য কামনা করেন।
>
> ড: অটো উইনজার নয়াদিল্লীস্থ বাংলাদেশ মিশনে একটি আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠানে স্বীকৃতির এই পত্রটি অর্পণ করেন।
>
> ড: অটো উইনজার বলেন যে, শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকা প্রত্যাবর্তনের পর বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রতি বাংলাদেশকে স্বীকৃতির জন্য যে উদাত্ত আহ্বান জানাইয়াছেন তাহাতে সাড়া দিয়াই তাঁহার দেশ স্বীকৃতি প্রদান করিয়াছে। ড: অটো উইনজার ইহাকে ঐতিহাসিক বলিয়া অভিহিত করেন।
>
> তিনি বলেন যে, স্বাধীন বাংলাদেশের মানুষ এখন মুক্ত, স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশকে বিশ্বের অন্যান্য দেশ স্বীকৃতি প্রদান করিবে ইহা আশা করা যায়। ভারত এবং ভুটানের পর জার্মান গণতান্ত্রিক রিপাবলিকই তৃতীয় রাষ্ট্র যে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করিয়াছে।
>
> জার্মান গণতান্ত্রিক রিপাবলিকের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড: অটো উইনজার গত রবিবার সকালে আকস্মিকভাবে এখানে আসিয়া পৌঁছেন এবং বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আবদুস সামাদ আজাদের সহিত এক বৈঠকে মিলিত হন এবং বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করেন। ড: অটো উইনজার বাংলাদেশ মিশনের জনাব চৌধুরীর নিকট স্বীকৃতি অর্পণকালে বলেন যে, এই স্বীকৃতির ফলে উভয় দেশের জনগণ ও সরকারের মধ্যে ফলপ্রসূ সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রসারিত এবং শান্তি ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি পাইবে।
>
> অদ্য বৈকালে নয়াদিল্লীতে জার্মান গণতান্ত্রিক রিপাবলিকের কন্সাল অফিস হইতে প্রেরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে, জার্মান গণতান্ত্রিক রিপাবলিকের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড: উইনজার নয়াদিল্লীস্থ বাংলাদেশ মিশন প্রধান জনাব চৌধুরীকে বলেন যে, গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশকে জার্মান গণতান্ত্রিক রিপাবলিকের কূটনীতিক স্বীকৃতি জার্মান গণতান্ত্রিক রিপাবলিকের নীতিরই স্বাভাবিক পরিণতি।[১]

বাংলাদেশ অবজারভার খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল: 'GDR recognises Bangladesh'.[২] খবরটি দৈনিক বাংলা প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল: 'পূর্ব জার্মানী বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে'।[৩] দৈনিক ইত্তেফাকেও খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল: 'বাস্তবতার প্রতি পূর্ব জার্মানীর মর্যাদা প্রদর্শন : ইউরোপে বাংলাদেশের প্রথম স্বীকৃতি'।[৪]

পরদিন ১৯৭২ সালের ১২ জানুয়ারি বুলগেরিয়া, মঙ্গোলিয়া ও পোল্যান্ড বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। বুলগেরিয়ার রাজধানী সোফিয়া ও মঙ্গোলিয়ার রাজধানী উলানবাটোর থেকে বার্তা সংস্থা এএফপি এবং ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লী থেকে বার্তা সংস্থা পিটিআই এই খবর পরিবেশন করে। ১৩ জানুয়ারি সংবাদপত্রে এই খবর প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'বুলগেরিয়া, মঙ্গোলিয়া ও পোল্যান্ড বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে'। এতে লেখা হয়:

বুলগেরিয়া, মঙ্গোলিয়া ও পোল্যান্ড এই তিনটি সমাজতান্ত্রিক দেশ গতকাল বুধবার গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে। মঙ্গলবার স্বীকৃতি দিয়েছে জার্মান গণসাধারণতন্ত্র (পূর্ব জার্মানী)। ভারত ও ভুটানসহ এ পর্যন্ত মোট ৬টি দেশ বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দিল।

> **বুলগেরিয়া:** সোফিয়া থেকে এএফপি'র এক খবরে প্রকাশ, বুলগেরিয়া একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে। প্রেসিডেন্ট টুডর ইভকভ আজ একথা ঘোষণা করেন।

> **মঙ্গোলিয়া:** উলামবেটর থেকে এএফপি'র এক খবরে বলা হয় যে, মঙ্গোলিয়া আজ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে। আজ এখানে একথা ঘোষণা করা হয়। ঘোষণায় বলা হয় যে, অপরাপর সমাজতান্ত্রিক দেশ বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেবার পরই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

> **পোল্যান্ড:** নয়াদিল্লী থেকে পিটিআই'র খবরে প্রকাশ, পোল্যান্ড বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে। আজ এখানে পোল্যান্ডের ডেপুটি পররাষ্ট্রমন্ত্রী এই সিদ্ধান্তের কথা নয়াদিল্লীতে বাংলাদেশ মিশন প্রধান জনাব হুমায়ূন রশীদ চৌধুরীকে জানান।[৫]

সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'বুলগেরিয়া, মঙ্গোলিয়া ও পোল্যাণ্ডের স্বীকৃতি দান'।[৬] দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'বুলগেরিয়া, মঙ্গোলিয়া ও পোল্যাণ্ডের স্বীকৃতি দান'।[৭]

এর পরদিন ১৯৭২ সালের ১৩ জানুয়ারি বার্মা স্বীকৃতি দেয় বাংলাদেশকে। রেঙ্গুন থেকে বার্তা সংস্থা ইউপিআই এই খবর পরিবেশন করে। ১৪ জানুয়ারি খবরটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে। শিরোনাম ছিল: 'বর্মা বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে'। এতে লেখা হয়:

> বর্মা আজ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে। বর্মী সরকার এ কথা ঘোষণা করেছেন। উল্লেখযোগ্য যে বর্মা হচ্ছে সপ্তম দেশ যে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিল। এর আগে ভারত, ভুটান, পূর্ব জার্মানী, বুলগেরিয়া, পোল্যান্ড ও মঙ্গোলিয়া বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে।[৮]

সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'বার্মার স্বীকৃতি দান'।[৯] দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'বাংলাদেশের প্রতি বর্মার স্বীকৃতি'।[১০] বাংলাদেশ অবজারভার খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল: 'Burma recognises Bangladesh'.[১১]

তিনদিন পর ১৯৭২ সালের ১৬ জানুয়ারি নেপাল বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। ১৭ জানুয়ারি সংবাদপত্রে এই খবর প্রকাশিত হয়। কাঠমান্ডু থেকে বার্তা সংস্থা বিএসএস ও পিটিআই পরিবেশিত এই খবর দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'নেপাল বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে'। এতে লেখা হয়:

> নেপাল আজ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে। আজ বিকেলে নেপালী পররাষ্ট্র দফতরের এক ঘোষণায় বলা হয়, নেপাল বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে আইনানুগ সরকার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। নেপালকে নিয়ে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানকারী দেশের সংখ্যা দাঁড়ালো ৮-এ। অপর ৭টি দেশ হচ্ছে– ভারত, ভুটান, পূর্ব জার্মানী, পোল্যান্ড, বুলগেরিয়া, মঙ্গোলিয়া ও বার্মা।[১২]

সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'বাংলাদেশের প্রতি নেপালের স্বীকৃতি'।[১৩] দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'নেপালের স্বীকৃতি দান'।[১৪] বাংলাদেশ অবজারভার খবরটি শেষ পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল: `Samad felicitates Nepal'.[১৫]

১৯৭২ সালের ২০ জানুয়ারি ডেনমার্ক বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের সিদ্ধান্ত নেয়। ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেন থেকে বার্তা সংস্থা রয়টার ও এনা এই খবর পরিবেশন করে। ২১ জানুয়ারি এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। খবরটি দৈনিক ইত্তেফাকে প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে বক্স আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'ডেনমার্ক স্বীকৃতি দিয়াছে'। এই খবরে লেখা হয়:

> ডেনমার্ক সরকার গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে কূটনৈতিক স্বীকৃতিদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া ডেনিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী মি. বোয়ার্জ এণ্ডারসন আজ ঘোষণা করিয়াছেন। তবে তিনি জানান যে, তাঁহার দেশের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত এই নয়া দেশটির সহিত কূটনৈতিক মিশন বিনিময়ের তারিখ এখনও নির্ধারিত হয় নাই। বার্তা প্রতিষ্ঠান 'এনা'র খবরে বলা হয়: পশ্চিমা দেশগুলির মধ্যে ডেনমার্কই প্রথম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিলো। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, বাংলাদেশে গণহত্যার নিন্দা করিয়া নিউজিল্যাণ্ড বিগত শরৎকালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিল, ডেনমার্ক উহার অন্যতম উদ্যোক্তা ছিল।[১৬]

দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে বক্স আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'ডেনমার্ক স্বীকৃতিদানের সিদ্ধান্ত

নিয়েছে'।[১৭] বাংলাদেশ অবজারভার খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে বক্স আইটেম হিসেবে প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল: 'Denmark Recognises Bangladesh'.[১৮]

১৯৭২ সালের ২১ জানুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানানো হয়: জাপানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী তাকেও ফুকুদা জানিয়েছেন যে, জাপান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার চিন্তা-ভাবনা করছে। জাপানের রাজধানী টোকিও থেকে বার্তা সংস্থা পিটিআই পরিবেশিত এই খবর দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'স্বীকৃতির প্রশ্নে জাপান'। এতে লেখা হয়:

> জাপানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী তাকেও ফুকুদা বলেছেন যে জাপান বাংলাদেশকে 'একসাথে স্বীকৃতি' দেয়ার অস্ট্রেলীয় প্রস্তাব সমর্থন করবে। তিনি বলেন যে, অস্ট্রেলিয়া ছাড়া বৃটেন ও কমনওয়েলথভুক্ত অন্যান্য দেশও এ সম্পর্কিত একটি পরিকল্পনা পরীক্ষা করে দেখছে। গতকাল এশীয় বিষয়ক গবেষণা সমিতির এক বৈঠকে মি: ফুকুদা বলেন, বিশ্ব ধীরে ধীরে বাংলাদেশকে মেনে নেবে এবং জাপানও তার নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।[১৯]

অন্যদিকে ১৯৭২ সালের ২১ জানুয়ারিতে ফিনল্যান্ড, সুইডেন, নরওয়ে, অস্ট্রিয়া ও বারবাডোস বাংলাদেশকে নীতিগত স্বীকৃতি দেয়। ফিনল্যান্ডের রাজধানী হেলসিঙ্কি থেকে বার্তা সংস্থা ইউএনআই, ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লী থেকে পিটিআই এবং বারবাডোসের রাজধানী ব্রিজটাউন থেকে বার্তা সংস্থা এএফপি এই খবর পরিবেশন করে। ২২ জানুয়ারি এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'ফিনল্যান্ড, সুইডেন, নরওয়ে, অস্ট্রিয়া ও বারবাডোসের স্বীকৃতি'। এই খবরে লেখা হয়:

> ফিনল্যান্ড গতকাল শুক্রবার বাংলাদেশকে নীতিগতভাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। ফিনিশ সরকারের এক বিবৃতিতে একথা জানানো হয়েছে বলে হেলসিঙ্কি থেকে ইউএনআই-এর খবরে প্রকাশ। নয়াদিল্লী থেকে পিটিআই-এর খবরে প্রকাশ, সুইডেন, ডেনমার্ক ও নরওয়ে 'নীতিগতভাবে' বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অস্ট্রিয়া ও বারবাডোসও অনুরূপ সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জর্জ টাউন থেকে এএফপি জানিয়েছে। ইতিপূর্বে যে ৮টি দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে সেগুলো হচ্ছে ভারত, ভুটান, জার্মান গণসাধারণতন্ত্র, বুলগেরিয়া, মঙ্গোলিয়া, পোল্যান্ড, বর্মা ও নেপাল। ফিনিশ সরকারের একজন মুখপাত্র জানিয়েছেন যে, ফিনল্যান্ড ও বাংলাদেশের মধ্যে কূটনৈতিক প্রতিনিধি বিনিময়ে কিছুটা সময় লাগবে। তবে যত শীঘ্র সম্ভব এ ব্যাপারে বাস্তব ব্যবস্থা নেয়া হবে।

> নরওয়ের পররাষ্ট্রমন্ত্রী গতকাল পার্লামেন্টে স্বীকৃতি দানের এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে বলেন যে, ইউরোপীয় দেশগুলোর সাথে পরে এ ব্যাপারে আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
>
> বারবাডোস সরকারের এক ঘোষণায় বলা হয় যে, স্বীকৃতির সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে একটি বাণী পাঠানো হয়েছে।[২০]

সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম শিরোনামে লিড আইটেম প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'আরও ৫টি দেশের স্বীকৃতি দান'।[২১] দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'আরও ৫টি দেশের স্বীকৃতি দানের সিদ্ধান্ত'।[২২] বাংলাদেশ অবজারভার খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল: 'Five more countries recognise Bangladesh'.[২৩]

যুগোশ্লাভিয়ার স্বীকৃতির পূর্বাপর:

১৯৭২ সালের ১৬ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাতের পর ঢাকাস্থ যুগোশ্লাভ মিশনের প্রধান মিরকো জেক সাংবাদিকদের জানান, যুগোশ্লাভিয়া সরকার বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের চিন্তা-ভাবনা করছে। বার্তা সংস্থা বাসস পরিবেশিত এই খবর পরদিন ১৭ জানুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'যুগোশ্লাভ সরকারের অভিনন্দন'। এই খবরে লেখা হয়:

> গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ উপলক্ষে যুগোশ্লাভ সরকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাইয়াছেন। ঢাকাস্থ যুগোশ্লাভ মিশনের প্রধান মি: মিরকো জেক গতকাল সন্ধ্যায় ব্যক্তিগতভাবে প্রধানমন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎকারে এই অভিনন্দনের কথা জানান। মিশন প্রধান বলেন যে, নবীন রাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের প্রশ্ন তাঁহার সরকারের বিবেচনাধীন রহিয়াছে।[২৪]

এর এক সপ্তাহ পর ১৯৭২ সালের ২৩ জানুয়ারি যুগোশ্লাভিয়া বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা থেকে বার্তা সংস্থা রয়টার এবং যুগোশ্লাভিয়ার রাজধানী বেলগ্রেড থেকে বার্তা সংস্থা তানযুগ এই খবর পরিবেশন করে। ২৪ জানুয়ারি এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'যুগোশ্লাভিয়া বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিল'। এতে লেখা হয়:

> যুগোশ্লাভিয়া বাংলাদেশের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গতকাল আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেছে। যুগোশ্লাভিয়ার ফেডারেল একজিকিউটিভ কাউন্সিল এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বেলগ্রেড থেকে বার্তা প্রতিষ্ঠান তানযুগ এ খবর জানিয়েছে। খবরে বিস্তারিত কিছু জানান হয় নি। বার্তা প্রতিষ্ঠান জানায় যে, যুগোশ্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট জোসেফ টিটো পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ভুট্টো ও বাংলাদেশের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের নিকট দুটি চিঠি পাঠিয়েছেন। তবে এ চিঠির বিষয়বস্তু জানা যায়নি।[২৫]

সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'যুগোশ্লাভিয়ার স্বীকৃতিদানের সিদ্ধান্ত'।[২৬] দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'যুগোশ্লাভের স্বীকৃতি'।[২৭]

১৯৭২ সালের ২৪ জানুয়ারি চেকোশ্লোভাকিয়া বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। গ্রীস থেকে বার্তা সংস্থা বাসস ও এএফপি পরিবেশিত এই খবর ২৬ জানুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'চেক স্বীকৃতি'। এই খবরে লেখা হয়:

> গতকাল চেকোশ্লোভাকিয়া বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করিয়াছে। স্বীকৃতিদানের পর এক্ষণে চেকোশ্লোভাকিয়া বাংলাদেশের সহিত দূতাবাস পর্যায়ে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করিবে বলিয়া এখানে পররাষ্ট্র দফতরের জনৈক মুখপাত্র জানান। উল্লেখযোগ্য যে, ওয়ারশ জোটভুক্ত দেশগুলির মধ্যে কেবল হাঙ্গেরী ও রুমানিয়াই এখন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় নাই।[২৮]

১৯৭২ সালের ২৪ জানুয়ারি অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় সে দেশের পররাষ্ট্র দফতর থেকে জানানো হয়, আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে অস্ট্রিয়া বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবে। ভিয়েনা থেকে বার্তা সংস্থা বাসস ও রয়টার পরিবেশিত এই খবর ২৬ জানুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সংবাদ-এ খবরটি তৃতীয় পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'পক্ষকালের মধ্যে অষ্ট্রিয়ার আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি'। এতে লেখা হয়:

> অষ্ট্রিয়ার পররাষ্ট্র দফতর আজ এখানে জানায় যে, পরবর্তী দুই সপ্তাহের মধ্যে অষ্ট্রিয়া বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করিবে। জনৈক মুখপাত্র সাংবাদিকদের বলেন, অষ্ট্রিয়া সরকার ইতিপূর্বে স্বীকৃতিদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন, তবে এ ব্যাপারে কতিপয় জটিল বিবেচনার প্রয়োজন আছে।[২৯]

পরে ১৯৭২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি অস্ট্রিয়া বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। ঐদিন অস্ট্রিয়া-ইংল্যান্ডসহ ১০টি দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। ৫ ফেব্রুয়ারি এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এ সংক্রান্ত তথ্য পঞ্চম অধ্যায়ে পাঁচ বৃহৎ শক্তির স্বীকৃতিসংশ্লিষ্ট রিপোর্টের সঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছে।

১৯৭২ সালের ২৮ জানুয়ারি হাঙ্গেরি ও সাইপ্রাস বাংলাদেশক স্বীকৃতি দেয়। অন্যদিকে হাঙ্গেরি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ায় পাকিস্তান হাঙ্গেরির সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা দেয়। সাইপ্রাসের রাজধানী নিকোশিয়া থেকে বার্তা সংস্থা রয়টার এবং পাকিস্তানের রাজধানী রাওয়ালপিন্ডি থেকে বার্তা সংস্থা এএফপি এই খবর পরিবেশন করে। ২৯ জানুয়ারি সংবাদপত্রে এই খবর প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'হাঙ্গেরী ও সাইপ্রাস স্বীকৃতি দিয়েছে'। এই খবরে লেখা হয়:

> আজ ২৭ জানুয়ারী সাইপ্রাস সরকার নয়া রাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। একজন সরকারী মুখপাত্র একথা ঘোষণা করেন। হাঙ্গেরীও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে।
>
> **পাকিস্তান সম্পর্ক ছিন্ন করবে:** রাওয়ালপিণ্ডি থেকে এএফপি'র খবরে বলা হয় যে, বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তান হাঙ্গেরীর সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করবে বলে পিণ্ডিতে ঘোষণা করা হয়েছে।
>
> **সামাদের অভিনন্দন:** বাংলাদেশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আবদুস সামাদ আজাদ হাঙ্গেরী ও সাইপ্রাস কর্তৃক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের সিদ্ধান্তকে অভিনন্দিত করেছেন।
>
> বা,স,স'র খবরে বলা হয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী গতকাল শুক্রবার এক বিবৃতিতে বলেন, এই ২টি দেশ আমাদের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামকে তার শেষ বিজয় পর্যন্ত সমঝোতা ও সমর্থন যুগিয়েছেন।
>
> তিনি বলেন, আমরা যত শীঘ্রই সম্ভব উক্ত ২টি দেশের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করব।
>
> বাংলাদেশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আবদুস সামাদ আজাদ বাংলাদেশ সরকারকে আনুষ্ঠানিকভাবে কূটনৈতিক স্বীকৃতিদান করায় চেকোশ্লোভাক সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র ও যুগোশ্লাভিয়ার সমাজতান্ত্রিক ফেডারেল রিপাবলিক সরকারকে অভিনন্দিত করেছেন। উভয় দেশ বাংলাদেশের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনেরও ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।
>
> ঢাকায় প্রদত্ত পৃথক পৃথক ২টি বিবৃতিতে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেছেন যে বাংলাদেশ এবং যুগোশ্লাভিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়ার মধ্যে বন্ধুত্ব সম্পর্ক অতি দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাবে।[৩০]

সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: ‘সাইপ্রাস ও হাঙ্গেরীর স্বীকৃতিদান’।[৩১] দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: ‘হাঙ্গেরী ও সাইপ্রাসের স্বীকৃতি : বৃটেনসহ ক’মার্কেট সদস্যদের নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ’।[৩২]

অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, কম্বোডিয়া ও ফিজির স্বীকৃতির পূর্বাপর:

১৯৭২ সালের ১৬ জানুয়ারি রাজধানী ক্যানবেরা থেকে অস্ট্রেলিয়া সরকারি সূত্রের বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা এনা ও এপি জানায়, অস্ট্রেলিয়া খুব শীঘ্রই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবে। পরদিন ১৭ জানুয়ারি এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: ‘অষ্ট্রেলিয়ার স্বীকৃতির সিদ্ধান্ত’। এতে লেখা হয়:

> অষ্ট্রেলিয়ান সরকার যতশীঘ্র সম্ভব বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া এখানে সরকারী সূত্রে প্রকাশ। কিন্তু পাকিস্তানের সহিত সম্পর্ক রক্ষা করার জন্য কয়েকটি দেশকে একযোগে স্বীকৃতিদানের চেষ্টা করিতেছেন।[৩৩]

১৯৭২ সালের ৩১ জানুয়ারি অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, কম্বোডিয়া ও ফিজি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী ক্যানবেরা ও নিউজিল্যান্ড থেকে বার্তা সংস্থা রয়টার, ফিজির রাজধানী সুভা থেকে বার্তা সংস্থা এপি, ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তা থেকে বার্তা সংস্থা এপি ও এনা এই খবর পরিবেশন করে। পরদিন ১ ফেব্রুয়ারি এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: ‘অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, কম্বোডিয়া ও ফিজি স্বীকৃতি দিয়েছে’। এই খবরে লেখা হয়:

> অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, কম্বোডিয়া ও ফিজি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে। ক্যানবেরা থেকে রয়টার জানাচ্ছে, গতকাল সোমবার অষ্ট্রেলিয়া সরকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত সরকারকে নবতম রাষ্ট্র বাংলাদেশের সরকার বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। সুভা থেকে এপির খবর, ফিজিও স্বীকৃতি দিয়েছে বাংলাদেশকে।
>
> অষ্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিগেল বাওয়েন স্বীকৃতিদানের কথা ঘোষণা করেন। মি: বাওয়েন বলেন, শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি বাংলাদেশের জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থন। শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার সারাদেশে প্রশাসনিক ব্যবস্থা যে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন, তাতেও কোন সন্দেহ নেই।

> **জাকার্তার খবর:** ইন্দোনেশিয়া বাংলাদেশকে নীতিগতভাবে স্বীকার করে নিয়েছে। আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দান এখন শুধু সময়ের ব্যাপার বলেছেন ইন্দোনেশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আদম মালিক।
>
> **ক্যাম্বোডিয়া:** নমপেনের খবরে প্রকাশ, ক্যাম্বোডিয়া গতকাল বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের কথা ঘোষণা করেছে। ক্যাম্বোডিয়ার তথ্যমন্ত্রী এই ঘোষণা প্রদান করে বলেন যে, এই নতুন রাষ্ট্র তার জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে সক্ষম হবে বলেই ক্যাম্বোডিয়া সরকার বিশ্বাস করেন।
>
> **নিউজিল্যান্ড:** রয়টার জানাচ্ছে, নিউজিল্যান্ডও গতকাল বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে। নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার কেইথ হোলিওয়াক এই স্বীকৃতিদানের কথা ঘোষণা করেন।[৩৪]

সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: ‘আরো ৫টি দেশের স্বীকৃতিদান’।[৩৫] দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: ‘অষ্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ড কম্বোডিয়া ও ফিজিতেও বাংলাদেশের পতাকা উড়িবে’।[৩৬]

১৯৭২ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি দৈনিক ইত্তেফাকে বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী দেশগুলোর একটি তালিকা প্রকাশিত হয়। তালিকায় দেখা যায়, ৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ৩১টি দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করেছে। প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত এই খবরের শিরোনাম ছিল: ‘স্বীকৃতি দানকারীদের তালিকায়–’। এই খবরে শুধু স্বীকৃতি প্রদানকারী দেশগুলোর তালিকা প্রকাশ করা হয়। এতে লেখা হয়:

> ভারত, ভুটান, পূর্ব জার্মানী, পোল্যাণ্ড, মঙ্গোলিয়া, বুলগেরিয়া, বার্মা, নেপাল, ডেনমার্ক, অষ্ট্রিয়া, নরওয়ে, চেকোশ্লোভাকিয়া, সুইডেন, বার্বাডোস, যুগোশ্লাভিয়া, সোভিয়েট ইউনিয়ন, হাঙ্গেরী, সাইপ্রাস, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, টোঙ্গা, ফিজি, কম্বোডিয়া, সেনেগাল, ইন্দোনেশিয়া, বৃটেন, পশ্চিম জার্মানী, ফিনল্যাণ্ড, ইসরাইল, আইরিশ প্রজাতন্ত্র ও আইসল্যাণ্ড।[৩৭]

১৯৭২ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি জাপান ও কিউবা বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। নয়াদিল্লী থেকে বার্তা সংস্থা এনা ও ইউএনআই এই খবর পরিবেশন করে। ১১ ফেব্রুয়রি খবরটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: ‘জাপান ও কিউবার স্বীকৃতি দান’। এতে লেখা হয়:

> জাপান ও কিউবা বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে। বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের সিদ্ধান্ত জাপান ও কিউবার সরকার আজ এখানে বাংলাদেশ মিশন প্রধান জনাব এইচ, আর, চৌধুরীকে জানান। জাপান

ও কিউবার চার্জ দ্য এ্যাফেয়ার্স জনাব চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করেন ও তাঁদের নিজ নিজ সরকারের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেন। জনাব এইচ, আর, চৌধুরী বলেছেন যে, জাপান ও কিউবার চার্জ দ্য এ্যাফেয়ার্স গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সঙ্গে পুরোপুরি কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য তাঁদের সরকারের আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। জাপান ও কিউবা বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ায় বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদাতা রাষ্ট্রের সংখ্যা দাঁড়ালো তেত্রিশ।

> ল্যাটিন আমেরিকার রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে কিউবাই বাংলাদেশকে প্রথম স্বীকৃতি দিল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, কিউবা জাতিসংঘে বাংলাদেশ প্রশ্নে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে ছিল। ল্যাটিন আমেরিকার অপর একটি দেশ ভেনেজুয়েলার পার্লামেন্টারী কমিশন বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের জন্য সরকারের প্রতি আবেদন জানিয়ে সর্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেছে।
>
> বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে জাপানী প্রধানমন্ত্রী সাতো একটি ব্যক্তিগত বাণী পাঠিয়েছেন। নীচে বাণীর পুরো বিবরণ দেয়া হলো।
>
> আজ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে জাপান সরকারের স্বীকৃতিদানের সিদ্ধান্ত জাপানী পররাষ্ট্রমন্ত্রী টাকিও ফুকুদা বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আবদুস সামাদ আজাদকে জানিয়ে দেওয়ায় আমি গভীরভাবে আনন্দিত হয়েছি। "জাপান সরকার ও জনগণের পক্ষ থেকে আমি বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি কামনা করি, বাংলাদেশ আপনার যোগ্য নেতৃত্বে উন্নতি ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে দৃঢ় ভিত্তি স্থাপনে সফল হবে। আমি আপনাকে জানাচ্ছি যে, সেই মহান দায়িত্ব পালনে জাপান বাংলাদেশকে সহযোগিতা করে যাবে। যতগুলো দেশের সঙ্গে সম্ভব বন্ধুত্ব ও সমঝোতাপূর্ণ সম্পর্ক উন্নয়নের ব্যাপারে আপনার নীতি আমি বুঝতে পেরেছি এবং আশা করি যে, আমাদের দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক সম্পর্ক খুব শীগগীরই স্থাপিত হবে।"
>
> টোকিও থেকে পরিবেশিত অপর এক খবরে প্রকাশ, বাংলাদেশের সরকারী প্রতিনিধি জনাব এস, এম, মাসুদ জাপানে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেছেন।[৩৮]

দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'জাপান ও কিউবা বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে'।[৩৯] দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'জাপান ও কিউবাও বাংলাদেশ মানিয়া লইয়াছে'।[৪০] বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'Japan, Cuba recognise us'.[৪১]

বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড ও লুক্সেমবার্গের স্বীকৃতির পূর্বাপর:

১৯৭২ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি বেলজিয়াম ঘোষণা করে যে, ১১ ফেব্রুয়ারি তারা বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করবে। বেলজিয়ামের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্রের বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা এএফপি ব্রাসেলস থেকে এই খবর পরিবেশন করে। পরদিন ৯ ফেব্রুয়ারি এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'Belgium recognition on Feb, 11'. এই খবরে লেখা হয়:

> Belgium will announce its official recognition of Bangladesh on February 11, the Foreign Ministry announced here today, reports AFP. A spokesman said that a letter requesting the establishment of diplomatic relations would he sent on that date to Bangladesh Prime Minister Sheikh Mujibur Rahman.[৪২]

১৯৭২ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড ও লুক্সেমবার্গ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। ১২ ফেব্রুয়ারি এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। নয়াদিল্লী থেকে বার্তা সংস্থা বিএসএস, পিটিআই ও ইউএনআই পরিবেশিত খবরটি দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড ও লুক্সেমবার্গ স্বীকৃতি দিয়েছে'। এতে লেখা হয়:

> নেদারল্যান্ড, লুক্সেমবার্গ ও বেলজিয়াম আজ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে। এ তিনটি দেশের সরকারের বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের বিষয় আজ সকালে এখানে বাংলাদেশ মিশনের প্রধান জনাব হুমায়ুন রশিদ চৌধুরীকে জানান হয়। ভারতে নিযুক্ত নেদারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত তাঁর দেশ ও লুক্সেমবার্গের পক্ষ থেকে প্রথম জনাব চৌধুরীকে এ সিদ্ধান্তের কথা জানান। পরে বেলজিয়ামের রাষ্ট্রদূত তাঁর সরকারের স্বীকৃতিদানের সিদ্ধান্তের কথা জানান।
>
> এ তিনটি দেশের স্বীকৃতি দানের ফলে বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী দেশের সংখ্যা দাঁড়ালো ৩৫। অপরাপর যে সব দেশ স্বীকৃতি দিয়েছে তারা হলো: অস্ট্রেলিয়া, অস্ট্রিয়া, বারবাডোস, ভুটান, বুলগেরিয়া, বার্মা, কম্বোডিয়া, কিউবা, সাইপ্রাস, চেকোশ্লোভাকিয়া, ডেনমার্ক, ফিজি, ফিনল্যান্ড, পূর্ব জার্মানী, হাঙ্গেরী, আইসল্যান্ড, ভারত, আইরিশ প্রজাতন্ত্র, ইসরাইল, জাপান, মঙ্গোলিয়া, নেপাল, নিউজিল্যান্ড, নরওয়ে, পোল্যান্ড, সুইডেন, সেনেগাল, সোভিয়েট ইউনিয়ন, যুক্তরাজ্য, পশ্চিম জার্মানী, যুগোশ্লাভিয়া ও পশ্চিম সামোয়া।
>
> নেদারল্যান্ড, লুক্সেমবার্গ ও বেলজিয়াম এ তিনটি দেশই ইউরোপিয়ান সাধারণ বাজারের সদস্য। ইউরোপীয় সাধারণ বাজারের

> অপর দুই সদস্য পশ্চিম জার্মানী ও বৃটেন ইতিপূর্বেই স্বীকৃতি দিয়েছে। এখন বাকী শুধু অপর দুই সদস্য ফ্রান্স ও ইটালী।
>
> বাসসর খবরে বলা হয়: গতকাল শুক্রবার ঢাকায় পররাষ্ট্র দফতর থেকে ঘোষণা করা হয় যে, তারা বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড ও লুক্সেমবার্গ সরকারের তরফ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতিদানের সরকারী পর্যায়ের খবর পেয়েছেন।[৪৩]

সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'আরও ৩টি দেশের স্বীকৃতি দান'।[৪৪] দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'স্বীকৃতির তালিকায় আরো ৩টি দেশ : বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড লুক্সেমবার্গ'।[৪৫] বাংলাদেশ অবজারভার খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল: 'Benelux countries recognise Bangladesh'.[৪৬]

১৯৭২ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি ইটালি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। একইদিন ফ্রান্সও স্বীকৃতি দেয় বাংলাদেশকে। পরদিন ১৩ ফেব্রুয়ারি এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এ সংক্রান্ত তথ্য পঞ্চম অধ্যায়ে পাঁচ বৃহৎ শক্তির স্বীকৃতি সংশ্লিষ্ট রিপোর্টের সঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছে।

১৯৭২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি কানাডা বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। অটোয়া থেকে বার্তা সংস্থা এএফপি ও পিটিআই পরিবেশিত এই খবর ১৬ ফেব্রুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'কানাডা বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে'। এই খবরে লেখা হয়:

> কানাডা গতকাল সরকারীভাবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে। কানাডাকে নিয়ে এযাবৎ কমনওয়েলথের ৩১টি দেশের মধ্যে ৯টি দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিল। অপর কমনওয়েলথ দেশ টোঙ্গাও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানা গেছে। প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে প্রেরিত বাণীতে কানাডার প্রধানমন্ত্রী মি: ট্রুডো পারস্পরিক সুবিধার ভিত্তিতে দুই দেশের মধ্যে সম্প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠার আশা প্রকাশ করেছেন। কানাডার পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিচেল শার্প বলেছেন, তাঁর দেশ বাংলাদেশের কমনওয়েলথের সদস্যপদের আবেদন সমর্থন করবে। বাংলাদেশের নয়া সরকার একটি নির্ধারিত ভূখণ্ডের ওপর স্বাধীন সরকারের কার্যকর নিয়ন্ত্রণ কায়েমের প্রচলিত বিধান পূরণ করেছে দেখেই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে।[৪৭]

সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'কানাডা বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে'।[৪৮] দৈনিক ইত্তেফাকে

খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'কানাডার আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি'।[৪৯] বাংলাদেশ অবজারভার খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল: 'Canada recognises Bangladesh'.[৫০]

থাইল্যান্ডের স্বীকৃতির পূর্বাপর:

১৯৭২ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি থাইল্যান্ডের ক্ষমতাসীন দলের জাতীয় নির্বাহী কাউন্সিলের উপ-চেয়ারম্যান জেনারেল প্রফাস চারুসাথিয়ান জানান, থাইল্যান্ড বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ব্যাংকক থেকে বার্তা সংস্থা রয়টার এই খবর পরিবেশন করে। পরদিন ৮ ফেব্রুয়ারি এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'Recognition by Thailand likely soon'. এই খবরে লেখা হয়:

> Thailand has decided to recognise Bangladesh, General Praphas Charusathien, Deputy Chairman of the ruling National Executive Council, said today, reports Reuter.[৫১]

এর দশদিন পর ১৯৭২ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি থাইল্যান্ড আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। এই খবর ১৭ ফেব্রুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। নয়াদিল্লী থেকে বার্তা সংস্থা ইউএনআই পরিবেশিত খবর সংবাদ-এ প্রকাশিত হয়। সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'থাইল্যান্ডের স্বীকৃতিদান'। এতে লেখা হয়:

> থাইল্যান্ড আজ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে। বঙ্গবন্ধুর নিকট প্রেরিত এক বাণীতে থাই রাষ্ট্রপ্রধান এই স্বীকৃতিদানের কথা জানান।[৫২]

অপরদিকে ১৯৭২ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি ব্যাংকক থেকে বার্তা সংস্থা রয়টার পরিবেশিত সংশ্লিষ্ট খবরটি পরদিন ১৮ ফেব্রুয়ারি দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'থাইল্যান্ড স্বীকৃতি দিয়েছে'।[৫৩]

একই দিন ১৯৭২ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি সিঙ্গাপুর ও মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্রও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। সিঙ্গাপুর থেকে বার্তা সংস্থা ইউপিআই ও বাসস এবং বাংগুই থেকে বার্তা সংস্থা এএফপি এই খবর পরিবেশন করে। ১৭ ফেব্রুয়ারি এই খবর দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'সিঙ্গাপুর ও মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র স্বীকৃতি দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে'। এই খবরে লেখা হয়:

> সিঙ্গাপুর আজ বাংলাদেশকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আজ এক সরকারী বিবৃতিতে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে সিঙ্গাপুর সরকারের স্বীকৃতিদানের সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করা হয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় জাতিসংস্থার মধ্যে সিঙ্গাপুর হচ্ছে দ্বিতীয় দেশ, যে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবে। প্রথম দেশ থাইল্যান্ড নতুন প্রজাতন্ত্রকে স্বীকৃতি দেবার সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছে।
>
> **মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র:** এদিকে আফ্রিকার মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বাংগুই বেতারের এক ঘোষণার উদ্ধৃতি দিয়ে এএফপি এই খবর দিয়েছে।[৫৪]

সংবাদ-এ প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'সিঙ্গাপুর স্বীকৃতি দিচ্ছে'।[৫৫] বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'Singapore Recognises Bangladesh'.[৫৬]

আর দৈনিক ইত্তেফাকে থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর ও মধ্য আফ্রিকা প্রজাতন্ত্রের স্বীকৃতির খবর একসঙ্গে প্রকাশিত হয়। খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে। শিরোনাম ছিল: 'থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর ও মধ্য আফ্রিকা প্রজাতন্ত্রের স্বীকৃতি'।[৫৭]

১৯৭২ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি এক সাংবাদিক সম্মেলনে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ বলেন, বাংলাদেশ স্বীকৃতি লাভের জন্য কোন দেশের সঙ্গে দেন-দরবার করবে না। বাংলাদেশকে স্বীকার করে নেয়া বিশ্বের বিভিন্ন দেশের দায়িত্ব। খবরটি ২০ ফেব্রুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'কোন দেশের কাছে স্বীকৃতি ভিক্ষা চাইবো না : সামাদ'। এই খবরে লেখা হয়:

> বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আবদুস সামাদ বলেন, স্বীকৃতি লাভের জন্য বাংলাদেশ কোন দেশের সাথেই আলোচনায় বসবে না। এ যাবত যেসব দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে তারা বিনা শর্তেই স্বীকৃতি দিয়েছে। আমরা সব দেশের স্বীকৃতিকেই স্বাগত জানাবো, কিন্তু কারো কাছে স্বীকৃতি ভিক্ষা চাইবো না। দক্ষিণ এশিয়ার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে অবস্থিত ও বিশ্বের ঘন জনবসতিপূর্ণ রাষ্ট্র বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বাস্তবতাকে স্বীকার করে নেওয়া বিশ্বের বিভিন্ন দেশেরই দায়িত্ব। জাতিসংঘের সদস্য হওয়া বাংলাদেশের জন্মগত অধিকার বলেও তিনি মত প্রকাশ করেন। গতকাল শনিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভাষণ দিচ্ছিলেন।[৫৮]

১৯৭২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি মরিশাস বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। মাদ্রাজ থেকে এই খবর পরিবেশন করে বার্তা সংস্থা ইউএনআই। ২১ ফেব্রুয়ারি এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'Mauritius recognises Bangladesh'. এতে লেখা হয়:

> Mauritius has decided to recognise Bangladesh today, reports UNI. Prime Minister of Mauritius Sewoosagar Ramgoolam has conveyed the Government's decision to Prime Minister of Bangladesh Sheikh Mujibur Rahman through a cable. Mr. R. Gurubharan, the Mauritius High Commissioner, on a visit to Madras, disclosed to newsmen his Government's decision.[৫৯]

সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'মরিশাসের স্বীকৃতি'।[৬০]

১৯৭২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি ফিলিপাইন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। ম্যানিলা থেকে বার্তা সংস্থা রয়টার এই খবর পরিবেশন করে। পরদিন ২৫ ফেব্রুয়ারি এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'Philippines recognition'. এই খবরে লেখা হয়:

> The Philippines on Thursday formally recognised Bangladesh and President said he was invitation Sheikh Mujibur Rahman to visit the Philippines at his own convenience, reports Reuter.[৬১]

সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'ফিলিপাইনের স্বীকৃতি'।[৬২]

ইন্দোনেশিয়ার স্বীকৃতির পূর্বাপর:

ইন্দোনেশিয়া বাংলাদেশকে চূড়ান্তভাবে স্বীকৃতি দেয় ১৯৭২ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি। তবে ফেব্রুয়ারি মাসের শুরু থেকেই বেশ কয়েকবার এই দেশের স্বীকৃতির সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। ইন্দোনেশিয়ার স্বীকৃতিসংক্রান্ত প্রথম খবরটি ১৯৭২ সালের ২ ফেব্রুয়ারি। বার্তা সংস্থা বাসস এই খবর পরিবেশন করে। পরদিন ৩ ফেব্রুয়ারি এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'বৃহত্তম মুসলিম দেশ ইন্দোনেশিয়া স্বীকৃতি দিয়েছে'। এই খবরে লেখা হয়:

বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম দেশ ইন্দোনেশিয়া গতকাল বুধবার গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে। ইন্দোনেশিয়াই প্রথম মুসলিম দেশ যে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিল।

কোন মুসলিম দেশ আজ পর্যন্ত 'তথাকথিত বাংলাদেশকে' স্বীকৃতি দেয়নি বলে চীনের প্রধানমন্ত্রী মি: চৌ-এন-লাইয়ের দাবীর মুখে ইন্দোনেশিয়া তার সিদ্ধান্তের কথা গতকাল বাংলাদেশ সরকারকে জানিয়ে দেয়। বাসস-এর খবরে বলা হয়, গত মঙ্গলবার পিকিংয়ে প্রেসিডেন্ট ভুট্টোকে দেয়া এক সম্বর্ধনায় বক্তৃতাকালে মি: চৌ-এন-লাই বলেন, প্রকৃতপক্ষে কোন মুসলিম দেশই আজ পর্যন্ত 'তথাকথিত বাংলাদেশ'কে স্বীকৃতি দেয়নি। কাজেই মুসলিম বিশ্ব যে একযোগে 'ভারতীয় হামলার নিন্দা করছে' এতে তারই পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আবদুস সামাদ আজাদ গতকাল সিলেটে ইন্দোনেশিয়ার স্বীকৃতিদানের কথা ঘোষণা করেন। । **মার্কিন সিনেটরদেরদের প্রভাব:** ওয়াশিংটন থেকে এপির খবরে বলা হয়, ১২ জন মার্কিন সিনেটর বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবার জন্য যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে অনুরোধ জানিয়ে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন।[৬৩]

বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দেয়ার ব্যাপারে পাকিস্তানের অনুরোধ উপেক্ষা করে ইন্দোনেশিয়া ১৯৭২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। একই সঙ্গে মালয়েশিয়াও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়। ইন্দোনেশিয়ার পররাষ্ট্র দফতরের বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা ইউএনআই পরিবেশিত খবরে জানানো হয় যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টোর আলোচনা না হওয়া পর্যন্ত এবং একই সঙ্গে বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দেয়ার জন্য পাকিস্তান ইন্দোনেশিয়াকে অনুরোধ করে আসছিল। কিন্তু ইন্দোনেশিয়া পাকিস্তানের অনুরোধ অগ্রাহ্য করেই বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পরদিন ২১ ফেব্রিয়ারি এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'Indonesia, Malaysia accord recognition to Bangladesh'. এই খবরে লেখা হয়:

> Indonesia and Malaysia today extended formal recognition to the People's Republic of Bangladesh, ignoring Pakistan President Z.A Bhutto's plea to hold their hand until he has had talks with Sheikh Mujibur Rahman and the Indian troops had pulled out, reports UNI.
>
> Indonesia, with a population of 116.6 million, is the world's largest Muslim country. Bangladesh, with a total population of 75 million, has the second largest Muslim

population. The decision by Indonesia and Malaysia raised to 46 the number of countries which had recognised Bangladesh. Their partners in the association of South-East Asian Nations (ASEAN), Singapore, Thailand and the Philippines had extended recognition earlier.

The number of Asian countries to have extended recognition to Bangladesh stood at 13. India was the first to recognise the new nation. China is among the countries which have withheld recognition so far.

A communique issued by the Indonesian Foreign Office said the Government has decided to extend formal recognition to the state of Bangladesh as of February 25, 1972. The communique said: the decision has been cabled to the Indonesian Ambassador in New Delhi with instruction to convey to the Government of Bangladesh through Indonesia's Consulate in Dacca.

Earlier the Indonesian Government had instructed its ambassador to Pakistan to convey a message from President Suharto to Islamabad in connection with the recognition. Foreign Minister Adam Malik had on Wednesday summoned the ambassadors of Pakistan, India, Malaysia and Burma and a representative from the Philippines Embassy to inform them of Indonesia's intention.

Following the meeting Dr. Malik told the Press that he had spent an hour to explain to Pakistani ambassador Abdul Ghayur of Indonesia's position and the reasons for taking the decision. Foreign Minister Adam Malik who has not available for comment, has spent three busy days behind closed doors to discuss the Bangladesh problem with his top advisers before leaving for Jeddah for the conference of Foreign Ministers of Islamic countries.

The Foreign Minister has apparently changed the date of his departure for Jeddah for the second time to keep the Press from guessing the date of announcement on Indonesia's recognition. The communique said that Indonesia's recognition of Bangladesh has also been prompted by Bangladesh's strong intention to do its share of maintaining peace, stability and cooperation in South-East Asia.

The statement indicated that Bangladesh may become the sixth nation to join the Association of South-East Asia (ASEAN). Members of ASEAN Indonesia, Malaysia, Thailand, the Philippines have already recognised Bangladesh.[৬৪]

পরে ১৯৭২ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানানো হয়: ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া স্বীকৃতি দিয়েছে'। এতে লেখা হয়:

> ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া আজ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে। দু'টি দেশই পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ভুট্টোর অনুরোধ উপেক্ষা করে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ভুট্টো এ দুটি দেশকে তার সাথে শেখ মুজিবুর রহমানের কথা না হওয়া পর্যন্ত স্বীকৃতি স্থগিত রাখতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। জনসংখ্যায় ইন্দোনেশিয়া পৃথিবীর বৃহত্তম মুসলিম দেশ। মুসলিম জনসংখ্যানুপাতে বাংলাদেশ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ। এ নিয়ে মোট ৪৬টি দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিল।
>
> জাকার্তায় ইন্দোনেশীয় পররাষ্ট্র দফতরের ঘোষণায় বলা হয়, শেখ মুজিবুর রহমানের ঢাকা প্রত্যাবর্তন, ইন্দিরা-মুজিব যুক্ত বিবৃতিতে ভারতীয় সেনা প্রত্যাহারের ঘোষণার পর সরকার বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের পথে কোন বাধা দেখতে পান না। বাংলাদেশ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার শান্তি, স্থিতিশীলতা ও আঞ্চলিক সহযোগিতার ইচ্ছা ঘোষণা করায় ইন্দোনেশিয়া সরকারের আগ্রহের সৃষ্টি করেছে।
>
> দিল্লীস্থ ইন্দোনেশীয় রাষ্ট্রদূতকে বাংলাদেশ সরকারের কাছে সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাকিস্তানস্থ দূতকে এ ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট সুহার্তের একটা বাণী ইসলামাবাদে পৌঁছানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
>
> গত বুধবার ডক্টর আদম মালিক পাকিস্তান, ভারত, বর্মা ও মালয়েশিয়ার রাষ্ট্রদূত এবং ফিলিপাইন দূতাবাসের প্রতিনিধিকে ডেকে ইন্দোনেশিয়ার সিদ্ধান্তের কথা আলোচনা করেন। তিনি পরে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূতকে অবস্থাটা বুঝিয়ে বলেছেন। বাংলাদেশ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া (এশিয়ান) সংস্থার সদস্য হতে পারে, জাকার্তার বিবৃতি তারও ইংগিতবহ।
>
> **তুন রাজ্জাকের বাণী:** কুয়ালালামপুরে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী তুন আবদুর রাজ্জাক আজ বাংলাদেশ ও শেখ মুজিবুর রহমানের সরকারকে স্বীকৃতিদানের কথা ঘোষণা করেন। তিনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রেরিত বাণীতে আগামীতে দুই দেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতার নবযুগের সূচনার আশা প্রকাশ করেছেন। মালয়েশিয়া শীগগীরই ঢাকায় মিশন স্থাপন করবে। মালয়েশিয়া বাংলাদেশকে সাহায্যদানের ইচ্ছাও প্রকাশ করেছে।[৬৫]

সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে'।[৬৬] দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে

প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'বিশ্বের সর্ববৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্রেও বাংলাদেশের পতাকা উড়িবে'।[৬৭] বাংলাদেশ অবজারভার খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল: `Indonesia, Malaysia accord recognition to Bangladesh'.[৬৮]

১৯৭২ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি ত্রিনিদাদ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। ঐদিনই পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ সাংবাদিকদের ত্রিনিদাদের স্বীকৃতির বিষয়টি অবহিত করেন। পরদিন ২৮ ফেব্রুয়ারি সংবাদপত্রে এই খবর প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে। শিরোনাম ছিল: 'ত্রিনিদাদ স্বীকৃতি দিয়েছে'। এই খবরে লেখা হয়:

> গতকাল ত্রিনিদাদ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিকভাবে কূটনৈতিক স্বীকৃতিদান করেছে। ত্রিনিদাদকে নিয়ে এ পর্যন্ত মোট ৪৭টি দেশ গণপ্রজাতন্ত্রী স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিকভাবে কূটনৈতিক স্বীকৃতি জানালো। বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আবদুস সামাদ গতকাল সাংবাদিকদের বলেন যে, ত্রিনিদাদ বাংলাদেশের বাস্তবতাকে মেনে নিয়েছে এবং স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিকভাবে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দিয়েছে বলে তিনি খবর পেয়েছেন।[৬৯]

সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'ত্রিনিদাদের স্বীকৃতি'।[৭০]

১৯৭২ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি মালাবি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। জোম্বা থেকে বার্তা সংস্থা রয়টার এই খবর পরিবেশন করে। ১ মার্চ এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে। শিরোনাম ছিল: 'Malawi gives recognition'. এই খবরে লেখা হয়:

> President Kamuzu Banda told Parliament here today that Malawi will recognise the new state of Bangladesh from today, reports Reuter. He said that the new state had fulfilled three conditions necessary for acceptance, which were that the government seeking recognition was in full control, the people of the country had accepted its authority and the Government concerned was maintaining law and order. He said the problem of antagonising one member of the Commonwealth or the other did not arise in this case, as Pakistan herself had left the Commonwealth.[৭১]

গ্রীস ১৯৭২ সালের ১১ মার্চ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। এথেন্স থেকে বার্তা সংস্থা এএফপি এই খবর পরিবেশন করে। পরদিন ১২ মার্চ এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে । শিরোনাম ছিল: 'Greece accords recognition'. এই খবরে লেখা হয়:

> Greece today recognised Bangladesh, it was officially announced here, reports AFP. Greek Premier George Papadopoulos sent a cable to his Bangladesh counterpart, Sheikh Mujibur Rahman, informing him of the decision.[৭২]

১৯৭২ সালের ১৩ মার্চ সুইজারল্যান্ড বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। নয়াদিল্লী থেকে বার্তা সংস্থা ইউএনআই এই খবর পরিবেশন করে। পরদিন ১৪ মার্চ এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে বক্স আইটেম হিসেবে। শিরোনাম ছিল: 'Switzerland recognises Bangladesh'. এই খবরে লেখা হয়:

> Switzerland to night recognised Bangladesh. The Swiss decision was conveyed by the Swiss Embassy to the Bangladesh mission here, reports UNI.[৭৩]

দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'সুইজারল্যান্ডের স্বীকৃতি'।[৭৪] দৈনিক ইত্তেফাকেও খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনামটি ছিল দৈনিক বাংলার শিরোনামের অনুরূপ: 'সুইজারল্যান্ডের স্বীকৃতি'।[৭৫]

১৯৭২ সালের ১৫ মার্চ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না জানানো মুসলমান দেশগুলোকে বাংলাদেশ সরকার জানিয়ে দেয় যে, স্বীকৃতি না দেয়া পর্যন্ত ঐ সব দেশের কোনো প্রতিনিধিকে বাংলাদেশে আসতে দেয়া হবে না। ঢাকা থেকে বার্তা সংস্থা বাসস এই খবর পরিবেশন করে। খবরটি ১৭ মার্চ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'মুসলিম দেশসমূহের প্রতি বাংলাদেশ : স্বীকৃতি না দিলে মিশন পাঠানো চলবে না'। এতে লেখা হয়:

> যে সব মুসলিম রাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি সে সব রাষ্ট্রের সদস্য অন্তর্ভুক্তি সমেত কোন প্রতিনিধিদল বাংলাদেশে আসতে চাইলে তাতে সরকারী অনুমতি মিলবে না। পররাষ্ট্র দফতরের জনৈক মুখপাত্র বলেন, জেদ্দাস্থ ইসলামী সেক্রেটারিয়েট ৬ সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধিদল বাংলাদেশে পাঠাতে ইচ্ছুক, তবে ৬ সদস্যের ৫ জনই বাংলাদেশের

> বাস্তবতাকে স্বীকার করে নেয়নি এমন সব দেশের প্রতিনিধি। তিনি বলেন, এরূপ প্রতিনিধিদল গ্রহণে বাংলাদেশ রাজী আছে। কিন্তু বাংলাদেশকে মেনে নিয়েছে, এমন সব দেশের প্রতিনিধিরাই কেবল এ দলের অন্তর্ভুক্ত থাকবেন।[৭৬]

জ্যামাইকা বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে ১৯৭২ সালের ২৫ মার্চ। এই দিন কিংসস্টোন থেকে বার্তা সংস্থা রয়টার খবরটি পরিবেশন করে। পরদিন ২৬ মার্চ সংবাদপত্রে খবরটি প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'Jamaica accords recognition'. এই খবরে লেখা হয়:

> The Prime Minister and Minister of External Affairs, Mr. Michael Manley, announced yesterday that the Government of Jamaica had recognised Bangladesh as an Independent sovereign state, reports Reuter. Jamaica also welcomed Bangladesh as a member of the Commonwealth, Mr. Manley said.
>
> In making the announcement, the Prime Minister said he was looking forward to the development of friendly and mutually beneficial relations between the two countries. He added I was his earnest hope that President Bhutto would reconsider his decision to withdraw Pakistan from the Commonwealth, and if Pakistan requested re-admission Jamaica would give full support to the application.[৭৭]

১৯৭২ সালের ২৭ এপ্রিল লাইবেরিয়া বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। মনরোভিয়া থেকে বার্তা সংস্থা এএফপি এই খবর পরিবেশন করে। ২৯ এপ্রিল সংবাদপত্রে খবরটি প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'Recognition by Liberia'. এই খবরে লেখা হয়:

> Liberia has given formal recognition to Bangladesh it was announced here, reports AFP.[৭৮]

১৯৭২ সালের ২১ এপ্রিল সিয়েরালিয়ন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। বার্তা সংস্থা বাসস ২৯ এপ্রিল এই খবর পরিবেশন করে। ৩০ এপ্রিল সংবাদপত্রে খবরটি প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'Sierra Leone recognises'. এতে লেখা হয়:

> The Sierra-Leone Government in a statement issued on April 21, announced recognition of Bangladesh as a sovereign and independent state, reoprts BSS. The statement said that Sierra-

Leone "looks forward to years of brotherly co-operation and mutual understanding between the two countries in addition to their struggle for world peace".[৭৯]

একাত্তরতম দেশ হিসেবে ব্রাজিল বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় ১৯৭২ সালের ১৫ মে। বার্তা সংস্থা বাসস এই খবর পরিবেশন করে। ১৬ মে এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সংবাদ-এ খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে। শিরোনাম ছিল: 'বাংলাদেশের প্রতি ব্রাজিলের স্বীকৃতি'। এই খবরে লেখা হয়:

> ব্রাজিল স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে। বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারীদের মধ্যে ব্রাজিল ৭১তম রাষ্ট্র। বাংলাদেশকে ব্রাজিলের স্বীকৃতিদানের সিদ্ধান্ত একযোগে ব্রাজিলের রাজধানী ব্রাসিলিয়া ও ঢাকা থেকে আজ ঘোষণা করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত আগেই বাংলাদেশের পররাষ্ট্র দফতরকে জানিয়ে দেয়া হয়েছিল।[৮০]

দৈনিক বাংলা ও অবজারভারেও খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় শিরোনাম ছিল: 'ব্রাজিল বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে'।[৮১] আর বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিল: 'Brazil accords recognition'.[৮২]

১৯৭২ সালের ২ জুন মেক্সিকো বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। মেক্সিকো থেকে বার্তা সংস্থা এনা ও তাস এই খবর পরিবেশন করে। পরদিন ৩ জুন খবরটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'মেক্সিকোর স্বীকৃতি'। এই খবরে লেখা হয়:

> মেক্সিকো আজ সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক প্রতিনিধি বিনিময় করা হবে।[৮৩]

১৯৭২ সালের ৩ জুন চিলি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। ৪ জুন এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'Chile accords recognition'. এই খবরে লেখা হয়:

> The Government of Chile decided to recognise Bangladesh as a sovereign and independent state from June 1, reports ENA. The decision was conveyed to the Prime Minister, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman through a letter from President Allende of Chile.[৮৪]

ঢাকা থেকে বার্তা সংস্থা বাসস পরিবেশিত খবরে জানানো হয়: ১৯৭২ সালের ২৬ জুন হাইতি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করেছে। পরদিন ২৭ জুন খবরটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'হাইতি স্বীকৃতি দিয়েছে'। এই খবরে লেখা হয়:

> প্রজাতন্ত্রী হাইতি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে বলে এখানে প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে।[৮৫]

দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'হাইতির স্বীকৃতি'।[৮৬]

রুমানিয়ার স্বীকৃতির পূর্বাপর:

১৯৭২ সালের ২৮ জুন রুমানিয়া বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। তবে কয়েকদিন আগে থেকেই এই স্বীকৃতি প্রাপ্তির আভাস পাওয়া যায়। ২৭ জুন দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত এক খবরে জানানো হয় যে, রুমানিয়া বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। দু'একদিনের মধ্যেই এই স্বীকৃতি প্রাপ্তির সম্ভাবনা রয়েছে। খবরটি দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'বাংলাদেশকে রুমানিয়ার স্বীকৃতিদানের সিদ্ধান্ত'। বাইলাইন এই খবরটি লিখেন শওকত আনোয়ার। এতে লেখা হয়:

> পিকিং প্রভাবান্বিত পূর্ব ইউরোপীয় দেশ রুমানিয়া গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রুমানিয়া সরকার তাদের এ সিদ্ধান্তের কথা ঘরোয়াভাবে বাংলাদেশ সরকারকে জানিয়ে দিয়েছেন বলে জানা গেছে। আশা করা যাচ্ছে যে, আজ মঙ্গলবার কিম্বা আগামীকাল বুধবার বাংলাদেশকে রুমানিয়ার স্বীকৃতি দানের কথা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হবে। আরও জানা গেছে যে চলতি জুন মাসের মাঝেই রুমানিয়ার রাষ্ট্রদূত ঢাকায় উপস্থিত হয়ে তাঁর পরিচয়পত্র পেশ করতে পারেন।[৮৭]

পরদিনই অর্থাৎ ১৯৭২ সালের ২৮ জুন স্বীকৃতি পাওয়া যায় রুমানিয়ার কাছ থেকে। ঢাকা থেকে বার্তা সংস্থা বাসস এই খবর পরিবেশন করে। ২৯ জুন খবরটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'বাংলাদেশকে রুমানিয়ার স্বীকৃতি দান'। এই খবরে লেখা হয়:

> রুমানিয়া সরকার গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসাবে স্বীকৃতি দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশকে স্বীকৃতি

> দেয়া এবং তার সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত সম্বলিত একটি যুক্ত ইস্তাহার আজ একই সঙ্গে বুখারেষ্ট এবং ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছে। দিল্লীস্থ রুমানীয় রাষ্ট্রদূত মি: পেট্রো তোলাসীয় আজ সকালে পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আবদুস সামাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং স্বীকৃতি দানের সিদ্ধান্ত সম্বলিত রুমানীয় পররাষ্ট্র দফতরের একটি পত্র তাঁর হাতে দেন।
>
> এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সম্প্রতি 'হু' এবং 'ইয়ার' সদস্য পদ লাভের সময় রুমানিয়া বাংলাদেশের পক্ষে ভোট দান করেছিলো। পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে আলোচনার সময় রুমানিয়ার বিশেষ দূত মি: তোলাসিয়া আশ্বাস দেন যে, ভবিষ্যতে অন্যান্য বিশ্ব সংস্থায় প্রবেশের ব্যাপারে রুমানিয়া বাংলাদেশকে সমর্থন করবে।[৮৮]

দৈনিক বাংলায়ও খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'রুমানিয়া স্বীকৃতি দিয়েছে'।[৮৯] আর বাংলাদেশ অবজারভারে শিরোনাম ছিল: 'Rumania accords recognition'.[৯০]

সাতাত্তরতম দেশ হিসেবে ১৯৭২ সালের ৮ জুলাই ইরাক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। বাগদাদ থেকে বার্তা সংস্থা রয়টার, এনা, বিপিআই ও বাসস এই খবর পরিবেশন করে। ৯ জুলাই এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। খবরটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায় দৈনিক বাংলায়। এই পত্রিকায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'আরব রাষ্ট্র ইরাক স্বীকৃতি দিল'। এতে লেখা হয়:

> ইরাক আজ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতিদানের সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেছে। বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের বিরুদ্ধে আরব দেশসমূহের সম্মিলিত ঐক্যে এ একটা বিরাট বিস্ফোরণস্বরূপ। নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের ক্ষেত্রে ইরাক মধ্যপ্রাচ্যের প্রথম আরব মুসলিম রাষ্ট্র ও বিশ্বের মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে তৃতীয়। অপর দুটো মুসলিম দেশ ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া ইতিপূর্বেই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে।
>
> ইরাক হচ্ছে বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী ৭৭তম দেশ। ইরাকী সরকারী বার্তা সংস্থা ইরাকের বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের সিদ্ধান্তের বিষয় ঘোষণা করে। গতকাল শনিবার বিবিসির নৈশ বুলেটিনে এ খবর বলা হয়। এনা এ খবর দিয়েছে। বাগদাদ থেকে রয়টার জানিয়েছে যে, ইরাক সরকার আজ বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ইরাকের সরকারী সংবাদ প্রতিষ্ঠান আজ একথা জানায়, আরব দেশগুলোর মধ্যে ইরাকই প্রথম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিচ্ছে।[৯১]

বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে বক্স আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'Iraq recognises

Bangladesh'.[৯২] সংবাদ ও দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। সংবাদ-এ শিরোনাম ছিল: 'বাংলাদেশকে ইরাকের স্বীকৃতি'।[৯৩] আর দৈনিক ইত্তেফাকে শিরোনাম ছিল: 'ইরাক স্বীকৃতি'।[৯৪]

১৯৭২ সালের ১২ জুলাই তানজানিয়া বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। দারেসসালাম থেকে বার্তা সংস্থা রয়টার খবরটি পরিবেশন করে। ১৩ জুলাই এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'Recognition by Tanzania'. এই খবরে লেখা হয়:

> Tanzania today announced recognition of Bangladesh, says Reuter.[৯৫]

১৯৭২ সালের ২২ জুলাই মাল্টা বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। ভ্যালেটা থেকে বার্তা সংস্থা রয়টার ও বাসস এই খবর পরিবেশন করে। ২৩ জুলাই এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সংবাদ-এ খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে। শিরোনাম ছিল: 'বাংলাদেশের প্রতি মাল্টার স্বীকৃতি'। এই খবরে লেখা হয়:

> মাল্টা বাংলাদেশকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে। গতরাতে সরকারীভাবে একথা ঘোষণা করা হয়।[৯৬]

বাংলাদেশ অবজারভার ও দৈনিক ইত্তেফাকেও খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটির শিরোনাম ছিল: 'Recognition by Malta'.[৯৭] আর দৈনিক ইত্তেফাকে শিরোনাম ছিল: 'বাংলাদেশকে মাল্টার স্বীকৃতি দান'।[৯৮]

বিরাশিতম দেশ হিসেবে ১৯৭২ সালের ২৭ জুলাই ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। বার্তা সংস্থা এনা এই খবর পরিবেশন করে। পরদিন ২৮ জুলাই এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সংবাদ-এ খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে। শিরোনাম ছিল: 'ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্রের স্বীকৃতি'। এই খবরে লেখা হয়:

> ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিকভাবে কূটনৈতিক স্বীকৃতি প্রদান করেছে। এ নিয়ে বাংলাদেশকে ৮২টি দেশ স্বীকৃতি প্রদান করল।[৯৯]

বাংলাদেশ অবজারভার ও দৈনিক ইত্তেফাকেও খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটির শিরোনাম ছিল: 'Recognition'.[১০০] আর দৈনিক ইত্তেফাকে শিরোনাম ছিল: 'স্বীকৃতিদানকারী রাষ্ট্রের সংখ্যা ৮২-তে উন্নীত'।[১০১]

১৯৭২ সালের ৩১ জুলাই দক্ষিণ ইয়েমেন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। ঢাকা থেকে বার্তা সংস্থা বাসস এই খবর পরিবেশন করে। পরদিন ১ আগস্ট এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে বক্স আইটেম হিসেবে। শিরোনাম ছিল: 'ইয়ামেনের স্বীকৃতি'। এই খবরে লেখা হয়:

> গণপ্রজাতান্ত্রিক ইয়ামেন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়াছে। এডেন হইতে ইয়ামেন সরকার গতকাল (সোমবার) বিকালে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এই কথা জানান। ইয়ামেন বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী দ্বিতীয় আরব রাষ্ট্র। আরব রাষ্ট্রগুলির মধ্যে প্রথম স্বীকৃতি দিয়াছে ইরাক।[১০২]

সংবাদ, বাংলাদেশ অবজারভার ও দৈনিক বাংলায়ও খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। সংবাদ-এ খবরটির শিরোনাম ছিল: 'ইয়েমেনের স্বীকৃতি'।[১০৩] বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটির শিরোনাম ছিল: 'Yemen accords recognition'.[১০৪] আর দৈনিক বাংলায় শিরোনাম ছিল: 'দক্ষিণ ইয়েমেন স্বীকৃতি দিয়েছে'।[১০৫]

চুরাশিতম দেশ হিসেবে গুয়েতেমালা ১৯৭২ সালের ১ আগস্ট বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। ঢাকা থেকে বার্তা সংস্থা বাসস এই খবর পরিবেশন করে। পরদিন ২ আগস্ট এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে। শিরোনাম ছিল: 'Guatemala's Recognition'. এই খবরে লেখা হয়:

> Guatemala has recognised the People's Republic of Bangladesh, a Foreign Office announcement said in Dacca on Tuesday, reports BSS. With Guatemala the number of countries so far recognised is eightyfour.[১০৬]

পঁচাশিতম দেশ হিসেবে বলিভিয়া ১৯৭২ সালের ৫ আগস্ট বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। ঢাকা থেকে বার্তা সংস্থা বাসস এই খবর পরিবেশন করে। পরদিন ৬ আগস্ট এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে। শিরোনাম ছিল: 'বলিভিয়া স্বীকৃতি দিয়েছে'। এই খবরে লেখা হয়:

> বলিভিয়া গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে। আজ শনিবার পররাষ্ট্র দফতরের এক ঘোষণায় একথা বলা হয়েছে। বাসস'র খবরে প্রকাশ, এই নিয়ে বাংলাদেশকে স্বীকৃতির সংখ্যা দাঁড়ালো ৮৫।[১০৭]

দৈনিক ইত্তেফাক, সংবাদ, বাংলাদেশ অবজারভারেও খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে শিরোনাম ছিল:

'বলিভিয়ার স্বীকৃতি'।[১০৮] সংবাদ পত্রিকায়ও খবরটির শিরোনাম ছিল: 'বলিভিয়ার স্বীকৃতি'।[১০৯] আর বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটির শিরোনাম ছিল: 'Bolivia accords recognition'.[১১০]

১৯৭২ সালের ৮ আগস্ট পেরু স্বীকৃতি দেয় বাংলাদেশকে। নয়াদিল্লী থেকে বার্তা সংস্থা পিটিআই এই খবর পরিবেশন করে। ৯ আগস্ট সংবাদপত্রে প্রকাশিত এই খবর প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'পেরুর স্বীকৃতি'। এতে লেখা হয় :

> পেরু বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে। লীমা থেকে পেরুর বৈদেশিক দফতরের এক খবরের উদ্ধৃতি দিয়ে এখানকার পেরু দূতাবাস একথা জানিয়েছে। এ নিয়ে ৮৬টি দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে। পেরু পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী মাছ ধরে।[১১১]

দৈনিক ইত্তেফাক, সংবাদ, বাংলাদেশ অবজারভারেও খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে শিরোনাম ছিল: '৮৬তম স্বীকৃতি'।[১১২] সংবাদ পত্রিকায় খবরটির শিরোনাম ছিল: 'পেরুর স্বীকৃতি'।[১১৩] আর বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটির শিরোনাম ছিল: 'Peru accords recognition'.[১১৪]

উগান্ডা বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় ১৯৭২ সালের ১৬ আগস্ট । কাম্পালা থেকে বার্তা সংস্থা এএফপি এই খবর পরিবেশন করে। পরদিন ১৭ আগস্ট সংবাদপত্রে এই খবর প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'উগান্ডা স্বীকৃতি দিয়েছে'। এই খবরে লেখা হয়:

> প্রেসিডেন্ট ইদি আমিন আজ ঘোষণা করেন যে, উগান্ডা বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে। বাংলাদেশের ভ্রাম্যমাণ রাষ্ট্রদূত জনাব রশীদ আহমদকে অভ্যর্থনাকালে তিনি এই ঘোষণাদান করেন।[১১৫]

দৈনিক ইত্তেফাক, সংবাদ, বাংলাদেশ অবজারভারেও খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে শিরোনাম ছিল: 'উগান্ডার স্বীকৃতি'।[১১৬] সংবাদ পত্রিকায়ও খবরটির শিরোনাম ছিল: 'উগান্ডার স্বীকৃতি'।[১১৭] আর বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটির শিরোনাম ছিল: 'Recognition by Uganda'.[১১৮]

আটাশিতম দেশ হিসেবে উরুগুয়ে ও উননব্বইতম দেশ হিসেবে পানামা ১৯৭২ সালের ২৬ আগস্ট বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। বার্তা সংস্থা তাস,

বাসস, বিপিআই ও এনা এই খবর পরিবেশন করে। পরদিন ২৭ আগস্ট এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে বক্স আইটেম হিসেবে। শিরোনাম ছিল: 'Recognition by Panama, Uruguay'. এই খবরে লেখা হয়:

> In a message to Bangladesh Foreign Minister Mr. Abdus Samad, the Foreign Minister of the Republic of Panama has informed that his country accorded recognition to Bangladesh as an independent and sovereign state, reports BPI. Panama is the 89th country to recognise, Bangladesh.
>
> Panama being a member of the Security Council supported the cause of Bangladesh all through in the Security Council.
>
> Uruguay, an African state, has recognised the People's Republic of Bangladesh Foreign Ministry source disclosed in Dacca on Saturday. Uruguay is the 88th country to accord recognition to Bangladesh.[১১৯]

দৈনিক বাংলা, দৈনিক ইত্তেফাক ও সংবাদ পত্রিকায়ও খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটির শিরোনাম ছিল: 'উরুগুয়ে ও পানামা স্বীকৃতি দিয়েছে'.[১২০] দৈনিক ইত্তেফাকে শিরোনাম ছিল: 'উরুগুয়ে ও পানামার স্বীকৃতি'।[১২১] সংবাদ পত্রিকায়ও খবরটির শিরোনাম ছিল: 'উরুগুয়ে ও পানামার স্বীকৃতি দান'।[১২২]

১৯৭২ সালের ২৫ নভেম্বর বাংলাদেশ উত্তর ভিয়েতনামকে স্বীকৃতি প্রদান করে। বিপরীত দিকে একই দিনে উত্তর ভিয়েতনামও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী দেশের মধ্যে উত্তর ভিয়েতনাম ছিল পঁচানব্বইতম দেশ। ঢাকা থেকে বার্তা সংস্থা বাসস ও বিপিআই এই খবর পরিবেশন করে। পরদিন ২৬ নভেম্বর এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সংবাদ-এ খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম শিরোনামে লিড আইটেম হিসেবে। শিরোনাম ছিল: 'উ: ভিয়েৎনামের প্রতি বাংলাদেশের স্বীকৃতি'। এই খবরে লেখা হয়:

> গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গণতান্ত্রিক ভিয়েৎনাম প্রজাতন্ত্রকে (উত্তর ভিয়েৎনাম) আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দান করেছেন। আজ এখানে সরকারীভাবে একথা জানান হয়। বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্র জানায় যে, গণতান্ত্রিক ভিয়েৎনাম প্রজাতন্ত্রও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। বাংলাদেশকে এ পর্যন্ত স্বীকৃতি দানকারী দেশগুলোর মধ্যে উত্তর ভিয়েৎনাম ৯৫তম দেশ।[১২৩]

বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে বক্স আইটেম হিসেবে। শিরোনাম ছিল: 'Dacca, Hanoi recognise each other'.[১২৪]

ছিয়ানব্বইতম দেশ হিসেবে ১৯৭২ সালের ৮ ডিসেম্বর ঘানা বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। একরা থেকে বিবিসি প্রচারিত খবরের বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা এনা এই সংবাদ পরিবেশন করে। পরদিন ৯ ডিসেম্বর এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে। শিরোনাম ছিল: 'Ghana accords recognition'. এই খবরে লেখা হয়:

> Ghana has officially recognised Bangladesh on Friday as an independent and sovereign state, reports BBC on Friday night, says ENA. Quoting an official report from Accra, the capital of Ghana, BBC further said that Ghana would look into the interest of Bangladesh both in the fields of economic and re-constructional matters, and she would hold similar idea in the case of POWs.[১২৫]

১৯৭৩

১৯৭৩ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি আফগানিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। কাবুল থেকে বার্তা সংস্থা রয়টার ও বাসস এই খবর পরিবেশন করে। পরদিন ১৯ ফেব্রুয়ারি সংবাদপত্রে এই খবর প্রকাশিত হয়। সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে বক্স আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'বাংলাদেশকে কাবুলের স্বীকৃতি'। এতে লেখা হয়:

> আফগানিস্তান আজ আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করেছে। প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিকট প্রেরিত এক বাণীতে আফগানিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জনাব মুসা শফিক দু'দেশের বন্ধুত্ব কামনা করেছেন।[১২৬]

দৈনিক বাংলা ও দৈনিক ইত্তেফাকও খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটির শিরোনাম ছিল: 'আফগানিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে'।[১২৭] দৈনিক ইত্তেফাকে শিরোনাম ছিল: 'সরকারীভাবে আফগানিস্তানের স্বীকৃতি ঘোষণা'।[১২৮]

১৯৭৩ সালের ২৮ মার্চ লেবানন স্বীকৃতি দেয় বাংলাদেশকে। বৈরুত থেকে বার্তা সংস্থা ইউএনআই এই খবর পরিবেশন করে। ২৯ মার্চ সংবাদপত্রে এই খবর প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে বক্স আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'লেবানন স্বীকৃতি দিয়েছে'। এতে লেখা হয়:

লেবানন আজ বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের সাথে সাথে পাকিস্তানী প্রেসিডেন্ট ভুট্টোর এক বিরাট কূটনৈতিক পরাজয় সূচিত হল। ভারত ও বাংলাদেশের সাথে সব সমস্যার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানে বিরত থাকার জন্যে ভুট্টো এতদিন ধরে আরব দেশগুলোর প্রতি অনুরোধ জানিয়ে আসছিলেন।

লেবাননের তরফ থেকে এরকম একটি ঘোষণা বেশ কিছুদিন ধরেই আশা করা হচ্ছিল। তবে ইসলামী সম্মেলন শেষ হবার সাথে সাথেই বৈরুতের এক ঘোষণা কূটনৈতিক মহলকে কিছুটা বিস্মিত করেছে বৈকি। লেবানন সরকারের এক ইশতেহারে বলা হয়, লেবানন সরকার ও বাংলাদেশ সরকার তাদের দু'দেশের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক ও জোরদার করায় আগ্রহী এবং তাদের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ও দূতাবাস পর্যায়ে কূটনৈতিক প্রতিনিধি বিনিময়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।[১২৯]

দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'লেবাননের স্বীকৃতি'।[১৩০] বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'Lebanon accords recognition'.[১৩১]

শততম দেশ হিসেবে মরক্কো বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় ১৯৭৩ সালের ১৩ জুলাই। বার্তা সংস্থা এনা ও বিপিআই এই খবর পরিবেশন করে। পরদিন ১৪ জুলাই সংবাদপত্রে এই খবর প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাক খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে বক্স আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'মরক্কোর স্বীকৃতি'। এতে লেখা হয়:

> মরক্কো সরকার বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। এ-পর্যন্ত এক শতটি দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করিল। ঢাকা এবং রাবাত হইতে একযোগে নিম্নলিখিত ঘোষণা প্রকাশিত হইয়াছে।
>
> "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সরকার ও জনগণের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে মরক্কো সরকার গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।"
>
> এখানে উল্লেখযোগ্য যে, গত বছর জুলাই মাসে আরব দেশগুলির মধ্যে ইরাক সর্বপ্রথম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করিয়াছে। ইহার পর ইয়েমেন ও লেবানন ইরাকের পথ অনুসরণ করে। কূটনৈতিক পর্যবেক্ষক মহল এই স্বীকৃতির ঘোষণার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতেছেন। মরক্কোর স্বীকৃতির ফলে বুঝা যায় যে, আরব বিশ্বে পাকিস্তানী প্রচার যন্ত্রের প্রচারণার ফলে সৃষ্ট ভুল ধারণা আরব দেশগুলি উপলব্ধি করিয়াছে এবং বাংলাদেশের সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় আগাইয়া আসিতেছে।[১৩২]

দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম শিরোনামে লিড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'মরক্কো বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে'।[১৩৩] সংবাদ-এ এবং বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'বাংলাদেশের প্রতি মরক্কোর স্বীকৃতি'।[১৩৪] আর বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটির শিরোনাম ছিল: 'Recognition by Morocco a diplomatic victory'.[১৩৫]

পরদিন ১৯৭৩ সালের ১৪ জুলাই মরক্কোর স্বীকৃতির প্রেক্ষাপট ও গুরুত্ব নিয়ে কূটনৈতিক মহলের অভিমতভিত্তিক একটি ব্যাখ্যামূলক খবর পরিবেশন করে বার্তা সংস্থা বাসস। এই খবরে মরক্কোর স্বীকৃতিকে বাংলাদেশের আরেকটি কূটনৈতিক বিজয় হিসেবে অভিহিত করা হয়। পরদিন ১৫ জুলাই সংবাদপত্রে এই খবর প্রকাশিত হয়। সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'মরক্কোর স্বীকৃতি আর একটি কূটনৈতিক বিজয়'। এতে লেখা হয়:

> বাংলাদেশকে মরক্কোর স্বীকৃতি এদেশের আরেকটি বিরাট কূটনৈতিক বিজয়। শুক্রবার রাবাত এবং ঢাকা থেকে যুগপৎ স্বীকৃতির ঘোষণা প্রচারিত হওয়ার পর এখানে এই ধারণাই পরিদৃষ্ট হচ্ছে।
>
> বাংলাদেশকে শততম দেশ মরক্কোর আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতিকে এখানে অধিক অর্থবহ বলে মনে করা হচ্ছে। কারণ মধ্যপ্রাচ্য এবং উত্তর আফ্রিকান দেশগুলোর স্বীকৃতি বন্ধ করার জন্য পাকিস্তান যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, এটা তার ব্যর্থতারই পরিচায়ক। এখানকার কূটনৈতিক মহল মরক্কোর স্বীকৃতির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন বলে মনে হয়। কারণ সেপ্টেম্বরে আলজিরিয়ায় অনুষ্ঠিতব্য জোট নিরপেক্ষ দেশগুলোর সম্মেলনের পূর্বক্ষণেই এই স্বীকৃতি এসেছে। এই মহলের আরো ধারণা এরপর আরব বিশ্বের অন্যান্য দেশ স্বীকৃতিদানে এগিয়ে আসবে।
>
> দ্বিতীয়ত ইসলামিক সম্মেলনের উদ্যোক্তা এবং পাকিস্তানের অন্যতম বন্ধু মরক্কোর স্বীকৃতি মিসর, সিরিয়া এবং আলজিরিয়ার স্বীকৃতিকে ত্বরান্বিত করবে। ঢাকার সাথে এমনিতেই এদেশগুলোর সম্পর্ক ভাল। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, মিসরের একটি বাণিজ্য প্রতিনিধিদল এবং আলজিরিয়ার প্রেসিডেন্টের একজন বিশেষ দূত ইতিমধ্যে বাংলাদেশ সফর করে গেছেন এবং আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতিদানের জন্য তারা প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন।
>
> স্মরণ করা যেতে পারে যে, প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিশেষ দূতেরা আরব এবং উত্তর আফ্রিকান দেশগুলো দু'বার সফর করে এসব দেশের নেতাদের কাছে বাংলাদেশের দৃষ্টিভঙ্গী বিশ্লেষণ করে এসেছেন। আলজিরীয় প্রেসিডেন্টের বিশেষ দূতের বাংলাদেশ সফরের প্রায় সমসময়েই মরক্কোর স্বীকৃতি এটাই প্রমাণ করে যে, বাংলাদেশ আজ আরব এবং উত্তর আফ্রিকান দেশগুলোতে

> কূটনৈতিক স্থান করে নিচ্ছে। পাকিস্তানের জানা উচিত, বাস্তবতা ক্রমাগত অস্বীকার করে যাওয়ার নীতি শেষ পর্যন্ত তাকেই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একঘরে করে ফেলতে পারে। এ খবর বাসস'র।[১৩৬]

১৯৭৩ সালের ১৭ জুলাই আলজিরিয়া, তিউনিসিয়া ও মৌরিতানিয়া একযোগে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। নয়াদিল্লী থেকে বার্তা সংস্থা বাসস এই খবর পরিবেশন করে। ১৮ জুলাই সংবাদপত্রে এই খবর প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'আলজিরিয়া তিউনিসিয়া ও মৌরিতানিয়ার স্বীকৃতি'। এতে লেখা হয়:

> আলজিরিয়া, তিউনিসিয়া এবং মৌরিতানিয়া বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়াছে। উক্ত তিন দেশের সরকার গতরাত্রে একযোগে তাঁহাদের এই স্বীকৃতিদানের সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন। উল্লেখযোগ্য গত সপ্তাহে অপর মুসলিম রাষ্ট্র মরক্কোও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়াছে।
>
> আলজিরিয়া প্রায় ৬ মাস পূর্বে বাংলাদেশের সহিত যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করে। নয়াদিল্লীতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাই কমিশনার ডঃ এ, আর, মল্লিক মাত্র কয়েক মাস পূর্বে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিশেষ দূত হিসাবে আলজিরিয়া সফর করিয়া আসেন। এই মাসের প্রথম দিকে আলজিরীয় প্রেসিডেন্টের বিশেষ দূত জনাব মোহাম্মদ ইয়াজিদ বাংলাদেশ সফরে আসেন। তাঁহার এই সফরকালেই জনাব ইয়াজিদ বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের ব্যাপারে আলজিরীয় সরকারের সিদ্ধান্তের কথা বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেন। জোটনিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলনের প্রাক্কালে আলজিরিয়ার এই স্বীকৃতি লাভ করা গেল। আগামী ৫ই সেপ্টেম্বর হইতে আলজিয়ার্সে এই শীর্ষ সম্মেলন শুরু হইতেছে। এই শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ প্রায় সুনিশ্চিত।
>
> **আরব ও আফ্রিকানরা বাস্তবতা উপলব্ধি করিতেছে**
>
> মরক্কোর স্বীকৃতিদানের পর পরই বাংলাদেশকে আলজিরিয়া, তিউনিসিয়া ও মৌরিতানিয়া যুগপৎ স্বীকৃতিদানের ঘটনাকে পর্যবেক্ষক মহল আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পাকিস্তানের ক্রমাগত বিচ্ছিন্নতা প্রাপ্তি হিসাবেই গণ্য করিতেছেন। এই তিনটি দেশের যুগপৎ স্বীকৃতিদানের কথা ঘোষণার মধ্যে আভাস পাওয়া যায় যে, যে'সকল আরব ও আফ্রিকান দেশ এখনও পর্যন্ত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় নাই, তাহারা এখন বাংলাদেশের বাস্তবতা ক্ষমতা উপলব্ধি করিতেছে।
>
> পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন মুখপাত্র এই ঘটনায় সন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে, আলজিরিয়া, তিউনিসিয়া ও মৌরিতানিয়া বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ায় আমরা আনন্দিত।[১৩৭]

দৈনিক বাংলা, সংবাদ ও বাংলাদেশ অবজারভারেও খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটির শিরোনাম ছিল: 'আলজেরিয়াসহ আরো ৩টি দেশের স্বীকৃতি'।[১৩৮] সংবাদ-এ শিরোনাম ছিল: 'আলজেরিয়া, তিউনিসিয়া, মৌরিতানিয়া একযোগে তিনটি দেশের স্বীকৃতি ঘোষণা'।[১৩৯] আর বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটির শিরোনাম ছিল: 'Algeria, Mouritania, Tunisia accords recognition'.[১৪০]

একশ' চারতম দেশ হিসেবে দক্ষিণ ভিয়েতনাম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে ১৯৭৩ সালের ২ আগস্ট। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তির বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা বাসস এই খবর পরিবেশন করে। ৩ আগস্ট সংবাদপত্রে এই খবর প্রকাশিত হয়। সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে বক্স আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'বাংলাদেশের প্রতি দঃ ভিয়েতনাম বিপ্লবী সরকারের স্বীকৃতি'। এতে লেখা হয়:

> দক্ষিণ ভিয়েতনামের অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। গতকাল (বৃহস্পতিবার) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাদাম নগুয়েন থী বিন তাঁর সরকারের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে একটি বার্তা পাঠিয়েছেন। বার্তায় তিনি আশা প্রকাশ করেছেন যে, 'দু'দেশের সম্পর্ক সুদৃঢ় হবে এবং ক্রমশ তা উন্নততর হবে'।
>
> প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, বাংলাদেশ সরকার গত ২৫ শে জুলাই দক্ষিণ ভিয়েতনামের অস্থায়ী সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। বাংলাদেশ উত্তর ভিয়েতনামকে গত বছর ২৫ শে নভেম্বর স্বীকৃতি দিয়ে তার সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক দূতাবাস পর্যায়ে উন্নীত করেছে। বাসস জানিয়েছে, এ পর্যন্ত বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী দেশের সংখ্যা ১শ ৪টি হয়েছে।[১৪১]

দৈনিক বাংলা, দৈনিক ইত্তেফাক ও বাংলাদেশ অবজারভারেও খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটির শিরোনাম ছিল: 'বাংলাদেশকে পিআরজির স্বীকৃতি দান'।[১৪২] দৈনিক ইত্তেফাকের শিরোনাম ছিল: 'পিআরজির স্বীকৃতি'।[১৪৩] আর বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটির শিরোনাম ছিল: 'PRG recognises Bangladesh'.[১৪৪]

১৯৭৩ সালের ২৪ আগস্ট আইভরি কোস্ট বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। আবিদজান থেকে বার্তা সংস্থা এএফপি, তাস ও বাসস এই খবর পরিবেশন করে। পরদিন ২৫ আগস্ট সংবাদপত্রে এই খবর প্রকাশিত হয়।

সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'আইভরী কোষ্ট স্বীকৃতি দিল'। এতে লেখা হয়:

> আইভরী কোষ্ট গতকাল বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে। আইভরী কোষ্ট বেতার থেকে এ কথা ঘোষণা করা হয়। প্রতিবেশী সেনেগাল রাজ্যে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত জনাব আনোয়ারুল হক প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিশেষ দূতরূপে গতকাল এখানে এসে পৌঁছানোর পরই স্বীকৃতির সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। জনাব হক আইভরী কোষ্টের প্রেসিডেন্ট ফিলেক্স হওক্সায়েট বুগনির নিকট বঙ্গবন্ধুর একটা বার্তা দেন।[১৪৫]

দৈনিক বাংলা, দৈনিক ইত্তেফাক ও বাংলাদেশ অবজারভারেও খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটির শিরোনাম ছিল: 'আইভরি কোস্ট স্বীকৃতি দিল'।[১৪৬] দৈনিক ইত্তেফাকে শিরোনাম ছিল: 'আইভরি কোষ্টের স্বীকৃতি'।[১৪৭] আর বাংলাদেশ অবজারভারের শিরোনাম ছিল: 'Ivory Coast accords recognition'.[১৪৮]

মিসর ও সিরিয়ার স্বীকৃতির পূর্বাপর:

মিসর ও সিরিয়া বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় ১৯৭৩ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর। তবে মিসরের স্বীকৃতির প্রক্রিয়া শুরু হয় আরো আগে থেকে। বাংলাদেশ সফররত মিসরীয় দৈনিক আল-আহরাম এর সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি মোহাম্মদ হাসনায়েন হেইকল ১৯৭৩ সালের ২৭ জানুয়ারি ঢাকায় সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় আশা প্রকাশ করেন, মিসর খুব শিগগিরই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবে। বার্তা সংস্থা বাসস এই খবর পরিবেশন করে। ২৮ জানুয়ারি সংবাদপত্রে এই খবর প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'বাংলাদেশকে মিসর অতি শীঘ্রই স্বীকৃতি দিতে পারে : হেইকল'। এই খবরে লেখা হয়:

> কায়রোর দৈনিক আল-আহরাম এর সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি জনাব মোহাম্মদ হাসনায়েন হেইকল গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় এই মর্মে আশা প্রকাশ করেন যে, তাঁর দেশ অতি শীঘ্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবে। বাসস পরিবেশিত এই খবরে আরও বলা হয়, বর্তমানে বাংলাদেশ সফররত জনাব হেইকল গতকাল সন্ধ্যায় ঢাকায় গণভবনে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাতের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় এই আশা প্রকাশ করেন। জনাব হেইকল প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা অতিবাহিত করেন।

> জনাব হেইকলকে একজন সাংবাদিক জিজ্ঞাসা করেন: বাংলাদেশকে আপনার দেশ কবে স্বীকৃতি দেবে বলে আমরা আশা করতে পারি? জনাব হেইকল জবাব দেন: আশা করছি, অতি শীঘ্রই স্বীকৃতি দেবে। এর আগে থেকেই আমরা আপনাদের সঙ্গে সহযোগিতা করছি বলে জনাব হেইকল মন্তব্য করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন যে মিসর বাংলাদেশের সঙ্গে একটি বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।[১৪৯]

১৯৭৩ সালের ২৯ মে মিসরের রাজধানী কায়রো থেকে ঢাকায় প্রাপ্ত এক খবরে জানা যায়, মিসর বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে। খুব শিগগিরই তারা আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেবে। কায়রো থেকে বার্তা সংস্থা তাস ও এনা এই খবর পরিবেশন করে। ৩০ মে সংবাদপত্রে এই খবর প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম শিরোনামে লিড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'ঢাকাকে মিসরের স্বীকৃতিদানের সিদ্ধান্ত'। এতে লেখা হয়:

> মিসর সরকার বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এ ব্যাপারে খুব শীঘ্রই একটি আনুষ্ঠানিক ঘোষণা প্রদান করা হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। মঙ্গলবার কায়রো থেকে ঢাকায় প্রাপ্ত খবরে এ কথা জানা গেছে। এনার এ খবরে প্রকাশ, মিসর সরকার একজন দূত নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। পরে তাঁর নাম ঘোষণা করা হবে। উল্লেখ্য যে, মিসর এখনও বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি না দিলেও দু-দেশের মধ্যে অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে।
>
> সম্প্রতি মিসরীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ জায়েদ বাংলাদেশ সফর করেন। তাঁর আগে বিশিষ্ট মিসরীয় সাংবাদিক ও আধা সরকারী দৈনিক আল-আহরাম এর সম্পাদক জনাব হাসনায়েন হেইকলও বাংলাদেশ সফর করেন। জনাব হেইকল সম্প্রতি তাঁর পত্রিকায় আরব দেশগুলোর প্রতি বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের সুপারিশ করেছেন। গত বছর দু-দেশের মধ্যে একটি বাণিজ্য চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিটি এখনও বলবৎ রয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে যে মিসর স্বীকৃতির কথা ঘোষণা করলে আরো কয়েকটি আরব দেশ স্বীকৃতিদানে এগিয়ে আসবে।[১৫০]

অবশেষে ১৯৭৩ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর মিসর বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। এই দিন সিরিয়াও স্বীকৃতি দেয় বাংলাদেশকে। জাতীয় সংসদকে একই দিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন এই তথ্য প্রকাশ করেন। বার্তা সংস্থা বাসস, বিপিআই ও এনা এই খবর পরিবেশন করে। পরদিন ১৬ সেপ্টেম্বর সংবাদপত্রে এই খবর প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় পাঁচ কলাম শিরোনামে বক্স ও লিড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'আরব বিশ্বে বাংলাদেশের ব্যাপক কূটনৈতিক সাফল্য : মিসর ও সিরিয়ার স্বীকৃতি'। এতে লেখা হয়:

মিসর ও সিরিয়া গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদান করিয়াছে। গতকাল (শনিবার) অপরাহ্নে জাতীয় সংসদের শারদীয় অধিবেশন শুরু হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডঃ কামাল হোসেন বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে আরব-বিশ্বে বাংলাদেশের এই বিরাট কূটনৈতিক সাফল্যের খবর ঘোষণা করেন। ডঃ কামাল হোসেন বলেন যে, এই দুইটি প্রজাতন্ত্রী আরব দেশ তারযোগে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির সংবাদ জানাইয়াছে। উভয় দেশই ঢাকায় দূতাবাস পর্যায়ে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছে। কায়রো ও দামেস্ক হইতে পৃথক পৃথক ভাবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। অতঃপর অন্যান্য আরব দেশও বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদান করিবে বলিয়া আশা করা হইতেছে। পাকিস্তান যাহাতে মনক্ষুণ্ন না নয়, তজ্জন্য এতদিন এই সব দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানে বিরত থাকে।

দামেস্কের কূটনৈতিক মহল জানান যে, সাম্প্রতিক দিল্লী চুক্তির মাধ্যমে ৯০ হাজার পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দীকে প্রত্যর্পণের ব্যবস্থা হওয়ায় বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের পথ উন্মুক্ত হইয়াছে। আজ দামেস্ক বেতার হইতেও বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের সিদ্ধান্ত প্রচার করা হয়।

কায়রো ও দামেস্কের স্বীকৃতিকে বাংলাদেশ স্বাগত জানাইয়াছে। বাংলাদেশ সরকার মনে করেন যে, ইহার ফলে আরব জাহানের সহিত সম্পর্কের নূতন যুগ সূচিত হইল। পররাষ্ট্র সেক্রেটারী জনাব এনায়েত করিম ইহাকে আরব জাহানের সহিত সম্পর্কের নবযুগ বলিয়া অভিহিত করেন। ইতিপূর্বে ইরাক, দক্ষিণ ইয়ামেন এবং লেবানন- এই ৩টি আরব দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদান করিয়াছে।[১৫১]

দৈনিক বাংলা ও সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটির শিরোনাম ছিল: 'মিসর ও সিরিয়া স্বীকৃতি দিয়েছে'।[১৫২] সংবাদ-এ শিরোনাম ছিল: 'আরব বিশ্বের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে নবযুগের সূচনা : মিসর ও সিরিয়ার স্বীকৃতি'।[১৫৩] আর বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় পাঁচ কলাম শিরোনামে লিড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিলঃ 'Bangabandhu's diplomatic victory in Arab world : Formal recognition by Egypt, Syria'.[১৫৪]

১৯৭৩ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর নাইজার বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। বার্তা সংস্থা রয়টার ও বাসস এই খবর পরিবেশন করে। এই খবরে আরও জানানো হয় যে, সুদানও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে শেষ পর্যন্ত যদিও সুদান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় আরো দুই বছর পর ১৯৭৫ সালের ১৬ আগস্ট। খবরটি ২৫ সেপ্টেম্বর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম রিভার্স শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'সুদান ও নাইজারের স্বীকৃতি'। এতে লেখা হয়:

নাইজার বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিয়াছে বলিয়া গতকাল (সোমবার) নিয়ামীতে নাইজার পররাষ্ট্র দফতর হইতে ঘোষণা করা হয়। সুদান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া গতরাত্রে কায়রোয় শ্রুত ওমদুরমান বেতারের খবরে প্রকাশ।[১৫৫]

বাংলাদেশ অবজারভারেও খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে। শিরোনাম ছিলঃ 'Recognition by Sudan, Niger'.[১৫৬]

গিনি-বিসাউর স্বীকৃতির পূর্বাপর:

জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সংগ্রামরত সকল জনগোষ্ঠীর প্রতি সমর্থনদানে বাংলাদেশ সরকারের ঘোষিত নীতির আলোকে ১৯৭৩ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ নতুন আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র গিনি-বিসাউকে স্বীকৃতি প্রদান করে। ঢাকা থেকে বার্তা সংস্থা বাসস এই খবর পরিবেশন করে। পরদিন ১ অক্টোবর এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সংবাদ-এ খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে লিড আইটেম হিসেবে। শিরোনাম ছিল: 'গিনি-বিসাউর প্রতি বাংলাদেশের স্বীকৃতি'। এই খবরে লেখা হয়:

বাংলাদেশ গতকাল রোববার আনুষ্ঠানিকভাবে পশ্চিম আফ্রিকার নয়া প্রজাতন্ত্র গিনি-বিসাউকে স্বীকৃতিদান করেছে। বাসস গতকাল রোববার এ খবর দিয়েছে। উল্লেখ্য, বিশ্বের এতদঞ্চলের দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশই হচ্ছে একমাত্র দেশ, যে সর্বপ্রথম গিনি-বিসাউকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দান করলো। জাতীয় মুক্তিসংগ্রামেরত বিশ্বের জনগণের প্রতি বাংলাদেশের অকুণ্ঠ সমর্থনদানের কথা সরকার বার বার ঘোষণা করেছেন। প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও বহুবার দেশে এবং বিদেশে একথা ঘোষণা করেছেন। সম্প্রতি অটোয়াতে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ সম্মেলনে এবং আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ ও নয়া উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামেরত মুক্তিকামী জনগণের প্রতি বাংলাদেশের অকুণ্ঠ সমর্থনদানের কথা ঘোষণা করেছেন। নয়া প্রজাতন্ত্র গিনি-বিসাউকে স্বীকৃতিদানের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার তাঁর সেই বহুবিঘোষিত নীতিরই সুস্পষ্ট প্রতিফলন ঘটিয়েছেন।[১৫৭]

বাংলাদেশ গিনিকে স্বীকৃতি প্রদানের ধারাবাহিকতায় তিনদিনের মধ্যে অর্থাৎ ১৯৭৩ সালের ৪ অক্টোবর বাংলাদেশকেও গিনি স্বীকৃতি দেয়। বার্তা সংস্থা বাসস এই খবর পরিবেশন করে। পরদিন ৫ অক্টোবর এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'গিনির স্বীকৃতি'। এই খবরে লেখা হয়:

গিনি সরকার বাংলাদেশকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতিদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। গিনির প্রেসিডেন্ট আহমদ সেকুতুরে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে প্রেরিত এক চিঠিতে তাঁর সিদ্ধান্তের কথা জানান। চিঠিটি গতকাল বৃহস্পতিবার বঙ্গবন্ধুর কাছে পৌঁছে বলে বাসস-এর খবরে বলা হয়।[১৫৮]

সংবাদ ও দৈনিক ইত্তেফাকেও খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। সংবাদ-এ খবরটির শিরোনাম ছিল: 'বাংলাদেশের প্রতি গিনির স্বীকৃতি'।[১৫৯] আর দৈনিক ইত্তেফাকের শিরোনাম ছিল: 'বাংলাদেশের প্রতি গিনির স্বীকৃতি'।[১৬০]

১৯৭৩ সালের ৮ অক্টোবর ক্যামেরুন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। ইয়াউন্দ থেকে বার্তা সংস্থা এএফপি ও বাসস এই খবর পরিবেশন করে। পরদিন ৯ অক্টোবর এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'Cameroun accords recognition'. এই খবরে লেখা হয়:

> Cameroun has decided to recognise Bangladesh and the PRG, a Government communique announced here today, reports AFP. Cameroun had decided to recognise "the Provincial Revolutionary Government as one of the Governments of South Vietnam", the communique said. It said Cameroun would recognise Bangladesh in the same spirit of realism and with the same concern for encouraging the consolidation of peace in the world.[১৬১]

সংবাদ পত্রিকায়ও খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'ক্যামেরুনের স্বীকৃতি'।[১৬২]

জর্দান ১৯৭৩ সালের ১৬ অক্টোবর বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়। মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধে বাংলাদেশ আরবদের সমর্থনদান করার প্রেক্ষাপটে জর্দান এই সিদ্ধান্ত নেয় বলে সরকারীভাবে জানানো হয়। আম্মান থেকে বার্তা সংস্থা এএফপি এই খবর পরিবেশন করে। পরদিন ১৭ অক্টোবর সংবাদপত্রে এই খবর প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'জর্দানের স্বীকৃতি'। এতে লেখা হয়:

> কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ জর্দান বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের সিদ্ধান্ত নিয়াছে। মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধে বাংলাদেশ আরবদের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামে সমর্থন দান করায় জর্দান এই সিদ্ধান্ত নিয়াছে বলিয়া গতরাত্রে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে।[১৬৩]

বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'Jordan accords recognition'.[১৬৪]

১৯৭৩ সালের ২৩ অক্টোবর ডাহোমি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়। কোটানউ থেকে বার্তা সংস্থা এএফপি ও বাসস এই খবর পরিবেশন করে। পরদিন ২৪ অক্টোবর সংবাদপত্রে এই খবর প্রকাশিত হয়। সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'ডাহোমীর স্বীকৃতি'। এতে লেখা হয়:

> ডাহোমীর বিপ্লবী সরকার বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতিদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। গতকাল রাজধানীতে সরকারীভাবে একথা ঘোষণা করা হয়েছে।[১৬৫]

দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'দাহোমীর স্বীকৃতি'।[১৬৬]

১৯৭৩ সালের ৪ নভেম্বর কুয়েত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। কুয়েতের মন্ত্রিসভার বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে বলে বার্তা সংস্থা বাসস ও রয়টার কুয়েত থেকে এই খবর পরিবেশন করে। পরদিন ৫ নভেম্বর সংবাদপত্রে এই খবর প্রকাশিত হয়। সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে বক্স আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'কুয়েতের স্বীকৃতি'। এতে লেখা হয়:

> কুয়েত আজ এক ঘোষণায় বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার কথা জানিয়েছে। খুব শিগগিরই দু'দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হবে বলে ঘোষণায় উল্লেখ করা হয়। গতকাল ইরাকে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত জনাব রশীদ আহমদ ও কুয়েতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব শেখ সাবাহ্ আল আহমদের মধ্যে আলোচনার পর অনুষ্ঠিত কুয়েতের মন্ত্রিসভার বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।[১৬৭]

দৈনিক বাংলা ও দৈনিক ইত্তেফাকেও খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটির শিরোনাম ছিল: 'কুয়েত স্বীকৃতি দিয়েছে'।[১৬৮] আর দৈনিক ইত্তেফাকের শিরোনাম ছিল: 'কুয়েতের স্বীকৃতি'।[১৬৯]

১৯৭৪

ইরান ও তুরস্ক ১৯৭৪ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। তেহরান থেকে বার্তা সংস্থা এপি ও পারস এবং আঙ্কারা থেকে বার্তা সংস্থা এএফপি এই খবর পরিবেশন করে। পরদিন ২৩ ফেব্রুয়ারি সংবাদপত্রে

এই খবর প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'ইরান ও তুরস্কের স্বীকৃতি'। এতে লেখা হয়:

> ইরান আজ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে। সরকার নিয়ন্ত্রিত বার্তা সংস্থা পারস আজ এ খবর ঘোষণা করেছে। উল্লেখ্য, পাকিস্তান আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দেয়া পর্যন্ত ইরান স্বীকৃতিদান স্থগিত রাখে। আজ আংকারা থেকে এএফপি জানিয়েছেন, তুরস্ক সরকারও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আজ এক সরকারী ইশতেহারে একথা বলা হয়।[১৭০]

সংবাদ ও বাংলাদেশ অবজারভারেও খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। সংবাদ-এ খবরটির শিরোনাম ছিল: 'ইরানের স্বীকৃতি : তুরস্ক স্বীকৃতির সিদ্ধান্ত নিয়েছে'।[১৭১] আর বাংলাদেশ অবজারভারের শিরোনাম ছিল: 'Recognition by Iran, Turkey'.[১৭২] একই দিন পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। পাকিস্তানের স্বীকৃতির খবর দৈনিক ইত্তেফাকে প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত হয়। আর ইরান ও তুরস্কের স্বীকৃতির খবরটি পাকিস্তানের স্বীকৃতির খবরের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এর আলাদা শিরোনাম করা হয়নি।[১৭৩]

১৯৭৪ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি নাইজেরিয়া বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। লাগোস থেকে বার্তা সংস্থা এএফপি এই খবর পরিবেশন করে। পরদিন ১ মার্চ সংবাদপত্রে এই খবর প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'নাইজেরিয়া বাংলাদেশকে কার্যত স্বীকৃতি দিয়েছে'। এতে লেখা হয়:

> নাইজেরিয়া বাংলাদেশকে কার্যত স্বীকৃতি দিয়েছে এবং শীগগীর দুটি দেশের মধ্যে রাষ্ট্রদূত বিনিময় হবে। নাইজেরিয়ার বৈদেশিক দফতরের কমিশনার আরিকপো গতকাল একথা বলেছেন। গতকাল আদ্দিস আবাবা রওয়ানা হওয়ার ঠিক আগে বিমান বন্দরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে মি. আরিকপো একথা বলেন।[১৭৪]

দৈনিক ইত্তেফাক, সংবাদ ও বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটির শিরোনাম ছিল: 'নাইজেরিয়ার কার্যত স্বীকৃতি দান'।[১৭৫] সংবাদ-এ শিরোনাম ছিল: 'নাইজিরিয়ার নীতিগত স্বীকৃতি'।[১৭৬] আর বাংলাদেশ অবজারভারের শিরোনাম ছিল: 'Nigeria accords recognition'.[১৭৭]

১৯৭৪ সালের ৪ মার্চ কাতার বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। বার্তা সংস্থা বাসস ও এনা এই খবর পরিবেশন করে। ৬ মার্চ সংবাদপত্রে এই খবর

প্রকাশিত হয়। সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'কাতারের স্বীকৃতি'। এতে লেখা হয়:

> আরবীয় দেশ কাতার গত ৪ঠা মার্চ তারিখে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে বলে গতকাল মঙ্গলবার পররাষ্ট্র দপ্তর সূত্রে বলা হয়। কাতারের আমির খলিফা বিন মোহাম্মদ আলথানী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির কাছে প্রেরিত এক তারবার্তায় এ সিদ্ধান্তের কথা জানান। বাসস'র খবরে একথা বলা হয়।[১৭৮]

দৈনিক ইত্তেফাক ও বাংলাদেশ অবজারভারেও খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটির শিরোনাম ছিল: 'কাতারের স্বীকৃতি'।[১৭৯] বাংলাদেশ অবজারভারের শিরোনাম ছিল: 'Qater recognises Bangladesh'.[১৮০]

১৯৭৪ সালের ১০ মার্চ সংযুক্ত আরব আমিরাত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। আবুধাবি থেকে বার্তা সংস্থা রয়টার, তাস ও বাসস এই খবর পরিবেশন করে। ১১ মার্চ সংবাদপত্রে এই খবর প্রকাশিত হয়। সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'আমীরশাসিত আরব ফেডারেশন স্বীকৃতি দিয়েছে'। এতে লেখা হয়:

> আমীরশাসিত সংযুক্ত আরব ফেডারেশন (ইউএই) গত শনিবার বাংলাদেশের প্রতি স্বীকৃতি ঘোষণা করেছে। ইউএই এর পররাষ্ট্রমন্ত্রী সৈয়দ বিন খুবাশা এই স্বীকৃতিদানের কথা ঘোষণা করে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড: কামাল হোসেনের নিকট এক তারবার্তা পাঠান।[১৮১]

বাংলাদেশ অবজারভারেও খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'United Arab Emirates accord recognition'.[১৮২]

১৯৭৪ সালের ২১ মার্চ কঙ্গো বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। ব্রাজাভিল থেকে বার্তা সংস্থা তাস এই খবর পরিবেশন করে। ২২ মার্চ সংবাদপত্রে এই খবর প্রকাশিত হয়। সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'কঙ্গো বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে'। এতে লেখা হয়:

> কঙ্গো গণপ্রজাতন্ত্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে। প্রজাতন্ত্রের মন্ত্রী পরিষদের এক বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।[১৮৩]

দৈনিক ইত্তেফাক ও বাংলাদেশ অবজারভারেও খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে শিরোনাম ছিল: 'কঙ্গো স্বীকৃতি করিবে'।[১৮৪] বাংলাদেশ অবজারভারের শিরোনাম ছিল: 'Congo recognises Bangladesh'.[১৮৫]

১৯৭৪ সালের ১৭ ডিসেম্বর পর্তুগাল বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। লিসবন থেকে বার্তা সংস্থা এএফপি এই খবর পরিবেশন করে। পরদিন ১৮ ডিসেম্বর সংবাদপত্রে এই খবর প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'পর্তুগাল বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতেছে'। এতে লেখা হয়:

> পর্তুগাল বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের সিদ্ধান্ত নিয়াছে। আজ এখানে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক ইশতাহারে একথা ঘোষণা করা হয়। ইশতাহারে আরো বলা হয় যে, বিশ্বের সকল দেশের সহিত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পর্তুগাল যে নয়া পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করিয়াছে, বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের সিদ্ধান্ত উহারই অংশ।[১৮৬]

দৈনিক বাংলা ও সংবাদ-এও খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় শিরোনাম ছিল: 'পর্তুগালের স্বীকৃতি'।[১৮৭] সংবাদ-এর শিরোনাম ছিল: 'পর্তুগাল বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে'।[১৮৮]

১৯৭৫

নাইরু প্রজাতন্ত্র ১৯৭৫ সালের ২ মার্চ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। নয়াদিল্লী থেকে বার্তা সংস্থা বাসস এই খবর পরিবেশন করে। ৪ মার্চ সংবাদপত্রে এই খবর প্রকাশিত হয়। সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'নাইরু প্রজাতন্ত্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে'। এতে লেখা হয়:

> প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপ নাইরু প্রজাতন্ত্র গতকাল বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে। নাইরু প্রেসিডেন্ট মি: কাম্মার ডি বরাট এখানে অনুষ্ঠিত ইসকাপ সম্মেলনে তার দেশের প্রতিনিধিত্ব করছিলেন। তিনি এখানে উপস্থিত বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতা এবং বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী দেওয়ান ফরিদ গাজীর হাতে তার দেশের স্বীকৃতি দেয়ার পত্রটি দেন। অনুষ্ঠানে নাইরুর প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ রাষ্ট্রপতির ত্রাণ তহবিলে এক লাখ পঞ্চাশ হাজার অষ্ট্রেলীয় ডলারের একটি চেক প্রদান করেন। দেওয়ান ফরিদ গাজী প্রেসিডেন্টের এই খাদ্য সহায়তার জন্য ধন্যবাদ জানান।[১৮৯]

দৈনিক ইত্তেফাক ও বাংলাদেশ অবজারভারেও খবরটি প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত হয় শেষ পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে। শিরোনাম ছিল: 'নাইরু বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়াছে'।[১৯০] বাংলাদেশ অবজারভারে প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে। শিরোনাম ছিল: 'Nauru accords recognition'.[১৯১]

সৌদিআরব ও সুদানের স্বীকৃতির পূর্বাপর:

পঁচাত্তরের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের অব্যবহিত পর ১৯৭৫ সালের ১৬ আগস্ট সুদান ও সৌদিআরব বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। যদিও এই দুই দেশের স্বীকৃতির সম্ভাবনা নিয়ে আরো আগে থেকে খবর প্রকাশিত হয়।

স্বীকৃতি দেয়ার প্রায় দু'বছর আগে সুদান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে এমন খবর প্রকাশিত হয়। ১৯৭৩ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর জাতীয় সংসদে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন জানান যে, সুদান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে। জাতীয় সংসদে ড. কামাল হোসেনের দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে বার্তা সংস্থা বিপিআই এই দিনই সুদানের স্বীকৃতি দেয়ার খবর পরিবেশন করে। পরদিন ২৫ সেপ্টেম্বর সংবাদপত্রে এই খবর প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'সুদানের স্বীকৃতি'। এতে লেখা হয়:

> সুদান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড: কামাল হোসেন গতকাল সোমবার জাতীয় সংসদে সদস্যদের বিপুল করতালির মধ্যে সুদান সরকারের এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন। বিপিআইর খবরে একথা জানানো হয়েছে।[১৯২]

অন্যদিকে সৌদিআরব স্বীকৃতি দেয়ার এক বছর আগে ১৯৭৪ সালের আগস্টে খবর প্রকাশিত হয় যে, খুব শিগগিরই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবে সৌদিআরব। ১৯৭৪ সালের মধ্য আগস্টে জেদ্দায় অনুষ্ঠিত ইসলামী দেশসমূহের অর্থমন্ত্রীদের সম্মেলনে প্রস্তাবিত ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকে বাংলাদেশের সদস্য পদের পক্ষে ভোট দেয় সৌদিআরব। সৌদিআরবের এই ভোট দেয়াকে কেন্দ্র করে পর্যবেক্ষক মহল মনে করে যে, খুব তাড়াতাড়িই সৌদিআরব বাংলাদেশকে স্বীকৃতির ঘোষণা দেবে। ১৯৭৪ সালের ২৩ আগস্ট বার্তা সংস্থা এনা এই খবর পরিবেশন করে। ২৪ আগস্ট এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশ করা হয়। শিরোনাম ছিল: 'সৌদীআরব বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিচ্ছে'। এই খবরে লেখা হয়:

> সৌদীআরব শিগগির বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতিদানের কথা ঘোষণা করতে পারে। গত সপ্তাহে জেদ্দায় সমাপ্ত ইসলামী দেশসমূহের অর্থমন্ত্রীদের সম্মেলনে প্রস্তাবিত ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকে বাংলাদেশের সদস্য পদের পক্ষে ভোট দিয়ে সৌদীআরব কার্যত এ নয়া প্রজাতন্ত্রকে স্বীকৃতি দিয়েছে বলে এখানকার পর্যবেক্ষকেরা মনে করেন।
>
> পর্যবেক্ষকরা বিশ্বাস করেন যে, রিয়াদের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি ঘোষণা এখন কেবলমাত্র সময়ের ব্যাপার। তাঁরা আরো বলেন যে,

> পাকিস্তানের প্রচারণা সত্ত্বেও বাংলাদেশ ও সৌদীআরবের জনগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্বভাব গড়ে উঠার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। ইসলামী উন্নয়ন ব্যাঙ্ক বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তির পক্ষে ভোট দেয়া ছাড়াও বাংলাদেশের বন্যার্তদের জন্য সৌদীআরবের ১ কোটি মার্কিন ডলার (৮ কোটি টাকা) প্রদানে বাংলাদেশের প্রতি সৌদীআরবের নীতির পরিবর্তন প্রতিফলিত হয়েছে।[১৯৩]

তবে শেষ পর্যন্ত ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পটপরিবর্তনের অব্যবহিত পরে সৌদি আরব ও সুদান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। ১৬ আগস্ট সৌদি আরবের রিয়াদ থেকে বার্তা সংস্থা বাসস ও রয়টার এই খবরটি পরিবেশন করে। ১৭ আগস্ট খবরটি সংবাদপত্রে প্রাধান্য লাভ করে। সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায় দৈনিক বাংলায়। দৈনিক বাংলা খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সাত কলাম লিড আইটেম হিসেবে প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল: 'নয়া সরকারের সাথে বাদশাহ খালেদের ইসলামী সংহতি প্রকাশ : সৌদী আরব ও সুদানের স্বীকৃতি'। এই খবরে জানানো হয় : সৌদী আরবের বাদশাহ খালেদ ও সুদানের প্রেসিডেন্ট জাফর নিমেরী বাংলাদেশের নতুন সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং নয়া প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমাদকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। এতে বলা হয়:

> সৌদী আরব ও সুদান বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের নূতন সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে বলে আজ এখানে ঘোষণা করা হয়েছে। বাদশাহ খালেদ ও সৌদী আরব সফররত সুদানের প্রেসিডেন্ট জাফর নিমেরী বাংলাদেশের নয়া রাষ্ট্রপতি খন্দকার মোশতাক আহমাদকে অভিনন্দন জানিয়ে বার্তা প্রেরণ করেছেন বলে সরকারী সূত্রে জানান হয়। ইসলামের পবিত্র স্থানসমূহের রক্ষক বাদশাহ খালেদ তাঁর বার্তায় নতুন সরকারের সাথে দৃঢ়তর ইসলামী সংহতি ঘোষণা এবং বাঙ্গালীদের শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করেছেন।[১৯৪]

বাংলাদেশ অবজারভার খবরটি প্রকাশ করে প্রথম পৃষ্ঠায় পাঁচ কলাম শিরোনামে লিড আইটেম হিসেবে। শিরোনাম ছিল: 'Saudi Arabia, Sudan recognise Bangladesh'.[১৯৫] দৈনিক ইত্তেফাক এই খবর প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম শিরোনামে লিড ও বক্স আইটেম হিসেবে প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল: 'রাষ্ট্রপতি মোশতাকের প্রতি বাদশাহ খালেদ ও প্রেসিডেন্ট নিমেরীর অভিনন্দন : সৌদী আরব ও সুদানের স্বীকৃতি'।[১৯৬]

■■■

তথ্যসূত্র :

১. *সংবাদ*, ১২ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১।
২. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১২ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১।
৩. *দৈনিক বাংলা*, ১২ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১।
৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১২ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১।
৫. *দৈনিক বাংলা*, ১৩ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১।
৬. *সংবাদ*, ১৩ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১।
৭. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৩ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১।
৮. *দৈনিক বাংলা*, ১৪ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১।
৯. *সংবাদ*, ১৪ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১।
১০. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৪ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১।
১১. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৪ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১।
১২. *দৈনিক বাংলা*, ১৭ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১।
১৩. *সংবাদ*, ১৭ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১।
১৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৭ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১।
১৫. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৭ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ৮।
১৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২১ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১।
১৭. *দৈনিক বাংলা*, ২১ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১।
১৮. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২১ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১।
১৯. *দৈনিক বাংলা*, ২১ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১।
২০. *দৈনিক বাংলা*, ২২ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১।
২১. *সংবাদ*, ২২ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১।
২২. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২২ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১।
২৩. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২২ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১।
২৪. *সংবাদ*, ১৭ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১।
২৫. *দৈনিক বাংলা*, ২৪ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১।
২৬. *সংবাদ*, ২৪ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১।
২৭. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৪ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১।
২৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৬ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১।
২৯. *সংবাদ*, ২৬ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ৩।
৩০. *দৈনিক বাংলা*, ২৯ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১।
৩১. *সংবাদ*, ২৯ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১।
৩২. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৯ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১।
৩৩. *সংবাদ*, ১৭ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১।
৩৪. *দৈনিক বাংলা*, ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১।
৩৫. *সংবাদ*, ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১।
৩৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১।
৩৭. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১।
৩৮. *সংবাদ*, ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১।
৩৯. *দৈনিক বাংলা*, ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১।
৪০. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১।
৪১. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১।
৪২. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১।
৪৩. *দৈনিক বাংলা*, ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
৪৪. *সংবাদ*, ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১।
৪৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১।

৪৬. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১।
৪৭. *দৈনিক বাংলা*, ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১।
৪৮. *সংবাদ*, ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১।
৪৯. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১।
৫০. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১।
৫১. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১।
৫২. *সংবাদ*, ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১।
৫৩. *দৈনিক বাংলা*, ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১।
৫৪. *দৈনিক বাংলা*, ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১।
৫৫. *সংবাদ*, ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১।
৫৬. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১।
৫৭. দৈনিক *ইত্তেফাক*, ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১।
৫৮. *সংবাদ*, ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১।
৫৯. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১।
৬০. *সংবাদ*, ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১।
৬১. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১।
৬২. *সংবাদ*, ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১।
৬৩. *দৈনিক বাংলা*, ৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১।
৬৪. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
৬৫. *দৈনিক বাংলা*, ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১।
৬৬. *সংবাদ*, ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১।
৬৭. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১।
৬৮. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১।
৬৯. *দৈনিক বাংলা*, ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১।
৭০. *সংবাদ*, ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১।
৭১. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১ মার্চ ১৯৭২, পৃ. ১।
৭২. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১২ মার্চ ১৯৭২, পৃ. ১।
৭৩. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৪ মার্চ ১৯৭২, পৃ. ১।
৭৪. *সংবাদ*, ১৪ মার্চ ১৯৭২, পৃ. ১।
৭৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৪ মার্চ ১৯৭২, পৃ. ১।
৭৬. *সংবাদ*, ১৭ মার্চ ১৯৭২, পৃ. ১।
৭৭. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২৬ মার্চ ১৯৭২, পৃ. ১।
৭৮. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২৯ এপ্রিল ১৯৭২, পৃ. ১।
৭৯. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৩০ এপ্রিল ১৯৭২, পৃ. ১।
৮০. *সংবাদ*, ১৬ মে ১৯৭২, পৃ. ১।
৮১. *দৈনিক বাংলা*, ১৬ মে ১৯৭২, পৃ. ১।
৮২. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৬ মে ১৯৭২, পৃ. ১।
৮৩. *সংবাদ*, ৩ জুন ১৯৭২, পৃ. ১।
৮৪. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৪ জুন ১৯৭২, পৃ. ১।
৮৫. *সংবাদ*, ২৭ জুন ১৯৭২, পৃ. ১।
৮৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৭ জুন ১৯৭২, পৃ. ১।
৮৭. *দৈনিক বাংলা*, ২৭ জুন ১৯৭২, পৃ. ১।
৮৮. *সংবাদ*, ২৯ জুন ১৯৭২, পৃ. ১।
৮৯. *দৈনিক বাংলা*, ২৯ জুন ১৯৭২, পৃ. ১।
৯০. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২৯ জুন ১৯৭২, পৃ. ১।
৯১. *দৈনিক বাংলা*, ৯ জুলাই ১৯৭২, পৃ. ১।

৯২. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৯ জুলাই ১৯৭২, পৃ. ১।
৯৩. *সংবাদ*, ৯ জুলাই ১৯৭২, পৃ. ১।
৯৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৯ জুলাই ১৯৭২, পৃ. ১।
৯৫. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৩ জুলাই ১৯৭২, পৃ. ১।
৯৬. *সংবাদ*, ২৩ জুলাই ১৯৭২, পৃ. ১।
৯৭. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২৩ জুলাই ১৯৭২, পৃ. ১।
৯৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৩ জুলাই ১৯৭২, পৃ. ১।
৯৯. *সংবাদ*, ২৮ জুলাই ১৯৭২, পৃ. ১।
১০০. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২৮ জুলাই ১৯৭২, পৃ. ১।
১০১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৮ জুলাই ১৯৭২, পৃ. ১।
১০২. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১ আগস্ট ১৯৭২, পৃ. ১।
১০৩. *সংবাদ*, ১ আগস্ট ১৯৭২, পৃ. ১।
১০৪. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১ আগস্ট ১৯৭২, পৃ. ১।
১০৫. *দৈনিক বাংলা*, ১ আগস্ট ১৯৭২, পৃ. ১।
১০৬. *বাংলদেশ অবজারভার*, ২ আগস্ট ১৯৭২, পৃ. ১।
১০৭. *দৈনিক বাংলা*, ৬ আগস্ট ১৯৭২, পৃ. ১।
১০৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৬ আগস্ট ১৯৭২, পৃ. ১।
১০৯. *সংবাদ*, ৬ আগস্ট ১৯৭২, পৃ. ১।
১১০. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৬ আগস্ট ১৯৭২, পৃ. ১।
১১১. *দৈনিক বাংলা*, ৯ *আগস্ট* ১৯৭২, পৃ. ১।
১১২. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৯ *আগস্ট* ১৯৭২, পৃ. ১।
১১৩. *সংবাদ*, ৯ *আগস্ট* ১৯৭২, পৃ. ১।
১১৪. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৯ *আগস্ট* ১৯৭২, পৃ. ১।
১১৫. *দৈনিক বাংলা*, ১৭ *আগস্ট* ১৯৭২, পৃ. ১।
১১৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৭ *আগস্ট* ১৯৭২, পৃ. ১।
১১৭. *সংবাদ*, ১৭ *আগস্ট* ১৯৭২, পৃ. ১।
১১৮. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৭ *আগস্ট* ১৯৭২, পৃ. ১।
১১৯. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২৭ *আগস্ট* ১৯৭২, পৃ. ১।
১২০. *দৈনিক বাংলা*, ২৭ *আগস্ট* ১৯৭২, পৃ. ১।
১২১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৭ *আগস্ট* ১৯৭২, পৃ. ১।
১২২. *সংবাদ*, ২৭ *আগস্ট* ১৯৭২, পৃ. ১।
১২৩. *সংবাদ*, ২৬ নভেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১।
১২৪. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২৬ নভেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১।
১২৫. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৯ ডিসেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১।
১২৬. *সংবাদ*, ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩, পৃ. ১।
১২৭. *দৈনিক বাংলা*, ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩, পৃ. ১।
১২৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩, পৃ. ১।
১২৯. *দৈনিক বাংলা*, ২৯ মার্চ ১৯৭৩, পৃ. ১।
১৩০. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৯ মার্চ ১৯৭৩, পৃ. ১।
১৩১. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২৯ মার্চ ১৯৭৩, পৃ. ১।
১৩২. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৪ জুলাই ১৯৭৩, পৃ. ১।
১৩৩. *দৈনিক বাংলা*, ১৪ জুলাই ১৯৭৩, পৃ. ১।
১৩৪. *সংবাদ*, ১৪ জুলাই ১৯৭৩, পৃ. ১।
১৩৫. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৪ জুলাই ১৯৭৩, পৃ. ১।
১৩৬. *সংবাদ*, ১৬ জুলাই ১৯৭৩, পৃ. ১।
১৩৭. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৮ জুলাই ১৯৭৩, পৃ. ১।

১৩৮. *দৈনিক বাংলা*, ১৮ জুলাই ১৯৭৩, পৃ. ১।
১৩৯. *সংবাদ*, ১৮ জুলাই ১৯৭৩, পৃ. ১।
১৪০. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৮ জুলাই ১৯৭৩, পৃ. ১।
১৪১. *সংবাদ*, ৩ আগস্ট ১৯৭৩, পৃ. ১।
১৪২. *দৈনিক বাংলা*, ৩ আগস্ট ১৯৭৩, পৃ. ১।
১৪৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩ আগস্ট ১৯৭৩, পৃ. ১।
১৪৪. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৩ আগস্ট ১৯৭৩, পৃ. ১।
১৪৫. *সংবাদ*, ২৫ আগস্ট ১৯৭৩, পৃ. ১।
১৪৬. *দৈনিক বাংলা*, ২৫ আগস্ট ১৯৭৩, পৃ. ১।
১৪৭. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৫ আগস্ট ১৯৭৩, পৃ. ১।
১৪৮. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২৫ আগস্ট ১৯৭৩, পৃ. ১।
১৪৯. *দৈনিক বাংলা*, ২৮ জানুয়ারি ১৯৭৩, পৃ. ১।
১৫০. *দৈনিক বাংলা*, ৩০ মে ১৯৭৩, পৃ. ১।
১৫১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩, পৃ. ১।
১৫২. *দৈনিক বাংলা*, ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩, পৃ. ১।
১৫৩. *সংবাদ*, ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩, পৃ. ১।
১৫৪. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩, পৃ. ১।
১৫৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩, পৃ. ১।
১৫৬. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩, পৃ. ১।
১৫৭. *সংবাদ*, ১ অক্টোবর ১৯৭৩, পৃ. ১।
১৫৮. *দৈনিক বাংলা*, ৫ অক্টোবর ১৯৭৩, পৃ. ১।
১৫৯. *সংবাদ*, ৫ অক্টোবর ১৯৭৩, পৃ. ১।
১৬০. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৫ অক্টোবর ১৯৭৩, পৃ. ১।
১৬১. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৯ অক্টোবর ১৯৭৩, পৃ. ১।
১৬২. *সংবাদ*, ৯ অক্টোবর ১৯৭৩, পৃ. ১।
১৬৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৭ অক্টোবর ১৯৭৩, পৃ. ১।
১৬৪. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৭ অক্টোবর ১৯৭৩, পৃ. ১।
১৬৫. *সংবাদ*, ২৪ অক্টোবর ১৯৭৩, পৃ. ১।
১৬৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৪ অক্টোবর ১৯৭৩, পৃ. ১।
১৬৭. *সংবাদ*, ৫ নভেম্বর ১৯৭৩, পৃ. ১।
১৬৮. *দৈনিক বাংলা*, ৫ নভেম্বর ১৯৭৩, পৃ. ১।
১৬৯. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৫ নভেম্বর ১৯৭৩, পৃ. ১।
১৭০. *দৈনিক বাংলা*, ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, পৃ. ১।
১৭১. *সংবাদ*, ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, পৃ. ১।
১৭২. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, পৃ. ১।
১৭৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, পৃ. ১
১৭৪. *দৈনিক বাংলা*, ১ মার্চ ১৯৭৪, পৃ. ১।
১৭৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১ মার্চ ১৯৭৪, পৃ. ১।
১৭৬. *সংবাদ*, ১ মার্চ ১৯৭৪, পৃ. ১।
১৭৭. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১ মার্চ ১৯৭৪, পৃ. ১।
১৭৮. *সংবাদ*, ৬ মার্চ ১৯৭৪, পৃ. ১।
১৭৯. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৬ মার্চ ১৯৭৪, পৃ. ১।
১৮০. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৬ মার্চ ১৯৭৪, পৃ. ১।
১৮১. *সংবাদ*, ১১ মার্চ ১৯৭৪, পৃ. ১।
১৮২. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১১ মার্চ ১৯৭৪, পৃ. ১।
১৮৩. *সংবাদ*, ২২ মার্চ ১৯৭৪, পৃ. ১।

১৮৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২২ মার্চ ১৯৭৪, পৃ. ১।
১৮৫. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২২ মার্চ ১৯৭৪, পৃ. ১।
১৮৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৮ ডিসেম্বর ১৯৭৪, পৃ. ১।
১৮৭. *দৈনিক বাংলা*, ১৮ ডিসেম্বর ১৯৭৪, পৃ. ১।
১৮৮. *সংবাদ*, ১৮ ডিসেম্বর ১৯৭৪, পৃ. ১।
১৮৯. *সংবাদ*, ৪ মার্চ ১৯৭৫, পৃ. ১।
১৯০. *দৈনিক ইত্তেফাকে*, ৪ মার্চ ১৯৭৫, পৃ. ৮।
১৯১. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৪ মার্চ ১৯৭৫, পৃ. ১।
১৯২. *দৈনিক বাংলা*, ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩, পৃ. ১।
১৯৩. *সংবাদ*, ২৪ আগস্ট ১৯৭৪, পৃ. ১।
১৯৪. *দৈনিক বাংলা*, ১৭ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১।
১৯৫. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৭ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১।
১৯৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৭ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ১।

পঞ্চম অধ্যায়

পাঁচ বৃহৎ শক্তির স্বীকৃতিসংশ্লিষ্ট রিপোর্ট

মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকেই বৃহৎ শক্তিবর্গ সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল। এই বৃহৎ শক্তিগুলো হচ্ছে: যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও চীন। যে সোভিয়েত ইউনিয়নের কথা এখানে বলা হচ্ছে, পৃথিবীর মানচিত্রে এই নামে কোনো দেশের অস্তিত্ব এখন আর নেই। ১৯৯১ সালের পর সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে ১৫টি স্বাধীন রাষ্ট্র হয়েছে। তবে গবেষণার অন্তর্ভুক্তির সময় সোভিয়েত ইউনিয়নসহ অন্য চারটি রাষ্ট্র জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য ছিল। স্বাধীনতা অর্জনের পর স্বাভাবিকভাবেই এই রাষ্ট্রগুলোর স্বীকৃতি পাওয়া বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল।

এই রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৭২ সালের ২৪ জানুয়ারি। সোভিয়েত ইউনিয়ন স্বীকৃতি দেয়ার দশদিন পর ১৯৭২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় ইংল্যান্ড। ইংল্যান্ড স্বীকৃতি দেয়ার সাতদিন পর তৃতীয় দেশ হিসেবে ১৯৭২ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি স্বীকৃতি প্রদান করে ফ্রান্স। এর প্রায় দুইমাস পর ১৯৭২ সালের ৪ এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। চীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় সব শেষে ১৯৭৫ সালের ৩১ আগস্ট।

সোভিয়েত ইউনিয়ন:

১৯৭২ সালের ২৪ জানুয়ারি তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। বার্তা সংস্থা বাসস এই খবর পরিবেশন করে। পরদিন ২৫ জানুয়ারি গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সবকটি পত্রিকায় খবরটি গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়। তবে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব লাভ করে দৈনিক বাংলায়। এই পত্রিকায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে বক্স আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে'। এই খবরে লেখা হয়:

> সোভিয়েট ইউনিয়ন আনুষ্ঠানিকভাবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করেছে। গতকাল সোমবার মাঝ রাতে এক ঘোষণায় এই আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতিদানের কথা জানানো হয়। বাসস'র খবরে প্রকাশ, বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যে সোভিয়েট ইউনিয়নই প্রথম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করলো। এ যাবত আর যেসব দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে, সেগুলো হচ্ছে, ভারত, ভুটান, পূর্ব

> জার্মানী, পোল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, বারবাডোস, ডেনমার্ক, সুইডেন, মঙ্গোলিয়া, নেপাল, নরওয়ে, যুগোশ্লাভিয়া, বুলগেরিয়া ও বর্মা। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সোভিয়েট ইউনিয়ন বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে ব্যাপক নৈতিক ও বৈষয়িক সাহায্য দিয়েছে। প্রথম দিকে সোভিয়েট ইউনিয়ন ও ভারতই বাংলাদেশের জনগণের দাবী সমর্থন করে।
>
> বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েট ইউনিয়ন নতুন জাতিকে নৈতিক ও বৈষয়িক সাহায্য দেবার কথা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করে। পাকিস্তানের কারাগার থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্ত করার ব্যাপারে সোভিয়েট ইউনিয়নই প্রধান ভূমিকা পালন করে।
>
> সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট পোদগর্নিই হচ্ছেন বিশ্বের পঞ্চম রাষ্ট্রপ্রধান যিনি বাংলাদেশের জনগণের ইচ্ছানুযায়ী এই এলাকায় একটি শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক সমাধানের জন্য পাকিস্তানের সাবেক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের কাছে চিঠি লিখেন। প্রেসিডেন্ট পোদগর্নি বাংলাদেশে রাজনৈতিক মীমাংসার জন্য চাপ দিয়ে পাকিস্তানের সাবেক প্রেসিডেন্টকে দুটি চিঠি লিখেন। বাংলাদেশের সমর্থনে সারা সোভিয়েট ইউনিয়নে জনগণ সভা-সমিতি ও সমাবেশের আয়োজন করে।
>
> **পপোড টাঙ্গাইলে গিয়ে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন:** বাসস-এর খবরে বলা হয় ঢাকাস্থ সোভিয়েট মিশনের প্রধান মিঃ পপোড গতকাল সোমবার বিকেলে টাংগাইলে গিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। মিঃ পপোড তার সরকারের কাছ থেকে প্রধানমন্ত্রীর জন্য একটা বাণী নিয়ে গিয়েছিলেন বলে জানা গেছে। পরে সোভিয়েট মিশন প্রধান বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে একটি হেলিকপ্টারে করে ঢাকায় ফিরে আসেন।[১]

দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম শিরোনামে লিড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'সোভিয়েত স্বীকৃতি'। এতে লেখা হয়:

> বিশ্বের দুইটি মহাশক্তির অন্যতম মহান সোভিয়েট ইউনিয়ন স্বাধীন, সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি প্রদান করিয়াছে বলিয়া গতকাল (সোমবার) মধ্যরাত্রে (মস্কো সময় রাত্র ৮টা) ঘোষণা করা হয়।
>
> ইতিপূর্বে যেসব দেশ বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করিয়া লয় তাহারা হইতেছে : ভারত, ভুটান, পূর্ব জার্মানী, পোল্যাণ্ড, অষ্ট্রিয়া, ডেনমার্ক, সুইডেন, মঙ্গোলিয়া, নেপাল, নরওয়ে, যুগোশ্লাভিয়া, বুলগেরিয়া ও বার্মা। সুপ্রিম সোভিয়েটের চেয়ারম্যান এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন মন্ত্রী পরিষদের চেয়ারম্যান বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর নিকট প্রেরিত এক বাণীতে বলেন: সোভিয়েট ইউনিয়ন

অবিলম্বে বাংলাদেশের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করিতে এবং কূটনৈতিক প্রতিনিধি বিনিময় করিতে প্রস্তুত। সোভিয়েট নেতৃদ্বয় বাংলাদেশের জনগণের শান্তি, উন্নতি ও অগ্রগতি কামনা করিয়া আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান এবং আশা প্রকাশ করেন, স্বীয় সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন রাখিতে এবং শান্তিপূর্ণ গণপ্রজাতন্ত্রী দেশ হিসাবে নিজেকে গড়িয়া তুলিতে বাংলাদেশ সফল হইবে। আর বাংলাদেশ ও সোভিয়েট ইউনিয়নের ক্রমবর্ধমান সৌহার্দ্য সহায়ক হইবে, বিশ্বশান্তিকে শক্তিশালী করিয়া তুলিবে।

আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা: বাংলাদেশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আবদুস সামাদ আজাদ সোভিয়েট ইউনিয়নের স্বীকৃতিকে একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তিনি বলেন, অত্যন্ত স্বাভাবিক পথেই মহান সোভিয়েট ইউনিয়ন আমাদের প্রাপ্য স্বীকৃতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। ইহার জন্য বাংলাদেশ সরকার এবং জনসাধারণ অত্যন্ত আগ্রহের সহিত অপেক্ষা করিতেছিল। বাংলাদেশের সরকার এবং জনসাধারণের পক্ষ হইতে আমি সোভিয়েট সিদ্ধান্তের প্রতি অভিনন্দন জানাই এবং সোভিয়েট জনগণ ও তাঁহাদের সরকারের প্রতি জানাই আমাদের কৃতজ্ঞতা।[২]

সংবাদেও খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম শিরোনামে লিড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'সোভিয়েটের স্বীকৃতি'। এতে লেখা হয়:

সোভিয়েত ইউনিয়ন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি প্রদান করিয়াছে বলিয়া আজ মধ্যরাত্রে ঘোষণা করা হয়। বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নই প্রথম বাংলাদেশকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি প্রদান করিল। অন্যান্য দেশ যাহারা এ পর্যন্ত স্বীকৃতি প্রদান করিয়াছে, তাহারা হইতেছে ভারত, ভুটান, জার্মান গণপ্রজাতন্ত্র, পোল্যান্ড, অষ্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, বারবাদোস, ডেনমার্ক, সুইডেন, মঙ্গোলিয়া, নেপাল, নরওয়ে, যুগোশ্লাভিয়া, বুলগেরিয়া ও বার্মা।

সুপ্রিম সোভিয়েতের চেয়ারম্যান এবং সোভিয়েতের মন্ত্রী মণ্ডলীর চেয়ারম্যান বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর নিকট প্রেরিত এক বাণীতে বলেন যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ও দুই দেশে কূটনৈতিক প্রতিনিধি বিনিময় করিতে প্রস্তুত রহিয়াছে। সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশের জনগণের শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করেন এবং আশা করেন যে, তাহারা বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব সংহত ও শান্তিপূর্ণ গণপ্রজাতন্ত্র নির্মাণের কাজে সাফল্য লাভ করিবে।

সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, বাংলাদেশ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে ফলপ্রসূ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গভীরতর হইবে এবং বিশ্বশান্তি জোরদার করার কাজে সাহায্য করিবে। এখানে

উল্লেখযোগ্য যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন শুরু হইতেই বাংলাদেশের পাশে রহিয়াছে। বাংলাদেশে পাক বাহিনীর বর্বরতা শুরুর মাত্র কয়েক দিন পরেই সোভিয়েত ইউনিয়ন ইহার নিন্দা করে ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মুক্তি দাবী করে। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে পর পর ৩ বার ভেটো প্রয়োগ করিয়া বাংলাদেশের বিরুদ্ধে পরিচালিত পিণ্ডি-পিকিং-ওয়াশিংটনের চক্রান্তকে বানচাল করিয়া দেয়। দেশ শত্রুমুক্ত হওয়ার পরও সোভিয়েত ইউনিয়ন রিলিফ ও পুনর্বাসন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজে সক্রিয় সহযোগিতার হস্ত সম্প্রসারিত করে। ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকে তাঁহারা অভিনন্দন জানাইয়া বাণী প্রেরণ করেন।[৩]

অন্যদিকে বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে বক্স আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'USSR accords recognition.'[৪]

বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ায় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দকে অভিনন্দন জানান। এই খবর ১৯৭২ সালের ২৬ জানুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'সোভিয়েত স্বীকৃতি সহযোগিতার দ্বার উন্মোচিত করিয়াছে : বঙ্গবন্ধু'। নিজস্ব বার্তা পরিবেশক প্রদত্ত এই খবরে লেখা হয়:

গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান করায় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সোভিয়েত সরকার, নেতৃবৃন্দ ও জনগণের প্রতি অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। গতকাল (মঙ্গলবার) এক বিবৃতিতে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই নূতন দেশকে স্বীকৃতিদানের মাধ্যমে পরস্পরের সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধা এবং অপরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার নীতির ভিত্তিতে উভয় দেশের মধ্যে সহযোগিতার এক বিপুল সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হইয়াছে।

বাংলাদেশ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন উপলক্ষে পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আবদুস সামাদ আজাদ প্রধানমন্ত্রীর উক্ত বিবৃতিটি পাঠ করেন। বঙ্গবন্ধু তাঁহার বিবৃতিতে দৃঢ় আশা পোষণ করেন যে, বাংলাদেশ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্পর্ক পারস্পরিক স্বার্থের অনুকূলে গড়িয়া উঠিতে থাকিবে। বাংলাদেশের প্রতি সোভিয়েত স্বীকৃতিকে তিনি বাংলাদেশের জনগণ, সরকার এবং তাঁহার নিজের কাছে অত্যন্ত আনন্দের বিষয় বলিয়া উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, সোভিয়েত ইউনিয়নের সরকার ও জনগণের সঠিক সিদ্ধান্ত এবং সংগ্রামের দিনগুলিতে তাঁহাদের নৈতিক ও রাজনৈতিক সমর্থন আমাদের শক্তির বিরাট উৎস ছিল।[৫]

ইংল্যান্ড:

ইংল্যান্ড বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদান করে ১৯৭২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি। তবে স্বীকৃতির প্রক্রিয়া শুরু হয় জানুয়ারির শেষ সপ্তাহ থেকেই। ১৯৭২ সালের ২২ জানুয়ারি বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের তারিখ নির্ধারণের জন্য আলোচনার উদ্দেশ্যে ইংল্যান্ডসহ ছয়টি দেশের প্রতিনিধিরা লুক্সেমবার্গে বৈঠক করে। প্যারিস থেকে বার্তা সংস্থা এএফপি এই খবর পরিবেশন করে। পরদিন ২৩ জানুয়ারি এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'Britain, the Six setting date for recognition'. এই খবরে লেখা হয়:

> Representatives of the Six and Britain met last Friday in Luxembourg to discuss recognition of Bangladesh a reliable source said here yesterday, reports AFP. The source said they were considering setting a date when they would recognise the new state.
>
> This would show Pakistan that the action was simply a recognition of a de facto situation and was not directed against her. The Pakistan Government would find it very difficult to break off diplomatic relations with every country recognising Bangladesh. An authoritative source said that the Six and Britain would not necessarily announce the recognition simultaneously.[৬]

১৯৭২ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ সফররত বৃটিশ পার্লামেন্ট সদস্য ও শ্রমিক দলের ডেপুটি নেতা রয় জেনকিন্স জানান, তাঁর দেশ নীতিগতভাবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। খুব শিগগিরই আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয়া হবে। ২৮ ফেব্রুয়ারি বার্তা সংস্থা বাসস পরিবেশিত খবরে এই তথ্য প্রকাশ করা হয়। ২৯ ফেব্রুয়ারি এই খবরটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় হাঙ্গেরী ও সাইপ্রাসের স্বীকৃতির খবরের সঙ্গে। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'হাঙ্গেরী ও সাইপ্রাসের স্বীকৃতি : বৃটেনসহ ক'মার্কেট সদস্যদের নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ'। এই খবরে লেখা হয়:

> গতকাল (শুক্রবার) ঢাকায় বিএসএস পরিবেশিত এক খবরে জানা গিয়াছে যে, হাঙ্গেরী ও সাইপ্রাস বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করিয়াছে।
>
> এদিকে বর্তমানে ব্রুসেলস বৈঠকে যোগদানরত সাধারণ বাজারভুক্ত ৬টি দেশ এবং বৃটেনও বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের ব্যাপারে নীতিগতভাবে সম্মত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। গত বৃহস্পতিবার বিবিসি'র এক খবরে সাধারণ বাজারের মূল ৬টি সদস্য দেশের স্বীকৃতিদানের সিদ্ধান্তের কথা বলা হইলেও উক্ত বৈঠকে ৭ম নূতন সদস্য বৃটেন অংশগ্রহণ করিয়াছে কিনা তাহা সুস্পষ্টভাবে বলা হয় নাই।
>
> তবে গত বৃহস্পতিবার বৃটিশ পার্লামেন্ট সদস্য ও শ্রমিক দলের ডেপুটি নেতা মি: রয় জেনকিন্স ঢাকায় জানান যে, বৃটিশ সরকারও নীতিগতভাবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। এ ব্যাপারে তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, অতি সত্বরই বৃটিশ স্বীকৃতি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষিত হইবে।
>
> পক্ষান্তরে সাধারণ বাজারভুক্ত মূল ৬টি দেশ পুনরায় শুক্রবার রাতে আরেকদফা মিলিত হইবে এবং উহাতে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি ঘোষণার সময় নির্ধারণ করার সম্ভাবনা রহিয়াছে। বৃটিশ পার্লামেন্ট সদস্য মি: জেকিন্স ঢাকা হইতে কলিকাতায় পৌঁছিয়া জানান যে, তিনি বৃটেনে ফিরিয়া প্রধানমন্ত্রী হীথকে বাংলাদেশের বিষয় অবহিত করিবেন। ঢাকায় তিনি বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর সহিত বৈঠকে মিলিত হন।
>
> মি: জেনকিন্স কলিকাতায় বলেন যে, বাংলাদেশের কমনওয়েলথভুক্ত হওয়া উচিত। তিনি আরও বলেন যে, বর্তমানে বাংলাদেশের আশু সমাধানের জন্য ৩টি সমস্যা রহিয়াছে এবং সেইগুলি হইতেছে পরিবহন, খাদ্য ও আশ্রয়।
>
> **কানাডা ও কতিপয় পশ্চিম ইউরোপীয় দেশ**
>
> অটোয়া হইতে ইউপিআই পরিবেশিত এক খবরে বলা হয় : কানাডার পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান যে, কানাডা ও কতিপয় পশ্চিম ইউরোপীয় দেশ শীঘ্রই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের কথা ঘোষণা করিবে। তিনি উল্লেখ করেন যে, কানাডা, বৃটেন, কমনওয়েলথভুক্ত কতিপয় দেশ এবং কতিপয় স্কেণ্ডেনেভীয় দেশ ও পশ্চিম ইউরোপীয় দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের ব্যাপারে সম্মত হইয়াছে।
>
> **বাংলাদেশ পররাষ্ট্রমন্ত্রীর অভিনন্দন**
>
> হাঙ্গেরী ও সাইপ্রাস গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করায় পররাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আবদুস সামাদ আজাদ উক্ত দুইটি দেশের সিদ্ধান্তকে অভিনন্দিত করিয়া এক বিবৃতি প্রদান করেন।[৭]

১৯৭২ সালের ৩০ জানুয়ারি ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার ঘোষণা দেয় এবং তাদের এই সিদ্ধান্তের কথা পাকিস্তানকে জানিয়ে দেয়। প্রতিবাদে কমনওয়েলথের সদস্যপদ ত্যাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে পাকিস্তান। ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লী থেকে বার্তা সংস্থা পিটিআই এবং রেডিও পাকিস্তান এই খবর পরিবেশন করে। ৩১ জানুয়ারি এই খবর দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম শিরোনামে লিড

আইটেম হিসেবে খবরটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: ‘প্রতিবাদে’ পাকিস্তান কমনওয়েলথের সাথে ২৪ বছরের সম্পর্ক ছিন্ন করেছে : বৃটেন, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ডের স্বীকৃতি দেবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা’। এতে লেখা হয়:

> পাকিস্তান গোস্বা করে কমনওয়েলথ ছেড়ে দিয়েছে। কমনওয়েলথের তিনটি প্রধান সদস্য দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়ায় পাকিস্তানের এই অভিমান। এ তিনটি দেশ হচ্ছে: বৃটেন, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড। তিনটি দেশই তাদের এই সিদ্ধান্তের কথা পাকিস্তানকে জানিয়ে দিয়েছে।
>
> অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড আগামীকালই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিচ্ছে। বৃটেনও “শীঘ্রই” স্বীকৃতি দেবে বলে স্থির করেছে।
>
> আজ সন্ধ্যায় পাকিস্তান বেতারের এক বিশেষ ঘোষণায় একথা জানানো হয়। বলা হয়: উক্ত তিনটি দেশ বিশেষ করে বৃটেন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তার প্রতিবাদেই পাকিস্তান কমনওয়েলথের সাথে ২৪ বছরের পুরনো সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়েছে।
>
> পাকিস্তানের এই ঘোষণায় অবশ্য কোন মহলে বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়নি। কেননা সম্পর্কচ্ছেদের এই ব্যাপারটাকে পাকিস্তান আজকাল একটা ফ্যাশনেই পরিণত করেছে। বাংলাদেশকে যারাই স্বীকৃতি দিচ্ছে পাকিস্তান তাদের সাথেই সম্পর্ক ছিন্ন করছে। কমনওয়েলথ ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জনাব ভুট্টো আগেই এক হুমকি দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, বৃটেন বা কমনওয়েলথের অন্য কোন সদস্য দেশ যদি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়, তাহলে পাকিস্তান কমনওয়েলথ ত্যাগ করবে।
>
> পাকিস্তান বেতারের ঘোষণায় পাকিস্তান সরকারের তরফ থেকে অভিযোগ করা হয় যে, কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলো বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়ে পাকিস্তানের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করেছে। পাকিস্তানের জনগণের ইচ্ছানুযায়ীই কমনওয়েলথের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা হয়েছে বলেও পাক বেতার জানায়।
>
> এদিকে জনাব ভুট্টোর সাথে আলোচনার জন্য কমনওয়েলথ সেক্রেটারী জেনারেল আর্নল্ড স্মিথ রাওয়ালপিন্ডি গেছেন। কিন্তু রাওয়ালপিন্ডি যাওয়ার পর পরই পাকিস্তান কমনওয়েলথ ত্যাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে।
>
> অপর এক খবরে প্রকাশ, বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার এ্যালেক ডগলাস হিউম শীঘ্রই বৃটিশ পার্লামেন্টে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের কথা ঘোষণা করবেন।
>
> কমনওয়েলথের অপর বিশিষ্ট সদস্যদেশ কানাডাও আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে পারে বলে জানা গেছে।

> পিটিআই জানায় যে, ফিজি ও দ্বীপ রাজ্য টোঙ্গা বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এনা জানাচ্ছে: ক্যাম্বোডিয়াও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। নয়াদিল্লীতে অবস্থানকারী কম্বোডীয় চার্জ দ্যা এফেয়ার্স আজ এখানকার বাংলাদেশ মিশনের প্রধানের কাছে এক নোট দিয়েছেন। এতে কম্বোডীয় সরকার শীঘ্রই বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দিচ্ছেন বলে জানানো হয়েছে।[৮]

১৯৭২ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি লুক্সেমবার্গ ও নয়াদিল্লী থেকে বার্তা সংস্থা ইউএনআই, ইউপিআই, পিটিআই ও রয়টার পরিবেশিত খবরে জানানো হয়, পরদিন ৪ ফেব্রুয়ারি ইংল্যান্ড ও পশ্চিম জার্মানি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করবে। পরদিন ৪ ফেব্রুয়ারি এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: ‘গণপ্রজাতন্ত্রী স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতি আজ বৃটেন ও প. জার্মানীর স্বীকৃতি : নীতিগতভাবে জাপানও’। এই খবরে লেখা হয়:

> লুক্সেমবার্গ ও নয়াদিল্লী হইতে পরিবেশিত সংবাদে বলা হয় যে, বৃটেন ও পশ্চিম জার্মানী আজ (শুক্রবার) বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের কথা ঘোষণা করিবে। এদিকে জাপানও এই নবজাত দেশকে নীতিগতভাবে স্বীকৃতি দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া টোকিও হইতে জানা গিয়াছে।
>
> গতকাল লুক্সেমবার্গে ইউরোপীয় সাধারণ বাজারের এক বৈঠকে ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী, ইটালী, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড ও লুক্সেমবার্গ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। নয়াদিল্লীর এক খবরে প্রকাশ, আজই বন সরকার এই স্বীকৃতি দিবে এবং উহার পর এক এক করিয়া অন্য দেশগুলিও এই পথ অনুসরণ করিবে।
>
> লুক্সেমবার্গে কমনমার্কেট সূত্রে আরও জানা গিয়াছে যে, খুব সম্ভবতঃ বৃটেনও আজ স্বীকৃতি দিবে। টোকিওতে জাপান পররাষ্ট্র অফিসের ডিরেক্টর জেনারেল বলেন, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের জন্য তাঁহার সরকার নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন, এখন আনুষ্ঠানিক ঘোষণা শুধু সময়ের প্রশ্ন।
>
> ষ্টকহোমের এক খবরে প্রকাশ, পাঁচটি নরডিক দেশ (সুইডেন, ডেনমার্ক, নরওয়ে, ফিনল্যাণ্ড ও আইসল্যাণ্ড) শীঘ্রই বাংলাদেশকে তাহাদের স্বীকৃতির কথা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করিতেছে। সুইডেন ও ডেনমার্ক ইতিপূর্বেই নীতিগতভাবে এই স্বীকৃতি প্রদান করিয়াছে।[৯]

অবশেষে ১৯৭২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি ইংল্যান্ডসহ ১০টি দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। ৫ ফেব্রুয়ারি এই খবর সংবাদপত্রে গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়। খবরটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে বাংলাদেশ অবজারভার। এই পত্রিকায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনাম

হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'Steps being taken for C. wealth membership : Mujib : Recognition by UK 9 others'. বার্তা সংস্থা বাসস, এএফপি ও রয়টার পরিবেশিত এই খবরে লেখা হয়:

> Britain and nine other countries announced on Friday their formal recognition to the People's Republic of Bangladesh, report BSS AFP and Reuter.
>
> Simultaneous announcements in London, Bonn, Oslo, Stockholm, Copenhagen, Helsinki, Vienna, Dublin, Reykjavik and Jerusalem said the British, West German, Norwegian, Swedish, Denish, Finnish Austrian, Irish Icelandic and Israeli Governments had accorded recognition to Bangladesh.
>
> Britain is the second major power to recognise Bangladesh. The first major power to give diplomatic recognition to the Republic was Soviet Union. Prime Minister Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, in a Press statement on the recognition of Bangladesh by the British Government stated on Friday that Bangladesh Government is taking necessary steps for establishing diplomatic relations with Britain and for membership of the Commonwealth which is Multi-racial and multi-national organisation.
>
> Bangabandhu said: "I have received a message from the British Prime Minister Mr. Edward Heath informing me that Great Britain have decided today to accord recognition to my Government and the State of Bangladesh. We are indeed happy to receive recognition from a country like Great Britain which has been a cradle of democratic values and basic human rights.
>
> "We are taking steps to establish diplomatic relations with Britain as early as possible. We are also adopting necessary diplomatic measures to become a member of the Commonwealth which is a multi-racial association of nations covering all the continents.
>
> On behalf of my government and people and on my own behalf, I convey warm greetings and felicitation to the Government and freedom loving people of Great Britain. The message from Edward Heath to Sheikh Mujibur Rahman said.
>
> "I am glad to be able to inform your Excellency that her Majesty's Government have today recognised your Government and the State of Bangladesh. Please accept my own personal good wishes and my sincere thanks for your Excellency's message to me of 31 January. I look forward to working with you for the strengthening of the good relations

> which already exist between our two peoples. I am sure that your Government will do everything it can to promote peace and good relations with the other countries of the Subcontinent. I can assure you of our strong support in this. The announcement of British recognition to Bangladesh was made at 5 p.m. Bangladesh time.
>
> Earlier in the day Mr. R.T. Britten, Chief of British Mission in Dacca, called on the Prime Minister Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.
>
> Prime Minister Sheikh Mujibur Rahman giving his reaction on Federal Republic of Germany's recognition of Bangladesh said "I have just been informed that the Federal Republic of Germany has today accorded formal recognition to People's Republic of Bangladesh and has also proposed to establish diplomatic relation with us at Ambassadorial level.
>
> We welcome this gesture and look forward to the development of friendly understanding and cooperation with Bonn. "In the name of my Government and people and on my behalf I convey on this occasion warm felicitations and greetings to the government and great people of Federal Republic of Germany".
>
> The formal note of recognition was handed over to Bangladesh Foreign Minister Mr. Abdus Samad Friday afternoon by Mr. Rolf Enders, who becomes the Charge d'Affaires of the Federal Republic of Germany.
>
> The note expressing the desire to set up diplomatic relations with the Bangladesh Government at Ambassadorial level was handed over at a simple ceremony at the Foreign Office.[১০]

দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সাত কলাম শিরোনামে লিড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: লন্ডন ও বনসহ আরও ১০টি দেশের স্বীকৃতি'। বার্তা সংস্থা বাসস ও এপি পরিবেশিত এই খবরে লেখা হয়:

> বৃটেন ও পশ্চিম জার্মানীসহ আরো দশটি দেশ ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে। এ নিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ মোট ৩০টি দেশের স্বীকৃতি লাভ করলো। গতকাল শুক্রবার যেসব দেশ বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিয়েছে সেগুলো হলো: বৃটেন, পশ্চিম জার্মানী, সুইডেন, নরওয়ে, ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, ইসরাইল, আইসল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ড। বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানকারী বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যে বৃটেন হচ্ছে দ্বিতীয় দেশ। এর আগে বৃহৎ শক্তি সোভিয়েট ইউনিয়ন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে।

ইউরোপীয় সাধারণ বাজারভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে পশ্চিম জার্মানীই প্রথম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিল। তবে অপর পাঁচটি সদস্য দেশ খুব শীঘ্রই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবে বলে ঠিক করেছে। নেদারল্যান্ড এবং জাপানও বাংলাদেশকে শীঘ্রই স্বীকৃতি দেবে বলে জানিয়েছে।
বাসস'র খবরে প্রকাশ, গতকাল ঢাকাস্থ বৃটিশ মিশনের প্রধান মি: আর বুটেন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে দেখা করেন। তিনি বঙ্গবন্ধুর হাতে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মি: এডোয়ার্ড হীথের একটি বাণী দেন। এই বাণীতে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশকে বৃটেনের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতিদানের খবর বঙ্গবন্ধুকে জানান। বৃটেনের দীর্ঘ প্রতীক্ষিত স্বীকৃতিটি কমন্স সভায় প্রথম ঘোষণা করা হয়। ঘোষণা করেন বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার এ্যালেক ডগলাস হিউম।

পশ্চিম জার্মানী: বন থেকে পরিবেশিত এপি'র খবরে প্রকাশ, পশ্চিম জার্মানীর চ্যান্সেলর উইলি ব্রান্টের সরকার গতকাল বাংলাদেশকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি প্রদান করেন। বাংলাদেশে অবস্থানকারী বনের কূটনৈতিক প্রতিনিধি মি: রলফ এভার্স বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আবদুস সামাদের কাছে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতিপত্রটি প্রদান করেন। এই নোটে বাংলাদেশের সাথে রাষ্ট্রদূত পর্যায়ে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করা হয়েছে।[১১]

সংবাদ পত্রিকায়ও খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম শিরোনামে লিড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'অষ্ট্রিয়া, আয়ারল্যান্ড, আইসল্যান্ড, ইসরাইল এবং ৪টি স্ক্যান্ডিনেভীয় দেশসহ– বৃটেন ও পশ্চিম জার্মানীর স্বীকৃতি দান।' নেদারল্যান্ড বেতার, পাকিস্তান রেডিও'র বরাত দিয়ে পরিবেশিত এই খবরে লেখা হয়:

বৃটেন ও পশ্চিম জার্মানীসহ মোট ৯টি ইউরোপীয় দেশ এবং মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশ গতকাল (শুক্রবার) একযোগে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রতি আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি ঘোষণা করেছে। বৃটেনের স্বীকৃতি ঘোষিত হয় গতকাল বিকাল ৫টায়।

লণ্ডন, অসলো, ষ্টকহোম, কোপেন হেগেন, হেলসিঙ্কি ও বনে পৃথকভাবে অথচ প্রায় একই সময়ে ঘোষণা করা হয় যে, বৃটিশ, নরওয়ে, সুইডিশ, ডেনিশ, ফিনিশ ও পশ্চিম জার্মান সরকার বাংলাদেশকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রিকজেভিক ও ভিয়েনায় ঘোষিত হয় বাংলাদেশের প্রতি যথাক্রমে আইসল্যাণ্ড ও অষ্ট্রিয়ার স্বীকৃতি।

স্বীকৃতি দানকারী দেশ ১০টির নাম: বৃটেন, জার্মান প্রজাতন্ত্র, সুইডেন, নরওয়ে, ডেনমার্ক, ফিনল্যাণ্ড, আইসল্যাণ্ড, অষ্ট্রিয়া, আয়ারল্যাণ্ড ও ইসরাইল। নেদারল্যাণ্ড বেতারের খবরে বাংলাদেশের প্রতি ইসরাইলের স্বীকৃতির কথা জানান হয়। পাকিস্তান রেডিও কোন মন্তব্য ছাড়াই বৃটেন ও পশ্চিম জার্মানীর স্বীকৃতির সংবাদ প্রচার করে।

বেলজিয়াম, নেদারল্যাণ্ড ও জাপান খুব শীঘ্র অনুরূপ পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছে বলে বার্তা প্রতিষ্ঠানের খবরে জানা গেছে। বেলজিয়াম আগামী সপ্তাহে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতিদান করবে।[১২]

অন্যদিকে দৈনিক ইত্তেফাক খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে শিরোনাম ছিল: 'দিকে দিকে ঐ উড়িয়ে কেতন : বৃটেন ও প: জার্মানীর স্বীকৃতি ঘোষণা'। বার্তা সংস্থা বাসস, এএফপি, এনা, এপি, রয়টার ও ইউএনআই পরিবেশিত এই খবরে লেখা হয়:

স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ গতকাল (শুক্রবার) বৃটেন ও পশ্চিম জার্মানীরও স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। এইসঙ্গে বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দানের কথা ঘোষণা করিয়াছে স্ক্যান্ডেনেভিয়ান ৪টি দেশ–নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক ও ফিনল্যাণ্ড। গতকাল এই নবজাত প্রজাতন্ত্রকে স্বীকৃতি দানকারী দেশগুলির মধ্যে ইসরাইল, আইসল্যাণ্ড এবং আইরিশ প্রজাতন্ত্রও শরীক হয়। ইতিপূর্বে নীতিগতভাবে স্বীকৃতি প্রদানকারী অষ্ট্রিয়াও তাহার আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্তের কথা সরকারীভাবে ঘোষণা করিয়াছে।

গতকাল বাংলাদেশ সময় বিকাল ৫টায় বৃটিশ স্বীকৃতি ঘোষিত হয়। ঢাকাস্থ বৃটিশ মিশনের প্রধান মি: আর, ভি, বুটেন বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার হাতে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মি: এডোয়ার্ড হীথের একখানি গুরুত্বপূর্ণ লিপি দেন। গতকাল পশ্চিম জার্মানীর আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দানের কথা জানান ফেডারেল জার্মান প্রজাতন্ত্রের ঢাকাস্থ চার্জ দ্য এফেয়ার্স মি: রুলফ এনডাস। তিনি বাংলাদেশ পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই সংক্রান্ত একটি নোট প্রদান করেন। নোটে স্বীকৃতির কথা ঘোষণা করিয়া বন সরকার বাংলাদেশের সহিত অচিরে রাষ্ট্রদূত পর্যায়ে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। বনেও একজন সরকারী মুখপাত্র উইল ব্রান্ট সরকারের এই স্বীকৃতির সিদ্ধান্তের কথা প্রকাশ করেন। এদিকে অসলো, ষ্টকহোম, কোপেনহেগেন, হেলসিংকী ও রিকজাভিক হইতে নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক, ফিনল্যাণ্ড এবং আইসল্যাণ্ডের স্বীকৃতির কথা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়। হেগে সরকারীভাবে উল্লেখ করা হয় যে, নেদারল্যাণ্ডও খুব শীঘ্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতেছে।

ডাবলিন হইতে পরিবেশিত সংবাদে প্রকাশ, আইরিশ প্রজাতন্ত্রও গতকাল বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের কথা ঘোষণা করিয়াছে। ডাবলিনের পররাষ্ট্র দফতর হইতে একথা ঘোষণা করা হয়। জেরুজালেম এবং নয়াদিল্লীর খবরে বলা হয় যে, ইসরাইলও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়াছে। ভিয়েনার খবরে প্রকাশ, অষ্ট্রিয়া গতকাল বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের কথা সরকারীভাবে ঘোষণা করিয়াছে। ইতিপূর্বে এই দেশটি নীতিগতভাবে স্বীকৃতি দিয়াছিল।

টোকিও থেকে খবরে প্রকাশ, জাপানও দুই-একদিনের মধ্যে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতেছে। প্রধানমন্ত্রী ইসাকো সাতো পররাষ্ট্রমন্ত্রী তাকেও ফুকুদাকে এ ব্যাপারে সব ব্যবস্থা চূড়ান্ত করার নির্দেশ দিয়াছেন।[১৩]

বাংলাদেশকে ইংল্যান্ডের স্বীকৃতি প্রদান উপলক্ষে একই দিন ১৯৭২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক বিবৃতিতে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য ইংল্যান্ড এবং পশ্চিম জার্মানিকে ধন্যবাদ জানান। বিবৃতিতে তিনি জানান, বাংলাদেশ সরকার কমনওয়েলথের সদস্য হওয়ার পদক্ষেপ নিচ্ছে। বার্তা সংস্থা এনা ও বাসস এই খবর পরিবেশন করে। ৫ ফেব্রুয়ারি সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'কমনওয়েলথে যাওয়ার চেষ্টা চলছে : বঙ্গবন্ধু'। এই খবরে লেখা হয়:

> বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান আজ বলেন যে, তাঁর সরকার কমনওয়েলথের সদস্য হবার ব্যাপারে পদক্ষেপ নিচ্ছে।
>
> বাংলাদেশের প্রতি বৃটেনের স্বীকৃতি ঘোষণা উপলক্ষে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বঙ্গবন্ধু বলেন, আমার সরকার ও বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতি গ্রেট বৃটেন স্বীকৃতি দানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এ মর্মে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথের একটি বার্তা আমি পেয়েছি। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও মানবিক অধিকারের সূতিকাগার গ্রেট বৃটেনের কাছ থেকে স্বীকৃতি লাভে আমরা সত্যই সুখী হয়েছি। যতশীঘ্র সম্ভব গ্রেট বৃটেনের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা পদক্ষেপ নিচ্ছি।
>
> সবকয়টি মহাদেশকে আওতাভুক্ত করে গড়ে ওঠা বহুজাতিক সংস্থা-কমনওয়েলথের সদস্য হবার জন্য আমরা প্রয়োজনীয় কূটনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণ করছি। আমার সরকার ও জনগণ এবং আমার নিজের পক্ষ থেকে আমি গ্রেট বৃটেনের স্বাধীনতাপ্রিয় জনগণকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।
>
> **প: জার্মান স্বীকৃতিতে:** বাংলাদেশের প্রতি পশ্চিম জার্মানীর স্বীকৃতি ঘোষণা উপলক্ষে প্রদত্ত অপর এক বাণীতে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, 'জার্মান ফেডারেল প্রজাতন্ত্র গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রতি আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি ঘোষণা করে, রাষ্ট্রদূত পর্যায়ে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে, এইমাত্র আমি একথা জানতে পারলাম।
>
> আমরা এ মহানুভবতাকে স্বাগত জানাই এবং বনের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সমঝোতা ও সহযোগিতা গড়ে তোলার জন্যে ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখছি। এ উপলক্ষে আমি, আমার সরকার, জনগণ ও আমার নিজের পক্ষ থেকে জার্মান ফেডারেল প্রজাতন্ত্রের মহান জনগণের প্রতি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।[১৪]

ফ্রান্স:

১৯৭২ সালের ১ ফেব্রুয়ারি ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস থেকে প্রকাশিত এক খবরে জানানো হয়, ফ্রান্স খুব শিগগিরই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবে এবং বাংলাদেশের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করবে। প্যারিস থেকে বার্তা সংস্থা রয়টার এই খবর পরিবেশন করে। ২ ফেব্রুয়ারি এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে বক্স আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'France will recognise shortly'. এই খবরে লেখা হয়:

> France will shortly recognise and establish diplomatic relations with the new state of Bangladesh. French officials said today, reports Reuter. Although the French Government has consulted its Common Market partners over the recognition, it will act independently, they said. "There is no doubt that we shall recognise Bangladesh and set up diplomatic relations with the new state shortly" one official said. But no date has been given.[১৫]

পরে ১৯৭২ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি ফ্রান্স বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। একইদিন ইতালিও স্বীকৃতি দেয় বাংলাদেশকে। পরদিন ১৩ ফেব্রুয়ারি এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব লাভ করে। এই পত্রিকায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সাত কলাম শিরোনামে লিড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'ফ্রান্স ও ইটালীর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা : শীঘ্রই রাষ্ট্রদূত বিনিময় : এ পর্যন্ত ৩টি বৃহৎ শক্তির স্বীকৃতি'। বার্তা সংস্থা বাসস ও রয়টার পরিবেশিত এই খবরে লেখা হয়:

> ফ্রান্স ও ইটালী বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে। এই নিয়ে তিনটি বৃহৎ শক্তি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিল। বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানকারী অপর দুটি বৃহৎ শক্তি হচ্ছে, সোভিয়েট ইউনিয়ন ও বৃটেন। এই তিনটি দেশ জাতিসংঘ স্বস্তি পরিষদের স্থায়ী সদস্য। তিনটি দেশেরই রয়েছে ভেটো ক্ষমতা।
>
> প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশকে ফ্রান্স আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়ায় গভীর সন্তোষ প্রকাশ করেন। বাসস-এর খবরে প্রকাশ, প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ ও ফ্রান্সের মধ্যে ভবিষ্যতে সব ক্ষেত্রেই ফলপ্রসূ সহযোগিতা ও সমঝোতা গড়ে উঠবে বলেও দৃঢ় আস্থা প্রকাশ করেন।
>
> তিনি বলেন, স্বস্তি পরিষদের পাঁচটি স্থায়ী সদস্য দেশের মধ্যে তিনটি দেশ বাংলাদেশকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত আনন্দের বিষয়।

গতকাল শনিবার ঢাকাস্থ ফরাসী কনসাল জেনারেল মি. এম পিয়েরী বারথেল্ট বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আবদুস সামাদের কাছে ফরাসী সরকারের স্বীকৃতিদান পত্রটি পেশ করেন।

জনাব আবদুস সামাদ বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দানের জন্য ফরাসী সরকার ও ফ্রান্সের জনগণকে অভিনন্দন জানান। তিনি দুই দেশের মধ্যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কূটনৈতিক প্রতিনিধি বিনিময়ের ব্যবস্থা করা হবে বলেও জানান।

রয়টারের খবরে প্রকাশ, ইটালী সরকারও গতকাল বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

তিনটি বৃহৎ শক্তিসহ এ যাবৎ সর্বমোট ৩৭টি দেশ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিল। এখনো পর্যন্ত ইউরোপই বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের ব্যাপারে অগ্রণী হয়ে রয়েছে। ইউরোপের মোট ২২টি দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে। ইউরোপীয় অর্থনৈতিক কম্যুনিটিরও সব দেশের স্বীকৃতিই বাংলাদেশ লাভ করেছে।

স্বস্তি পরিষদের স্থায়ী সদস্যের মধ্যে যে দুটি দেশ এখনো বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি সেগুলো হলো যুক্তরাষ্ট্র ও গণচীন। এর মধ্যে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের অনুকূলে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবল জনমতের সৃষ্টি হয়েছে। হোয়াইট হাউস থেকেও জানানো হয়েছে যে, প্রেসিডেন্ট নিক্সনের চীন সফরের পরই বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের প্রশ্নটি বিবেচনা করা হবে। এর মধ্যেই অবশ্য সব আড়ষ্টতা কাটিয়ে উঠে মার্কিন সরকারের উর্ধ্বতন মহল প্রেসিডেন্ট নিক্সনও ‘বাংলাদেশ’ শব্দটি উচ্চারণ করতে শুরু করেছেন। কিছুদিন আগেও সযত্নে বাংলাদেশ নামটি পরিহার করার প্রবণতা তাদের মাঝে লক্ষিত হয়েছিল।[১৬]

সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিলঃ ‘বাংলাদেশের প্রতি ইটালী ও আইরিশ প্রজাতন্ত্রসহ ফ্রান্সের স্বীকৃতি দান’। বার্তা সংস্থা বাসস ও এনা পরিবেশিত এই খবরে লেখা হয়ঃ

> ফ্রান্স, ইটালী ও আইরিশ গণপ্রজাতন্ত্র আজ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও বৃটেনের পরে বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারীদের মধ্যে ফ্রান্স তৃতীয় বৃহৎ শক্তি। বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যে আর বাকী থাকল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন।
>
> আজ বেলা পৌনে বারোটার সময় ফ্রান্স বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার পরে দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ও ফ্রান্সের মধ্যে চুক্তিপত্র বিনিময় হয়। বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে দুই দেশের মধ্যে এই পত্র বিনিময় হয়।
>
> বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আবদুস সামাদ আজাদ বাংলাদেশে ফরাসী মিশনের প্রধানের কাছ থেকে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে ফ্রান্স সরকারের পত্রটি গ্রহণ করেন। মিশন প্রধান তাঁর পররাষ্ট্র দফতরের পত্রটি বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রীর কাছে হস্তান্তর করে বলেন যে, তিনি ফরাসী সরকার ও জনগণের কাছ থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বাংলাদেশের জনগণের জন্য শুভেচ্ছা নিয়ে এসেছেন। তিনি বলেন, ফ্রান্স বাংলাদেশের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের কামনা করে।
>
> পররাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আবদুস সামাদ আজাদ বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে সর্বাত্মক সাহায্য-সহযোগিতা জানানোর জন্য ফরাসী সরকার ও জনগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে ফ্রান্স যে ভূমিকা পালন করেছে, সেজন্য আমরা কৃতজ্ঞ। ফরাসী মিশন প্রধানকে তিনি বলেন, ফ্রান্স বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ায় তিনি আনন্দিত। জনাব আজাদ ফরাসী মিশনকে আশ্বাস দেন যে, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং দু’দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার ভিত্তিতে ফ্রান্সের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের আশা রাখেন।
>
> মিশন প্রধান বার্থেলট বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সঙ্গে প্রীতি বিনিময়ের সময় বলেন, ‘আপনাকে দেখে আমি আনন্দিত, আপনার জন্য আমি একটি শুভ সংবাদ নিয়ে এসেছি, আমার সঙ্গে আমার দেশের বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের পত্র রয়েছে।’
>
> বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী করমর্দন করতে করতে বলেন, আমরা এই মুহূর্তটির আশা করছিলাম। এরপরে তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থসংক্রান্ত বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করেন।[১৭]

বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিলঃ ‘France, Italy recognise Bangladesh’. বার্তা সংস্থা বাসস পরিবেশিত এই খবরে লেখা হয়ঃ

> France and Italy today accorded recognition to the People’s Republic of Bangladesh, reports BSS. France is the third major power to recognise the reality of Bangladesh after the USSR and Britain.
>
> Mr. M. Pierre Berthelot, Consul General of France in Dacca this noon called on the Bangladesh foreign Minister Mr. Abdus Samad at his office and handed over a message conveying his Governments decision to recognise the People’s Republic of Bangladesh.[১৮]

ফ্রান্স বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান উপলক্ষে একইদিন অর্থাৎ ১৯৭২ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আনন্দ প্রকাশ করেন এবং আশা প্রকাশ করেন, দুদেশের মধ্যে আগামীতে সহযোগিতা ও সমঝোতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠবে। বার্তা সংস্থা বাসস এই খবর পরিবেশন

করে। বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'Mujib Hopeful : French-Bangla co-operation will develop'. এই খবরে লেখা হয়:

> Prime Minister Bangabondhu Sheikh Mujibur Rahman said in Dacca on Saturday that the fruitful cooperation and understanding between Bangladesh and French steadily develop in future in all possible fields, reports BSS.
>
> In a Press statement on the French decision to accord formal recognition to the People's Republic of Bangladesh, the Prime Minister said "Today I have received an official intimation through the Consul General of France in Dacca about the decision of the Government of France to accord formal recognition to the People's Republic of Bangladesh.
>
> "I am very happy indeed to get recognition from great country like France whose democratic tradition and rich cultural heritage are respected all over the world. "It is our earnest hope that fruitful cooperation and understanding between our two countries will steadily develop in future in all possible fields.
>
> "On this occasion it is also gratifying for us to note that how three of the five permanent members of the Security Council have formally recognised Bangladesh as a sovereing and independent state."[১৯]

যুক্তরাষ্ট্র:

মুক্তিযুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্র সরকার বাংলাদেশের পক্ষে ছিল না। এমন কি বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশের অব্যবহিত পরও তারা বাংলাদেশবিরোধী অবস্থানে অটল থাকে এবং পাকিস্তানের পক্ষাবলম্বন করে। তবে শেষ পর্যন্ত স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়।

১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের পর পরই তাৎক্ষণিকভাবে এর সমালোচনা করে যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের কর্মকর্তাকে উদ্ধৃত করে ওয়াশিংটন থেকে বার্তা সংস্থা রয়টার এই খবর পরিবেশন করে। ১৯৭১ সালের ৭ ডিসেম্বর দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি স্বীকৃতি সংক্রান্ত মূল খবরের সঙ্গে প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'মার্কিন কর্মকর্তা কর্তৃক 'বাংলাদেশকে' স্বীকৃতিদানের সমালোচনা'। এই খবরে লেখা হয়:

> মার্কিন সরকারী কর্মকর্তারা আজ ভোরে এখানে বলেন যে, ভারত কর্তৃক 'বাংলাদেশ' সরকারকে স্বীকৃতি দানের ফলে উপমহাদেশের

> অবনতিশীল পরিস্থিতি সুস্পষ্টভাবে আরও এক ধাপ খারাপ হইয়া উঠিবে। জনৈক কর্মকর্তা বলেন, তাঁহারা অবশ্য ভারতের এই উদ্যোগকে কোন গুরুতর নয়া পর্যায় বলিয়া মনে করেন না। কেননা পাক-ভারত সম্পর্ক গত কয়েকদিন যাবতই অত্যন্ত খারাপ। মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের জনৈক কর্মকর্তা বলেন যে, মার্কিন সরকার সরকারীভাবে অবহিত না হওয়া পর্যন্ত তাহারা ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী কর্তৃক 'বাংলা দেশ' সরকারকে স্বীকৃতি দানের ঘোষণা সম্পর্কে কোন মন্তব্য করিতে অপারগ।[২০]

দৈনিক পাকিস্তানেও এ ধরনের একটি খবর ভারতীয় স্বীকৃতি সংক্রান্ত মূল খবরের সঙ্গে প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। এর আলাদা শিরোনাম ছিল না। ওয়াশিংটন থেকে রয়টার পরিবেশিত এই খবরে লেখা হয়:

> মার্কিন কর্মকর্তারা আজ বলেন যে, তারা ভারত কর্তৃক 'বাংলা দেশ' সরকারকে স্বীকৃতি দানকে উপমহাদেশের অবনতিশীল পরিস্থিতিতে একটা সুস্পষ্ট পরবর্তী ব্যবস্থা বলে মনে করেন। তারা একে সেখানকার পরিস্থিতিতে কেন গুরুত্বর নয়া মোড় বলে মনে করেন না। একজন কর্মকর্তা বলেন, গত কদিনে ভারত ও পাকিস্তানের ব্যাপার অত্যন্ত মারাত্মক হয়ে দাঁড়িয়েছে। পররাষ্ট্র দফতরের মুখপাত্র বলেন, মার্কিন সরকারকে সরকারীভাবে এ ব্যাপারে জানানোর পূর্বে তিনি ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর স্বীকৃতির ঘোষণা সম্পর্কে মন্তব্য করতে পারেন না।[২১]

তবে পাকিস্তান অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে আলাদা আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'US officials say : Another step in deteriorating situation'। ওয়াশিংটন থেকে বার্তা সংস্থা রয়টার এই খবরে লেখা হয়:

> US officials said early today they regard Indian's recognition of the `Bangla Desh' Government as it obvious next step in the inferioring situation of the sub-continent reports Reuter. They did not regard the move as a serious new turn in the situation there.[২২]

১৯৭১ সালের ১৯ ডিসেম্বর ভারতীয় বেতার আকাশবাণী প্রচার করে যে, ১৮ ডিসেম্বর মার্কিন সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে তারা বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের বিষয়টি বিবেচনা করছে না। পরদিন ২০ ডিসেম্বর এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'যুক্তরাষ্ট্র বাংলা দেশকে

স্বীকৃতিদানের প্রশ্ন বিবেচনা করিতেছে না'। স্টাফ রিপোর্টার পরিবেশিত এই খবরে লেখা হয়:

> মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে বাংলা দেশকে স্বীকৃতিদানের প্রশ্ন বিবেচনা করিতেছে না। গত শনিবার প্রেসিডেন্ট নিক্সনের প্রেস সেক্রেটারী জিগলার ওয়াশিংটনে একথা জানান। আকাশবাণীর খবরে বলা হয়: জিগলার সাংবাদিকদের নিকট বলেন যে, বর্তমানে যেক্ষেত্রে পাক-ভারত যুদ্ধবিরতি সম্পাদিত হইয়াছে, সেক্ষেত্রে বাংলা দেশকে এখনই স্বীকৃতি দেওয়া হইলে উহা অগ্নিতে ঘৃতাহুতির শামিল হইবে।[২৩]

১৯৭১ সালের ২৭ ডিসেম্বর ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আহ্বান জানান। ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লী থেকে বার্তা সংস্থা এনা পরিবেশিত এই খবর পরদিন ২৮ ডিসেম্বর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'বাংলাদেশকে যুক্তরাষ্ট্রের মেনে নেওয়া উচিত : ইন্দিরা'। এতে লেখা হয় :

> ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী আধুনিক এশিয়ার বাস্তব অবস্থাকে স্বীকার করে নেওয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। গতকাল মার্কিন পত্রিকা 'টাইম' এর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে মিসেস গান্ধী বলেন যে, এশিয়ার একটি নয়া জাতি বাংলাদেশ স্থায়ী হতে এসেছে এবং আমেরিকার উচিত এই সত্যকে মেনে নেওয়া।[২৪]

১৯৭১ সালের ২৮ ডিসেম্বর অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নজরুল ইসলাম অভিমত প্রকাশ করেন যে, মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের প্রতি যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের আচরণ অনুকূল না থাকলেও স্বীকৃতি দিলে এই দু'দেশের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয় বাংলাদেশ পুনর্বিবেচনা করে দেখবে। ৩১ ডিসেম্বর এই খবর দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের প্রতি সৈয়দ নজরুল: বাংলাদেশের বাস্তবতাকে স্বীকার করুন'। স্টাফ রিপোর্টার পরিবেশিত এই খবরে লেখা হয়:

> অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নজরুল ইসলাম বলিয়াছেন: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং গণপ্রজাতন্ত্রী চীন যদি তাহাদের মনোভাব পরিবর্তন করিয়া বাংলাদেশের বাস্তবতাকে মানিয়া লয়, তাহা হইলে বাংলাদেশ সরকার এই দুইটি দেশের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয় পুনর্বিবেচনা করিয়া দেখিবে।
>
> গত মঙ্গলবার বঙ্গভবনে অনুষ্ঠিত জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে সৈয়দ নজরুল বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি উপরোক্ত দুইটি দেশের আচরণ অনুকূল ছিল না, এতদসত্ত্বেও এই

> দুইটি দেশ সম্পর্কে বাংলাদেশ সরকার তাঁহার মনোভাব পুনঃপর্যালোচনা করিয়া দেখিবে। তিনি অবশ্য শান্তি এবং গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য সংগ্রামকারী মার্কিন ও চীনা জনগণের প্রশংসা করেন। তিনি বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য অনুসারে জেফার্সন এবং আব্রাহাম লিংকনের উত্তরসূরীদের যেখানে আগাইয়া আসা উচিত ছিল, সেখানে নিক্সন সরকার কিভাবে নেতিবাচক ভূমিকা পালন করিলেন তাহা বোধগম্য নহে। বিশ্বে গণতান্ত্রিক চেতনার পুরোধা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে তিনি এমনটি কখনও আশা করেন নাই। যখন বাংলাদেশের নিরীহ জনসাধারণকে কুকুর-বিড়ালের মত হত্যা করা হইতেছিল, তখন বাংলাদেশের প্রতি প্রদর্শিত মি: নিক্সনের মনোভাবে আমরা হতাশ হই। তবে বাংলাদেশের বাস্তবতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্বীকার করিয়া লইলে তাহাদের সহিত ভাল সম্পর্ক স্থাপনের সম্ভাবনার কথা একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না।
>
> অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট উল্লেখ করেন, তবে এ সংক্রান্ত দায়িত্ব আমাদের নহে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের। তাহারা সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করিলেই আমরা আমাদের মনোভাব পুনর্বিবেচনা করিয়া দেখিব।
>
> বাংলাদেশের সংগ্রামের প্রতি সক্রিয় সমর্থনসূচক ভূমিকা পালনের জন্য তিনি সিনেটর কেনেডী, সিনেটর সেক্সবী, সিনেটর ফ্রাংক চার্চ এবং কংগ্রেস সদস্য কালাঘারসহ মার্কিন জনসাধারণ ও সংবাদপত্রগুলির প্রতি ধন্যবাদ জানান।
>
> চীনের মনোভাব সম্পর্কে দুঃখ প্রকাশ করিয়া বাংলাদেশের অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বলেন, এশিয়ার নির্যাতিত-নিপীড়িত জনগণের মুক্তি আন্দোলনের পুরোধা চীন সংকীর্ণ স্বার্থে এবং ভূমণ্ডলীয় রণকৌশলের ভিত্তিতে যেভাবে আচরণ করিয়াছে, তাহা তাহার উচিত হয় নাই।[২৫]

১৯৭২ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানানো হয়: ১৭ জন মার্কিন সিনেটর বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য যুক্তরাষ্ট্র সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। ওয়াশিংটন থেকে বার্তা সংস্থা এনা ও তাস পরিবেশিত এই খবর পরদিন ৬ ফেব্রুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সংবাদে খবরটি তৃতীয় পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের দাবীতে ১৭ জন মার্কিন সিনেটর'। এতে লেখা হয়:

> চারজন রিপাবলিকান সদস্যসহ ১৭ জন মার্কিন সিনেটর বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের আহ্বান জানিয়ে মার্কিন সিনেট সভায় একটি খসড়া প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন। এই প্রস্তাবে বাংলাদেশকে একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য বলে অভিহিত করা হয়। সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডী বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করেন।[২৬]

১৯৭২ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডী বাংলাদেশকে দ্রুত স্বীকৃতিদানের জন্য যুক্তরাষ্ট্র সরকারের প্রতি দাবি জানান। জেনেভা থেকে বার্তা সংস্থা এএফপি পরিবেশিত এই খবর ১০ ফেব্রুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'সিনেটর কেনেডী বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের দাবী জানিয়েছেন'। এতে লেখা হয়:

> সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডী গতকাল যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক বাংলাদেশকে আশু স্বীকৃতি দানের দাবী জানান এবং পাকিস্তানে সামরিক সাহায্য অব্যাহত রাখার জন্য ওয়াশিংটন প্রশাসন কর্তৃপক্ষের সমালোচনা করেন। মার্কিন সিনেটরের চলতি সপ্তাহের শেষদিকে বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার কথা রয়েছে। সেখানে তার সফর বেশ ক'দিন স্থায়ী হবে। মি: কেনেডী আন্তর্জাতিক রেডক্রস সমিতির প্রেসিডেন্টের সাথে সাক্ষাতের পর সাংবাদিকদের কাছে বাংলাদেশকে মার্কিন স্বীকৃতি দানের এই দাবীর কথা জানান। মি: কেনেডী বলেন যে, তিনি ভিয়েতনামে মার্কিন বন্দীদের অবস্থা সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন।[২৭]

এর এক সপ্তাহ পরই বাংলাদেশ সফরে আসেন মার্কিন সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি। ১৯৭২ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। তাঁর এই সাক্ষাতের পর বঙ্গবন্ধু সাংবাদিকদের জানান যে, কোনো দেশ স্বীকৃতি দিক বা না দিক, বাংলাদেশ টিকে থাকবে। বাংলাদেশ এখন বাস্তব সত্য। বার্তা সংস্থা বাসস এই খবর পরিবেশন করে। ১৫ ফেব্রুয়ারি সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় পাঁচ কলাম শিরোনামে লিড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'কেউ স্বীকৃতি দিক বা না দিক বাংলাদেশ একটি বাস্তব সত্য এবং টিকে থাকার জন্যই এসেছে : বঙ্গবন্ধু'। এতে লেখা হয়:

> বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান আজ ঢাকায় বলেন যে, বাংলাদেশ বাস্তব সত্য। বাংলাদেশ টিকে থাকার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কেউ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিক বা না দিক।
>
> সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডীর সাথে শেখ মুজিবুর রহমান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃতির প্রশ্নে আলাপ-আলোচনা করেছেন কিনা এ ব্যাপারে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি মন্তব্য প্রসঙ্গে এ কথা বলেন। শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, বাংলাদেশ একটি বাস্তব সত্য। বাংলাদেশ টিকে থাকার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশকে কেউ স্বীকৃতি না দিলেও আমরা তা গ্রাহ্য করি না। সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডী স্বীকৃতির ব্যাপারে বলেন, বাংলাদেশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বহু আগেই স্বীকৃতি দেওয়া উচিত ছিল এবং আশা প্রকাশ করে বলেন, স্বীকৃতি খুব বেশী দূরে নেই।

> সিনেটর কেনেডীর বাংলাদেশ সফরের উল্লেখ প্রসঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, তিনি আমাদের সম্মানিত অতিথি। আমি তাঁকে সম্বর্ধিত করছি। বাংলাদেশ থেকে ভারতে যে সব শরণার্থী চলে গিয়েছিলো সিনেটর কেনেডী ভারতে গিয়ে তাদের সাথে মিশেছেন। পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর বর্বরতাকে তিনি বিশ্বে তুলে ধরেছেন।
>
> এর আগে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডীকে সম্বর্ধনা জানাতে গিয়ে বলেন যে, বাংলাদেশের জনসাধারণ তাঁকে চিরদিন মনে রাখবে। তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় যে সহানুভূতি জানিয়েছিলেন তা ভুলবার নয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডীর মধ্যে অত্যন্ত ঘরোয়া পরিবেশে আলোচনা হয়। মিসেস জন কেনেডী এবং জোসেফ কেনেডীও এ আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন।[২৮]

১৯৭২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানানো হয়: বাংলাদেশ সফররত মার্কিন সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে এখনো স্বীকৃতি না দিলেও বিশ্ববিবেক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে। তিনি আমেরিকার মানুষের শুভেচ্ছা নিয়ে বাংলাদেশে এসেছেন। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'বিশ্ববিবেক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে'। এতে লেখা হয়:

> বিশ্ববিবেক ও বিশ্বমানবতার কণ্ঠস্বর সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক বটতলায় স্মরণীয় এক ছাত্রশিক্ষক জনসভায় বলেন যে, কোন কোন সরকার এখনও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দিলেও বিশ্বের জনগণ তথা বিশ্ববিবেক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করিয়াছে। অজস্র শ্লোগান ও করতালির মধ্যে এডওয়ার্ড কেনেডি ঘোষণা করেন যে, বাংলাদেশের জনগণের জন্য তিনি আমেরিকান জনগণের শুভেচ্ছা বহন করিয়া আনিয়াছেন।[২৯]

ঐ দিনই অর্থাৎ ১৯৭২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি মার্কিন সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি দেশে ফিরে যান। ঢাকা ছাড়ার আগে এডওয়ার্ড কেনেডি অঙ্গীকার করেন যে, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের ব্যাপারে তিনি তাঁর প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবেন। বার্তা সংস্থা বাসস এই খবর পরিবেশন করে। ১৬ ফেব্রুয়ারি দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'ঢাকা ত্যাগের প্রাক্কালে কেনেডী : বাংলাদেশের জন্য মার্কিন স্বীকৃতির চেষ্টা চালিয়ে যাব'। এতে লেখা হয়:

> গতকাল মঙ্গলবার ঢাকা ত্যাগের প্রাক্কালে সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডী সাংবাদিকদের বলেন যে, যুক্তরাষ্ট্র যাতে বাংলাদেশকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেয় তার জন্য চেষ্টা চালানোর নয়া সংকল্প নিয়ে তিনি তাঁর

দেশে ও সিনেটে ফিরে যাচ্ছেন। তিনি বলেন, বহু আগেই যুক্তরাষ্ট্রের উচিত ছিল বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়া।

বাসস পরিবেশিত খবরে প্রকাশ, সিনেটর কেনেডী 'কূটনৈতিক অর্থে স্বীকৃতি' কথাটি দুবার উচ্চারণ করে তার উপর বিশেষ জোর দেন। তিনি 'মানবিক অর্থে স্বীকৃতির' সঙ্গে 'কূটনৈতিক অর্থে স্বীকৃতির' পার্থক্য উল্লেখ করে বলেন যে, বাংলাদেশ ইতিমধ্যেই মার্কিন জনগণের কাছ থেকে প্রথমোক্ত অর্থে স্বীকৃতি পেয়ে গেছে।

বাংলাদেশ সফরের অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে সিনেটর কেনেডী বলেন যে, মুক্তি সংগ্রামে বাংলাদেশের জনগণের বীরত্ব এবং স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের আদর্শের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের ভিত্তি গড়ার ব্যাপারে তাদের সংকল্প সম্পর্কে তিনি মার্কিন সিনেটরগণ ও তার দেশের জনগণকে অবহিত করবেন। সিনেটর কেনেডী তার প্রতি এবং তার স্ত্রী ও ভাইপোর প্রতি আতিথেয়তার জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বেগম মুজিবুর রহমান এবং বাংলাদেশ সরকারের কর্মচারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।[৩০]

১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ ওয়াশিংটন থেকে মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা এনা ও এপিএ পরিবেশিত এক খবরে জানানো হয় যে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী উইলিয়াম রজার্স আভাস দিয়েছেন যে, যুক্তরাষ্ট্র যথাসময়ে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবে। কিন্তু কবে তা তারা সুস্পষ্ট করেননি। ২৭ মার্চ এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল: 'স্বীকৃতির ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের তাড়া নেই'। এতে লেখা হয়:

> মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের কর্মকর্তাগণ গতকাল জানিয়েছেন যে, উক্ত দফতর বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের জন্যে হোয়াইট হাউসের কাছে সুপারিশ করে পাঠিয়েছেন। এখন সিদ্ধান্ত নেয়া প্রেসিডেন্ট নিক্সনের উপর নির্ভরশীল। এ ব্যাপারে তেমন কোন তাড়াহুড়ার লক্ষণ তাঁর মধ্যে দেখা যাচ্ছে না। মি: নিক্সন ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী রজার্স যদিও আভাস দিয়েছেন যে, যুক্তরাষ্ট্র যথাসময়ে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি জানাবে।[৩১]

১৯৭২ সালের ৩ এপ্রিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দশদিনের মধ্যে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে সময় বেঁধে দেন। অন্যথায় তিনি ঢাকা থেকে তাদের দূতাবাস গুটিয়ে নিতে বলেন। বার্তা সংস্থা এনা পরিবেশিত এই খবর পরদিন ৪ এপ্রিল সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'নিক্সন সরকারের প্রতি বঙ্গবন্ধু : দশদিনের মধ্যে স্বীকৃতি দিন, অন্যথায় মিশন বন্ধ করুন'। এই খবরে লেখা হয়:

> প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিক্সন সরকারকে বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের জন্য দশ দিন সময় দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, অন্যথায় বাংলাদেশ সরকার ঢাকাস্থ মার্কিন মিশন বন্ধ করিয়া দিবেন। বর্তমানে ঢাকা সফররত মার্কিন সিনেটর মি: বিল হাগল গতকাল (সোমবার) প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করিতে গেলে প্রধানমন্ত্রী তাঁকে এ-কথা বলেন।
>
> মি: বিল ক্যালিফোর্নিয়া হইতে গতকাল ঢাকা পৌঁছান। আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে তিনি ডেমোক্রাট দলীয় প্রার্থী হিসাবে কংগ্রেসে আসন লাভের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছেন। মি: বিল নিক্সন সরকারের কঠোর সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, নিক্সন সরকার কখন বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দিবেন, তা ঢাকার মার্কিন কনস্যুলেটও জানেন না।[৩২]

এর পরদিনই ১৯৭২ সালের ৪ এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। বার্তা সংস্থা বাসস এই খবর পরিবেশন করে। পরদিন ৫ এপ্রিল খবরটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'অবশেষে যুক্তরাষ্ট্রও স্বীকৃতি দিয়েছে'। এই খবরে লেখা হয়:

> মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করিয়াছে। গত রাত্রে (মঙ্গলবার) পররাষ্ট্র দফতর হইতে সরকারীভাবে এই সংবাদ জানানো হয়। বাংলাদেশকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি প্রদানকারী দেশগুলির মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইল ৫৭তম এবং বৃহৎ শক্তগুলির মধ্যে ৪র্থ রাষ্ট্র।
>
> সংবাদ সংস্থা বিএসএস-এর খবরে জানানো হয় যে, গতকাল (মঙ্গলবার) বিকালে মার্কিন মিশনের প্রধান বাংলাদেশ পররাষ্ট্র দফতরে স্বয়ং গমন করেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে মার্কিন সরকারের বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের কথা ঘোষণা করেন। বাংলাদেশকে মার্কিন স্বীকৃতি প্রদানের ফলে নিরাপত্তা পরিষদে ৫টি স্থায়ী সদস্যের মধ্যে ৪টির স্বীকৃতি পাওয়া গেল। নিরাপত্তা পরিষদের অন্য তিনটি স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্র হইল– সোভিয়েট ইউনিয়ন, বৃটেন এবং ফ্রান্স। নিরাপত্তা পরিষদের অন্য সদস্য রাষ্ট্র এবং পঞ্চম বৃহৎ শক্তিবর্গের অন্যতম গণচীন এখনও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে নাই।
>
> উল্লেখযোগ্য, বন্ধুভাবাপন্ন আমেরিকার জনগণ, আমেরিকার সংবাদপত্র, কংগ্রেস এবং সিনেটরদের ক্রমাগত চাপের ফলেই নিক্সন সরকার শেষ পর্যন্ত বাধ্য হইয়াই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করিয়াছে। গত বৎসর ২৫শে মার্চের পাকিস্তানী বর্বর হামলার পর হইতেই শান্তিকামী আমেরিকাবাসী, আমেরিকার সংবাদপত্র, কংগ্রেস সদস্য এবং সিনেটররা পাকিস্তান সরকারকে সামরিক সাজসরঞ্জাম এবং অর্থনৈতিক সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করার জন্য

নিক্সন সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর হইয়া উঠেন। শত্রু কবলমুক্ত হওয়ার পর আমেরিকার জনগণ বিশেষ করিয়া কংগ্রেস সদস্যগণ এবং সিনেটররা বাংলাদেশকে মার্কিন স্বীকৃতি প্রদানের জন্য নিক্সন সরকারের উপর তাহাদের প্রভাবে বিস্তারের প্রচেষ্টায় যত্নবান হন।

গত ২৫শে মার্চ মার্কিন সিনেটে বাংলাদেশকে আশু স্বীকৃতি প্রদানের আহ্বান জানাইয়া সর্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। পরে উক্ত প্রস্তাবটি সিনেটের বৈদেশিক সম্পর্ক কমিটিতে ভোটের মাধ্যমে পাস করা হয়। উল্লেখযোগ্য যে, প্রস্তাবটির বিপক্ষে একটিও ভোট পড়ে নাই। কূটনৈতিক পর্যবেক্ষক মহলের ধারণা, মার্কিন স্বীকৃতির ফলে বাংলাদেশের জাতিসংঘের সদস্য হওয়ার পথে একটি বিরাট অন্তরায় অপসারিত হইল। তাঁহারা বলেন, জাতিসংঘে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে গণচীনের প্রতিক্রিয়া কি হইবে তাহা আগে হইতেই কিছু বলা সম্ভব নয়। তবে বাংলাদেশের নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যভুক্তির প্রশ্নে গণচীন বাধা দিলেও 'ভেটো' প্রদান করিবে না বলিয়া তাঁহারা বিশ্বাস করেন। গণচীন যদি ভেটো প্রদান না করে, তবে বাংলাদেশের জাতিসংঘের সদস্য হওয়া তেমন একটা অসুবিধা হইবে না।[৩৩]

বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিলঃ 'US accords recognition'. এতে লেখা হয়ঃ

The United States on Tuesday recognised the reality of Bangladesh, it was officially learnt from the Bangladesh Foreign Office.

Thus USA is the fourth major world power and 57the country to recognise Bangladesh as a sovereign and independent state. The Chief of U.S Mission in Dacca personally went to the Foreign Office of Bangladesh on Tuesday afternoon to formally communicate the recognition by the United States of America.

Bangladesh Foreign Minister Mr. Abdus Samad when contacted to comment told BSS that announcement "was a victory of the will of freedom-loving people of America who supported the just cause of independence of Bangladesh'.

The Foreign Minister expressed the hope that the recognition accorded by the United States in the background of the world public opinion in favour of Bangladesh 'would make some contribution to the maintenance of peace and stability in our region".

The Foreign Minister noted with satisfaction that four out of five permanent members of the Security Council recognised Bangladesh as sovereign independent state. When questioned about the establishment of the diplomatic relation with United States of America, the Foreign Minister stated that it was the declared policy of the Government of Bangladesh to have normal diplomatic relation with all foreign countries who wish to establish such relation on the basis of mutual respect for each other's sovereignty and non-interference in each other's internal affairs.[৩৪]

দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে বক্স আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিলঃ 'বাংলাদেশকে যুক্তরাষ্ট্র স্বীকৃতি দিয়েছে : স্বাধীনতাপ্রিয় মার্কিন জনগণের বিজয় : সামাদ'। এই খবরে লেখা হয়ঃ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গতকাল মঙ্গলবার বাংলাদেশের বাস্তবতাকে স্বীকার করে নিয়েছে। সরকারীভাবে বাংলাদেশ পররাষ্ট্র দফতর সূত্রে এ খবর জানা গেছে। বাসস এ খবর দিয়েছে। ঢাকাস্থ মার্কিন মিশনের প্রধান গতকাল বিকালে পররাষ্ট্র দফতরে গিয়ে বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের মার্কিন সিদ্ধান্তের কথা জানান। যুক্তরাষ্ট্র হচ্ছে বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী চতুর্থ বৃহৎ শক্তি ও ৫৭তম দেশ। মার্কিন স্বীকৃতির ফলে নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচটি স্থায়ী সদস্যের ৪টি স্থায়ী সদস্যরাষ্ট্র কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদান করা হল। মার্কিন সরকারের এই স্বীকৃতিদান যুক্তরাষ্ট্রের জনসাধারণ, সংবাদপত্র ও কংগ্রেসের ক্রমাগত দাবীর ফলশ্রুতি। বৃহৎ শক্তি ও নিরাপত্তা পরিষদের এখন মাত্র একটি সদস্য দেশেরই বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদান বাকী রইল। সেই শক্তি হল চীন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী: মার্কিন স্বীকৃতি সম্পর্কে তার অভিমত চাওয়া হলে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আব্দুস সামাদ স্বীকৃতিদানের মার্কিন সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, 'এটা স্বাধীনতা প্রিয় মার্কিন জনগণের বিজয় যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতার ন্যায্য সংগ্রামকে সমর্থন করেছেন। গতকাল মঙ্গলবার বাসস এ খবর দিয়েছে।

বাংলাদেশের সপক্ষে বিশ্ব জনমতের পটভূমিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদান করায় তা আমাদের অঞ্চলে শান্তি ও স্থিতিশীলতা রক্ষায় সহায়ক হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচটি স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রের চারটি স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্র স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ায় তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন।[৩৫]

যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃতিপ্রাপ্তির পরদিন ১৯৭২ সালের ৫ এপ্রিল বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মার্কিন স্বীকৃতির খবরে আনন্দ প্রকাশ করেন এবং আশা প্রকাশ করেন যে, এর মাধ্যমে দু'দেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ

সহযোগিতা ও সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হবে। ৬ এপ্রিল এ বিষয়ক খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'মার্কিন স্বীকৃতি দুই দেশের বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিবে : বঙ্গবন্ধু'। এই খবরে লেখা হয়:

> প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গতকাল আশা প্রকাশ করেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান করার ফলে দুই দেশের জনসাধারণের মধ্যে তাহাদের উপকারার্থ বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতা ও সমঝোতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইবে। গতকাল সন্ধ্যায় ঢাকায় প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বঙ্গবন্ধু বলেন, বাংলাদেশকে একটি সার্বভৌম ও স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্বীকৃতি প্রদান করিয়াছে জানিয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি। প্রধানমন্ত্রী তাঁহার বিবৃতিতে আরও বলেন, আমাদের মুক্তি সংগ্রামকালে আমাদের ন্যায়সঙ্গত আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনসাধারণ ও সংবাদপত্র মহল সমর্থন দান করিয়াছিলেন। আজ আমি এ উপলক্ষে তাহাদেরকে ধন্যবাদ জানাইতেছি।[৩৬]

মার্কিন স্বীকৃতিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কূটনৈতিক বিজয় হিসেবে অভিহিত করে লন্ডনের কূটনৈতিক মহল। অন্যদিকে সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিলম্বকে 'বেদনাদায়ক' হিসেবে অভিহিত করেন। ১৯৭২ সালের ৬ এপ্রিল লন্ডন থেকে বার্তা সংস্থা বাসস এ সংক্রান্ত একটি খবর প্রকাশ করে। পরদিন ৭ এপ্রিল এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'বাংলাদেশেকে মার্কিন স্বীকৃতি মুজিবের কূটনৈতির সাফল্য'। এই খবরে লেখা হয়:

> বাংলাদেশকে মার্কিন স্বীকৃতিদানের ঘটনাকে এখানকার কূটনৈতিক মহল শেখ মুজিবের কূটনীতির বিজয় বলে অভিহিত করেছেন। মার্কিন স্বীকৃতি পাওয়ায় বাংলাদেশের পক্ষে জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় সদস্যপদ লাভ করার সুবিধা হবে। ওয়াশিংটন থেকে প্রেরিত রিপোর্টে বলা হয়, বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের মধ্য দিয়ে আমেরিকান কূটনীতির একটা কলংকজনক অধায়ের সমাপ্তি ঘটল। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় পাকিস্তানের সপক্ষে আমেরিকার ভূমিকা মার্কিন নিরাপত্তা কাউন্সিলের ফাঁস হয়ে যাওয়া দলিলেই প্রমাণিত হয়েছে।
>
> **সিনেটর কেনেডী:** সিনেটর এডোয়ার্ড কেনেডী বলেছেন, বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিলম্ব বেদনাদায়ক। এখন শীগগিরই জরুরী ভিত্তিতে খাদ্য ও পরিবহন যান পাঠানো দরকার। তিনি

> বাংলাদেশে বাড়তি মার্কিন সাহায্যদানের দাবীর পুনরুল্লেখ করেন। তিনি অস্থায়ীভাবে জরুরী ভিত্তিতে বিমানে ত্রাণসামগ্রী বণ্টনের সুপারিশ করেন।[৩৭]

পরে ১৯৭৩ সালের ৩ মে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে বার্ষিক পররাষ্ট্রনীতি রিপোর্ট পেশ করার সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন পৃথিবীর অন্যান্য দেশকেও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার আহ্বান জানান। ওয়াশিংটন থেকে বার্তা সংস্থা ইউপিআই এই খবর পরিবেশন করে। পরদিন ৪ মে খবরটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য নিক্সনের আহ্বান'। এই খবরে লেখা হয়:

> প্রেসিডেন্ট নিক্সন আজ ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণ এবং উপমহাদেশে অস্ত্রের প্রতিযোগিতা বন্ধের আহ্বান জানিয়েছেন। প্রেসিডেন্ট নিক্সন উপমহাদেশে একটা নতুন বাস্তবতাকে স্বীকার করে নিয়ে বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানেরও আহ্বান জানান। তিনি বলেন, দক্ষিণ এশিয়ায় সম্পর্ক স্থিতিশীলকরণে এটা হবে একটা প্রধান পদক্ষেপ। আজ কংগ্রেসে প্রেসিডেন্ট নিক্সন তাঁর বার্ষিক পররাষ্ট্রনীতি রিপোর্টস পেশ করার সময় বলেন, সম্পর্ক স্বাভাবিক করা দ্বারা এই বোঝায়, ১৯৭১ সালের ঘটনার পর পাকিস্তান বাংলাদেশের মধ্যে অমীমাংসীত থেকে-যাওয়া বিষয়গুলোর নিষ্পত্তি করে ফেলা, যুদ্ধবন্দী ও আটক অন্যান্য ব্যক্তিকে স্বদেশে ফেরত পাঠানো, স্বীকৃতিদান ও কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা, বাণিজ্য পুনরায় শুরু এবং দুই দেশের মধ্যে সহায়সম্পদ ও দায়-দায়িত্ব সমানভাগে ভাগাভাগি।
>
> মি. নিক্সন বলেন, এছাড়া এ-দ্বারা এ-ও বোঝায়, উপমহাদেশে স্থিতিশীল অবস্থা সুদৃঢ় করা, অস্ত্রের প্রতিযোগিতা বন্ধ, অঞ্চল নিয়ে বিরোধের অবসান, অর্থনৈতিক সহযোগিতা সম্প্রসারণ ও নিরাপত্তার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি এবং শেষ পর্যন্ত আপোস-মীমাংসা। প্রেসিডেন্ট বলেন, ১৯৭১ সালে দক্ষিণ এশিয়ায় শান্তিভঙ্গ শুধু যুদ্ধ ও লাখো লাখো মানুষের দুঃখ-কষ্টই ডেকে আনেনি; উপরন্তু পারস্য উপসাগর থেকে দক্ষিণ এশিয়া পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চলে স্থিতিশীলতা সম্পর্কে সবাইকে উদ্বিগ্ন করে তোলে। এতে বৃহৎ শক্তিবর্গ এক মারাত্মক বিরোধে লিপ্ত হয়- যার পরিণতি তৃরিত দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় বিরোধকেও ছাড়িয়ে যায়। যুদ্ধের ফলে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে- যা ছিল সাবেক পূর্ব পাকিস্তান।
>
> মি: নিক্সন বলেন, উক্ত তিনটি দেশের প্রশ্নে আমাদের পররাষ্ট্রনীতির কোন পরিবর্তন হয়নি। উপমহাদেশে আমরা কোন অস্ত্রের প্রতিযোগিতায় নামছি না। প্রেসিডেন্ট নিক্সন বলেন, বাংলাদেশের সাফল্য ও স্থিতিশীলতায় আমরা আগ্রহী এবং ভারত ও

পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্ক আরও স্বাভাবিক হতে থাকলে এই উপমহাদেশে বৈদেশিক সামরিক সরবরাহের কোন গুরুত্ব থাকবে না বলে নিক্সন উল্লেখ করেন।

পাক যুদ্ধবন্দীদের স্বদেশে ফেরত পাঠানো সম্পর্কে মি: নিক্সন বলেন, ভিয়েতনাম অভিজ্ঞতা থেকে যুদ্ধবন্দীদের ফিরিয়ে নেয়ার ব্যাপারে পাকিস্তানের আগ্রহের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের স্বাভাবিক সহানুভূতি রয়েছে এবং যুক্তরাষ্ট্র চায় সকল আটক ব্যক্তি নিজ নিজ দেশে ফিরে যাক।[৩৮]

চীন:

মুক্তিযুদ্ধের সময় চীন সরকারও বাংলাদেশের পক্ষে ছিল না। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশের অব্যবহিত পরও চীন বাংলাদেশবিরোধী অবস্থানে ছিল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবিত অবস্থায় চীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদান করে। এর বিরুদ্ধে চীনও নিন্দা জ্ঞাপন করে ১৯৭১ সালের ৭ ডিসেম্বর। হংকং থেকে বার্তা সংস্থা রয়টার, এএফপি, এপিপি ও পিপিআই এই খবর পরিবেশন করে। পরদিন ৮ ডিসেম্বর খবরটি দৈনিক ইত্তেফাকে প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: ‘বাংলাদেশে’র প্রতি ভারতীয় স্বীকৃতিতে চীনের নিন্দা’। এই খবরে লেখা হয়:

> চীন গতকাল পাকিস্তানী বিচ্ছিন্নতাবাদী ‘বাংলা দেশকে’ স্বীকৃতিদানের কঠোর নিন্দা করিয়া ইহাকে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের একটি উদাহরণ বলিয়া অভিহিত করে। পিকিং বেতার ‘বাংলা দেশের’ স্বীকৃতির প্রশ্নে বলেন, ইহা হইতেছে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ এবং পূর্ব পাকিস্তানকে দখল করার কুৎসিত চক্রান্তেরই পরিষ্কার বহিঃপ্রকাশ। বেতার উল্লেখ করে, গত ৬ই ডিসেম্বর ভারতীয় পদাতিক বাহিনী এবং ট্যাঙ্কবহর পূর্ব পাকিস্তানের গভীর অভ্যন্তরে যখন আক্রমণ চালাইতেছিল তখনই ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী স্বীকৃতির কথা ঘোষণা করেন। বিদেশী সংবাদপত্রের বক্তব্য উদ্ধৃত করিয়া বেতার বলেন, ‘বাংলা দেশ’কে সৃষ্টি করিয়া ভারত একটি বন্ধুত্বপূর্ণ ‘উপনিবেশ’ পাইতে এবং পাক–ভারত উপমহাদেশে স্বীয় প্রাধান্য বিস্তার করিতে চাইতেছে। ভারত দীর্ঘকাল যাবৎই ‘বাংলা দেশ’ সৃষ্টি করিয়া পূর্ব পাকিস্তান দখলের সম্প্রসারণবাদী লালসা চরিতার্থ করার চেষ্টা চালাইয়া আসিতেছিল।
>
> ভারত সরকার বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মধ্য হইতে লোক লইয়া তথাকথিত ‘বাংলা দেশ’ সরকার গঠন করিয়াছে। ‘বাংলা দেশকে’ বজায় রাখার জন্য ভারত তাহার মাটিতে ‘বাংলা দেশ বেতার’ এবং ‘বাংলা দেশ নিউজ ব্যুরো’ও খুলিয়াছে। গত ৩০শে সেপ্টেম্বর ভারত সরকার নয়াদিল্লীতে ‘বাংলা দেশের’ কূটনৈতিক মিশনও প্রতিষ্ঠা করে। একই সঙ্গে তাহারা দেশে এবং বিদেশে ‘বাংলা দেশের’ পক্ষে সমর্থন আদায়েরও চেষ্টা চালায়। সোভিয়েট ইউনিয়নের সহিত চুক্তি স্বাক্ষরের পর ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তাহার সশস্ত্র আক্রমণ আরও জোরদার করে- উদ্দেশ্য, পূর্ব পাকিস্তানে একটি পুতুল সরকার গঠন করা।[৩৯]

১৯৭১ সালের ৮ ডিসেম্বর পিকিং বেতার থেকে প্রচারিত এই খবর পাকিস্তান অবজারভারেও প্রকাশিত হয়। পাকিস্তান অবজারভারে খবরটি শেষ পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: ‘Peking Radio denounces recognition’। খবরে লেখা হয়:

> Peking Radio has denounced the Indian recognition of so-called “Bangla Desh” as a thorough exposure of the ugly feature of India’s expansionism and intrigue to annex East Pakistan reports AFP. The Radio Monitored here said Indian Prime Minister Indira Gandhi made the announcement on December 6 when Indian tanks and infantry had attached deeper into the East Pakistan the Radio said.
>
> Quoting press abroad, the Radio said the creation of so-called `Bangla Desh’ had availed India of a friendly `satellite’ and a hegemony on the Indo-Pak subcontinent.
>
> It claimed that for a long time India had harboured the expansionist ambition to annex East Pakistan by creation a so-called `Bangla Desh’ state.
>
> The Radio said that on April 4 this year, the Indian press had revealed four East Pakistan secessionists had held their first talk and reception with Indian representative.
>
> Since then, the Indian press and news agencies had made big splashes about the establishment of so-called `Bangla Desh’ in mid-April the Radio said.[৪০]

চীনের বার্তা সংস্থা সিনহুয়াও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ায় ভারতের সমালোচনা করে। চীনের রাজধানী পিকিং থেকে ১৯৭১ সালের ৯ ডিসেম্বর সিনহুয়া পরিবেশিত এই খবর দৈনিক পাকিস্তানে ১০ ডিসেম্বর তৃতীয় পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: ‘বাংলাদেশ স্বীকৃতি দিয়ে ভারত পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেছে : সিনহুয়া’। এই খবরে লেখা হয়:

সম্প্রতি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ব্যাপক আকারে সশস্ত্র আক্রমণ শুরু করে ভারত সরকার নগ্নভাবে তথাকথিত 'বাংলাদেশ'কে স্বীকৃতিদানের কথা ঘোষণা করেছে। পাকিস্তানকে বিভক্ত করে পূর্ব পাকিস্তানকে ভারতের সাথে যুক্ত করাই এর উদ্দেশ্য। আর ভারত সরকারের এই তৎপরতার পিছনে সোভিয়েট সরকারের সর্বাত্মক সমর্থন ও উৎসাহ রয়েছে। তথাকথিত 'বাংলা দেশ' সম্পূর্ণভাবে ভারত সরকারেরই সৃষ্টি এবং পুরাদস্তুর পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ। ভারত সরকার গত এপ্রিল মাসে কিছু পাকিস্তানী বিচ্ছিন্নতাবাদীকে যোগাড় করে তাদের দিয়ে ভুয়া অস্থায়ী 'বাংলাদেশ' সরকার গঠন করে। সোভিয়েট সরকার সম্পূর্ণভাবে ভারতের পক্ষে আছে এবং ভারতের 'বাংলাদেশ' পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সায় ও সমর্থন দিয়েছে।

একজন সোভিয়েট নেতা বার বার পূর্ব পাকিস্তানী বিচ্ছিন্নতাবাদীদের জন্য সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন। প্রকাশ্যে দাবী করে বলেছেন, পাকিস্তান সরকারকে তাদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার আশু ব্যবস্থা নিতে হবে। তারা ভারতের 'বাংলাদেশ' সৃষ্টির চক্রান্ত অনুসরণে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যকার সকল বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধানের আহ্বান জানিয়েছেন। সোভিয়েট পার্টির মুখপত্র প্রাভদায় কয়েক দফা মন্তব্য প্রকাশ এবং তাতে 'প্রকাশ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে আইন অমান্য আন্দোলনের প্রতি সোভিয়েট ইউনিয়ন সমর্থন জানায়।'[৪১]

স্বাধীনতা অর্জনের পরপরই বাংলাদেশকে চীনের স্বীকৃতি প্রদানের একটি উদ্যোগের কথা জানা যায় খ্যাতিমান সাংবাদিক ফয়েজ আহ্মদ প্রকাশিত তথ্য থেকে। তবে চীনের স্বীকৃতি প্রদানের এই প্রচেষ্টার তথ্য অসময়ে অপরিপক্ক অবস্থায় গণমাধ্যমে প্রকাশ হয়ে পড়ে। তথ্য সত্য হলেও ভুল সময়ে সংবাদ পরিবেশনা যে একটি রাষ্ট্রের অপর রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র-সম্পর্কের ক্ষতি করতে পারে, এই খবর প্রকাশের ঘটনাকে তার একটি নজির হিসেবে বর্ণনা করেছেন সাংবাদিক ফয়েজ আহ্মদ। যে কারণে বঙ্গবন্ধুর জীবিতাবস্থায় চীনের স্বীকৃতি অর্জন সম্ভব হয়নি। ফয়েজ আহ্মদ তাঁর স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ 'সত্যবাবু মারা গেছেন' গ্রন্থে লিখেছেন:

সাংবাদিকের এ ভুলটা তার, সংবাদের তথ্যের নয়। অনুপযুক্ত সময়ে বা খবর পরিপক্কতা লাভের পূর্বেই সংবাদ প্রকাশের প্রবণতার ভুল; যার ফলে রাষ্ট্রের রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষতি হয়েছে। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা লাভের পরপরই চীনে চাকুরীরত দু'জন বাঙালী কূটনীতিক ঢাকায় ফিরে আসেন। পাকিস্তান আমলে জনাব কে এম কায়সার (পরবর্তীকালে জাতিসংঘে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত) মুক্তিযুদ্ধের সময় পেইজিং-এ (পিকিং) রাষ্ট্রদূত ছিলেন। তাঁরই সাথে ছিলেন কাউন্সিলর পদে জনাব এ জেড এম ওবায়দুল্লাহ খান (বর্তমানে কৃষি মন্ত্রী)।

তাঁদের মাধ্যমে বাংলাদেশের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের ইঙ্গিত দিয়ে চীনা সরকার পাঁচ হাজার বেল পাট ক্রয়ের প্রস্তাব প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে পাঠিয়েছিলেন। স্বাধীন বাংলাদেশের সাথে চীনের এই প্রথম সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে সংলাপ প্রচেষ্টা। সে সময় বাংলাদেশের রাজনীতির অস্থিরতা এবং বিশেষ করে দু'টি বৃহৎ শক্তি ও একটি উপ-বৃহৎ শক্তির বাংলাদেশ সরকারের উপর প্রভাব বিস্তারের এমন প্রবল প্রচেষ্টা ছিল যে, সরকার নানা প্রতিক্রিয়ার ভয়ে চীনের এই আন্তরিক প্রস্তাব সম্পর্কে বিশেষ গোপনীয়তা রক্ষা করতে থাকেন। এবং প্রধানমন্ত্রী নিজে এই প্রস্তাব সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিয়ে চীনের নিকট পাট বিক্রয়ের আয়োজন করার গোপন নির্দেশ দেন।

খবরটা বিশেষ সতর্কতার সাথে গোপন রাখা হয়েছিল। কিন্তু দু'টি দেশ এই প্রস্তাবের খবর সংগ্রহ করার পর চীনের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা বানচাল করার পন্থা বের করে। আকস্মিকভাবে একদিন দেখা গেল, একটি নিউজ এজেন্সীর মাধ্যমে কে বা কারা চীনের এই প্রস্তাব সংবাদপত্রে প্রকাশ করে দিয়েছে। প্রকাশ্যভাবে বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক (অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক) চাপের মুখে সে সময় শেখ মুজিবের পক্ষে চীন কর্তৃক পাট ক্রয়ের প্রস্তাব আর কার্যকর করা সম্ভব হয়ে উঠেনি।

এই ধরনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পরিবেশনের জন্যে একজন রিপোর্টার যে প্রলুব্ধ হবেন এবং কৃতিত্ব অর্জনের উদ্দেশ্যে সংবাদটি কালবিলম্ব না করে প্রকাশের যে কোন পথ বেছে নেবেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু যে সংবাদের সঙ্গে রাষ্ট্রের রাজনীতি, অর্থনীতি, পররাষ্ট্রনীতি ও বহিঃশক্তির সাথে সম্পর্কের সূত্র গ্রথিত, তার বেলায় কতোটা সতর্কতা অবলম্বল করা বাঞ্ছনীয়? সংবাদ প্রকাশের কৃতিত্ব লাভের প্রাবল্য কি রাষ্ট্রীয় স্বার্থের উপরে স্থান পাবে? রিপোর্টার নিজের অজান্তেই কৃতিত্ব লাভের প্রলোভনে কোন বৃহৎশক্তির ক্রীড়নকে যে পরিণত হতে পারে না, তা' নয়। সংবাদ পরিবেশনার এ জাতীয় ভুল একটি রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র-সম্পর্কের ক্ষতি করতে পারে, এই ত্বরিত প্রকাশিত খবরটি তার প্রমাণ।[৪২]

সাংবাদিক ফয়েজ আহ্মদের এই তথ্যের ধারাবাহিকতা খুঁজে পাওয়া যায় ১৯৭২ সালের ৩ জুন দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত এক খবরে। বাংলাদেশ থেকে চীনের পাট কেনার প্রস্তাবকে বাংলাদেশকে চীনের স্বীকৃতিদানের প্রক্রিয়া হিসেবে অনুমান করা হয় এই খবরে। প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয় খবরটি। শিরোনাম ছিল: 'স্বীকৃতি কি আসন্ন : চীন বাংলাদেশ হইতে ৪০ হাজার বেল পাট ক্রয়ের প্রস্তাব দিয়াছে'। এতে লেখা হয়:

চীন বাংলাদেশ হইতে অবিলম্বে ৪০ হাজার বেল পাট ক্রয় করার প্রস্তাব পুনরায় পেশ করিয়াছে বলিয়া নির্ভরযোগ্য মহলের সূত্র হইতে

জানা গিয়াছে। আরও প্রকাশ, একমাস পূর্বে পিকিংয়ের সাবেক পাকিস্তানী দূত জনাব কে এম কায়সারের পিকিং হইতে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে তাঁহার মাধ্যমে চীন সর্বপ্রথম বাংলাদেশের পাট ক্রয়ের প্রস্তাব দেয়। বাংলাদেশ সরকার চীনের প্রস্তাবটি সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরবতা অবলম্বনকেই বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করিতেছেন। গত সপ্তাহে পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আবদুস সামাদ বার্মা সফর সমাপনান্তে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর চীন পুনরায় এই প্রস্তাব পেশ করে বলিয়া জানা গিয়াছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ও অনতিবিলম্বে বাংলাদেশের পাট চীনের নিকট বিক্রয় করার পক্ষপাতী।

যে সকল বাঙ্গালী কূটনীতিক সম্প্রতি পিকিং হইতে স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন তাঁহাদের মতে, এই ৪০ হাজার বেল পাট ক্রয় করার জন্য চীন আন্তর্জাতিক মূল্য অপেক্ষা শতকরা ৫০ ভাগ বেশী দিতে প্রস্তুত রহিয়াছে। ২৮শে জুন নির্ধারিত ইন্দিরা-ভুট্টো শীর্ষ বৈঠকের পর চীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিবে বলিয়া এই সূত্র হইতে উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু বর্তমানে চীন উচ্চমূল্যে বাংলাদেশ হইতে পাট ক্রয় করিতে আগ্রহী হইয়া পড়িয়াছে দুই কারণে। প্রথমত: বাংলাদেশের এই প্রচণ্ড অর্থনৈতিক সঙ্কটের মুখে ইহাকে কিছু সাহায্য করা এবং দ্বিতীয় কারণ হইল আনুষ্ঠানিক রাজনৈতিক স্বীকৃতি প্রদানের পূর্বে বাংলাদেশের সহিত বাণিজ্যিকভিত্তিক বা যে-কোন ধরনের সরাসরি সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা।[৪৩]

১৯৭২ সালের ১০ আগস্ট ঢাকায় এক অনুষ্ঠানে জাহাজ, বেসামরিক বিমান ও নৌচলাচল দফতরের মন্ত্রী জেনারেল এম এ জি ওসমানী বাংলাদেশের প্রতি বৃহৎ শক্তি চীনের স্বীকৃতি প্রত্যাশা করেন। বার্তা সংস্থা বাসস এই খবর পরিবেশন করে। ১১ আগস্ট এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'জেনারেল ওসমানীর আশা প্রকাশ : চীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবে'। এই খবরে লেখা হয়:

জাহাজ, বেসামরিক বিমান ও নৌচলাচল দফতরের মন্ত্রী জেনারেল এম এ জি ওসমানী চীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের তিতুমীর হল উদ্বোধন এবং তিতুমীর হল ছাত্র সংসদের অভিষেক উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মন্ত্রী বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। বাসস এ সংবাদ পরিবেশন করেছে। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় মিলনায়তনে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে মন্ত্রী বলেন, আমরা একমাত্র বৃহৎশক্তি চীনের স্বীকৃতি প্রত্যাশা করছি। কেননা, চীনের বিপ্লবেও বাংলাদেশের জনগণের পূর্ণ সমর্থন ছিল। মন্ত্রী বলেন, চীনের জনগণের প্রতি আমাদের রয়েছে আন্তরিক শুভেচ্ছা। তাই আমাদের স্বাধীনতার প্রতি তাদের স্বীকৃতি ও পূর্ণ সমর্থন প্রত্যাশা করি।

মন্ত্রী বলেন, বিশ্বের ৮৬টি দেশ এ পর্যন্ত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করেছে। অন্যান্য দেশও অনতিবিলম্বে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে ছাত্রদের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার কথা উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের তরুণ সম্প্রদায় দেশের প্রত্যেকটি গণআন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। সুতরাং জাতি আশা করে যে, দেশকে সফল নেতৃত্বদানের উপযোগী করে ছাত্রসমাজ নিজেদেরকে গড়ে তুলবে।[৪৪]

১৯৭৩ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি মৌলবীবাজারে এক অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন, টিকে থাকার জন্যই বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে। চীন স্বীকৃতি দিক বা না দিক বাংলাদেশ টিকে থাকবেই। বার্তা সংস্থা বাসস ও বিপিআই এই খবর পরিবেশন করে। ১৯ ফেব্রুয়ারি এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'মৌল প্রয়োজনের গ্যারান্টি দিতে চেষ্টা করবো : চীন স্বীকৃতি না দিলেও বাংলাদেশ টিকে থাকবে : বঙ্গবন্ধু'। এই খবরে লেখা হয়:

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজ ঘোষণা করেন যে, টিকে থাকার জন্যই বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে এবং চীন স্বীকৃতি দিক বা না দিক বাংলাদেশ টিকে থাকবেই। তিনি বলেন, জাতিসংঘের সদস্য পদ পাক বা না পাক স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে বাংলাদেশ চিরস্থায়িত্বের আসনে সমাসীন থাকবেই।

আজ সকালে স্থানীয় টাউন স্কুল ময়দানে এক নির্বাচনী জনসভায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ একটি আত্মমর্যাদাসম্পন্ন দেশ। এ পর্যন্ত ৯৮টি দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে। তিনি বলেন, পাকিস্তানের উপদেশে চীন জাতিসংঘে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তির প্রশ্নে ভেটো দিয়েছে। গণচীনকে একটি বৃহৎ রাষ্ট্র হিসেবে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা চীনের সাথে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে চাই। চীনের জনগণের উদ্দেশে তিনি বলেন, বাংলাদেশও তাদের মতই প্রচুর রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছে। তিনি বলেন, চীন একটি বৃহৎ দেশ; কিন্তু ত্রিশ লাখ শহীদের রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জনকারী বাংলাদেশও একটি আত্মমর্যাদাসম্পন্ন দৃঢ় প্রত্যয়লব্ধ দেশ।

বাসস'র এ খবরে আরো বলা হয়েছে, কঠোর পরিশ্রমের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, কঠোর পরিশ্রম ব্যতীত কোন দেশই সমৃদ্ধশালী হতে পারে না। পাক বাহিনীর হাতে দেশের অর্থনীতির অপরিমেয় ক্ষতির কথা উল্লেখ করে তিনি দেশ পুনর্গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

বিপিআই পরিবেশিত খবরে প্রকাশ, প্রধানমন্ত্রী জানান যে, সরকার চায়ের জন্য বিকল্প বাজারের চেষ্টা করছেন। তিনি বলেন,

> মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের জন্য শিগগিরই উদ্বৃত্ত চা বিক্রি শুরু করা হবে। চা বাগান থেকে আগত শ্রোতাদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, পাকিস্তানী শোষকদের শাসন শেষ হয়ে গেছে, এখন জনগণই তাদের ভাগ্য নিয়ন্তা। বঙ্গবন্ধু তাদের আশ্বাস দেন যে, তাঁর সরকার ঘরে ঘরে স্বাধীনতার ফল পৌঁছে দেয়ার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।[৪৫]

১৯৭৪ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি চীনের পিকিং থেকে পরিবেশিত এক খবরে জানানো হয়, পাকিস্তান স্বীকৃতি দেবার প্রেক্ষাপটে চীন খুব তাড়াতাড়িই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছে। পরদিন ২৪ ফেব্রুয়ারি এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশ করা হয়। শিরোনাম ছিল: 'চীন শীঘ্রই স্বীকৃতি দিতে পারে'। এতে লেখা হয়:

> পাকিস্তান স্বীকৃতি দেবার পর চীন এখন খুব শীগগীরই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে পারে। এখানকার পর্যবেক্ষক মহল এই মত প্রকাশ করেন। পাকিস্তান কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদান এই অঞ্চলে চীনা নীতির পরিবর্তনেরই আভাস দিচ্ছে। উল্লেখ্য যে, নিরাপত্তা পরিষদে চীন বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তির বিরুদ্ধে ভেটো দেয়।[৪৬]

চারদিন পর ১৯৭৪ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি পিকিং থেকে বার্তা সংস্থা এনা এ ধরনের আরেকটি খবর পরিবেশন করে। এক খবরে জানানো হয়, চীনের কূটনৈতিক মহল মনে করছে, খুব শিগগিরই চীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবে। পরদিন ২৮ ফেব্রুয়ারি এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশ করা হয়। শিরোনাম ছিল: 'চীনের স্বীকৃতি আসন্ন'। এতে লেখা হয়:

> চীনা রাজধানীর কূটনৈতিক মহলের মতে, চীন শীঘ্রই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করিবে এবং ঢাকার সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করিবে। পাকিস্তান কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের পরিপ্রেক্ষিতেই কূটনৈতিক মহল এই আশাবাদ পোষণ করিতেছেন। চীনের স্বীকৃতি লাভ করিলে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভের পথে শেষ বাধা অপসারিত হইবে।[৪৭]

এর এক বছরেরও বেশি পর ১৯৭৫ সালের ৪ মে বন থেকে বার্তা সংস্থা বাসস প্রতিনিধি আমিনুল হক বাদশা চীনা কূটনীতিকের বরাত দিয়ে জানান, বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতিদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে চীন। ৫ মে এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে লিড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'বাংলাদেশকে চীনের স্বীকৃতিদানের সিদ্ধান্ত'। এই খবরে লেখা হয়:

> গণচীন বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতিদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বাসস প্রতিনিধি জনাব আমিনুল হক বাদশা জানাচ্ছেন, ইউরোপে অবস্থানরত জনৈক নেতৃস্থানীয় চীনা কূটনীতিক গতকাল একথা বলেছেন। উক্ত কূটনীতিক বলেছেন, আমরা বাংলাদেশের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য সরকারীভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তিনি বলেন, দু'বছর আগে বাংলাদেশ সম্পর্কে আমাদের যে ধারণা ছিল আজ আর তা নেই।
>
> বাসস প্রতিনিধির সাথে এক বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে কথা বলার সময় উক্ত চীনা কূটনীতিক আভাস দেন যে খুব শিগগিরই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, আমরা বিশ্বাস করি যে, বাংলাদেশ কোন বিদেশী শক্তি দ্বারা চালিত হবে না। বাস্তবিক পক্ষে চীন বাংলাদেশের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তিনি চীন এবং বাংলাদেশের জনগণসহ এশীয় দেশগুলোর জনগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্কের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। স্থানীয় কূটনীতিক মহল চীনা কূটনীতিকের এ বক্তব্যকে চীন যে অচিরেই বাংলাদেশের সাথে দূতাবাস পর্যায়ে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছে তার বলিষ্ঠ আভাস বলে মনে করছেন।[৪৮]

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পটপরিবর্তনের দুই সপ্তাহ পর ৩১ আগস্ট চীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। বার্তা সংস্থা বাসস এই খবর পরিবেশন করে। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সংবাদপত্রগুলোতে ১ সেপ্টেম্বর খবরটি বেশ গুরুত্বলাভ করে। তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্ব লাভ করে দৈনিক ইত্তেফাক ও দৈনিক বাংলায়। এই দুটি পত্রিকায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে বক্স আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটির শিরোনাম ছিল: 'চীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়াছে'। এই খবরে লেখা হয় :

> গণপ্রজাতন্ত্রী চীন সরকার গতকাল (রবিবার) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদান করিয়াছেন। বাসস পরিবেশিত খবরে বলা হয়: গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের প্রধানমন্ত্রী মি: চৌ এন লাই গতরাতে এক বার্তায় বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমদকে চীনের স্বীকৃতির বিষয় অবহিত করেন।
>
> গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের প্রধানমন্ত্রী মি: চৌ এন লাই তাঁহার বার্তায় বলেন: 'গণপ্রজাতন্ত্রী চীন সরকারের পক্ষ হইতে আমি সসম্মানে আপনাকে জানাইতেছি যে, চীন সরকার আজ হইতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতেছেন। আমি নিশ্চিত যে, আমাদের দুই দেশের জনগণের চিরাচরিত বন্ধুত্ব দৃঢ়ভাবে বৃদ্ধি পাইবে।'[৪৯]

দৈনিক বাংলায় খবরটির শিরোনাম ছিল: 'ঐতিহ্যবাহী বন্ধুত্ব বৃদ্ধি পাবে : চৌ এন লাই এর বাণী : প্রাথমিকভাবে ৪ হাজার টন পাট কেনার সিদ্ধান্ত : বাংলাদেশকে মহাচীনের স্বীকৃতি'। এই খবরে লেখা হয়:

গণচীন রোববার বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে। বাসস পরিবেশিত এ খবরে বলা হয়, গণচীনের প্রধানমন্ত্রী মি: চৌ এন লাই রোববার রাতে প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমদের কাছে পাঠানো এক বাণীতে এই স্বীকৃতিদানের কথা জানিয়েছেন।

বাণীটিতে বলা হয়: গণচীন সরকারের পক্ষ থেকে আমি আপনাকে জানাচ্ছি যে, চীন সরকার এই তারিখ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিচ্ছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের দু' দেশের জনগণের ঐতিহ্যবাহী বন্ধুত্ব উত্তরোত্তর দৃঢ়ভাবে বৃদ্ধি পাবে।

পাট কেনার সিদ্ধান্ত: অপর এক খবরে প্রকাশ, চীন প্রাথমিকভাবে বাংলাদেশ থেকে চার হাজার মেট্রিক টন পাট ক্রয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। সরকারী সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে রোববার বাসস জানায় যে, চীনা সিদ্ধান্ত বাংলাদেশকে জানানো হয়েছে। চীনা আমদানী সংস্থা তুসু বাংলাদেশ পাট রফতানী সংস্থাকে একথা জানান। চলতি বছরের নবেম্বর-ডিসেম্বরের মধ্যে পাট জাহাজ বোঝাই করা হবে।

উল্লেখযোগ্য যে, দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যের পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে চলতি বছরের প্রথমার্ধে বাংলাদেশ থেকে এক বাণিজ্য প্রতিনিধি দল চীন সফর করেন এবং এ সময়ের মধ্যে বর্মায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত জনাব কে এম কায়সারও পিকিং সফর করেন। বর্তমান রফতানী প্রতিশ্রুতি এসব সফরেরই ফলশ্রুতি।[৫০]

বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম শিরোনামে লিড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'China gives recognition'. এতে লেখা হয়:

The People's Republic of China recognised Bangladesh Sunday, reports BSS. The Prime Minister of the People's Republic of China, Mr. Chou En-Lai has conveyed the recognition to President Khandaker Moshtaque Ahmed in a message Sunday night. The message said: "On behalf of the Government of the People's Republic of China, I have the honour to inform you that the Chinese Government recognises the People's Republic of Bangladesh as from this date. I am covinced that the traditional friendship between our two peoples will grow steadily."[৫১]

সংবাদে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় পাঁচ কলাম শিরোনামে লিড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : বাংলাদেশের প্রতি গণচীনের স্বীকৃতি। এই খবরে লেখা হয়:

গণচীন গতকাল রোববার বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে। গণচীনের প্রধানমন্ত্রী মি: চৌ এন লাই গতরাতে এক বার্তায় প্রেসিডেন্ট খন্দকার

মোশতাক আহমদকে স্বীকৃতির কথা অবহিত করেন। বার্তায় বলা হয়, গণচীন সরকারের পক্ষ থেকে আমি আপনাকে জানাচ্ছি যে, গণচীন সরকার আজ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিচ্ছে। আমার বিশ্বাস আমাদের দু'দেশের জনগণের মধ্যে ক্রমান্বয়ে ঐতিহ্যগত বন্ধুত্ব গড়ে উঠবে।[৫২]

চীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করায় বিভিন্ন মহল আনন্দ প্রকাশ করে এবং চীনের এই সিদ্ধান্তকে অভিনন্দিত করে। ১৯৭৫ সালের ১ সেপ্টেম্বর এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সংবাদ-এ খবরটি চতুর্থ পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'গণচীনের স্বীকৃতি বিভিন্ন মহলে অভিনন্দিত'। এই খবরে লেখা হয়:

গণচীন কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানে দেশের সর্বস্তরের মানুষ গভীর আনন্দ প্রকাশ করেছেন। বিভিন্ন মহল এই সিদ্ধান্তকে অভিনন্দিত করেছেন।

মসিউর রহমান: অধুনালুপ্ত ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সাধারণ সম্পাদক জনাব মসিউর রহমান গতকাল সোমবার সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে এ আশা প্রকাশ করেন যে, বাংলাদেশের প্রতি গণচীনের স্বীকৃতি আমাদের সার্বভৌমত্ব সংহতকরণে সহায়তা করবে এবং এশিয়া বিশেষ করে এই উপমহাদেশে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করবে। জনাব রহমান বলেন যে, চীন ও বাংলাদেশের জনগণ ঐতিহ্যগত বন্ধুত্ব, শান্তি ও স্বাধীনতার সম-আদর্শের বন্ধনে আবদ্ধ। উভয় দেশ সাম্রাজ্যবাদ, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদের উপর বিজয় লাভ করেছে। তিনি বলেন, আমাদের মহান প্রতিবেশী রাষ্ট্র গণচীনের স্বীকৃতির ফলে দেশের জনগণের দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত হয়েছে। জনাব রহমান গণচীনের জনগণ ও তাঁদের মহান নেতৃবৃন্দের প্রতি অভিনন্দন জানান।[৫৩]

চীনের স্বীকৃতিদানের তিনদিন পর ১৯৭৫ সালের ৩ সেপ্টেম্বর দৈনিক ইত্তেফাক স্বীকৃতিদানের ঘটনার প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এই প্রতিবেদনে বুদ্ধিজীবী, রাজনৈতিক কর্মী ও সচেতন নাগরিকদের নাম উল্লেখ না করে তাদের অভিমত তুলে ধরা হয়। বিশেষ প্রতিনিধির লেখা এই প্রতিবেদনে চীনের স্বীকৃতিপ্রাপ্তিকে পঁচাত্তরের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমদের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা, সঠিক পদক্ষেপ ও অভিজ্ঞতার ফসল হিসেবে অভিহিত করা হয়। বিপরীত দিকে প্রতিবেদনে বলা হয়, পূর্ববর্তী আওয়ামী লীগ সরকার চীনের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরির বাস্তব পদক্ষেপ

গ্রহণে ব্যর্থ হয়েছে বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করে। প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: ‘চীনের স্বীকৃতি প্রেসিডেন্ট মোশতাকের রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচায়ক’। এতে লেখা হয়:

> গত রবিবার বাংলাদেশকে বিশ্বের সর্বাপেক্ষা জনবহুল রাষ্ট্র আমাদের মহান প্রতিবেশী গণচীনের স্বীকৃতিদানের সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গণমানুষের মধ্যে যুগপৎ উল্লাস ও স্বস্তিরভাব পরিলক্ষিত হয়। সমাজের সর্বস্তরের লোক বিশেষ করিয়া বুদ্ধিজীবী, রাজনৈতিক কর্মী ও সচেতন নাগরিকগণ এই স্বীকৃতিকে প্রেসিডেন্ট মোশতাক সরকারের বলিষ্ঠ বিজয় বলিয়া অভিহিত করেন।
>
> তাঁহারা অভিমত প্রকাশ করেন যে, নয়া-সরকারের বলিষ্ঠ ও গতিশীল বৈদেশিক নীতি যে স্বল্প সময়ের মধ্যে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করিয়াছে গণচীনের এই স্বীকৃতি উহারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অনেকে ইহাকে প্রেসিডেন্ট মোশতাকের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা, সঠিক পদক্ষেপ ও অভিজ্ঞতার পরিচায়ক বলিয়া মন্তব্য করেন।
>
> প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, প্রেসিডেন্ট মোশতাক আহমদ দায়িত্বভার গ্রহণের পরই সৌদী আরব ও পাকিস্তানসহ বিশ্বের উল্লেখযোগ্য প্রায় সব রাষ্ট্রই স্বীকৃতিদান করিয়াছে। তবে স্বীকৃতির ক্ষেত্রে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখযোগ্য চীন, সৌদী আরব ও লিবিয়ার নাম। এই তিনটি দেশ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর প্রথমবারের মত আমাদের স্বীকৃতি প্রদান করিয়াছে।
>
> স্মরণ করা যাইতে পারে যে, পূর্ববর্তী সরকারের সহিত চীনের সম্পর্ক স্থাপনের বিভিন্ন ধরনের সংবাদ প্রকাশিত হইয়া থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে পূর্ববর্তী সরকার এই ব্যাপারে নানা কারণে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে সক্ষম হন নাই বলিয়া উক্ত মহলের ধারণা। অভিজ্ঞ মহল অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, শুধু বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রেই নহে- অন্যান্য বিষয়েও প্রেসিডেন্ট মোশতাকের প্রতিটি সিদ্ধান্ত অত্যন্ত বাস্তব ও সময়োচিত হইয়াছে।
>
> পক্ষান্তরে প্রেসিডেন্টের নিকট প্রেরিত গণচীনের প্রধানমন্ত্রী মি: চৌ এন লাই-এর বাণীতে যে গভীর প্রত্যয় ও আন্তরিকতার আভাস পাওয়া গিয়াছে তাহাতে মোশতাক সরকারের ঘোষিত পররাষ্ট্রনীতির বলিষ্ঠতা, গতিশীলতা ও নিরপেক্ষতারই সার্থক প্রতিফলন ঘটিয়াছে বলিয়া কূটনৈতিক মহল মনে করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, স্বাভাবিক নিয়মে পররাষ্ট্র দফতরের মাধ্যমেই কোন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি জানান হয়।
>
> কিন্তু চীনের স্বীকৃতির ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। এই ব্যাপারে চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই প্রেসিডেন্ট মোশতাকের নিকট প্রেরিত বাণীতে এই স্বীকৃতি প্রদান করেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন

> রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ চীনের স্বীকৃতি সম্পর্কে বলেন যে, এই স্বীকৃতি আমাদের সার্বভৌমত্ব সংহত করিতে সাহায্য করিবে এবং সাধারণভাবে এশিয়ার এবং বিশেষ করিয়া উপমহাদেশে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হইবে।
>
> পক্ষান্তরে প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমদ চীনের প্রধানমন্ত্রীর বাণীর জবাবে বলিয়াছেন যে, বাংলাদেশের প্রতি চীনের স্বীকৃতি “আমাদের দুই দেশের জনগণের শাশ্বত মৈত্রী বন্ধনেরই পুনর্ঘোষণা।”[৫৪]

■■■

তথ্যসূত্র:

১. *দৈনিক বাংলা*, ২৫ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
২. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৫ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
৩. *সংবাদ*, ২৫ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
৪. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২৫ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
৫. *সংবাদ*, ২৬ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
৬. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২৩ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
৭. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
৮. *দৈনিক বাংলা*, ৩১ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
৯. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
১০. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
১১. *দৈনিক বাংলা*, ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
১২. *সংবাদ*, ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
১৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
১৪. *সংবাদ*, ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
১৫. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
১৬. *দৈনিক বাংলা*, ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
১৭. *সংবাদ*, ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
১৮. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
১৯. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
২০. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৭১, পৃ. ১
২১. *দৈনিক পাকিস্তান*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৭১, পৃ. ১
২২. *পাকিস্তান অবজারভার*, ৭ ডিসেম্বর ১৯৭১, পৃ. ১
২৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২০ ডিসেম্বর ১৯৭১, পৃ. ২
২৪. *দৈনিক বাংলা*, ২৮ ডিসেম্বর ১৯৭১, পৃ. ১
২৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩১ ডিসেম্বর ১৯৭১, পৃ. ২
২৬. *সংবাদ*, ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ৩
২৭. *দৈনিক বাংলা*, ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
২৮. *সংবাদ*, ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
২৯. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
৩০. *দৈনিক বাংলা*, ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
৩১. *সংবাদ*, ২৭ মার্চ ১৯৭২, পৃ. ১
৩২. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৪ এপ্রিল ১৯৭২, পৃ. ১
৩৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৫ এপ্রিল ১৯৭২, পৃ. ১
৩৪. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৫ এপ্রিল ১৯৭২, পৃ. ১
৩৫. *দৈনিক বাংলা*, ৫ এপ্রিল ১৯৭২, পৃ. ১
৩৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৬ এপ্রিল ১৯৭২, পৃ. ১
৩৭. *দৈনিক বাংলা*, ৭ এপ্রিল ১৯৭২, পৃ. ১
৩৮. *দৈনিক বাংলা*, ৪ মে ১৯৭৩, পৃ. ১
৩৯. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৮ ডিসেম্বর ১৯৭১, পৃ. ১
৪০. *পাকিস্তান অবজারভার*, ৮ ডিসেম্বর ১৯৭১, পৃ. ৪
৪১. *দৈনিক পাকিস্তান*, ১০ ডিসেম্বর ১৯৭১, পৃ. ৩
৪২. ফয়েজ আহ্‌মদ, *সত্যবাবু মারা গেছেন*, ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, জুন ১৯৮৪, পৃ. ১২৫-১২৬
৪৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩ জুন ১৯৭২, পৃ. ১
৪৪. *সংবাদ*, ১১ আগস্ট ১৯৭২, পৃ. ১

৪৫. *সংবাদ*, ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩, পৃ. ১
৪৬. *দৈনিক বাংলা*, ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, পৃ. ১
৪৭. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, পৃ. ১
৪৮. *সংবাদ*, ৫ মে ১৯৭৫, পৃ. ১
৪৯. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫, পৃ. ১
৫০. *দৈনিক বাংলা*, ১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫, পৃ. ১
৫১. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫, পৃ. ১
৫২. *সংবাদ*, ১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫, পৃ. ১
৫৩. *সংবাদ*, ১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫, পৃ. ৪
৫৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫, পৃ. ১

ষষ্ঠ অধ্যায়

পাকিস্তানের স্বীকৃতিসংশ্লিষ্ট রিপোর্ট

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর হানাদার পাকিস্তান বাহিনী আত্মসমর্পণ করলেও তাৎক্ষণিকভাবে পাকিস্তান সরকার বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি। বরং বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দেয়ার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশকে প্রভাবিত করার প্রচেষ্টা চালায়। অনেক টালবাহানার পর ১৯৭৪ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়।

ঘটনার ধারাবাহিকতায় দেখা যায়, ১৯৭১ সালের ২৪ ডিসেম্বর যুক্তরাজ্যের রাজধানী লন্ডন সফররত ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিং বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করার জন্য পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টোর প্রতি আহ্বান জানান। লন্ডন থেকে বার্তা সংস্থা বিপিআই ও এনা পরিবেশিত এই খবর পরদিন ২৫ ডিসেম্বর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিলঃ 'ভুট্টো যদি সত্যিই গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন, তবে–'। এই খবরে লেখা হয়:

> ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ শরণ সিং গতকাল এখানে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, পাকিস্তানী প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টো গণতান্ত্রিক পদ্ধতির প্রতি সম্মান পোষণ করিলে তাহার পক্ষে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দেওয়া উচিত। কারণ, জনাব ভুট্টো গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিশ্বাসী বলিয়া দাবী করেন। মিঃ শরণ সিং বলেন, শেখ মুজিবকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত নেতা হিসাবে বাংলা দেশে প্রত্যাবর্তন করিতে দেওয়া উচিত। মিঃ শরণ সিং বলেন, জনাব ভুট্টো বাংলা দেশের উপর কর্তৃত্ব দাবী অব্যাহত রাখিলে আরও অধিক দুরূহ ও জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইবেন। কাশ্মীর ভারতের অংশ এবং উহা ভারতেরই থাকিবে বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন।
>
> 'এনা' পরিবেশিত সংবাদে বলা হয়, মিঃ শরণ সিং সাংবাদিকদের বলিয়াছেন যে, পাকিস্তান বাংলা দেশকে স্বীকৃতি দিলে কেবলমাত্র তখনই বর্তমান পাক-ভারত সঙ্কটের সমাধান সম্ভব হইতে পারে।[১]

১৯৭২ সালের ৩০ জানুয়ারি বৃটেন, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ডসহ কমনওয়েলথের সদস্য দেশসমূহ বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের প্রতিবাদে পাকিস্তান কমনওয়েলথ ত্যাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। রেডিও পাকিস্তান এই খবর প্রচার করে। এই খবর পরদিন ৩১ জানুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'পাকিস্তানের ক'য়েলথ ত্যাগ'। এই খবরে লেখা হয়:

> আজ রেডিও পাকিস্তানের এক ঘোষণায় বলা হয় যে, পাকিস্তান কমনওয়েলথ ত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। রেডিও পাকিস্তানের খবরে আরও বলা হয় যে, কমনওয়েলথ ত্যাগের এই সিদ্ধান্ত অবিলম্বে কার্যকরী হইবে। বৃটেন, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি কমনওয়েলথের সিনিয়র সদস্য কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তান এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বলিয়া জানানো হয়।
>
> রেডিও পাকিস্তানের খবরে আরও উল্লেখ করা হয় যে, বৃটেন বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের সিদ্ধান্তটিই শুধু পাকিস্তানকে অবহিত করিয়াছে। অপরদিকে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড জানাইয়াছে যে, তাহারা বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের বিষয়টি আগামীকাল সাধারণ্যে প্রকাশ করিবে। পাকিস্তানী বেতারে আরও বলা হয় যে, পাকিস্তানের জনসাধারণের মতামত ও অনুভূতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই কমনওয়েলথ ত্যাগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছে। কমনওয়েলথের কয়েকটি সিনিয়র সদস্য পাকিস্তানের সম্মান ও আত্মমর্যাদার পরিপন্থী পদক্ষেপ গ্রহণ করাতেই পাকিস্তান কমনওয়েলথ ত্যাগ করিল।
>
> রেডিও পাকিস্তানের ঘোষণায় বলা হয়, পাকিস্তান সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পাকিস্তানের কমনওয়েলথের সদস্যপদ অনতিবিলম্বে খারিজ বলিয়া গণ্য হইবে। অবশ্য পাকিস্তানের কমনওয়েলথ ত্যাগ অপ্রত্যাশিত নয়। পাকিস্তান আগেই বৃটেনকে জানাইয়া দিয়াছিল যে, বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে অনুরূপ কর্মপন্থা গ্রহণ করা হইবে।
>
> ইতিপূর্বে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র দফতরের জনৈক মুখপাত্র জানান যে, কমনওয়েলথের আভ্যন্তরীণ গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাবলীর ব্যাপারে কমনওয়েলথেরই কয়েকটি সিনিয়র সদস্য পারস্পরিক সলা-পরামর্শের নীতি উপেক্ষা করিতেছেন এবং ইহা অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয় আরও কয়েকটি কমনওয়েলথ দেশ কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের সম্ভাবনাও উক্ত পাকিস্তানী মুখপাত্র স্বীকার করেন। এই সব দেশের মধ্যে কানাডাও রহিয়াছে বলিয়া আভাস পাওয়া গিয়াছে।
>
> এদিকে পাকিস্তান সরকার সাইপ্রাস ও চেকোশ্লোভাকিয়ার সহিতও কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। উক্ত দুইটি দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদান করিয়াছে।[২]

১৯৭২ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) প্রধান খান আবদুল ওয়ালী খান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টোর প্রতি আহ্বান জানান। কলকাতা থেকে বার্তা সংস্থা এপিএই খবর পরিবেশন করে। পরদিন ৮ ফেব্রুয়ারি এই খবর

সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'ভুট্টোর প্রতি ওয়ালী : বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিন'। এই খবরে লেখা হয়:

> ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি প্রধান খান আবদুল ওয়ালী খান বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের জন্য পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জনাব ভুট্টোর প্রতি আহ্বান জানান। সাংবাদিকদের সাথে আলোচনাকালে খান আবদুল ওয়ালী খান বলেন, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিলেই জনাব ভুট্টো যুদ্ধবন্দীদের ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে ভারতের সাথে আলোচনা শুরু করতে পারবেন।
>
> করাচীতে আজ শত শত স্কুল-ছাত্র বিভিন্ন রাজপথে যানবাহন থামিয়ে দেয় ও গাড়ীর উপর ইট-পাথর নিক্ষেপ করে। উচ্ছৃঙ্খল ছাত্ররা শহরতলীর একটি প্রেক্ষাগৃহেও আগুন ধরিয়ে দেয়। ঢাকায় বিহারীদের হত্যা করা হয়েছে বলে তারা গুজব ছড়াতে থাকে। ছাত্রদের এই উচ্ছৃঙ্খল আচরণের পরিপ্রেক্ষিতেই জনাব ওয়ালী খান জনাব ভুট্টোর প্রতি এই আহ্বান জানান।[৩]

১৯৭২ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি বার্তা সংস্থা বাসস পরিবেশিত এক খবরে জানানো হয়, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দেয়ার আগে জুলফিকার আলী ভুট্টোর সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে কোনো আলোচনার সম্ভাবনা বঙ্গবন্ধু নাকচ করে দিয়েছেন। পরদিন ১১ ফেব্রুয়ারি এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'স্বীকৃতির আগে ভুট্টোর সাথে কোন কথা নয়: বঙ্গবন্ধু'। এই খবরে লেখা হয়:

> বাংলাদেশকে স্বাধীন এবং সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি না দেওয়া পর্যন্ত পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টোর সাথে বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আলোচনার সম্ভাবনা বঙ্গবন্ধু বাতিল করে দিয়েছেন। জনৈক সরকারী মুখপাত্র আজ বলেন যে, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট বঙ্গবন্ধুর সাথে আলোচনার পর বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবে বলে যে খবর সংবাদপত্রে বেরিয়েছে সে সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দেওয়া পর্যন্ত তাঁর সাথে আলোচনার কোন প্রশ্নই ওঠে না।[৪]

১৯৭২ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ অভিযোগ করেন যে, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টোকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য কোন কোন মুসলিম রাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে বিলম্ব করছে। পরদিন ১৪ ফেব্রুয়ারি এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায়

খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'পাকিস্তানস্থ বাঙ্গালীদের জন্য সামাদের উদ্বেগ : স্বীকৃতির মাধ্যমেই মুসলিম দেশগুলো আঁধার কাটাতে পারে'। স্টাফ রিপোর্টার পরিবেশিত এই খবরে লেখা হয়:

> বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আবদুস সামাদ আজাদ গতকাল রবিবার ঢাকায় বলেন, বর্তমানে পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙ্গালীদের জন্য তাঁর সরকার উদ্বিগ্ন রয়েছেন। তিনি আরও বলেন যে, বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক জনগণের উপর জুলুম চলার সময়ে ন'মাস ধরে মুসলিম বিশ্ব যে অন্ধকারের মধ্যে ছিল বাংলাদেশের স্বীকৃতিদানের মাধ্যমেই মুসলিম দেশগুলি তা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে।
>
> গতকাল বিকেলে কাওরান বাজারে জালালাবাদ সমিতির পক্ষ থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্বর্ধনা জানানোর জন্য যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, পররাষ্ট্রমন্ত্রী তাতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল এম এ জি ওসমানী ও প্রখ্যাত সাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলী উপস্থিত ছিলেন।
>
> জনাব আবদুস সামাদ আজাদ বলেন, আটকেপড়া বাঙ্গালীরা কি অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে তা জানা যায়নি। তিনি তাদের স্বদেশে ফিরিয়ে আনার জন্য বিশ্বের সকল মানবতাবাদী রাষ্ট্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী তার বক্তৃতায় বিশ্বের কোন কোন মুসলিম রাষ্ট্র এখন পর্যন্ত স্বীকৃতি না দেওয়া প্রসঙ্গে বলেন, এতে আমরা দুঃখিত নই। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ভুট্টোকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যই তারা বিলম্ব করছে। স্বীকৃতি তাদের একদিন দিতেই হবে। তিনি দুঃখ প্রকাশ করে উল্লেখ করেন, ইসলামের নামে এখনো বিভিন্ন দেশে শোষণ চলছে। তিনি যে সমস্ত দেশ বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে সমর্থন জানায় তাদের ধন্যবাদ দেন। জনাব সামাদ রাষ্ট্রসংঘের উপর তাদের আস্থার কথা ঘোষণা করে বলেন যে, হানাদাররা যখন বাঙ্গালীদের নিধনযজ্ঞে মেতে উঠেছিল তখন বড় বড় রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন রাষ্ট্রসংঘ কোন উচ্চবাচ্য না করলেও তারা এই সংঘকে মর্যাদা দিতে চান।[৫]

১৯৭২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি রাওয়ালপিন্ডিতে ফরাসী সংবাদ সংস্থা এএফপিকে সাক্ষাৎকার দেয়ার সময় পাকিস্তানের পররাষ্ট্র সচিব সুলতান খান অভিমত প্রকাশ করেন যে, বাংলাদেশকে এখন স্বীকৃতি দেয়া পাকিস্তানের পক্ষে সময়োচিত কাজ হবে না। স্বীকৃতির ব্যাপারে দ্রুত কিছু করার চিন্তা করছে না পাকিস্তান সরকার। ২৩ ফেব্রুয়ারি এই খবর সংবাদ-এ তৃতীয় পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'এ মুহূর্তে স্বীকৃতি দান অসময়োচিত হবে : বাংলাদেশ প্রশ্নে সুলতান খান'। এই খবরে লেখা হয়:

পাকিস্তানের পররাষ্ট্র সচিব জনাব সুলতান খান বলেন, বাংলাদেশকে এখন স্বীকৃতি দেয়া পাকিস্তানের পক্ষে অসময়োচিত কাজ হবে। গতকাল তিনি বলেন, স্বীকৃতির ব্যাপারে দ্রুত কিছু করার পাকিস্তান সরকারের পক্ষে কোন কারণ নেই। ফরাসী সংবাদ সংস্থা এএফপি'র সাথে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় বাহিনী প্রত্যাহারের পর এ সমস্যা নিয়ে বিবেচনা করা হবে। তিনি বলেন, সাম্প্রতিক পাক-ভারত যুদ্ধের সময় জাতিসংঘ পাকিস্তানের পক্ষে কিছু করতে সক্ষম হয়নি। বাংলাদেশে অবস্থিত প্রায় ১২ লক্ষ অবাঙ্গালী পশ্চিম পাকিস্তানে স্থানান্তরকে তিনি মারাত্মক বলে মনে করেন।

ভারতের সাথে সম্পর্কের প্রশ্নে তিনি বলেন, নয়াদিল্লী সরকার পাকিস্তানের সাথে স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে এমন কোন সাড়া দেয়নি। তিনি অভিযোগ করেন, ভারত শেষ মুহূর্তে ১ শত ৭০ জন আহত ও অসুস্থ পাকিস্তানী সৈন্যকে ১০ জন ভারতীয় সৈন্যের সাথে বিনিময়ে বাধা সৃষ্টি করেন। আন্তর্জাতিক রেডক্রসের উদ্যোগে গত জানুয়ারী মাসে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল।

জনাব সুলতান খান বলেন, সদিচ্ছার ইঙ্গিত হিসেবে ভারতের উচিত যুদ্ধবিরতি এলাকায় জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক নিয়োগের অনুমতি দেয়া অথবা পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে দু'দেশের দখলকৃত এলাকা থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করা। কাশ্মীর প্রশ্নে জনাব সুলতান খান বলেন, তাঁর দেশ এ সমস্যা নিয়ে ভারতের সাথে আলোচনা করতে প্রস্তুত আছে।[৬]

১৯৭২ সালের ২ মার্চ জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি এস এ করিম নিউইয়র্কে সাংবাদিক সম্মেলনে অভিমত প্রকাশ করেন যে, পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দেয়া পর্যন্ত উপমহাদেশের অন্য সব সমস্যার সমাধান হবে না। নিউইয়র্ক থেকে বার্তা সংস্থা এনা ও তাস এ খবর পরিবেশন করে। পরদিন ৩ মার্চ দৈনিক ইত্তেফাকে প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে খবরটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী পর্যবেক্ষক : বাংলাদেশকে স্বীকৃতির উপরই সমস্যার সমাধান নির্ভরশীল'। এতে লেখা হয়:

জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি জনাব এস এ করিম আজ এখানে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, পাকিস্তান কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতিদান হইল মূল বিষয় যাহার উপর উপমহাদেশের অন্য আর সকল সমস্যার সমাধান নির্ভর করিতেছে। তিনি বলেন যে, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে আলাপ-আলোচনার দ্বারা যুদ্ধবন্দী মুক্তির প্রশ্নটি ফয়সালা করা যাইতে পারে। তবে বাংলাদেশকে কূটনৈতিক স্বীকৃতিদানের পরেই কেবল এই

ধরনের আলাপ-আলোচনা সম্ভব। জনাব করিম জোর দিয়া বলেন যে, ঠিক এই কারণেই প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান ও প্রেসিডেন্ট ভুট্টোর মধ্যে বৈঠক বর্তমানে সম্ভব নয়। তিনি উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশের সম্মতিক্রমেই কেবল পাক যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি দেওয়া যাইতে পারে। তিনি দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন যে, সাধারণ পরিষদের পরবর্তী অধিবেশনে বাংলাদেশ জাতিসংঘের পূর্ণ সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হইবে।[৭]

১৯৭২ সালের ২২ মার্চ ঢাকায় মার্কিন বার্তা সংস্থা এসোসিয়েটেড প্রেস (এপি)কে দেয়া সাক্ষাৎকারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার আগে জুলফিকার আলী ভুট্টোর সঙ্গে কোনো আলোচনা না করার কথা পুনর্ব্যক্ত করেন। পরদিন ২৩ মার্চ এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় পাঁচ কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'স্বীকৃতির আগে ভুট্টোর সাথে কথা নয় : বঙ্গবন্ধু'। এই খবরে লেখা হয়:

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জনাব জেড, এ, ভুট্টোকে আজ তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেন। বঙ্গবন্ধু জনাব ভুট্টোর উদ্দেশ্যবিহীন বৈঠকের প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছেন। বঙ্গবন্ধু বলেন, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়ে উপমহাদেশে চিরস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ অবলম্বন করা ভুট্টোর পক্ষে একান্ত অপরিহার্য।

এসোসিয়েটেড প্রেসের সাথে এক সাক্ষাৎকারের সময় বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন, ভুট্টো প্রথমত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিক, তারপর আমরা বিচার করব আমাদের কর্তব্য কি হবে। শূন্যের উপর বৈঠক কোন কাজেই আসবে না। তাঁকে বাস্তবতাকে স্বীকার করতে হবে, এরপর কিছু ফলপ্রসূ আলোচনা হতে পারে। বঙ্গবন্ধু বলেন, পাকিস্তান যদি শান্তি চায় তবে তাদের মনোভাবের পরিবর্তন করতে হবে এবং বাস্তবতায় ফিরে আসতে হবে। তিনি বলেন, এ উপমহাদেশে স্থায়ী শান্তি অপরিহার্য। বাস্তবতাকে উপলব্ধির মাধ্যমে চিরস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব। ভারতও বাংলাদেশ সত্যকে মেনে নিয়েছে, তা আমাদের দ্বিপক্ষীয় চুক্তি ও ঘোষণা থেকে উপলব্ধি করা যায়। আমি এর চেয়ে বেশী কিছু ভুট্টোকে বোঝাতে চাই না।

বঙ্গবন্ধু বলেন, কেউ যদি মনে করে, আমরা অন্যের অঙ্গুলি হেলনে চলি, তবে তারা বোকার স্বর্গে বাস করছে। মার্কিন স্বীকৃতি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে শেখ মুজিব বলেন, এ ব্যাপারে নিক্সন সরকারই জবাব দেবে, আমরা সকল দেশেরই স্বীকৃতি আশা করি। দেশের অবস্থা সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু বলেন, দু'একটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া আমাদের দেশের পরিস্থিতি বেশ ভাল, সভ্য নগরী নিউইয়র্কের চেয়ে অনেক নিরাপদ।[৮]

১৯৭২ সালের ৫ মে পাকিস্তানের প্রভাবশালী সংবাদপত্রগুলো বাংলাদেশকে অবিলম্বে স্বীকৃতি দেয়ার পক্ষে অভিমত প্রকাশ করে। নয়াদিল্লী থেকে বার্তা সংস্থা বাসস এই খবর পরিবেশন করে। ৭ মে এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি তৃতীয় পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'পাকিস্তানর অধিকাংশ প্রভাবশালী পত্রিকার সুস্পষ্ট রায় : বাংলাদেশকে অবিলম্বে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত'। এই খবরে লেখা হয়:

> পাকিস্তান কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের প্রশ্নে পাকিস্তানের সংবাদপত্রে তুমুল বিতর্ক শুরু হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। বর্তমানে জনাব মজহার আলী খান সম্পাদিত 'দৈনিক ডন' অবিলম্বে বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে স্বীকৃতিদানের স্বপক্ষে মতামত প্রকাশ করিয়া মন্তব্য করেন যে, বাংলাদেশকে স্বীকৃতির মধ্য দিয়াই উপমহাদেশে শান্তি ও সমঝোতা প্রতিষ্ঠা সম্ভব।
>
> জনাব ভুট্টোর পিপলস পার্টির মুখপত্র 'মুসাওয়াত' ইরানের দৈনিক 'কায়হানের' একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধের উদ্ধৃতি দিয়া জানায় যে, শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি মুসলিম জাতিগুলির সহযোগিতা ও সহানুভূতি প্রদর্শন করা উচিত এবং এভাবে তাঁহাকে ভারতের উপর অতিশয় নির্ভরশীলতা হইতে বিরত রাখা যায়।
>
> 'মুসাওয়াতের' মতে ইরানের 'কায়হান' পত্রিকা বাংলাদেশের স্বীকৃতির জন্য সরাসরি কোন সমর্থন না জানাইয়া লেখে যে, পরিস্থিতির বাস্তবতা উপলব্ধি করিয়া মুসলিম রাষ্ট্রগুলি, বিশেষ করিয়া পাকিস্তানকে তাহার নীতিতে সামঞ্জস্য সাধন করা দরকার। ইহার ফল সকলের জন্যই কল্যাণকর হইবে।
>
> 'মুসাওয়াত' স্পষ্টভাবে মন্তব্য করে যে, জনগণের অতিশয় ঠাণ্ডা মাথায় এবং নির্বিকার চিত্তে বাংলাদেশের স্বীকৃতির বিষয়টি চিন্তা করা দরকার। বাংলাদেশের স্বীকৃতির পক্ষে মতামত প্রকাশ করিয়া 'মুসাওয়াত' যুক্তি প্রদর্শন করে যে, ১৯৪০ সালে লাহোরে যে পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হয় তখনও কালক্রমে পশ্চিম ও পূর্বে দুইটি পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার কথা ছিল। পত্রিকাটি পাকিস্তানের স্বাপ্নিক কবি ইকবালের কথা উল্লেখ করিয়া জানায় যে, ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে একটি পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্নও ইকবাল দেখিয়াছিলেন।
>
> করাচীর দৈনিক 'জং' জানায় যে, পাকিস্তানে জনগণের অধিকাংশই বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের ব্যাপারে আগ্রহী। জাতীয় আওয়ামী পার্টি ও জমিয়াতুল ওলামায়ে পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে ইচ্ছুক। কাউন্সিল মুসলিম লীগের সরদার শওকত হায়াত খান যুদ্ধবন্দীদের ফেরত দেওয়ার শর্তে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে সম্মত। কাইয়ুম লীগ নীরব- ইহা এখন পিপলস পার্টির লেজুড়ে পরিণত হইয়াছে।

> লাহোরের 'পাকিস্তান টাইমস' অবিলম্বে বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদান করিয়া উভয় অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়িয়া তোলার পক্ষে সুস্পষ্ট ভাষায় সম্পাদকীয় প্রবন্ধে মন্তব্য করে।
>
> জনাব জেড, এ সুলেরী সম্পাদিত 'নওয়াই ওয়াক্ত' ও জামাতে ইসলামের মুখপত্র হিসাবে প্রকাশিত পত্রিকাগুলি বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের বিরোধিতা করে। এই সকল পত্রিকার মতে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিলে পাকিস্তানকে ইসলামী রাষ্ট্র বলিয়া গণ্য করা হইবে না এবং কালক্রমে 'বাংলাদেশের মত পাখতুনিস্তান, বেলুচিস্তান, সিন্ধুদেশ ও পাঞ্জাব-দেশকে' স্বাধীন বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।
>
> পাকিস্তানের বিভিন্ন পত্রিকার মতামতের উদ্ধৃতি দৈনিক 'পেট্রিয়ট' পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়।[৯]

১৯৭২ সালের ১৩ মে ঢাকায় মার্কিন ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশনকে দেয়া টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জানান, আগে বাংলাদেশকে অবশ্যই পাকিস্তানের স্বীকৃতি দিতে হবে। তারপর তিনি জুলফিকার আলী ভুট্টোর সঙ্গে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যকার সমস্যাবলী নিয়ে আলোচনা করার চিন্তা-ভাবনা করবেন। বার্তা সংস্থা বাসস এই খবর পরিবেশন করে। পরদিন ১৪ মে এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'বঙ্গবন্ধুর এক কথা : স্বীকৃতির আগে কোন আলোচনা হবে না'। এই খবরে লেখা হয়:

> প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পুনরায় দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করেছেন যে, উভয় দেশের মধ্যে কোনরূপ আলোচনা অনুষ্ঠানের পূর্বে পাকিস্তানকে অবশ্যই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে হবে। তিনি বলেন, ভুট্টো যদি বাংলাদেশকে স্বীকার করে নেয়- এখন তার বাস্তবকে স্বীকার করা উচিত- তখন অবশ্য তার সাথে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যকার সমস্যাবলী নিয়ে আলোচনা করতে আমার কোন আপত্তি থাকবে না।
>
> মার্কিন ব্রডকাষ্টিং কর্পোরেশন কর্তৃক গৃহীত এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে বঙ্গবন্ধু একথা বলেন। আগামীকাল সারা যুক্তরাষ্ট্রে এই সাক্ষাৎকার টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচার করা হবে। সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'এ ব্যাপারে আমার মনোভাব অত্যন্ত পরিষ্কার। ভুট্টোকে সর্বপ্রথম বাংলাদেশকে অবশ্যই স্বীকার করে নিতে হবে।'
>
> বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে বর্তমানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা কি- এই প্রশ্নের জবাবে বঙ্গবন্ধু বলেন, বহু সমস্যাই আছে। নিরপরাধ লোককে আটক করে রেখেছে। তারা তাদেরকে বিচ্ছিন্নাবস্থায় শিবিরে নিয়ে রেখেছে। এ ছাড়া আরও বহু সমস্যা রয়েছে।

যুদ্ধবন্দী ও পাকিস্তানে আটক বাঙ্গালীদের মধ্যে বিনিময়ের কোন সম্ভাবনা আছে কিনা এ প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী পুনরায় উল্লেখ করেন যে, যুদ্ধবন্দী যারা বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামকালে গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে তাদেরকে পাকিস্তানে আটক বাঙ্গালীদের সমান করে দেখা যেতে পারে না। তিনি বলেন, তাদেরও লোক এখানে আছে, পাকিস্তানী লোক এখনও বাংলাদেশে রয়েছে। কেবল অবাঙ্গালী বা বিহারী নয়- পশ্চিম পাকিস্তানের লোক বাংলাদেশে আছে তাদেরকে যদি তারা ফিরিয়ে নিতে চায় আমরা তা স্বাগত জানাব। আমার তাতে কোন আপত্তি নেই।[১০]

১৯৭২ সালের ৩ জুলাই ভারতের সিমলা থেকে বার্তা সংস্থা ইউএনআই পাকিস্তানের পররাষ্ট্র দফতরের বরাত দিয়ে খবর পরিবেশন করে যে, পাকিস্তান আগস্টে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে পারে। যদিও বাস্তবে তা ঘটেনি। পরদিন ৪ জুলাই এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'পাকিস্তান আগস্টে স্বীকৃতি দিবে?'। এই খবরে লেখা হয়:

> পাকিস্তান আগস্ট মাসে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে পারে। ঐতিহাসিক ভারত-পাকিস্তান চুক্তি স্বাক্ষরের পর পাকিস্তান পররাষ্ট্র অফিসের জনৈক মুখপাত্র গতরাতে কতিপয় বিদেশী সাংবাদিকের কাছে এ-কথা বলেন।
>
> মুখপাত্র বলেন, ইহার ফলে যুদ্ধবন্দীদের মুক্তির প্রশ্নে নয়া অধ্যায়ের সূচনা হইবে। চুক্তিতে এই প্রশ্নের সমাধান হয় নাই। মুখপাত্র বলেন, যুদ্ধবন্দীদের প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে সম্ভবত আগষ্ট-সেপ্টেম্বরে আলোচনা অনুষ্ঠিত হইবে। যুদ্ধবন্দীদের মুক্তির ব্যাপারে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের সম্মতি আবশ্যক-এ সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে মুখপাত্রটি ঐক্যমত প্রকাশ করেন।
>
> তিনি অবশ্য এই মর্মে আরও আভাস দেন যে, পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে সিমলা চুক্তি অনুমোদিত হওয়ার পর আগষ্টের মাঝামাঝি কাশ্মীর সম্পর্কে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে আলোচনা শুরু হইতে পারে। বিদেশী সাংবাদিকগণ এরূপ ধারণা লাভ করেন যে, জম্মু ও কাশ্মীরে ডিসেম্বর যুদ্ধ পূর্ববর্তী সীমারেখাকে আন্তর্জাতিক সীমারেখা হিসাবে গ্রহণ করা, এখন পাকিস্তানের সামনে সময়ের ব্যাপার মাত্র।[১১]

১৯৭২ সালের ১৪ আগস্ট ইসলামাবাদে জাতীয় পরিষদের বৈঠকে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টো জানান যে, পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকার করে। তবে স্বীকৃতি প্রদানের ব্যাপারে এখনো দ্বিধান্বিত। নয়াদিল্লী থেকে বার্তা সংস্থা বাসস এই খবর পরিবেশন করে। ১৬ আগস্ট খবরটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায়

সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'ভুট্টোর স্ববিরোধী মন্তব্য : বাংলাদেশ বাস্তব : কিন্তু স্বীকৃতি দিতে পারি না'। এই খবরে লেখা হয়:

> পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো আজ বলেন যে, বাংলাদেশের পৃথক হওয়ার বাস্তব সত্যকে পাকিস্তান অস্বীকার করিতে পারে না। এই বিচ্ছিন্নতার পরিণতির জন্য আমি এখন কি করিব? ইসলামাবাদে জাতীয় পরিষদের বৈঠকে তিনি উপরোক্ত মন্তব্য করেন। জনাব ভুট্টো আরও বলেন যে, আজকের স্বাধীনতা দিবস অতীতের ভুলের স্মৃতি দিবস। বাংলাদেশের লোক পৃথক হওয়ার যে পথ বাছিয়া লইয়াছেন তাহাতেই কি তাহারা সন্তুষ্ট হইবেন? পাকিস্তান বাংলাদেশের সহিত ভবিষ্যৎ সম্পর্ক গড়িয়া তোলার ব্যাপারে আলোচনা বৈঠকে মিলিত হইতে আগ্রহী। কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিবার পূর্বে কোন আলোচনায় অংশগ্রহণ করিতে সম্মত নহেন। আমরাও বাংলাদেশের স্বীকৃতির বিষয়ে অধিবেশনে আলোচনা করিতে চাহিয়াছিলাম। কিন্তু ইহা সম্ভব হইতেছে না।
>
> তিনি মন্তব্য করেন যে, বাংলাদেশ, যাহাতে জাতিসংঘে সদস্য হইতে না পারে তজ্জন্য চীন ভেটো প্রদান করিবে। নিরাপত্তা পরিষদে অবস্থার অগ্রগতির সহিত আমরাও কর্মপন্থা গ্রহণ করিব।[১২]

১৯৭২ সালের ১৮ আগস্ট বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ইংল্যান্ড সফরকালে তাঁর সঙ্গে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথের একটি বৈঠক হয়। এই বৈঠককালে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবার আগে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টোর সঙ্গে কোন প্রকার আলোচনা না করার নীতিতে অবিচল থাকার কথা পুনর্ব্যক্ত করেন। লন্ডন থেকে বার্তা সংস্থা এনা ও বিপিআই এই খবর পরিবেশন করে। ১৯ আগস্ট খবরটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম শিরোনামে লিড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'হীথ-বঙ্গবন্ধু বৈঠক : স্বীকৃতির আগে ভুট্টোর সাথে আলোচনা নয়'। এই খবরে লেখা হয়:

> বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবার আগে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেড এ ভুট্টোর সাথে কোনপ্রকার আলাপ-আলোচনা না করার নীতিতে অবিচল রয়েছেন। গতকাল বিপিআই পরিবেশিত এ খবরে বলা হয় যে, ক্ল্যারিজ হোটেলে শুক্রবার সকালে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথের সাথে আলোচনাকালে তাকে একথা জানিয়ে দেয়া হয়েছে বলে লন্ডনস্থ বাংলাদেশ মহল মনে করছেন। লন্ডন থেকে এনা জানাচ্ছে, বঙ্গবন্ধুর সাথে সাক্ষাতের পর হোটেলকক্ষ থেকে বেরিয়ে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মি: হীথ বলেন, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সাথে তাঁর অত্যন্ত ভাল আলোচনা হয়েছে।

> বিপিআই-এর খবরে বলা হয়, তাদের এ বৈঠক প্রায় একঘণ্টাকাল স্থায়ী হয়। সম্ভবত তারা পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় এবং বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের সম্ভাব্য সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেছেন বলে প্রকাশ। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্ল্যারিজ হোটেলে পৌঁছুলে বাংলাদেশের হাইকমিশনার সৈয়দ আবদুস সুলতান এবং বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রীর প্রধান সচিব তাকে স্বাগত জানান। ২১ শে আগস্ট সোমবার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জেনেভা যাবেন।[১৩]

১৯৭২ সালের ২৮ আগস্ট পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি পশ্চিম পাঞ্জাব শাখার সভাপতি সৈয়দ মোহাম্মদ কসওয়ার গার্দেজী লাহোরে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের জন্য পাকিস্তানের প্রতি আহ্বান জানান। নয়াদিল্লী থেকে বার্তা সংস্থা ইউএনআই এই খবর পরিবেশন করে। ২৯ আগস্ট খবরটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি তৃতীয় পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দাও : পাঞ্জাব ন্যাপের দাবী'। এই খবরে লেখা হয়:

> পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির পশ্চিম পাঞ্জাব শাখার সভাপতি সৈয়দ মোহাম্মদ কসওয়ার গার্দেজী বাঙালী ও পাকিস্তানীদের মধ্যে ভাল সম্পর্কের স্বার্থেই বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের আহ্বান জানিয়েছেন। লাহোরে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, ক্ষমতাসীন দল চূড়ান্তভাবেই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে। কিন্তু সেকথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করতেই তাদের যত লজ্জা। জনাব গার্দেজী সিমলা চুক্তিকে এ যাবৎ কালের দুই শত্রুর মধ্যে বন্ধুত্বের সূত্রপাত বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির শাসনের সমালোচনা করে বলেন, এই পদ্ধতির শাসন দেশের অনেক ক্ষতি করেছে। এমন কি দেশের একটি অংশকেই হারাতে হয়েছে।[১৪]

১৯৭২ সালের ১০ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশকে পাকিস্তানের স্বীকৃতি প্রস্তাব কোন আরব রাষ্ট্র কর্তৃক উত্থাপন করার প্রস্তাব দিয়ে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টো মিসরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সা'দতকে চিঠি পাঠান। চিঠিটি পৌঁছে দেন পাকিস্তানের পররাষ্ট্র সচিব ইফতেখার আলী। কায়রো থেকে বার্তা সংস্থা বাসস ও পিটিআই এই খবর পরিবেশন করে। ১২ সেপ্টেম্বর খবরটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সংবাদ-এ খবরটি পঞ্চম পৃষ্ঠায় চার কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'প্রেসিডেন্ট সা'দতের কাছে ভুট্টোর চিঠি : বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রস্তাব কোন আরব রাষ্ট্র কর্তৃক উত্থাপন কামনা'। এই খবরে লেখা হয়:

> পাকিস্তান কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের প্রস্তাবটি কোন আরব রাষ্ট্র থেকে উত্থাপিত হোক- প্রেসিডেন্ট ভুট্টোর ইচ্ছে এটা। সম্ভবত: এ

> বিষয়ে তিনি আরব রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছে ব্যক্তিগত চিঠি পাঠিয়েছেন। এ পর্যন্ত ইরাক এবং দক্ষিণ ইয়ামেন বাংলাদেশকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দিয়েছে।
>
> মিসরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সা'দত গতকাল প্রেসিডেন্ট ভুট্টোর একখানি চিঠি পেয়েছেন। চিঠির বাহক হচ্ছেন পাকিস্তানের পররাষ্ট্র সচিব জনাব ইফতেখার আলী। তিনদিনের সফর শেষে জনাব আলী আজ ত্রিপলি যাত্রা করেছেন। দু'দিন বৈঠকের পর চিঠিখানি তিনি মিসরের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আল-জায়াতের হাতে গতকাল দিয়েছেন। জনাব আলী প্রেসিডেন্ট সা'দতের সাথে দেখা করেননি।[১৫]

১৯৭২ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্র 'পাকিস্তান টাইমস' এর এক নিবন্ধে বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের জন্য পাকিস্তানের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। নয়াদিল্লী থেকে বার্তা সংস্থা বাসস ও পিটিআই এ খবর পরিবেশন করে। ১৫ সেপ্টেম্বর এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সংবাদ-এ খবরটি পঞ্চম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'পাকিস্তান টাইমস-এর ভাষ্যকারের মন্তব্য : স্বীকৃতি না দিয়ে পাকিস্তান বন্ধুত্বের সুযোগ নষ্ট করছে'। এই খবরে লেখা হয়:

> সরকার সমর্থিত 'পাকিস্তান টাইমস' পত্রিকায় এক নিবন্ধে জনৈক ভাষ্যকার বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের জন্য পাকিস্তানের প্রতি জোর দাবী জানিয়েছেন। ভাষ্যকার তাঁর নিবন্ধে বলেছেন যে, ভারত উপমহাদেশে বাস্তবতার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে পাকিস্তান যদি স্বীকৃতি না দেয় বা বিলম্ব করে তাতে বাংলাদেশের তেমন কিছু এসে যাবে না। চীন, পশ্চিম জার্মানী, কোরিয়া ও ভিয়েৎনামের বেলায় এটা পরিষ্কার দেখা গেছে। 'স্মরণ থাকা দরকার যে, বাংলাদেশের জাতিসংঘ অন্তর্ভুক্তির প্রশ্নে যখন চীন ভেটো দেয় তখনও সে বাংলাদেশের জাতিসংঘ অন্তর্ভুক্তির যোগ্যতা সম্পর্কে কোন বিতর্ক তোলেনি।' তিনি বলেন যে, স্বীকৃতি না দেওয়া পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে শত্রুতার ভিত্তি স্থাপন করবে। এর মাধ্যমে পাকিস্তান সে দেশের সাথে বন্ধুত্বের সুযোগ নষ্ট করছে।
>
> ভাষ্যকার বলেন যে, স্বীকৃতি না দেওয়ার ফলে উপমহাদেশে শান্তির সম্ভাব্যতার উপর তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে। আজ এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই, বাংলাদেশ সম্মত হলেই কেবল পাকিস্তান যুদ্ধবন্দীদের ফেরত পেতে পারে। জাতিসংঘে পাকিস্তান ও চীনের ভূমিকা সত্ত্বেও এটা পরিষ্কার।[১৬]

১৯৭২ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভারত সফরকালে দিল্লীতে তাঁর সঙ্গে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর বৈঠক হয়। এই বৈঠকের পর বঙ্গবন্ধু সাংবাদিকদের সঙ্গে

আলাপকালে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার আগে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টোর সঙ্গে কোন প্রকার আলোচনা না করার কথা পুনর্ব্যক্ত করেন। পরদিন ১৫ সেপ্টেম্বর খবরটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'স্বীকৃতির আগে কথা নাই'। এই খবরে লেখা হয়:

> বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজ এখানে পুনরায় দৃঢ়তার সাথে বলেন যে, বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের পূর্বে পাকিস্তানের সহিত কোনরকম আলোচনা করা হইবে না। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর সহিত আলাপ-আলোচনার পর তিনি সাংবাদিকদের সাথে কথাবার্তা বলিতেছিলেন।
>
> বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিলে জনাব ভুট্টো কিংবা পাকিস্তানী কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করিতে বাংলাদেশের কোন আপত্তি নাই।
>
> এক প্রশ্নের উত্তরে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আলোচনার সহিত বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের আলোচনার কোন সাদৃশ্য কল্পনা করার অবকাশ নাই। কারণ, এক সময় বাংলাদেশ ও পাকিস্তান একই দেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরবর্তী পর্যায়ে বাঙ্গালীরা পাকিস্তানী সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া নিজেদেরকে মুক্ত করে। তাই আলোচনার পূর্বে বাংলাদেশকে পাকিস্তানের অবশ্যই স্বীকৃতি দিতে হইবে।
>
> যুদ্ধবন্দীদের প্রশ্নে বাংলাদেশের নীতির কোন পরিবর্তন হইয়াছে কিনা এমন এক প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া প্রধানমন্ত্রী বলেন, যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে আমাদের নীতি অত্যন্ত স্পষ্ট। তাহারা ৩০ লক্ষ বাঙ্গালীকে হত্যা করিয়াছে। তাহারা গণহত্যা করিয়াছে ইহা স্বীকৃত সত্য। তাহারা আমাদের দেশকে ধ্বংস করিয়াছে। এক কোটি বাঙ্গালীকে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ইহার পরেও আপনারা আমাকে এই প্রশ্ন করেন? প্রধানমন্ত্রী সাংবাদিকদের আরও বলেন যে, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সহিত আলোচনায় তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন। 'পারস্পরিক স্বার্থ ও সহযোগিতার' ব্যাপারে আলোচনার সুযোগ লাভ করার জন্য তিনি শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে ধন্যবাদ জানান।[১৭]

১৯৭২ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের ইসলামাবাদে জাতীয় পরিষদ ভবনের সামনে বিক্ষোভরত পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দীদের স্ত্রী-সন্তানরা বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য পাকিস্তান সরকারের প্রতি দাবি জানান। রাওয়ালপিন্ডি থেকে বিবিসি বেতার সংবাদদাতা এই খবর পরিবেশন করে। পরদিন ১৬ সেপ্টেম্বর খবরটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দাও : পাক যুদ্ধবন্দীদের স্ত্রী-পুত্রদের দাবী'। এই খবরে লেখা হয়:

> পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দীদের পত্নী ও ছেলে-মেয়েরা বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান এবং পাকিস্তানে আটক বাঙ্গালীদের দেশে ফেরত পাঠাইবার দাবী জানাইয়াছেন। বিবিসি হইতে প্রচারিত এক সংবাদে বলা হয় যে, গতকাল ইসলামাবাদে জাতীয় পরিষদ ভবনের বাহিরে পুলিস মহিলাদের বিক্ষোভ প্রদর্শন হইতে বিরত রাখে। রাওয়ালপিণ্ডির নিজস্ব সংবাদদাতার বরাত দিয়া বেতারে আরও উল্লেখ করা হয় যে, গত ৬ মাসে এই প্রথম বিক্ষোভ প্রদর্শনের চেষ্টার মধ্য দিয়া এই কথাই প্রমাণিত হয় যে, যুদ্ধবন্দীদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনকে কেন্দ্র করিয়া পাকিস্তানে অসন্তোষ বিরাজ করিতেছে।[১৮]

১৯৭২ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের করাচিতে অনুষ্ঠিত সিন্ধু ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির কাউন্সিল অধিবেশনে বাংলাদেশকে অবিলম্বে স্বীকৃতিদানের জন্য পাকিস্তান সরকারের প্রতি দাবি জানায়। নয়াদিল্লী থেকে বার্তা সংস্থা ইউএনআই এই খবর পরিবেশন করে। ১৮ সেপ্টেম্বর এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'সিন্ধু ন্যাপ বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের দাবী জানিয়েছে'। এই খবরে লেখা হয়:

> করাচীতে অনুষ্ঠিত সিন্ধু ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির কাউন্সিল অধিবেশনে বাংলাদেশকে অবিলম্বে স্বীকৃতিদান, ভারতের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা, কথায় ও কাজে সিমলা ও তাসখন্দ চুক্তি বাস্তবায়ন এবং সকল রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি দাবী করা হয়েছে।
>
> সরকার নিয়ন্ত্রিত পাকিস্তান টাইমসে প্রকাশিত এক খবরে প্রকাশ, সম্মেলনে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবীনামায় বর্তমানে আটক ন্যাপের সেক্রেটারী জেনারেল মাহমুদুল হক ওসমানীর নাম উল্লেখ করা হয়নি। অপরপক্ষে সাম্রাজ্যবাদী এজেন্ট যারা করাচীকে আলাদা প্রদেশ করতে চেয়েছিল সম্মেলনে তাদের মুক্তির দাবী করা হয়। সম্মেলনে গৃহীত এক প্রস্তাবে বর্তমানে পাকিস্তানে চারটি জাতি রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয় এবং সিন্ধী, বেলুচী, পাঞ্জাবী ও পশতু ভাষাকে জাতীয় ভাষা হিসেবে মেনে নেয়ার দাবী জানানো হয়।[১৯]

১৯৭২ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের করাচীতে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সিন্ধু শাখার কাউন্সিলে অবিলম্বে বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের দাবি জানানো হয়। দিল্লী থেকে বার্তা সংস্থা এনা ও ইউএনআই এই খবর পরিবেশন করে। ১৯ সেপ্টেম্বর এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের জন্য সিন্ধু ন্যাপের দাবী'। এই খবরে লেখা হয়:

> করাচীতে অনুষ্ঠিত সিন্ধু ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির কাউন্সিল অধিবেশনে অবিলম্বে বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদান ভারতের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন, সিমলা ও তাসখন্দ চুক্তি যথার্থভাবে কার্যকরী করা এবং সকল রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দিবার দাবী জানাইয়াছে। অধিবেশনে গৃহীত একটি প্রস্তাবে জোর দিয়া বলা হয় যে, পাকিস্তানে চারটি জাতির অস্তিত্ব রহিয়াছে। সিন্ধী, বালুচী, পাঞ্জাবী এবং পস্তুক পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা হিসাবে গ্রহণ করার দাবীও জানানো হয়।[২০]

১৯৭২ সালের ২০ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের জামাতে ইসলামী প্রধান মওলানা সৈয়দ আবুল আলা মওদুদী মন্তব্য করেন যে, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিলে পাকিস্তানের পক্ষে ক্ষতি হবে। তিনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টোর উদ্দেশে বলেন যে, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়া হলে তা ভারতীয় আগ্রাসন নীতিকে বৈধ বলে মেনে নেয়া। করাচি থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্র 'জশরত' এর বরাত দিয়ে নয়াদিল্লী থেকে বার্তা সংস্থা এনা ও ইউএনআই এই খবর পরিবেশন করে। ২১ সেপ্টেম্বর এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সংবাদ-এ খবরটি দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'মওলানা মওদুদী বলেছেন : বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিলে পাকিস্তানের ক্ষতি হবে'। এই খবরে লেখা হয়:

> জামাতে ইসলামী প্রধান মওলানা সৈয়দ আবুল আলা মওদুদী প্রেসিডেন্ট ভুট্টোকে বলেছেন যে, পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিলে পাকিস্তানের পক্ষে ক্ষতি হবে এবং এর অর্থ হবে ভারতীয় আগ্রাসন নীতিকে বৈধ বলে মেনে নেয়া। করাচীর সংবাদপত্র 'জশরত' এই খবর দিয়েছে। মওলানা মওদুদী সম্প্রতি লাহোরে ভুট্টোর সাথে সাক্ষাৎ করে বলেছেন যে, সিন্ধুতে সমাজদ্রোহী ব্যক্তিরা এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি করছে যা গত বছর পূর্ব পাকিস্তানে সৃষ্টি হয়েছিল। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশেও একই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এখানে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণের মধ্যে সংঘর্ষ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে বলে তিনি জানান।
>
> দেশের মঙ্গলের জন্য ভুট্টোর যে কোন পদক্ষেপকে তাঁর দল সহযোগিতা দান করবে বলে মওলানা ভুট্টোকে আশ্বাস দেন। সরকার তার বিরোধী রাজনৈতিক দলের লোকদের জেলে ভরায় মওলানা দুঃখ প্রকাশ করেন। সিমলা চুক্তিকে নস্যাৎ করে দেওয়ার জন্য জামাতে ইসলাম সিন্ধুতে ভাষাদাঙ্গার সৃষ্টি করেছে বলে জনাব ভুট্টো ইতিপূর্বে অভিযোগ করেছিলেন।[২১]

১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের দ্বিতীয় বিজয় দিবস উপলক্ষে ১৮ ডিসেম্বর লন্ডনের 'দি টাইমস' পত্রিকা এক সম্পাদকীয়তে অভিমত প্রকাশ করে যে, বাংলাদেশ এখন বাস্তব সত্য। তাই বাংলাদেশকে পাকিস্তানের

স্বীকৃতিদান গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। লন্ডন থেকে বার্তা সংস্থা বাসস এই খবর পরিবেশন করে। ১৯ ডিসেম্বর খবরটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি তৃতীয় পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'পাকিস্তানের স্বীকৃতি তেমন জরুরী কিছু নয় : দি টাইমস'। এই খবরে লেখা হয়:

> বাংলাদেশের দ্বিতীয় বিজয় বার্ষিকী উপলক্ষে লণ্ডনের 'দি টাইমস' পত্রিকায় সম্পাদকীয়তে বলা হয় যে, পাকিস্তানের স্বীকৃতি বা বাংলাদেশের জাতিসংঘ ভুক্তির বিষয় এখন আর তেমন জরুরী কিছু নয়। 'সেকেণ্ড বার্থডে অব বাংলাদেশ' শিরোনামে লিখিত সম্পাদকীয়তে বলা হয় যে, বাংলাদেশ এখন বাস্তব সত্য, বিশ্ব বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়াছে। তাই পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদান করুক আর না করুক, তাহাতে তেমন কিছু আসে যায় না। নিজের ভালোর জন্যই তার এখন সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত সে এখন স্বীকৃতি দিবে কি না দিবে, তবে সে স্বীকৃতি না দিলে বাংলাদেশ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না।[২২]

১৯৭৩ সালের ৪ জানুয়ারি করাচিতে এক জনসভায় পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টো স্বীকার করেন যে, বাংলাদেশকে পাকিস্তানের স্বীকৃতি প্রদানের বিষয়টি দীর্ঘদিন ঝুলিয়ে রাখা উচিত নয়। নয়াদিল্লী থেকে বার্তা সংস্থা বাসস ও পিটিআই পরিবেশিত এই খবর ৬ জানুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'ভুট্টো অবশেষে বলছেন : বাংলাদেশের স্বীকৃতি প্রশ্নটি দীর্ঘদিন ঝুলিয়ে রাখা যায় না'। এই খবরে লেখা হয়:

> পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ভুট্টো গত বুধবার বলেছেন, বাংলাদেশের স্বীকৃতির প্রশ্নটি দীর্ঘদিন ঝুলিয়ে রাখা যেতে পারে না। পরিস্থিতির সত্যতা অনুধাবন করে জনগণকে সঠিক সময়ে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। পাকিস্তান বেতারের এক খবরে একথা জানা গেছে।
>
> ঐদিন বিকেলে করাচীর এক জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে মিঃ ভুট্টো বলেন, স্বীকৃতি দেবার ব্যাপারে তাদের সমস্ত খুটিনাটি ভেবে দেখবে হবে। তিনি বলেন, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার ব্যাপারে বিলম্ব ঘটার জন্য যে বিপুল পরিমাণ অর্থনৈতিক বোঝা পাকিস্তানের ঘাড়ে চাপছে, পাকিস্তানকে তাও ভেবে দেখতে হবে। পাকিস্তানের মতো একটি গরীব দেশকে এখন প্রতি বছর বৈদেশিক ঋণের জন্য নয় কোটি টাকা বাংলাদেশের অংশ পরিশোধ করতে হচ্ছে।
>
> মিঃ ভুট্টো বলেন, তার একটু আত্মবিশ্বাস আছে যে, জনগণই বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের সিদ্ধান্ত নেবে, তাকে শুধুমাত্র তাদের অনুমোদন নিতে হবে। তিনি বলেন, যতো ভালো সম্পর্ক হতে পারে

পাকিস্তানের সঙ্গে অন্য মুসলিম দেশগুলোর তা আছে, কাজেই তারা 'মুসলিম বাংলা' থেকে দূরে থাকবে তা কোনো যুক্তি নয়। তারা আমাদের রাষ্ট্রেরই অংশ ছিল। মি: ভুট্টো জার্মানীর উদাহরণ তুলে ধরেন।

তিনি বলেন, সিমলা বৈঠকের সময় শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তাকে জানিয়েছিলেন, তিনি শেখ মুজিবুর রহমানের এ ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে, জাতিসংঘ প্রস্তাব অথবা জেনেভা কনভেনশন কোন মতেই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার আগে পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দীদের ফেরত দেয়া সম্ভব নয়। মি: ভুট্টো বলেন, তিনি ভারতের হুমকিকে ভয় পেয়ে নয়, স্বীকৃতির ব্যাপারটি পাকিস্তান এবং 'মুসলিম বাংলার' পারস্পরিক ব্যাপার।[২৩]

১৯৭৩ সালের ১৩ জানুয়ারি করাচি প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে পাকিস্তান কংগ্রেস দলের আহ্বায়ক আলী মুখতার কোগহারী বলেন যে, পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করুক তাঁর দল এটাই প্রত্যাশা করে। নয়াদিল্লী থেকে বার্তা সংস্থা ইউএনআই এই খবর পরিবেশন করে। পরদিন ১৪ জানুয়ারি এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সংবাদ-এ খবরটি পঞ্চম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'পাকিস্তান কংগ্রেস দল বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের পক্ষপাতী'। এই খবরে লেখা হয়:

পাকিস্তানে নবগঠিত কংগ্রেস দলের আহ্বায়ক মি: আলী মুখতার কোগহারী ঘোষণা করেন যে, তাঁর দল পাকিস্তান কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান, ভারতের সাথে সৎসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা সমর্থন করে। করাচীর হুররিয়াতে প্রকাশিত এক সংবাদে বলা হয়েছে যে, করাচী প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে জনাব আলী মুখতার তাঁর দলের সাথে ভারতীয় কংগ্রেস দলের সম্পর্কের কথা অস্বীকার করেন। তবে তাঁর দল ভারতের সাথে পাকিস্তানের আর কোন সংঘর্ষ না হোক এটা কামনা করে। তিনি বলেন, ইতিপূর্বে পাকিস্তানের সকল রাজনৈতিক দল, যখন তাদের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন গড়ে উঠত তখন ভারত কর্তৃক পাকিস্তান আক্রমণের ধুয়া তুলত।

দলের ঘোষণাপত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, তাঁর দল সমাজতন্ত্র প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতি এবং উপমহাদেশের অপ্রাকৃতিক বিভাগসমূহ তুলে দেয়ার জন্য আন্দোলনের পক্ষপাতী। মি: আলী মুখতার দাবী করেন যে, তাঁর দল সিন্ধুতে কাজ করে যাচ্ছে এবং পশ্চিম পাঞ্জাব ও অন্যান্য স্থানে শিগগিরই শাখা গঠন করা হচ্ছে।[২৪]

১৯৭৩ সালের ২৭ জানুয়ারি উর্দু দৈনিক জং-এ লেখা এক নিবন্ধে পাকিস্তান জমিয়তে ওলেমায়ে ইসলামের সাধারণ সম্পাদক ও জাতীয় পরিষদ সদস্য

গোলাম গাউস হাজারভী বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের জন্য পাকিস্তান সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। নয়াদিল্লী থেকে বার্তা সংস্থা ইউএনআই এই খবর পরিবেশন করে। ২৯ জানুয়ারি এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সংবাদ-এ খবরটি পঞ্চম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার আহ্বান : গোলাম গাউস হাজারভী'। এতে লেখা হয়:

পাকিস্তান জমিয়তে ওলেমায়ে ইসলামের সাধারণ সম্পাদক এবং জাতীয় পরিষদের সদস্য মওলানা গোলাম গাউস হাজারভী বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের আহ্বান জানিয়ে বলেন, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দিয়ে দেশটির কি ক্ষতিসাধন করা যেতে পারে তা বোধগম্য নয়।

রাওয়ালপিণ্ডি সংখ্যা জং-এর এক নিবন্ধে তিনি লিখেছেন, অতীতের তিক্ততা আমাদের মাঝে ভিন্ন দৃষ্টিকোণের জন্ম দিয়েছে বটে, তবে বাংলার ছয় কোটি মুসলমানকে অবহেলা করা এবং তাদের বিরোধী মতালম্বীদের দয়ার উপর ছেড়ে দেয়া অবিবেচনা প্রসূত কাজ এবং তা পাকিস্তানের স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর।

তিনি যুক্তি প্রদর্শন করে বলেন, দু'দেশের মধ্যে যোগাযোগের বিচ্ছিন্নতা থেকে সৃষ্ট অর্থনৈতিক ক্ষতি সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পূরণ করা যেতে পারে। তিনি বলেন, আমরা শেখ মুজিবুর রহমানের যে-কোন প্রকার বিরোধিতা করতে পারি, বলতে পারি তাঁর নীতি ভুল; কিন্তু তাঁকে কাফের হিসেবে চিন্তা করা এবং সর্বকালের জন্য বর্জন করা কেবলমাত্র মোহান্ধদেরই যুক্তি হতে পারে।

জামাত-ই-ইসলামের কেবল মাত্র সমালোচনার খাতিরে সমালোচনা করা নীতির কঠোর সমালোচনা করে মওলানা হাজারভী প্রশ্ন তোলেন, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ দূরত্বের অবসান করে কিভাবে পরস্পরের প্রতি হুমকি সৃষ্টি করতে পারে।[২৫]

ভারত সফররত ইন্দোনেশীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. আদম মালিক ১৯৭৩ সালের ২ এপ্রিল নয়াদিল্লীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, পাকিস্তানের উচিত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করা। নয়াদিল্লী থেকে বার্তা সংস্থা রয়টার, ইউএনআই ও বাসস এই খবর পরিবেশন করে। ৪ এপ্রিল এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সংবাদ-এ খবরটি চতুর্থ পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে ভুট্টো সাহেবকে পরামর্শ দিচ্ছি: আদম মালিক'। এই খবরে লেখা হয়:

ইন্দোনেশিয়া ও ভারত আজ ভারত মহাসাগরে বৃহৎ শক্তির হস্তক্ষেপ বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছে। দু'দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর আলোচনার ভিত্তিতে প্রকাশিত যুক্ত ইশতেহারে ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের

মধ্যে স্থায়ী শান্তির জন্য উপমহাদেশের বিদ্যমান বাস্তবতার প্রতি স্বীকৃতির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে উভয় দেশ ঐক্যমত প্রকাশ করেছে।

পৃথক এক সাংবাদিক সম্মেলনে ইন্দোনেশীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ আদম মালিক বলেছেন, এ সুপারিশের আন্তর্নিহিত অর্থ হচ্ছে, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ভুট্টোর উচিত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান করা। ডঃ মালিক বলেন, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ উভয়ের মধ্যেকার অচলাবস্থা ভাঙ্গতে ইন্দোনেশিয়া এখনো প্রস্তুত এবং উভয়ের সাথে যোগাযোগ রেখে চলেছে। ভারতে পাঁচদিনের সফর শেষে তিনি বলেন যে, ইসলামাবাদ বা ঢাকা যাবার কোন পরিকল্পনা তাঁর নেই। ডঃ মালিক জানান, যুগপৎ স্বীকৃতির পর মুজিব-ভুট্টো আলোচনার প্রস্তাব দিয়ে তিনি কোন সাড়া পাননি। এশিয়ার আঞ্চলিক সহযোগিতার প্রশ্নেও দু'মন্ত্রী মতবিনিময় করেছেন। জাতীয় শক্তি এবং প্রতিটি অংশীদার দেশের স্থিতিশীলতা কার্যকরী আঞ্চলিক সহযোগিতার মূল উপাদান বলে উভয় দেশ মত প্রকাশ করেন।[২৬]

বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দেওয়ার ঘোষণা থেকে পাকিস্তান সরকারকে বিরত করার জন্য লাহোর হাইকোর্টে একটি রিট আবেদন করা হয়। ১৯৭৩ সালের ২৩ জুন লাহোর হাইকোর্টে এই রিট আবেদন খারিজ করে দেয়। লাহোর থেকে বার্তা সংস্থা বাসস এই খবর পরিবেশন করে। ২৫ জুন এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি তৃতীয় পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিলঃ 'লাহোর হাইকোর্টে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দেওয়ার আবেদন খারিজ'। এই খবরে লেখা হয়:

বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের ব্যাপারে পাকিস্তান সরকারকে চ্যালেঞ্জ প্রদান করিয়া পেশকৃত রীট আবেদন আজ লাহোর হাইকোর্ট খারিজ করিয়া দিয়াছে। স্থানীয় আইনজীবী জনাব আনোয়ার বারী তাঁহার রীট আবেদনে বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের ঘোষণা হইতে সরকারকে বিরত করা এবং জাতীয় সংসদে স্বীকৃতিদানের ব্যাপারে কোন প্রস্তাব উত্থাপন হইলে স্পীকার যাহাতে উহা অনুমোদন না করেন উহার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছিলেন।[২৭]

১৯৭৩ সালের ২৪ জুন বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের বিষয়ে আলোচনার জন্য জুলফিকার আলী ভুট্টো ভারতের সঙ্গে বৈঠক করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। অন্যদিকে ইসলামাবাদ সফরকালে চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের ব্যাপারে আরো নমনীয় হওয়ার জন্য ভুট্টোকে উপদেশ দেন। আর পাকিস্তানী ব্যবসায়ী মহল পাকিস্তানের অর্থনৈতিক সংকট দূর করার জন্য বাংলাদেশকে দ্রুত স্বীকৃতি দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। নয়াদিল্লী থেকে বার্তা সংস্থা পিটিআই এবং বিবিসি ও পাকিস্তান রেডিও এই খবর পরিবেশন করে। ২৬ জুন এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত

হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি তৃতীয় পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিলঃ 'বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদান : পাকিস্তান জুলাইয়ে ভারতের সহিত বৈঠকে বসিতে চায়'। এই খবরে লেখা হয়:

গত রবিবার রেডিও পাকিস্তানের খবরে বলা হইয়াছে যে, প্রেসিডেন্ট ভুট্টো আগামী মাসেই ভারতের সহিত আলোচনায় বসিতে রাজী এবং ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী শরণ সিংহ পাকিস্তানের জনাব আজিজ আহমদের নিকট একটি পত্র পাঠাইয়া এই বৈঠকের ব্যাপারে ভারতের সম্মতির কথা জানাইয়াছেন। কিন্তু নয়াদিল্লী হইতে 'পিটিআই' পরিবেশিত খবরে প্রকাশ, ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলিয়াছেন যে, পাকিস্তানের নিকট হইতে তাহার ১১ই জুনের প্রেরিত পত্রের জবাব না পাওয়া পর্যন্ত ভারত-পাকিস্তান বৈঠকের সম্ভাবনা সম্পর্কে তিনি কিছুই বলিবেন না।

রেডিও পাকিস্তানের খবরে আরো বলা হয় যে, বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানই হইবে এই বৈঠকের মূল আলোচ্য বিষয় এবং ভুট্টো নাকি বলিয়াছেন যে, এখন আবেগমুক্ত হইয়া মুসলিম বাংলার স্বার্থে বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের বিষয়টি বিবেচনা করিতে হইবে। এদিকে বিবিসি'র খবরেও বলা হয় যে, এই বৈঠক জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহে মারীতে অনুষ্ঠিত হইতে পারে।

কিন্তু ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এই বৈঠকের সম্ভাবনা সম্পর্কে কোন কিছু বলিতে চাহেন নাই। গত রবিবার তিনি এই ধরনের বৈঠক সম্পর্কে ভুট্টোর সাম্প্রতিক বিবৃতির উপর মন্তব্য করিতে গিয়া বলেন যে, সংবাদপত্রের রিপোর্ট হইতে নয়, বরং পাকিস্তান ভারতের পত্রের কি জবাব দেয় তাহা হইতেই ভারত পাকিস্তানের মনোভাব ও নীতি সম্পর্কে ধারণা লইবে।

চীনের পরিবর্তিত ভূমিকা: নয়াদিল্লীর বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার অভিমত, চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্প্রতি ইসলামাবাদ সফরের সময় বাংলাদেশের প্রতি মনোভাব নরম করার জন্য ভুট্টোকে উপদেশ দিয়াছেন। সমস্ত প্রতিকূলতার মুখে বাংলাদেশ সরকার ক্রমশ স্থিতিশীলতা লাভ করার প্রেক্ষিতে চীনের ধারণা, বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানে আরও বিলম্ব হইলে চীন ও পাকিস্তান উভয়েরই ক্ষতি হইবে।

পাকিস্তানের অর্থনৈতিক সংকট: পাকিস্তানের বর্তমান অর্থনৈতিক সংকট মোচনের জন্য বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়া প্রয়োজন বলিয়া পাকিস্তানী ব্যবসায়ী মহল মনে করে। কারণ, উপযুক্ত বাজারের অভাবে পাকিস্তানের বস্ত্র, ওষুধ ও খেলনা শিল্পে সংকট দেখা দিয়াছে, কলকারখানা বন্ধ হইয়া যাইতেছে। এমতাবস্থায় বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়া ব্যবসা বাণিজ্য শুরু করা হইলে এই সংকট হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইবে।[২৮]

১৯৭৩ সালের ১ জুলাই প্রভাবশালী সংবাদপত্র নিউইয়র্ক টাইমস বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের জন্য পাকিস্তানের প্রতি আহ্বান জানায়। রেডিও পাকিস্তান পরিবেশিত এই খবর ৩ জুলাই দৈনিক ইত্তেফাকের তৃতীয় পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের আহ্বান'। এই খবরে লেখা হয়:

> 'নিউইয়র্ক টাইমস' পত্রিকা বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের জন্য পাকিস্তানের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছে। পত্রিকার ভাষায় পাকিস্তান কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদান, প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী ও প্রেসিডেন্ট মি: জেড এ ভুট্টোর মধ্যে একটি সফল শীর্ষ বৈঠক অনুষ্ঠানের সম্ভাবনাকে অধিকতর উজ্জ্বল করিয়া তুলিবে। আজ রেডিও পাকিস্তানের খবরে একথা বলা হয়।[২৯]

বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের জন্য পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ একটি প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারে কিনা সে ব্যাপারে সুপ্রীম কোর্টের অভিমত জানতে চেয়ে প্রস্তাবটি সুপ্রীম কোর্টে পেশ করে জুলফিকার আলী ভুট্টো। ১৯৭৩ সালের ৫ জুলাই ইসলামাবাদ থেকে বার্তা সংস্থা বাসস, ইউপিআই, এপি ও এনা এই খবর পরিবেশন করে। ৬ জুলাই এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'স্বীকৃতির প্রস্তাব এখন আদালতে'। এই খবরে লেখা হয়:

> পাকিস্তান সরকার জাতীয় পরিষদ কর্তৃক গৃহীতব্য বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের প্রস্তাবটি সুপ্রীম কোর্টে পেশ করেছেন। প্রস্তাবটি বৈধ বলে রায় দেয়া হলে পাকিস্তান সরকার সুবিধা মতো সময়ে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে পারবেন। পরিষদে একজন বিরোধী দলীয় মুখপাত্র গতকাল সাংবাদিকদের কাছে বলেছেন যে, এ ব্যাপারে মতামত পেশ করার জন্যে তিনি সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়েছেন।
>
> সুপ্রীম কোর্টের চূড়ান্ত রায় না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশ স্বীকৃতিদানের প্রস্তাবটিতে জাতীয় পরিষদ অনুমোদন দিতে পারবে না। এনা/এপি পরিবেশিত খবরে প্রকাশ, বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের জন্যে জনাব ভুট্টোকে ক্ষমতা দিয়ে জাতীয় পরিষদে একটি প্রস্তাব গৃহীত হতে পারে কিনা- জনাব ভুট্টোর এ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে লাহোরে আজ সুপ্রীম কোর্টের অধিবেশনে শুনানি শুরু হয়েছে।
>
> জনাব ভুট্টোর পক্ষ থেকে আদালতে পেশকৃত আর্জিতে মনে হয়, বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের প্রশ্নে তাঁর সদিচ্ছা সম্পর্কে ক্ষীণতম সন্দেহেরও অবকাশ নেই। আর্জিতে বলা হয়েছে, সরকার এটাকে একটি প্রস্তাবের চাইতেও অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন। কারণ সরকার যেকোন সময়ে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে পারেন, এটা

> পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের ইচ্ছেরই বহিঃপ্রকাশ। এই স্বীকৃতি হবে জাতির বৃহত্তম স্বার্থে। এর ফলে উপমহাদেশের দুই মুসলিম সমাজের মধ্যে সৌহার্দ্য বৃদ্ধি পাবে।[৩০]

১৯৭৩ সালের ৭ জুলাই পাকিস্তানের সুপ্রীম কোর্ট বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের লক্ষ্যে জাতীয় পরিষদে প্রস্তাব আনার অনুমতি দেয়। পাকিস্তানের আইন ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রী আবদুল হাফিজ পীরজাদা ঘোষণা করেন যে, এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের একটি বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। লাহোর থেকে বার্তা সংস্থা এনা এই খবর পরিবেশন করে। ৮ জুলাই এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে বক্স আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের প্রশ্নে সোমবার পাক পরিষদের বিশেষ অধিবেশন'। এই খবরে লেখা হয়:

> পাকিস্তানের সুপ্রীম কোর্ট বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের প্রশ্নে জাতীয় পরিষদের অনুমতি লাভের জন্য আজ প্রেসিডেন্ট ভুট্টোকে অগ্রসর হওয়ার অনুমতি দিয়াছেন। আইন ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রী জনাব আবদুল হাফিজ পীরজাদা সুপ্রীম কোর্টের অনুমতিদানের অব্যবহিত পরেই ঘোষণা করেন যে, বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের প্রশ্নে আগামী সোমবার জাতীয় পরিষদের একটি বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইবে। আশা করা যাইতেছে, এ ব্যাপারে পরিষদের সম্মতি লাভে প্রেসিডেন্ট ভুট্টোকে বিশেষ বেগ পাইতে হইবে না। কারণ জাতীয় পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যক সদস্য তাঁহার নিজ দলের।[৩১]

বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান-প্রশ্নে প্রস্তাব আনার জন্য ১৯৭৩ সালের ৯ জুলাই পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করা হয়। রেডিও পাকিস্তানের বরাত দিয়ে নয়াদিল্লী থেকে বার্তা সংস্থা ইউএনআই এই খবর পরিবেশন করে। ৯ জুলাই এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'বাংলাদেশকে স্বীকৃতি : আজ পাক জাতীয় পরিষদে প্রস্তাব আনা হচ্ছে'। এই খবরে লেখা হয়:

> প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টো আজ বলেন যে, বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের জন্য আগামীকাল জাতীয় পরিষদে একটি প্রস্তাব আনা হবে। রেডিও পাকিস্তান এ খবর দিয়েছে। ডেরাইসমাইলখানে দলের এক কর্মী সমাবেশে ভাষণদানকালে জনাব ভুট্টো দুঃখ প্রকাশ করে বলেন যে, বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের জন্য প্রথমদিকে বিরোধী দলগুলো অধৈর্য হয়ে পড়েছিল, অথচ আজ তারাই জনগণকে এটার বিরোধিতা করতে প্ররোচনা দিচ্ছে। তিনি বলেন, বৃহত্তর স্বার্থেই জাতি এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।[৩২]

বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য যখন পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বানের প্রক্রিয়া চলছে, তখন ইন্দোনেশিয়া সফররত বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন সাংবাদিকদের কাছে মন্তব্য করেন যে, বাংলাদেশকে পাকিস্তানের স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে উপমহাদেশে উত্তেজনা প্রশমিত হবে। ১৯৭৩ সালের ৯ জুলাই জাকার্তা থেকে বার্তা সংস্থা বাসস এবং এএফপি এই খবর পরিবেশন করে। ১০ জুলাই এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: ‘জাকার্তায় ডকটর কামাল হোসেন বলেন : পাকিস্তানের স্বীকৃতি উপমহাদেশে উত্তেজনা প্রশমিত করিবে’। এই খবরে লেখা হয়:

> বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড: কামাল হোসেন বলেন যে, পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিলে উপমহাদেশে উত্তেজনা প্রশমিত হইবে। তিনি বলেন, এই ধরনের একটি পদক্ষেপ উপমহাদেশে উত্তেজনা প্রশমিত করিবে এবং প্রায় ৯০ হাজার যুদ্ধবন্দীর সমস্যা সমাধানে সহায়ক হইবে। ড: কামাল হোসেন ইন্দোনেশিয়ায় তিনদিনের সফরে আজ এখানে আগমনের পর এক সাংবাদিক সম্মেলনে উপরোক্ত মন্তব্য করেন। ইন্দোনেশীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড: আদম মালিক বিমান বন্দরে তাহাকে অভ্যর্থনা জানান। তিনি বলেন যে, বাংলাদেশের প্রতি ইন্দোনেশিয়ার সমর্থনের অন্যতম প্রধান কারণ, বাংলাদেশ কোন সামরিক মৈত্রীজোটের সদস্য নয়। গত বৎসরে জাতিসংঘের সদস্যপদ অর্জনের ব্যাপারে বাংলাদেশের প্রচেষ্টাকে ইন্দোনেশিয়া সমর্থন দিয়াছিল এবং চীন উহার বিপক্ষে ভোট দেয়। ড: মালিক বলেন, ইহার পর ঢাকা উত্তর ভিয়েতনাম ও উত্তর কোরিয়াকে স্বীকৃতি দিয়াছে এবং চলতি বৎসরে সাধারণ পরিষদে এই বিষয়টি উত্থাপিত হইলে এই ঘটনা উহাকে প্রভাবিত করিতে পারে।
>
> ড: কামাল হোসেন আগামীকাল ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট সুহার্তো এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড: মালিকের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।[৩৩]

১৯৭৩ সালের ১০ জুলাই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টোকে ক্ষমতা দিয়ে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ প্রস্তাব অনুমোদন করে। ইসলামাবাদ থেকে বার্তা সংস্থা বাসস, রয়টার, এনা, বিপিআই এবং ডিপিএ এই খবর পরিবেশন করে। ১১ জুলাই এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: ‘পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে প্রস্তাব গৃহীত : বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার জন্যে ভুট্টোকে ক্ষমতাদান’। এই খবরে লেখা হয়:

বাংলাদেশকে আইনত স্বীকৃতি দেয়ার জন্যে প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টোকে ক্ষমতা দিয়ে আজ ভোরে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। দীর্ঘ ও প্রচণ্ড বিতর্কের পর ভোটের মাধ্যমে গৃহীত এই প্রস্তাবে প্রেসিডেন্ট ভুট্টোকে এমন এক সময়ে বাংলাদেশকে আইনী স্বীকৃতি দেয়ার ক্ষমতা দেয়া হয় যখন তিনি তা পাকিস্তানের সর্বাধিক জাতীয় স্বার্থে হবে বলে মনে করবেন।

বিতর্ক চলাকালে বিরোধী দল দুবার পরিষদ কক্ষ বর্জন করে। সরকার ভয় দেখিয়ে প্রস্তাবটি পাস করানোর জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছেন– এই অভিযোগ করে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সভাপতি খান আবদুল ওয়ালী খানের নেতৃত্বে ২৮ জন বিরোধীদলীয় সদস্য পরিষদ বর্জন করেন। তখন স্থানীয় সময় রাত দেড়টা (বাংলাদেশ সময় রাত আড়াইটা)। জনাব ভুট্টোর বক্তৃতার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে বিরোধীদল পরিষদ বর্জন করে। এরপর প্রস্তাবটি ভোটে দেয়া হয়।

এরপর বিরোধীদল আরেকবার পরিষদ বর্জন করে। বিরোধীদলীয় সদস্যদের অনুপস্থিতিতে বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদান সম্পর্কে পরিষদে কোন প্রস্তাব গৃহীত হলে তা বৈধ হবে- এই মর্মে গত শুক্রবার জনাব ভুট্টো সুপ্রীম কোর্টের কাছ থেকে যে অনুমোদন লাভ করেন তার প্রতিবাদেই বিরোধীদল দ্বিতীয়বার পরিষদ বর্জন করে।

ভুট্টোর বক্তৃতা: পরিষদে প্রেসিডেন্ট ভুট্টো তার বক্তৃতার শুরুতেই উপমহাদেশে অচলাবস্থা দূর করার নয়া উদ্যোগ হিসেবে বাংলাদেশকে যথোপযুক্ত সময়ে সরকারের স্বীকৃতিদানের প্রতি সমর্থন জানানোর জন্যে জোর আবেদন জানান। তবে তিনি স্পষ্টভাবে বলেন, ঢাকায় প্রস্তাবিত যুদ্ধাপরাধীদের বিচার অনুষ্ঠান বাতিল এবং পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দীদের মুক্তিদান হচ্ছে এই পদক্ষেপের অপরিহার্য পূর্বশর্ত। জনাব ভুট্টো বলেন: সঙ্গত মীমাংসা যে পর্যন্ত না হচ্ছে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা বাংলাদেশ থেকে ভারতীয়দের বিতাড়িত করছি– কিছুতেই আমরা বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেব না।

পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিক ভারত তা চায় না– এই মর্মে জনাব ভুট্টো ভারতের ওপর দোষারোপ করেন। ভারত চলতি সমস্যাগুলোর নিষ্পত্তির সঙ্গে স্বীকৃতির প্রশ্নটিকে জড়িত করেছিল, কিন্তু এখন ভারত এ দুই প্রশ্নকে আলাদা করে দেখছে। তিনি আরও বলেন, এখন পাকিস্তান যখন আলোচনা শুরু করতে প্রস্তুত ভারত দীর্ঘসূত্রিতা করে সমস্যাটিকে এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করছে। তিনি বলেন, আমরা তেমন নির্বোধ হলেই মুসলিম বাংলাকে হিন্দু বাংলা করব। আর ঠিক এই জন্যই আমি মুসলিম বাংলাকে সাহায্য করতে ব্যাকুল এবং তাদের সাথে যোগাযোগ রাখছি।

জনাব ভুট্টো বিরোধী দল বিশেষ করে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ও খান আবদুল ওয়ালী খানের ওপর তীব্র আক্রমণ চালান। ন্যাপকে

তিনি ভারতের সঙ্গে কনফেডারেশন গঠন ও বাংলাদেশকে অবিলম্বে ও বিনা শর্তে স্বীকৃতিদানের পক্ষপাতী হওয়ার জন্যে এবং পাকিস্তানকে ঘৃণা করার জন্যে দায়ী করেন।

> জনাব ভুট্টো যে সময় পরিষদে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন সে সময় পরিষদের ফটকের সামনে প্রায় ৫০ জন মহিলা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। তাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন ভারতে অবস্থানকারী পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দীদের স্ত্রী ও মা-বোনেরা। তারা শ্লোগান দেন: যুদ্ধবন্দীদের ফিরিয়ে আনো।[৩৪]

১৯৭৩ সালের ১৫ জুলাই পাকিস্তানের তথ্যমন্ত্রী কাওসার নিয়াজী ও কাউন্সিল মুসলিম লীগ নেতা শওকত হায়াত খান বাংলাদেশকে পাকিস্তানের স্বীকৃতিদানের পক্ষে তাদের অভিমত তুলে ধরেন। নয়াদিল্লী থেকে বার্তা সংস্থা ইউএনআই এই খবর পরিবেশন করে। ১৬ জুলাই এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি চতুর্থ পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'স্বীকৃতির পক্ষে শওকত হায়াত ও কাওসার নিয়াজী'। এই খবরে লেখা হয়:

> আজ পাকিস্তানের দুইজন বিশিষ্ট নেতা বাংলাদেশকে পাকিস্তানের স্বীকৃতি দানের পক্ষে জোরালো বক্তব্য পেশ করেন। কাউন্সিল মুসলিম লীগ নেতা শওকত হায়াত খান রাওয়ালপিণ্ডিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদান হইবে একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ এবং পাকিস্তানের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত। পাকিস্তান বেতারে এই খবর প্রচারিত হয়।
>
> পাকিস্তানের তথ্যমন্ত্রী কাওসার নিয়াজী করাচীতে বলেন, যাহারা 'মুসলিম বাংলা'কে স্বীকৃতি দানের বিরোধী তাহারাই পাকিস্তান সৃষ্টির বিরোধিতা করিয়াছিল। এক অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে তিনি বিষয়টির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করিয়া বলেন, স্বীকৃতিদান যুদ্ধবন্দীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনসহ বহু অমীমাংসিত সমস্যার সমাধানে সাহায্য করিবে।[৩৫]

বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার ব্যাপারে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ জুলফিকার আলী ভুট্টোকে ক্ষমতা প্রদান করলেও ইউরোপ সফরে গিয়ে ভুট্টো ১৯৭৩ সালের ১৬ জুলাই জেনেভায় আবার আগের মতোই বলেন যে, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের আগে তিনি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে বৈঠক করতে চান। ১৬ জুলাই জেনেভা থেকে বার্তা সংস্থা এপি এবং পিটিআই এই খবর পরিবেশন করে। ১৭ জুলাই এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'জেনেভার সাংবাদিক সম্মেলনে ভুট্টো : ঐ এক কথা, স্বীকৃতির আগে মুজিবের সাথে বসতে চাই'। এই খবরে লেখা হয়:

> পাকিস্তানী প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টো বলেছেন, ভারতে আটক ৯০ হাজার যুদ্ধবন্দীকে স্বদেশে ফেরত পাঠানোর পাকিস্তানী দাবী বিশ্বের সর্বত্র ক্রমবর্ধমান সমর্থন লাভ করছে। ইউরোপ সফরের এক পর্যায়ে এখানে যাত্রাবিরতিকালে এক সাংবাদিক সম্মেলনে জনাব ভুট্টো বলেন, যথাসময়ে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়া হবে না, প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের এ আশঙ্কা অমূলক। ভুট্টো জানান, এখন শেখের (শেখ মুজিবুর রহমান) উচিত আলোচনার জন্য প্রস্তুত থাকা।
>
> তবে তিনি বলেন যে, স্বীকৃতির আগে যুদ্ধবন্দীদের ফেরত এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ের মীমাংসা করে ফেলার ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত হতে চাই এবং তার জন্য আলোচনা অত্যাবশ্যক। ভুট্টো বলেন, পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ সম্প্রতি বাংলাদেশকে স্বীকৃতির জন্য সরকারকে পূর্ণ ক্ষমতা দিয়ে শুভেচ্ছার পরিচয় দিয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, ভারত ও বাংলাদেশ তাদের এপ্রিলের যুক্ত ঘোষণা থেকে আলোচনার পূর্বশর্ত স্বীকৃতির কথা বাদ দিয়ে অন্যান্য শর্তে অটল থাকবে এবং তাঁর (ভুট্টো) সাথে আলোচনায় বসবে।
>
> পাক প্রেসিডেন্ট বলেন, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে পাকিস্তান সফরের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তিনি মন্তব্য করেন যে, আমরা ভারতীয়দের শ্রদ্ধা করি এবং তারা চাইলে তাদের আমরা উচ্চাসনও দিতে পারি, তবে তা হবে সমতার ভিত্তিতে। যুদ্ধবন্দীদের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, এদের আটকে রাখা জেনেভা সনদের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। যত শিগগিরই তারা ফিরবে, উপমহাদেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ তত তাড়াতাড়ি সুগম হবে।[৩৬]

পাকিস্তানের লাহোর শহরকে ১৯৭৩ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি ইসলামি শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠানের জন্য স্থান হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। এই সম্মেলনে বাংলাদেশকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ১৯৭৪ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি ইসলামিক সম্মেলনের সেক্রেটারি জেনারেল হোসেন আল তোহামী ঢাকায় আসেন এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বঙ্গবন্ধু হোসেন আল তোহামীকে জানান যে, পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদান না করলে ইসলামি শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশ যোগদান করবে না। পরদিন ৭ ফেব্রুয়ারি এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'ঢাকায় তোহামী : স্বীকৃতির পূর্বে বাংলাদেশ ইসলামী সম্মেলনে যোগ দিতে পারে না'। বিশেষ প্রতিনিধি পরিবেশিত এই খবরে লেখা হয়:

> পাকিস্তানের লাহোরে অনুষ্ঠিতব্য ইসলামিক শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানের জন্য গতকাল (মঙ্গলবার) বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিকভাবে আমন্ত্রণ জানানো হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে ইসলামিক সম্মেলনের সেক্রেটারী জেনারেল জনাব হোসেন আল তোহামী গতকাল এক ঝটিকা সফরে

ঢাকা আগমন করেন। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. কামাল হোসেনের সহিত তিনি সাক্ষাৎ করেন।

পাকিস্তান কর্তৃক স্বীকৃতি প্রদান না করিলে লাহোর সম্মেলনে বাংলাদেশের যোগদান যে সম্ভব নহে, তাহা বঙ্গবন্ধু ইসলামিক সম্মেলনের সেক্রেটারীকে স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিয়াছেন। উপমহাদেশের সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকার এ পর্যন্ত যে সকল গঠনমূলক উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছেন, জনাব তোহামীকে বঙ্গবন্ধু তাহা অবগত করেন।

ইহাছাড়া, আরবদের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামে বাংলাদেশের পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতার কথাও তাঁহাকে জানানো হয়। উক্ত সম্মেলনে আরবদের সংগ্রামের সমর্থনে যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হইবে, তাহাতে বাংলাদেশের পূর্ণ সমর্থন থাকিবে বলিয়াও তাঁহাকে জানানো হয়। জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রীর কক্ষে বঙ্গবন্ধুর সহিত প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল বৈঠকের পর জনাব তোহামী জানান যে, তাঁহাদের আলোচনা ফলপ্রসূ হইয়াছে।

লাহোর সম্মেলনে বাংলাদেশের যোগদানের যে বাধা রহিয়াছে, তাহার কথা উল্লেখ করিলে তিনি সাংবাদিকদের জানান, আমরা এই ব্যাপারে পথ উন্মুক্ত করিয়াছি। তিনি বলেন, আমরা চাই বাংলাদেশ এই সম্মেলনে যোগদান করুক। আমরা ইহাতে সুখী হইব।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের জনগণের সহিত সমগ্র আরব জাহান তথা মুসলিম বিশ্বের একাত্মতা রহিয়াছে। এই যুগসন্ধিক্ষণে বাংলাদেশকেও সকল বাধা অতিক্রম করিয়া অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রের সহিত হাতে হাত মিলাইয়া কাজ করার সময় আসিয়াছে বলিয়া তিনি মত প্রকাশ করেন। জনাব তোহামী আজ (বুধবার) ঢাকা ত্যাগ করিবেন।[৩৭]

পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দিলে ইসলামি শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশ যোগ দেবে না ঘোষণা দেয়ার পর আলজিরিয়া ও মিসরসহ অন্যান্য মুসলমান দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের জন্য পাকিস্তানের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। ১৯৭৪ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি লাহোর থেকে বার্তা সংস্থা এপি এই খবর পরিবেশন করে। ১৫ ফেব্রুয়ারি এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: ‘বাংলাদেশকে স্বীকৃতির জন্য পিণ্ডির উপর চাপ চলছে’। এই খবরে লেখা হয়:

২২শে ফেব্রুয়ারী ৩০ জাতির ইসলামী শীর্ষ বৈঠকের স্থল হিসাবে নির্বাচিত দু'হাজার বছরের প্রাচীন লাহোর শহরে লোকজনের কথাবার্তায় একটি জল্পনাই প্রধান, এ সম্মেলনে বাংলাদেশ যোগ দেবে

কী? গতকালও ইসলামাবাদে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কোন সরকারী ভাষ্য জানায়নি এ ব্যাপারে। তবে ওয়াকেফহাল সূত্র স্বীকার করে যে, বাংলাদেশের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করে ফেলার জন্য আলজিরিয়া ও মিসর সহ অন্যান্য মুসলিম দেশ পাকিস্তানের উপর যথেষ্ট চাপ প্রয়োগ করে চলেছে।

শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্বের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে কায়রো, ইসলামাবাদ ও ঢাকায় ব্যাপক কূটনৈতিক তৎপরতা চলছে। স্থানীয় এ রিপোর্টটি গতকাল অধিকাংশ পত্রিকায় সারা পৃষ্ঠা জোড়া বড় শিরোনামে ছাপা হয়েছে: বর্তমান পরিস্থিতি হচ্ছে, বাংলাদেশ বলেছে, পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দিলে বাংলাদেশ শীর্ষ বৈঠকে যোগ দেবে না। পাকিস্তান বলেছে, শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশের উপস্থিতিতে তার আপত্তি নেই, তবে ভারতের হাতে আটক ১৯৫ জন যুদ্ধবন্দীকে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে বিচারের সিদ্ধান্ত বাংলাদেশ পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত পাকিস্তান স্বীকৃতি দেবে না।[৩৮]

১৯৭৪ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি প্রধান মওলানা ভাসানী সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে বলেন যে, ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনের সাফল্যের স্বার্থে বাংলাদেশকে পাকিস্তানের অবিলম্বে স্বীকৃতি দেয়া উচিত। টাঙ্গাইলের সন্তোষ থেকে বার্তা সংস্থা বিপিআই ও এনা এই খবর পরিবেশন করে। ১৭ ফেব্রুয়ারি এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলা খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: ‘বাংলাদেশকে অবিলম্বে পাকিস্তানের স্বীকৃতি দেয়া উচিত : ভাসানী’। এই খবরে লেখা হয়:

বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি প্রধান মওলানা ভাসানী আজ বলেন যে, ইসলামী সম্মেলনের সাফল্য ও বৃহত্তর স্বার্থে পাকিস্তানকে উচিত সার্বভৌম দেশ হিসেবে অবিলম্বে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়া। বিশেষ সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন যে, লাহোরের প্রস্তাবিত ইসলামী সম্মেলন বাংলাদেশের অংশগ্রহণ ব্যতীত একটি তামাশায় পরিণত হবে। গতকাল সন্ধ্যায় তিনি বলেন যে, দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ হিসেবে প্রস্তাবিত ইসলামী সম্মেলনে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ বিদেশে এ সম্মেলনের মর্যাদা বাড়িয়ে দিত। বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়ে এর পথ সুগম করা পাকিস্তানের উচিত ছিল।

তিনি বলেন যে, বাংলাদেশকে তার মুসলমান ভাইদের কাছ থেকে পৃথক রাখার পাকিস্তানী নীতি ভাগ্যের পরিহাসে বুমেরাং হয়ে পাকিস্তানকেই প্রত্যাঘাত করেছে। আরব দেশগুলোর সাথে পাকিস্তানের বন্ধুত্বের মুখোশ আজ খুলে গেছে। ১৯৭৩ সালের অক্টোবর যুদ্ধে আরব নেতৃবর্গ পাকিস্তানী মতলবের পরিচয় পেয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী দেশ ও স্বার্থান্বেষী বন্ধুদের চাপ প্রতিরোধের শক্তি

অর্জনের উদ্দেশ্যে মওলানা ভাসানী মুসলিম দেশগুলোকে স্বনির্ভর এবং ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানান।

সন্তোষ থেকে বিপিআই-এর এক খবরে বলা হয় যে, প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশক্রমে পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রী জনাব মতিউর রহমান আজ মওলানা ভাসানীর সাথে দেখা করেন। জনাব মতিউর রহমান মওলানা ভাসানীর শারীরিক কুশল জিজ্ঞাসা করেন। মওলানা ভাসানী জনাব মতিউর রহমানকে সাদর অভ্যর্থনা জানান। তার সাথে আলোচনাকালে মওলানা ভাসানী বলেন যে, অর্থনৈতিক মুক্তি ব্যতীত দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন।

রিলিফের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, ভিক্ষা কখনোই কোন জাতিকে আত্মবিশ্বাসী হতে সাহায্য করে না। তিনি পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রীকে টেস্ট রিলিফের মাধ্যমে দুঃস্থদের আর্থিক সাহায্য দেয়ার কথা বলেন। তিনি আরো বলেন যে, রাজনৈতিক জীবনের শুরু থেকেই তিনি বিরোধী দলে থেকেছেন এবং ভবিষ্যতেও তাই থাকবেন। দেশ ও জনগণের বৃহত্তর স্বার্থে তার ক্ষমতায় আসার কোন ইচ্ছেই নেই। সন্তোষে তার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, এর উন্নয়নের জন্য তিনি সরকারী সাহায্য চান না। কিন্তু তিনি 'সৎকাজ সমবায় সমিতিতে' নিয়মিত পর্যাপ্ত সুতো সরবরাহ করার আহ্বান জানান। যাতে তারা অর্থোপার্জন করে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় নিয়মিত অর্থ যোগাতে পারে।[৩৯]

১৯৭৪ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকায় এক অনুষ্ঠানে পুনর্ব্যক্ত করেন যে, পাকিস্তানের স্বীকৃতি না পাওয়া পর্যন্ত পাকিস্তানে অনুষ্ঠিতব্য ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশ যোগদান করবে না। ১৮ ফেব্রুয়ারি এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলা খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম শিরোনামে লিড আইটেম হিসেবে প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল: 'পাকিস্তানী কৌশলের নিন্দা : আমাদের চাপ দিয়ে কিছু করানো যাবে না : স্বীকৃতি ছাড়া ইসলামী সম্মেলনে যাব না : বঙ্গবন্ধু'। স্টাফ রিপোর্টার পরিবেশিত এই খবরে লেখা হয়:

> পাকিস্তানের কাছ থেকে স্বীকৃতি না পাওয়া পর্যন্ত পাকিস্তানের ভূমিতে আহূত ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশ যোগ দিতে পারে না। প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গতকাল রোববার ছাত্রলীগের পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে এ কথা ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হলেও আমরা এ সম্মেলনে যোগ দিতাম। কারণ আমাদের জনসংখ্যার শতকরা ৮০ জনই মুসলমান। কিন্তু পাকিস্তান এ ব্যাপারে যে কৌশল অবলম্বন করেছে তার তীব্র নিন্দা করে বঙ্গবন্ধু বলেন, তারা এই প্রশ্নে দরকষাকষি শুরু করেছে এবং চাপ সৃষ্টির জন্যে চীনের নাম ব্যবহার করছে।
>
> বঙ্গবন্ধু বলেন, আমাদের চাপ দিয়ে কিছু করানো যাবে না। চাপ প্রয়োগ করে আমাদের কাছ থেকে কিছু আদায় করা যাবে না। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, পাকিস্তান আমাদের স্বীকৃতি দিল কিনা তা নিয়ে আমাদের মাথাব্যথা নেই। আমরা পাকিস্তানকে স্বীকৃতি দিই কিনা সেটাই এখন প্রশ্ন। ছাত্রলীগের ২৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে রমনা পার্কে আয়োজিত এই পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু বলেন, আমরা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বিশ্বাসী। আমরা এই উপমহাদেশে শান্তি চাই। যত আঘাতই আসুক না কেন নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি থেকে আমরা বিচ্যুত হবো না। তিনি বলেন, আমাদের এই পররাষ্ট্রনীতিকে বানচালের জন্যে চক্রান্ত চলছে।[৪০]

১৯৭৪ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি স্বীকৃতিদানের তিনদিন আগে ১৯ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন পাকিস্তানের প্রতি অনুরোধ জানায়। মস্কো বেতারের বরাত দিয়ে নয়াদিল্লী থেকে বার্তা সংস্থা ইউএনআই এই খবর পরিবেশন করে। ২০ ফেব্রুয়ারি এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি চতুর্থ পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের জন্যে পাকিস্তানের প্রতি সোভিয়েটের অনুরোধ'। এই খবরে লেখা হয়:

> উপমহাদেশে শান্তির স্বার্থে অবিলম্বে বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের জন্যে সোভিয়েট ইউনিয়ন পাকিস্তানকে অনুরোধ করেছে। সোভিয়েট ইউনিয়ন বলেছে, উপমহাদেশে স্বাভাবিক সম্পর্ক ও স্থায়ী শান্তির জন্যে উপমহাদেশের তিনটি দেশের মধ্যেই প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের প্রয়োজন। আর বাংলাদেশকে পাকিস্তানের স্বীকৃতি ঢাকা ও ইসলামাবাদের মধ্যে যোগাযোগের পথকে উন্মুক্ত করবে। আজ মস্কো বেতারে একথা ঘোষণা করা হয়।[৪১]

অবশেষে ১৯৭৪ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। এই খবরটি গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকায় ২৩ ফেব্রুয়ারি ফলাও করে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলা, দৈনিক ইত্তেফাক ও বাংলাদেশ অবজারভার প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে খবরটি প্রকাশ করে। বাংলাদেশ অবজারভারের শিরোনামের অক্ষরগুলো ছিল লাল। দৈনিক বাংলায় খবরটির শিরোনাম ছিল: 'ঢাকাও পিন্ডিকে স্বীকৃতি দিয়েছে : বঙ্গবন্ধু ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে যাচ্ছেন : পাকিস্তানের শর্তহীন স্বীকৃতি'। স্টাফ রিপোর্টার পরিবেশিত এই খবরে লেখা হয় :

> পাকিস্তান গতকাল শুক্রবার বাংলাদেশকে শর্তহীন স্বীকৃতি দিয়েছে। এই স্বীকৃতির পর পরই প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের পক্ষ থেকেও পাকিস্তানকে স্বীকৃতিদানের কথা ঘোষণা

করেন। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে বঙ্গবন্ধু সুস্পষ্টভাবে জানান যে, বাংলাদেশের প্রতি পাকিস্তানের এই স্বীকৃতি সম্পূর্ণ শর্তহীন। স্বীকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ লাহোরে আহূত ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে সম্মত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বের এক প্রতিনিধিদল আজ শনিবার সকালে লাহোর রওনা হচ্ছেন বলে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ কামাল হোসেন সাংবাদিকদের জানিয়েছেন। প্রতিনিধিদলে ডঃ কামাল হোসেন, তথ্য ও বেতার প্রতিমন্ত্রী জনাব তাহের উদ্দিন ঠাকুর, প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব জনাব তোফায়েল আহমদ, অস্থায়ী পররাষ্ট্র সচিব জনাব ফখরুদ্দিন আহমদসহ মোট ১২ জন সদস্য থাকছেন। এ ছাড়াও থাকছেন প্রধানমন্ত্রীর ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উচ্চপদস্থ কর্মচারীবৃন্দ এবং ৬ জন সাংবাদিকের একটি দলসহ আরো মোট ১৬ জন। বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলকে লাহোরে নেবার জন্যে আলজিরীয় প্রেসিডেন্ট হুয়ারী বুমেদিনের ব্যক্তিগত বিমান গতরাতে ঢাকায় এসে পৌঁছেছে।

ঢাকায় প্রায় ২২ ঘণ্টাব্যাপী একটানা কূটনৈতিক তৎপরতার ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের প্রতি পাকিস্তানের এই স্বীকৃতি। লাহোরে আহূত ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশের যোগদানের বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্যে সম্মেলনে যোগদানকারী সাতটি দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের এক প্রতিনিধিদল গত বৃহস্পতিবার লাহোর থেকে ঢাকায় আসেন। কুয়েতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব সাবেহ আল আহমদ আল জাবেরের নেতৃত্বে আগত এই প্রতিনিধিদল ঢাকায় পৌঁছে এই রাতেই গণভবনে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর সাথে বৈঠকে মিলিত হন। রাত ১২টা থেকে এই বৈঠক চলে রাত প্রায় সোয়া দুইটা পর্যন্ত। এরপরই তাঁরা ভোর সোয়া তিনটায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবনে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ কামাল হোসেনের সাথে বৈঠকে বসেন। এ বৈঠক চলে ভোর প্রায় ৬টা পর্যন্ত।

বৈঠক শেষ করে ভোর সাড়ে ছয়টায় প্রতিনিধিদলের চারজন সদস্য ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনের সেক্রেটারী জেনারেল জনাব সান আল তোহামী, সোমালিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী, সেনেগালের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্যালেস্টাইন মুক্তি সংস্থার প্রতিনিধি লাহোর রওনা হয়ে যান।

এরপর থেকেই শুরু হয় প্রতীক্ষার উত্তেজনাময় মুহূর্ত। পাকিস্তানের স্বীকৃতি কতক্ষণে আসবে এবং ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশ যোগ দেবে কিনা এই জল্পনা-কল্পনা চলতে থাকে সারাদিন ধরে। প্রতীক্ষার অবসান ঘটে সন্ধ্যে সোয়া ছয়টায়। ছোট্ট একটি খবর পাওয়া যায় পাকিস্তানের স্বীকৃতি সম্পর্কে। খবর পেয়েই সাংবাদিকরা ছুটে যান গণভবনে। বঙ্গবন্ধু তাদেরকে বলেন, আমরাও পাকিস্তানকে স্বীকৃতি দিলাম। পাকিস্তানের এই স্বীকৃতি শর্তহীন কিনা প্রশ্ন করা হলে তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বলেন, অবশ্যই। সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায় ঢাকায় অবস্থানরত কুয়েতী পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং তার প্রতিনিধিদলের অপর দুজন সদস্য লেবানন ও আলজিরিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী গণভবনে আসেন এবং ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেবার জন্যে বাংলাদেশের প্রতি একটি

আমন্ত্রণলিপি আনুষ্ঠানিকভাবে বঙ্গবন্ধুর হাতে অর্পণ করেন। বঙ্গবন্ধু এ আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। প্রতিনিধি দল রাত প্রায় সোয়া আটটা পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর সাথে অবস্থান করেন।

রাত সোয়া আটটায় গণভবনে শুরু হয় মন্ত্রিসভার বৈঠক। প্রায় দুই ঘণ্টা স্থায়ী এই বৈঠক শেষে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ কামাল হোসেন সাংবাদিকদের কাছে ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশের যোগদানের সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন। ঢাকায় অবস্থানকারী কুয়েতী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও তার প্রতিনিধিদলের অপর সদস্য দুজনও আজ বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের সাথে একই বিমানে লাহোর রওনা হবেন।[৪২]

দৈনিক ইত্তেফাকে বিশেষ প্রতিনিধি খবরটি পরিবেশন করে। শিরোনাম ছিল: 'বাংলাদেশ পাকিস্তান পারস্পরিক স্বীকৃতি'। এই খবরে বলা হয়:

> গতকল্য (শুক্রবার) পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে বিনা শর্তে স্বীকৃতি প্রদান করিয়াছে। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টোর স্বীকৃতির কথা ঘোষণার পর প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানকে বাংলাদেশের স্বীকৃতিদানের কথা ঘোষণা করেন। পাকিস্তানের স্বীকৃতিদানের অব্যবহিত পরই ইরান ও তুরস্কও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে।
>
> পাকিস্তানের স্বীকৃতির খবর জানার জন্য রাজধানীর সকল মহলে গতকাল সারাদিন ব্যাপক ঔৎসুক্য পরিলক্ষিত হয়। সংবাদপত্রের অফিসে এ সম্পর্কে খোঁজ-খবর জানার জন্য অবিরাম টেলিফোন আসিতে থাকে। স্বীকৃতির খবর প্রচারিত হওয়ার পর শহরের বিভিন্ন এলাকায় খণ্ড খণ্ড মিছিলও বাহির হয়।
>
> লাহোরে ইসলামী সম্মেলনে বাংলাদেশের অংশগ্রহণের প্রশ্নে গত কয়েকদিনের ব্যাপক কূটনৈতিক তৎপরতার পর পাকিস্তান ও বাংলাদেশ পরস্পরকে স্বীকৃতি প্রদান করিল। পাকিস্তান হইতে স্বীকৃতি পাওয়ার পর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অপেক্ষমাণ সাংবাদিকদের বলেন, 'আমরাও আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করিলাম যে, বাংলাদেশ পাকিস্তানকে স্বীকৃতি দিল।' এই স্বীকৃতি শর্তহীন কিনা জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন: অবশ্যই।
>
> বাংলাদেশকে যে সকল রাষ্ট্র স্বীকৃতি দিয়াছে পাকিস্তান উহাদের মধ্যে ১১৭তম। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের চূড়ান্ত ও কার্যকরী স্বাধীনতা অর্জিত হওয়া সত্ত্বেও এ যাবত পাকিস্তান ইহা স্বীকার করিয়া লয় নাই। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিভিন্ন বন্ধুরাষ্ট্র এই দুইদেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক গড়িয়া তোলার চেষ্টা করেন। কিন্তু এ পর্যন্ত কেহ সফলকাম হইতে পারে নাই। বাংলাদেশ শুরু হইতেই স্বীয় নীতিতে অনড় ও অটল থাকে এবং সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তানের সহিত বৈঠকে বসিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

ইসলামী সম্মেলনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে বাংলাদেশের যোগদানের ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করা হয়। অবশেষে কুয়েতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নেতৃত্বে সাত সদস্যবিশিষ্ট একটি শুভেচ্ছা মিশন ঢাকায় প্রেরণ করা হয়। এই মিশনটি ঢাকায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহিত সাক্ষাৎ করে এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ কামাল হোসেনের সহিত বৈঠকে মিলিত হয়। কূটনৈতিক সূত্রে প্রকাশ, প্রতিনিধিদলটি একটি 'বিশেষ প্রস্তাব' লইয়া আসে এবং বঙ্গবন্ধুর সহিত এ ব্যাপারে আলোচনা করে। বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের অতি প্রচারিত নীতির কথা মিশনের সদস্যদেরে অবহিত করেন এবং জানান যে, যদি বিনাশর্তে পাকিস্তান বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বকে মানিয়া লয়, তবে বাংলাদেশ সম্মেলনে যোগদান করিবে।

বিস্তারিত আলোচনার পর ইসলামী সম্মেলনের সেক্রেটারী জেনারেলসহ চারজন সদস্য কুয়েতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট হইতে একটি 'বিশেষ বার্তা' লইয়া গতকাল (শুক্রবার) ভোর প্রায় সোয়া ৬টায় বিশেষ বিমানযোগে লাহোর যাত্রা করেন। সন্ধ্যা প্রায় ৬টার সময় বাংলাদেশ সরকারীভাবে জানিতে পারে যে, পাকিস্তান ইহাকে (বাংলাদেশকে) স্বীকৃতি দিয়াছে। গতরাতে কুয়েতের শুভেচ্ছা মিশনের নেতা বঙ্গবন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পাকিস্তান সরকারের পক্ষ হইতে সম্মেলনে যোগদানের আমন্ত্রণপত্রদান করিলে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ হইতে উহা সাদরে গৃহীত হয়।

প্রধানমন্ত্রী পরে তাঁহার মন্ত্রিসভার এক বৈঠক আহ্বান করেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ কামাল হোসেন পরে সাংবাদিকদেরে জানান যে, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ২২ সদস্যের একটি দল আজ (শনিবার) ইসলামী সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে লাহোর যাত্রা করিবেন। তাঁহাদের মধ্যে ১২জন থাকিবেন প্রতিনিধি। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, পাকিস্তান কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের ফলে উপমহাদেশের অন্যান্য সমস্যা সমাধানের পথ উন্মুক্ত হইয়াছে। তিনি বলেন, সমাধানের পথ পাওয়া গিয়াছে, আমরা উহাকে কাজে লাগাইব।

উপমহাদেশের কোন সমস্য এই সম্মেলনে আলোচিত হইবে কিনা, জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন, আরবদের সংগ্রামে জনমত সৃষ্টি এবং ঐক্যবদ্ধভাবে সমর্থন প্রদানের উদ্দেশ্যেই এই সম্মেলন আহ্বান করা হইয়াছে। কাজেই এই বিষয় আলোচনার কোন সম্ভাবনা নাই বলিয়া তিনি মত প্রকাশ করেন। ডঃ কামাল বলেন, বাংলাদেশ সর্বদাই উপমহাদেশের বিভিন্ন দেশের মধ্যে শান্তি আনয়ন এবং সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের পক্ষপাতী। তিনি বলেন, দিল্লী চুক্তিতে ইহা পরিষ্কারভাবে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

লাহোরে সম্মেলনের পরেও বঙ্গবন্ধুর অবস্থানের কোন সম্ভাবনা আছে কিনা, শীর্ষক এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমরা আশা করি না। গতকাল পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করিলে শহরের বিভিন্ন স্থান হইতে ছোট ছোট মিছিল বাহির হয় এবং দুই দেশের

সম্পর্কে একাত্মতা প্রকাশ করা হয়। আওয়ামী যুবলীগের একটি মিছিল গণভবনে পৌঁছে এবং বিভিন্ন ধ্বনি সহকারে বঙ্গবন্ধুর প্রতি তাঁহাদের পূর্ণ আস্থা প্রকাশ করে। বঙ্গবন্ধু বাহিরে আসিয়া তাঁহাদের আনন্দে অংশীদার হন এবং বলেন 'জয় বাংলা'।

পূর্বাহ্নে অর্থাৎ স্বীকৃতি পাওয়ার অনতিকাল পরেই জনৈক সাংবাদিক যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, তিনি কেমন অনুভব করিতেছেন, তখন বঙ্গবন্ধু বলেনঃ আমার কোন মুহূর্তে কোন কিছু মনে হয় না। আমি ধীরস্থির –পাথরের মত।[৪৩]

বাংলাদেশ অবজারভারের ডিপ্লোমেটিক করেসপন্ডেন্ট খবরটি পরিবেশন করে। এই খবরের শিরোনাম ছিলঃ 'Mujib leaves for Lahore this morning ॥ Mutual recognition accorded'. এই খবরে বলা হয়ঃ

> Bangladesh and Pakistan accorded mutual recognition on Friday evening following 13 hours of hectic diplomatic efforts in which a seven-member delegation of the Islamic Summit conference played a vital role.
>
> The Pakistani announcement came in the course of a speech made by Prime Minister, Mr. Zulfiqar Ali Bhutto before the Provincial Governors, Members of the Punjab Legislative Assembly and his ruling People's party in Lahore on Friday evening.
>
> Prime Minister Bangobandhu Sheikh Mujibur Rahman announced his Government's decision to accord diplomatic recognition to Pakistan while taking to Press at Ganobhavan after a brief consultation with Foreign Minister Dr. Kamal Hussain.
>
> A 22 member Bangladesh team headed by Prime Minister Bangobandhu Sheikh Mujibur Rahman is leaving for Lahore this (Saturday) morning by a plane sent to Dacca by President Boumedienne of Algeria, to attend the Islamic Summit which commenced in Lahore on Friday.
>
> A formal invitation on behalf of the Islamic Summit conference was extended to Bangobandhu Sheikh Mujibur Rahman by Sheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jaber, Foreign Minister of Kuwait and leader of the seven member goodwill mission of the Islamic Summit conference at Ganobhavan at about 7.30 on Friday evening. The invitation was graciously accepted.
>
> Prime Minister of India Mrs. Indira Gandhi welcomed the announcement of Pakistan's recognition of Bangladesh and said it was a matter of great satisfaction to India. Indian Minister for External Affairs Sardar Swaran singh said that recognition of Bangladesh by Pakistan was recognition of a reality.

Prime Minister Bangobandhu Sheikh Mujibur Rahman and Foreign Minister Dr. Kamal Hussain both categorically maintained that the "Pakistani recognition was unconditional". Bangladesh Foreign Minister told newsmen that bilateral issue between Bangladesh and Pakistan would not be discussed during the Islamic Summit. He however said that recognition had opened the way for bilateral negotiations.

Iran and Turkey Pakistan's RCD allies also announced their recognition of Bangladesh on Friday. The Pakistani recognition was round the corner. The Diplomatic moves in this direction were set in motion by Mr. Hasan el-Tohami, Secretary General of the Islamic Summit who was in Dacca on February 5 last.

Mr. Tohami's trip to Dacca was followed by a series of trips undertaken by Dr. Kamal Hussain and Mr. Justice Abu Sayeed Choudhury, Bangladesh Special Representative, to a number of Middle East countries including Libya and Saudi Arabia which has yet to accord diplomatic recognition to Bangladesh.

The flurry of diplomatic moves to take Bangladesh to Lahore summit began on Thursday night with the arrival in Dacca of seven-member delegation on behalf of the Islamic Summit. They were with the Prime Minister Bangobandhu Sheikh Mujibur Rahman for About 150 minutes. The talks began at Ganobhavan at 12.15 Thursday-Friday midnight. This meeting was followed by another meeting between Foreign Minister Dr. Kamal Hussain and the team on behalf of the Islamic summit at State Guest House early Friday morning. The meeting began at 3.15 and continued till 6.15 a.m.

Immediately after this meeting four members of the delegation left for Lahore leaving three members including the leader of team in Dacca. This was taken in the diplomatic circle as a bright indication of the impending Pakistani recognition. The Islamic goodwill mission comprised Foreign Minister of Kuwait, Foreign Minister of Lebanon, Foreign Minister of Somalia, a senior official of the Algerian Foreign Ministry, representatives of Senegal and PLO and Mr. Hasan el-Tohami, Secretary General of the Islamic Summit.

A Bangladesh Government handout released early Friday morning after the departure of Mr. Tohami and three others for Lahore said "the pursuance of the Islamic Foreign Ministers Conference at Lahore a goodwill mission led by Foreign Minister of Kuwait and six other members including

Mr. Tohami arrived in Dacca on Thursday". During their visit the delegation called on Prime Minister. The meeting was held in cordial atmosphere.

The delegation will continue to carry out the task entrusted to them by the Islamic conference. This delegation before arriving in Dacca held two meetings with Pakistani Prime Minister Mr. Zulfiqar Ali Bhutto. At a Press briefing at Ganobhavan, Foreign Minister Dr. Kamal Hussain ruled out the possibility of any bilateral discussion between Bangladesh and Pakistan during the Islamic Summit in Lahore.

He said the conference had been convened to discuss Middle East situation and to mobilise support for the Arab cause in their struggle against Israel. He did not agree with a questioner that the mutual recognition had been obtained outside the Delhi agreement. He made it clear that Bangladesh would adhered to the Delhi Agreement for its implementation in letter and spirit. He informed the Press that Bangladesh would not agree to discuss any sub-continental problems. He said a process had started and Bangladesh would certainly avail of this opportunity at a later stage.[88]

অন্যদিকে সংবাদ বার্তা সংস্থা ইউএনআই এর বরাত দিয়ে খবরটি প্রকাশ করে। সংবাদ-এ খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় পাঁচ কলাম শিরোনামে লিড আইটেম হিসেবে। শিরোনাম ছিল: 'স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রতি পাকিস্তানের স্বীকৃতি'। এতে লেখা হয়:

> পাকিস্তান গতকাল স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করেছে। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো গতকাল লাহোরে পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশের গভর্ণর ও মুখ্যমন্ত্রীবৃন্দ এবং পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ সদস্যদের এক সমাবেশে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের কথা, বাংলাদেশের বাস্তবতা মেনে নেয়ার কথা ঘোষণা করেন।
>
> স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ২৬ মাস পরে পাকিস্তান এই স্বীকৃতি দিল। এর ফলে লাহোরে আরবদের সমর্থনে যে ইসলামী সম্মেলন চলছে তাতে বাংলাদেশের যোগদানের পক্ষে আর কোন বাধা থাকলো না। দ্বিতীয়ত:, উপমহাদেশের শান্তি ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এটি এক বিরাট পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত হলো। তৃতীয় ও সবচে গুরুত্বপূর্ণ হলো যে, এই স্বীকৃতির ফলে বাংলাদেশের জনগণের আর একটি বিরাট বিজয় অর্জিত হলো এবং সেই সাথে এ ব্যাপারে পাকিস্তানের নীতি যে এতদিন ভ্রান্ত ছিল তাই-ই প্রমাণিত হলো।

উল্লেখযোগ্য যে, স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ আরব জনগণের সাথে কাজ করে তার আসন ইতিমধ্যে পাকাপোক্ত করে নিয়েছে। ঠিক এই প্রেক্ষাপটে আরবদের সমর্থনে লাহোরে আহূত ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশের অনুপস্থিতি তাই স্বাভাবিকভাবেই আরব বিশ্বে অনুভূত হয়। ইত্যবসরে বাংলাদেশের পক্ষে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন যে, বাংলাদেশ একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। তবে এর ৮০ ভাগ জনসংখ্যা মুসলমান বিধায় আরব স্বার্থে আহূত ইসলামী সম্মেলনে যোগদানের প্রশ্নে আমাদের কোন আপত্তি নেই। কিন্তু পাকিস্তান বাংলাদেশের বাস্তবতা মেনে না নেয়া পর্যন্ত আমরা লাহোরে যেতে পারি না।

এই পরিস্থিতিতে গতকাল লাহোরে ইসলামী শীর্ষ সম্মেলন শুরু হবার ঠিক আগ মুহূর্তে সম্মেলনে যোগদানকারী আরব দেশসমূহের পক্ষ থেকে ৭টি দেশের ৭ জন সরকারী কর্মকর্তা সমন্বয়ে গঠিত একটি শক্তিশালী প্রতিনিধিদল গত বৃহস্পতিবার রাতে লাহোর থেকে দিল্লী হয়ে ঢাকা আসেন। কুয়েতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন এই প্রতিনিধিদল রাতে এসেই বঙ্গবন্ধুর সাথে আলোচনায় মিলিত হন। তাঁর সাথে প্রায় দু'ঘণ্টা আলোচনার পরও তাঁরা পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ কামাল হোসেন এবং অন্যান্য কর্মকর্তার সাথেও আলোচনা করেন। বস্তুতঃ বৃহস্পতিবার সারারাত আলোচনা শেষে গতকাল শুক্রবার প্রতিনিধিদলের ৪ জন সদস্য আলোচনার ফলাফল নিয়ে লাহোর চলে যান। তারপর থেকেই চলে লাহোরের প্রতিক্রিয়ার জন্য অপেক্ষা। অবশেষে সন্ধ্যা নাগাদ বাংলাদেশ সরকার কূটনৈতিক সূত্রে খবর পান যে, পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করেছে।

বার্তা সংস্থা জানাচ্ছেন, পাকিস্তানী প্রধানমন্ত্রী জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো স্বীকৃতিদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে বলেন যে, পাকিস্তান ও ইসলামী ঐক্যের স্বার্থে এ স্বীকৃতি আজ থেকে কার্যকরী হবে। জনাব ভুট্টো বলেন, বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল এখানে বিপুল অভ্যর্থনা লাভ করবেন। তিনি বলেন, এ ছাড়া আমাদের বাংলাদেশের ভাইদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার অন্য কোন বিকল্প পথ ছিল না। জনাব ভুট্টো উল্লেখ করেন যে, বেশ কিছু সংখ্যক মুসলিম নেতা এখন লাহোরে রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে কিছু সংখ্যক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে, অন্যরা স্বীকৃতি দেন নি। এখানে আগমনের পর থেকে তারা বাংলাদেশের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনের জন্য আমাদের পরামর্শ দিচ্ছেন। ইউ,এন,আই, পরিবেশিত খবরে বলা হয় যে, ১৯৫ জন যুদ্ধবন্দীর প্রস্তাবিত বিচারেরর ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের কোন প্রকাশ্য প্রতিশ্রুতি ছাড়াই পাকিস্তানী স্বীকৃতি ঘোষিত হয়েছে।[৪৫]

বাংলাদেশকে পাকিস্তানের স্বীকৃতির বিষয় নিয়ে বিভিন্ন দেশ ও ব্যক্তি প্রতিক্রিয়া জানায়। ১৯৭৪ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি প্রধান খবরের পাশাপাশি

এই খবরগুলো সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। ১৯৭৪ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি সাংবাদিকদের কাছে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন বলেন, পাকিস্তানের স্বীকৃতি উপমহাদেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে আলাপ-আলোচনার পথ সুগম করবে। ২৩ ফেব্রুয়ারি এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'দিল্লী চুক্তি বাস্তবায়নের স্বার্থে এই স্বীকৃতির প্রয়োজন ছিল : কামাল'। স্টাফ রিপোর্টার পরিবেশিত এই খবরে লেখা হয়:

বাংলাদেশের প্রতি পাকিস্তানের স্বীকৃতি এই উপমহাদেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে আলাপ-আলোচনার পথ সুগম করে দিল। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ কামাল হোসেন গতকাল শুক্রবার সাংবাদিকদের কাছে একথা বলেন। গতকাল রাতে গণভবনে মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর ডঃ কামাল হোসেন বলেন, উপমহাদেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে আমরা সর্বদাই সচেষ্ট রয়েছি। যেসব সমস্যা এখনও বজায় রয়েছে সার্বভৌমত্ব ও সমতার ভিত্তিতে সেগুলির নিষ্পত্তির ব্যাপারে বাংলাদেশ মত জানিয়ে আসছে।

বাংলাদেশ-পাকিস্তান পারস্পরিক স্বীকৃতিদানে এবং ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশের যোগদানের সিদ্ধান্তে দিল্লী চুক্তিকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে কিনা- এ প্রশ্নের জবাবে ডঃ কামাল হোসেন সুস্পষ্টভাবে বলেন, মোটেই না। দিল্লী চুক্তি বাস্তবায়নের স্বার্থে এই স্বীকৃতির প্রয়োজন ছিল। এ স্বীকৃতি এখন পাওয়া গেছে। তিনি বলেন, দিল্লী চুক্তির আওতাভুক্ত সব বিষয়ই এর আওতাতেই বিবেচিত হবে। এই প্রসঙ্গে ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীর বিচার সম্পর্কে ডঃ কামাল বলেন, দিল্লী চুক্তিতে এ সম্পর্কে যা বলা আছে তা খুবই স্পষ্ট।

ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে এই উপমহাদেশের সমস্যাবলী উত্থাপন করার কোন সম্ভাবনা অস্বীকার করে তিনি বলেন, এ সম্মেলন আরবদের সমস্যাবলী বিশেষ করে তাদের যুদ্ধ পরবর্তী পরিস্থিতি বিবেচনার জন্যে আহূত হয়েছে। এখানে উপমহাদেশের সমস্যাবলী উত্থাপনের কোনই সুযোগ নেই। তিনি বলেন, আমরা বরাবরই আরব স্বার্থকে সমর্থন করে আসছি এবং আমরা সব সময় শান্তির পক্ষে রয়েছি।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, উপমহাদেশের সমস্যাবলী সমাধানের জন্যে আমরা মনে-প্রাণে দিল্লী চুক্তি মেনে চলছি। বাংলাদেশ দিল্লী চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন চায়। তিনি বলেন, পাকিস্তানের স্বীকৃতি দিল্লী চুক্তির একটি অংশমাত্র।[৪৬]

পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ায় ১৯৭৪ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি বিভিন্ন দেশ সন্তোষ প্রকাশ করে এবং অভিনন্দন জানায়। বার্তা সংস্থা পিটিআই,

ইউএনআই, এএফপি, তাস, বিপিআই ও ভয়েস অব আমেরিকা এই খবরগুলো পরিবেশন করে এবং তা ২৩ ফেব্রুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'বিভিন্ন দেশের অভিনন্দন'। এই খবরে লেখা হয়:

> বাংলাদেশকে পাকিস্তানের স্বীকৃতিতে অভিনন্দন জানিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলেন যে, পাকিস্তান যে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে এটা ভারতের পক্ষে অত্যন্ত সন্তোষজনক ব্যাপার। পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ায় খুশি হয়েছেন বলে তিনি জানান।
>
> ইউএনআই-এর অপর এক খবরে বলা হয় যে, বিদেশমন্ত্রী শ্রী শরণ সিং বাংলাদেশকে পাকিস্তানের স্বীকৃতিদানের প্রতি অভিনন্দন জানিয়েছেন। পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে কি না আজ লোকসভায় জনাব সালেহভাই আবদুল কাদেরের (কংগ্রেস) এক প্রশ্নের জবাবে শ্রী সিং এক বিবৃতিতে একথা জানান। শ্রী শরণ সিং পরে সাংবাদিকদের বলেন যে, এ স্বীকৃতি ভারতের ভূমিকারই স্বীকৃতি। এতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মর্যাদাও বেড়ে গেছে। কেন না তিনি বরাবর লাহোরে ইসলামী সম্মেলনে যোগদানের শর্ত হিসেবে আগে স্বীকৃতিদানের দাবীতে অনড় ছিলেন।
>
> **বৃটিশ সরকারের অভিনন্দন:** লন্ডন থেকে এএফপি পরিবেশিত এক খবরে বলা হয় যে, বাংলাদেশ পাকিস্তানের স্বীকৃতিদানকে বৃটিশ সরকার অভিনন্দিত করেছেন। শুভ উদ্যোগকে বৃটিশ সরকার সর্বদাই অভিনন্দিত করে থাকেন বলে পররাষ্ট্র দফতরের জনৈক মুখপাত্র জানান।
>
> **সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতিক্রিয়া:** মস্কো থেকে তাস পরিবেশিত এক খবরে বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশকে পাকিস্তানের স্বীকৃতিদানের খবরে কেবলমাত্র দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতেই বিপুলভাবে অভিনন্দিত হয়নি পক্ষান্তরে সারা বিশ্বে অভিনন্দিত হয়েছে। ১৯৭১ সালে সংঘটিত সশস্ত্র সংগ্রামের পর উদ্ভূত পরিস্থিতি সমাধানে পাকিস্তানের এ স্বীকৃতিদানকে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলে বর্ণনা করা চলে।
>
> **সিদ্ধার্থ শংকর রায়:** কলকাতা থেকে ইউএনআই জানাচ্ছে যে, বাংলাদেশকে পাকিস্তানের স্বীকৃতিদানের খবরে পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সিদ্ধার্থ শংকর রায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। এটা নিঃসন্দেহে একটা শুভ সংবাদ। স্বীকৃতি আরো আগেই দেয়া উচিত ছিল।
>
> **যুক্তরাষ্ট্র:** যুক্তরাষ্ট্র সরকার পাকিস্তান ও বাংলাদেশ পরস্পরের স্বীকৃতি অভিনন্দিত করেছে। গতরাতে ঢাকায় শ্রুত ভয়েস অব আমেরিকার এক খবরে একথা জানা যায়। এ খবর দিয়েছে বিপিআই। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতরের একজন মুখপাত্র আরও বলেন, এই স্বীকৃতি উপমহাদেশের দেশগুলোর মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।[৪৭]

পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ায় ১৯৭৪ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি বিভিন্ন দেশের পাশাপাশি দেশের রাজনৈতিক নেতারাও প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে এবং তা ২৩ ফেব্রুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'প্রতিক্রিয়া : দেশে-বিদেশে'। এই খবরে লেখা হয়:

> **ইন্দিরা গান্ধী**
> ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী গতকাল (শুক্রবার) বাংলাদেশকে পাকিস্তানের স্বীকৃতিদানের খবরকে স্বাগত জানান এবং বলেন, ভারতের জন্য ইহা অত্যন্ত সুখের বিষয় যে, স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছে।
> ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রী সরদার শরণ সিং পাকিস্তান কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের প্রতি অভিনন্দন জানাইয়া বলেন, ইহা 'বাস্তবতার প্রতি স্বীকৃতি দান।'
> পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শংকর রায় বাংলাদেশকে পাকিস্তানের স্বীকৃতির খবরে সন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলেন, 'ইহা সত্যিই একটি সুসংবাদ।'
>
> **যুক্তরাষ্ট্র**
> যুক্তরাষ্ট্র সরকার পাকিস্তান কর্তৃক বাংলাদেশকে ও বাংলাদেশ কর্তৃক পাকিস্তানকে স্বীকৃতিদানে অভিনন্দন জানাইয়াছেন। গতকাল (শুক্রবার) রাত্রিতে ঢাকায় শ্রুত ভয়েস অব আমেরিকার খবরে বলা হয়, মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের জনৈক মুখপাত্র এই পারস্পরিক বাস্তবতা স্বীকারকে অভিনন্দন জানাইয়া বলেন যে, ইহা উপমহাদেশের সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণে সাহায্য করিবে।
>
> **বৃটেন**
> বৃটেন সরকার বাংলাদেশকে পাকিস্তানের স্বীকৃতিদানের সিদ্ধান্তকে অভিনন্দন জানাইয়াছেন।
>
> **মস্কো**
> পাকিস্তান কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের ঘোষণায় সোভিয়েট ইউনিয়ন ত্বরিত ও স্বতঃস্ফূর্ত অনুকূল সাড়ার সৃষ্টি হইয়াছে।
> ঘোষণার কয়েক মিনিটের মধ্যেই সরকারী বার্তাসংস্থা 'তাস' এই অভিনন্দন জানান। –বাসস/পিটিআই/বিপিআই/ইউএনআই/এএফপি
>
> **কামরুজ্জামান**
> বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব এ এইচ এম কামরুজ্জামান বলেন যে, বাংলাদেশের বাস্তবতার প্রতি পাকিস্তানের স্বীকৃতি উপমহাদেশে স্থায়ী শান্তি আনয়নের ক্ষেত্রে সহায়ক হইবে। তিনি পাকিস্তানের স্বীকৃতিকে বঙ্গবন্ধু ও তাঁহার নীতির বিজয় বলিয়া বর্ণনা করেন।

ডা: আসহাব-উল হক: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ডা: আসহাব-উল হক বলেন: 'দেরীতে হইলেও পাকিস্তান যে শুভবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছে, শান্তিকামী বিশ্ব উহাতে অবশ্যই আনন্দিত হইবে। বাংলাদেশের প্রতি পাকিস্তানের এই স্বীকৃতি নিঃসন্দেহে শোষিত ও উৎপীড়িত জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার স্বীকৃতি এবং ইহা বঙ্গবন্ধুর নীতি ও নেতৃত্বের আর এক দফা বিজয়।

পাকিস্তান উপমহাদেশের উত্তেজনা প্রশমন এবং শান্তি-সমৃদ্ধি ও প্রগতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সকল দ্বিধা-দ্বন্দ্বের উর্ধ্বে আগামী দিনেও এমনিতর বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে বলিয়া আশা করি।'

জিল্লুর রহমান: আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব জিল্লুর রহমান বলেন যে, পাকিস্তান কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান সত্য ও বাস্তবতার বিজয়স্বরূপ। ইহা বঙ্গবন্ধু ও তাঁহার নীতির আরেকটি বিজয়। তিনি বলেন যে, উপমহাদেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এই স্বীকৃতি একটি বিরাট পদক্ষেপ।

মওলানা ভাসানী: টাঙ্গাইল হইতে প্রাপ্ত খবর অনুযায়ী ন্যাপ প্রধান মওলানা ভাসানী ইসলামী সম্মেলনে যোগদানের জন্য লাহোর অভিমুখী বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলকে শুভেচ্ছা জানাইয়াছেন। এক বিবৃতিতে মওলানা ভাসানী স্বীকৃতির জন্য পাকিস্তানের জনগণ ও সরকারকে ধন্যবাদ জানান। মওলানা বলেন, 'পাকিস্তানের ইহা আগেই করা উচিত ছিল।'

আতাউর রহমান: বাংলাদেশ জাতীয় লীগের প্রধান জনাব আতাউর রহমান এক বিবৃতিতে বলেন যে, বিলম্বে হইলেও পাকিস্তানের স্বীকৃতি উপমহাদেশে শান্তির নূতন পথ উন্মুক্ত করিবে। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, বিশ্বের অন্যান্য দেশও শীঘ্রই স্বীকৃতি দিবে।[৪৮]

পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার পরের প্রায় দু'মাসজুড়ে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ ও প্রাসঙ্গিক ঘটনার খবর প্রকাশ অব্যাহত থাকে। ১৯৭৪ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি ঢাকা থেকে লাহোর যাত্রার প্রাক্কালে বিমান বন্দরে কুয়েতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শেখ সাবাহ আল আহমদ আল জাবের বাংলাদেশ ও পাকিস্তান পারস্পরিক স্বীকৃতি প্রদানের সঙ্গে কোন শর্ত জড়িত না করায় সন্তোষ প্রকাশ করেন। সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে তিনি বলেন, দুপক্ষকে মিলাতে পেরে তিনি আনন্দিত। বার্তা সংস্থা এনা এই খবর পরিবেশন করে। ২৪ ফেব্রুয়ারি খবরটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'স্বীকৃতি বিনা শর্তেই হয়েছে : শেখ সাবাহ'। এই খবরে লেখা হয়:

বাংলাদেশকে পাকিস্তান যে স্বীকৃতি দিয়েছে তার সঙ্গে কোন রকম শর্ত জড়িত নেই। ৭ সদস্যবিশিষ্ট ইসলামী শুভেচ্ছা প্রতিনিধিদলের নেতা

কুয়েতী পররাষ্ট্রমন্ত্রী শেখ সাবাহ আল আহমদ আল জাবের গতকাল শনিবার একথা বলেন।

গতকাল এনা পরিবেশিত এই খবরে প্রকাশ শেখ সাহাব আল আহমদ গতকাল প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর প্রতিনিধিদলের অন্যান্য সদস্যের সঙ্গে লাহোর যাত্রার প্রাক্কালে ঢাকা বিমান বন্দরে সাংবাদিকদের কাছে একথা বলেন। তিনি বলেন, দুপক্ষই পরস্পরের স্বীকৃতির সঙ্গে কোন শর্ত জড়িত করেনি। তিনি আরও বলেন, দুভাইকে (বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান) মিলাতে পেরে তিনি আনন্দিত। 'আমাদের ভাই শেখ মুজিব' ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে যাচ্ছেন দেখে তিনি বিশেষভাবে আনন্দিত বলে জানান।

সাবাহ আল আহমদ বলেন, দুই ভাইকে মিলানোর জন্যে শীর্ষ বৈঠকে যোগদানকারী মুসলিম দেশগুলো তার ঢাকা মিশনের উদ্যোগ নেয়। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'মুসলিম দেশগুলো এ ব্যাপারে যে প্রচেষ্টা চালিয়েছে স্বাভাবিকভাবেই আমি তার সাফল্যে আনন্দিত।' তিনি বলেন, ভবিষ্যতে দুই ভাইয়ের মধ্যে সুখী সম্পর্ক গড়ে ওঠার দিকে তিনি তাকিয়ে আছেন। সারা বিশ্বের মুসলমানরা এই দুই ভাইয়ের মধ্যে সমঝোতা ও স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রার্থনা জানাবে।[৪৯]

পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ায় একই দিন অর্থাৎ ১৯৭৪ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি দেশ-বিদেশের আরো প্রতিক্রিয়া জানানো অব্যাহত থাকে। বার্তা সংস্থা রয়টার, ইউপিআই, এএফপিসহ বিভিন্ন সূত্র থেকে এই খবরগুলো পরিবেশিত হয়। ২৪ ফেব্রুয়ারি খবরগুলো সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় এবং তা দৈনিক ইত্তেফাকে প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশ করা হয়। শিরোনাম ছিল: 'স্বীকৃতির প্রতি বিশ্বের অভিনন্দন'। এই খবরে লেখা হয়:

বাংলাদেশকে পাকিস্তানের স্বীকৃতি প্রদান বিশ্বের সর্বত্র অভিনন্দিত হইয়াছে। বিভিন্ন রাষ্ট্র এই স্বীকৃতি প্রদানকে উপমহাদেশে শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হইবে বলিয়া মন্তব্য করিয়াছে।

ওয়াল্ডহেইম: লাগোস হইতে রয়টারের খবরে প্রকাশ, একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশের প্রতি পাকিস্তানের স্বীকৃতি প্রদানকে জাতিসংঘের মহাসচিব কুর্ট ওয়াল্ডহেইম একটি 'প্রগতিশীল পদক্ষেপ' বলিয়া অভিনন্দিত করিয়াছেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, স্বীকৃতির সিদ্ধান্ত উপমহাদেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে উন্নততর পরিবেশ সৃষ্টির সহায়ক হইবে।

জাপান: টোকিও হইতে ইউপিআই পরিবেশিত খবরে প্রকাশ, পাকিস্তান কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদান করায় জাপান সরকার আশা করে যে, ইহার ফলে উপমহাদেশে শান্তি প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হইবে।

ইন্দোনেশিয়া: জাকার্তা হইতে এএফপি পরিবেশিত খবরে প্রকাশ, ইন্দোনেশিয়া পাকিস্তান কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার ঘোষণাকে অভিনন্দিত করিয়া ভারতীয় উপমহাদেশে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইহা একটি পদক্ষেপ বলিয়া মনে করেন।

জর্দানী সংবাদপত্র: আম্মান হইতে রয়টার পরিবেশিত খবরে প্রকাশ, আরব জাতীয় ইউনিয়নের মুখপত্র 'আল-রাই' বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের পাকিস্তানের সিদ্ধান্তকে অভিনন্দিত করিয়াছে। পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়, 'সম্মেলনে যদি কোনও কিছু অর্জিত নাও হয়, তবু এই সাফল্যটুকুই যথেষ্ট।'

মালয়েশিয়া: কুয়ালালামপুর হইতে এএফপি'র খবরে প্রকাশ, মালয়েশিয়া পাকিস্তানের বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়াকে একটি 'বাস্তব সিদ্ধান্ত' বলিয়া অভিহিত করে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জনৈক মুখপাত্র বলেন যে, এই সিদ্ধান্তের ফলে মুসলিম বিশ্বে ভ্রাতৃত্ব ও ইসলামিক ঐক্য বৃদ্ধি পাইবে। 'বাসস' ও 'এনা' এই খবর দিয়াছে।

জাসদ: জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল গতকাল (শনিবার) পাকিস্তান কর্তৃক বাংলাদেশের স্বীকৃতিকে স্বাগত জানাইয়াছে। দলের সভাপতি মেজর এম এ জলিল ও সাধারণ সম্পাদক জনাব আ স ম আবদুর রব এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন, পাকিস্তান সরকার এই স্বীকৃতির মাধ্যমে বাস্তব বুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিয়াছে।

মুক্তিযোদ্ধা সংসদ: বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ এক বিবৃতিতে পাকিস্তান কর্তৃক বাংলাদেশের স্বীকৃতিকে স্বাগত জানাইয়াছে। এই স্বীকৃতি উপমহাদেশে শান্তি আনয়নে সহায়ক হইবে বলিয়া বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়।[৫০]

ভারত সফররত মিসরের প্রেসিডেন্ট জনাব আনোয়ার সাদত ১৯৭৪ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে মন্তব্য করেন যে, পাকিস্তানের বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। নয়াদিল্লী থেকে বার্তা সংস্থা বাসস ও এএফপি এই খবর পরিবেশন করে। ২৫ ফেব্রুয়ারি এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশ করা হয়। শিরোনাম ছিল: 'ভারতে সাদত : পাকিস্তানের স্বীকৃতি গুরুত্বপূর্ণ'। এই খবরে লেখা হয়:

> লাহোরে অনুষ্ঠিত ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে যোগদান শেষে মিসরের প্রেসিডেন্ট জনাব আনোয়ার সাদত একদিনের সরকারী সফরে আজ এখানে এসে পৌঁছেন। ভারতীয় রাজধানীতে জনাব সাদতকে বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি. ভি. গিরি ও প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তাঁকে স্বাগত জানান। তাঁকে বহনকারী মিসরের বিশেষ বিমান থেকে জনাব সাদত বেরিয়ে আসার সাথে সাথে ২১ বার

> তোপধ্বনি করা হয়। বিমানবন্দরে তাঁকে গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়। জনাব সাদতের সাথে রয়েছেন কেবিনেট বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী জনাব আবদেল ফাত্তাহ আবদাল্লাহ ও আল আহরাম পত্রিকার সম্পাদক জনাব আলি আমিন।
>
> **বাংলাদেশের প্রতি পাকিস্তানের স্বীকৃতি গুরুত্বপূর্ণ:** নয়াদিল্লী থেকে বাসস পরিবেশিত খবরে বলা হয়, এখানে আগমনের পর সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে মিসরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদত বলেন, পাকিস্তান কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।[৫১]

অন্যদিকে লণ্ডনের বহুল প্রচারিত সংবাদপত্র 'গার্ডিয়ান' তার এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে পাকিস্তানের স্বীকৃতি আদায়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকার প্রশংসা করে এবং মন্তব্য করে যে, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়া ছাড়া পাকিস্তানের সামনে অন্য কোন উপায় ছিল না। ১৯৭৪ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি লণ্ডন থেকে বার্তা সংস্থা বাসস 'গার্ডিয়ান' এর সম্পাদকীয় সম্পর্কে এই খবর পরিবেশন করে। ২৫ ফেব্রুয়ারি এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সংবাদ-এ খবরটি পঞ্চম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশ করা হয়। শিরোনাম ছিল: 'লণ্ডনের গার্ডিয়ান পত্রিকার মন্তব্য : বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দিয়ে পাকিস্তানের অন্য কোন উপায় ছিল না'। এই খবরে লেখা হয়:

> গত শনিবার লণ্ডনের বহুল প্রচারিত 'গার্ডিয়ান' পত্রিকার এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবিস্মরণীয় ভূমিকার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হয়। গার্ডিয়ান পত্রিকার ওই সম্পাদকীয়তে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সৎ, বিচক্ষণ এবং সুমহান ব্যক্তি বলে আখ্যায়িত করে বলা হয়, তাঁর মানবতাবোধ এবং নির্যাতিত মানুষের প্রতি তাঁর সহানুভূতিশীলতার তুলনা খুঁজে পাওয়া ভার।
>
> পাকিস্তান কর্তৃক বাংলাদেশকে নিঃশর্ত স্বীকৃতিদানের কথা উল্লেখ করে পত্রিকায় বলা হয়, এটা অনিবার্য ছিল। সত্যি কথা বলতে কি এছাড়া পাকিস্তানের অন্য কোন পথ ছিল না। তবে এর ফলে, শান্তি অথবা যুদ্ধের ক্ষেত্রে অথবা বিরাজমান উত্তেজনার ক্ষেত্রে কোন নাটকীয় পরিবর্তন আশা করা যায় না। পাকিস্তান যদি দুই কিংবা এক বছর আগে বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদান করতো, তবে উপমহাদেশের পরিস্থিতিতে আজকের ঘটনাবলী একটা বিশেষ মোড় নির্দেশক হতো। যুদ্ধবন্দী প্রসঙ্গে গার্ডিয়ানের মন্তব্য হলো, ন্যায়সঙ্গত উপায়েই বাংলাদেশ পাকিস্তানের ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীর বিচার করতে পারে।[৫২]

১৯৭৪ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী চি পেং ফি পাকিস্তানের বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের ব্যাপারে চীনের প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে বিষয়টিকে মঙ্গলজনক অভিহিত করেন। পিকিং থেকে বার্তা সংস্থা বাসস ও এএফপি এই খবর পরিবেশন করে। ২৬ ফেব্রুয়ারি এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশ করা হয়। শিরোনাম ছিল: 'চীনের শুভ প্রতিক্রিয়া'। এই খবরে লেখা হয়:

> পাকিস্তানের বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের ব্যাপারে চীনের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে গত শনিবার এখানে চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী চি পেং ফিকে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান, 'পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যকার প্রশ্নটির মীমাংসা হয়েছে এবং তা মঙ্গলজনক বিষয়।' গুয়েনার জাতীয় দিবস উপলক্ষে গুয়েনার রাষ্ট্রদূত প্রদত্ত এক সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে পররাষ্ট্রমন্ত্রী চি পেং ফি দোভাষীর মাধ্যমে উপরোক্ত মন্তব্য করেছেন।[৫৩]

১৯৭৪ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ শিল্প ও বণিক সমিতি ফেডারেশন পাকিস্তানের স্বীকৃতি আদায়ের সাফল্যকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিরাট বিজয় হিসেবে অভিহিত করা হয় এবং আশা প্রকাশ করা হয় যে, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে পারস্পরিক স্বীকৃতি দু'দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। বার্তা সংস্থা এনা এই খবর পরিবেশন করে। ২৭ ফেব্রুয়ারি এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশ করা হয়। শিরোনাম ছিল: 'পাক স্বীকৃতি প্রশ্নে শিল্প-বণিক সমিতির সন্তোষ : পারস্পরিক ব্যবসা-বাণিজ্য উভয় দেশের অর্থনীতির সহায়ক'। এই খবরে লেখা হয়:

> বাংলাদেশ শিল্প ও বণিক সমিতির সভাপতি জনাব এম, মশিউর রহমান ফেডারেশনের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের পারস্পরিক স্বীকৃতিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে তিনি এই সাফল্যের জন্য প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকেও অভিনন্দন জানিয়েছেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এটা বঙ্গবন্ধুর বিরাট বিজয় বলে উল্লেখ করেছেন। খবর এনা-র।
>
> বিবৃতিতে লাহোর ইসলামিক শীর্ষ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর যোগদান মুসলিম বিশ্বের ঐক্য তথা বিশ্বশান্তির প্রতি বিরাট অবদান বলে উল্লেখ করা হয়। বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে পারস্পরিক ব্যবসা-বাণিজ্য উভয় দেশের অর্থনীতির ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন।[৫৪]

লন্ডনের প্রভাবশালী সংবাদপত্র 'ফিনান্সিয়াল টাইমস' এক নিবন্ধে মন্তব্য করে যে, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনে পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছে। ১৯৭৪ সালের ১ মার্চ লন্ডন থেকে বার্তা সংস্থা বাসস এই খবর পরিবেশন করে। ২ মার্চ এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশ করা হয়। শিরোনাম ছিল: 'পাকিস্তান তার প্রয়োজনেই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে : ফিনান্সিয়াল টাইমস'। এই খবরে লেখা হয়:

> এখানকার কূটনৈতিক মহলের ধারণা, বাংলাদেশকে পাকিস্তানের স্বীকৃতিদান অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। এ প্রশ্নটি পাকিস্তান সরকারের কাছে যতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল, বাঙালীদের কাছে ততটা ছিল না। তার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের প্রয়োজনেই পাকিস্তানের বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়া দরকার হয়ে পড়েছিল।
>
> এখানকার ফিনান্সিয়াল টাইমস পত্রিকার এক নিবন্ধে একথা বলা হয়েছে। ফিনান্সিয়াল টাইমস বলেছে, বাংলাদেশ গোটা দুনিয়ার কাছে তার স্বাধীন সত্তাকে ভালভাবেই প্রমাণিত করেছে। যদি এমন দাবী করা হয় যে, যে ভুল অতীতে তারা করেছে, বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদান পাকিস্তানের সেই ভুলেরই স্বীকারোক্তি তা অযৌক্তিক হবে না।
>
> ফিনান্সিয়াল টাইমস বলেছে, অতঃপর সম্পত্তি ও দায় নিষ্পত্তির প্রশ্ন আসবে। বাংলাদেশ এখন তার প্রাপ্য অংশ চাইতে পারে। বিদেশী সংবাদপত্রগুলো বাংলাদেশকে পাকিস্তানের স্বীকৃতিদানকে সবিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। সকল খবরের মূল আলোচ্য ব্যক্তি ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বিবিসি টেলিভিশন তার সংবাদচিত্রে প্রধানতঃ বঙ্গবন্ধুকে দেখিয়েছে। টিক্কা খান বঙ্গবন্ধুকে অভিবাদন জানাচ্ছে, সামরিক বাদ্যে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত বাজছে, লাহোরের মাটিতে যেখানে বঙ্গবন্ধু প্রথম তাঁর বিখ্যাত ছয়দফা উত্থাপন করে পরে প্রতিবাদ করে সম্মেলন ত্যাগ করেছিলেন এবং পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী তাকে ফাঁসীতে ঝোলানোর পরিকল্পনা করেছিল সেখানে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উড়ছে তার ছবি দেখানো হয়েছে।[৫৫]

১৯৭৪ সালের ২ মার্চ পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করায় এক বাণীতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে অভিনন্দন জানান এবং বলেন যে, এই স্বীকৃতি উপমহাদেশে সম্প্রীতির নবযুগের সূচনা করবে। বার্তা সংস্থা বিপিআই ও এনা এই খবর পরিবেশন করে। ৩ মার্চ এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশ করা হয়। শিরোনাম ছিল: 'বঙ্গবন্ধুর নিকট নিক্সনের বাণী : স্বীকৃতি নবযুগের সূচনা করিবে'। এই খবরে লেখা হয়:

পাকিস্তান কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদান করায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে অভিনন্দন জানাইয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। বঙ্গবন্ধুর নিকট প্রেরিত এক বাণীতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট আশা প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই স্বীকৃতি উপমহাদেশে সম্প্রীতির নবযুগের সূচনা করিবে।

মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদের নিকটপ্রাচ্য ও দক্ষিণ এশীয় সংক্রান্ত বৈদেশিকবিষয়ক সাব-কমিটির চেয়ারম্যান মি: লী এইচ. হ্যামিলটন বলিয়াছেন, বাংলাদেশের প্রতি পাকিস্তানের স্বীকৃতি 'শান্তি প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখিবে।' এদিকে পাকিস্তান কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদান এবং লাহোরে অনুষ্ঠিত ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অংশগ্রহণের খবর বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পত্র-পত্রিকা, বেতার-টেলিভিশনে গুরুত্ব সহকারে পরিবেশন করা হইয়াছে।[৫৬]

শিল্পমন্ত্রী সৈয়দ নজরুল ইসলাম ১৯৭৪ সালের ১১ মার্চ ময়মনসিংহে এক অনুষ্ঠানে আশা প্রকাশ করেন যে, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের পারস্পরিক স্বীকৃতি উপমহাদেশে শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করবে। ময়মনসিংহ থেকে বার্তা সংস্থা বাসস এই খবর পরিবেশন করে। ১৪ মার্চ এই খবর দৈনিক বাংলায় ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশ করা হয়। শিরোনাম ছিল: 'ময়মনসিংহে শিল্পমন্ত্রীঃ পাকিস্তানের স্বীকৃতি উপমহাদেশে শান্তি আনবে'। এই খবরে লেখা হয়:

শিল্পমন্ত্রী সৈয়দ নজরুল ইসলাম আজ এখানে বলেছেন, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের পারস্পরিক স্বীকৃতি উপমহাদেশে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি ও স্থিতিশীল অবস্থা পুনঃ প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করবে। স্থানীয় পৌরসভার নবনির্বাচিত কর্মকর্তাদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে ভাষণদানকালে মন্ত্রী বলেন, স্বীকৃতির ফলে পরিবর্তিত পরিস্থিতি এই উপমহাদেশের মানুষের দারিদ্র ও ক্ষুধার অবসান এবং তাদের জীবন ধারণের মানোন্নয়নে অধিক মনোযোগ দেয়ার সুযোগ এনে দিয়েছে। তিনি বলেন, আলজিয়ার্সে জোট নিরপেক্ষ সম্মেলন ও লাহোরে ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনসহ বিশ্বের বিভিন্ন ফোরামে বঙ্গবন্ধু শান্তির পক্ষে বক্তব্য রেখেছেন এবং এভাবে শান্তিকামী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ সুনাম অর্জন করেছে। সৈয়দ নজরুল ইসলাম বিশ্বব্যাপী বর্তমান মুদ্রাস্ফীতি ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করে বলেন, এর প্রতিক্রিয়া আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতেও এসে পড়েছে। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর সরকার ঐ পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ এবং এ অবস্থা কাটিয়ে উঠতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন। বর্তমান অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলায় তিনি জনগণের সহযোগিতা কামনা করেন।[৫৭]

বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের বিষয়টি কার্যকর করার লক্ষ্যে পাকিস্তান সরকার ১৯৭৪ সালের ১৫ এপ্রিল পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের বৈঠকে সংবিধান

সংশোধনের প্রস্তাব উত্থাপন করে। ১৬ এপ্রিল ইসলামাবাদ থেকে বার্তা সংস্থা বাসস ও এএফপি এই খবর পরিবেশন করে। ১৭ এপ্রিল এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে বক্স আইটেম হিসেবে প্রকাশ করা হয়। শিরোনাম ছিল: 'পাকিস্তানে শাসনতন্ত্র সংশোধন হচ্ছে : স্বীকৃতিকে কার্যকরী করার সাংবিধানিক ব্যবস্থা'। এই খবরে লেখা হয়:

গত ফেব্রুয়ারী মাসে পাকিস্তান কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দানের বিষয়টি কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে পাকিস্তান সরকার গত সোমবার জাতীয় পরিষদের বৈঠকে একটি শাসনতান্ত্রিক সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন।

পাকিস্তানের সংবিধানে যে ধারায় বাংলাদেশকে পাকিস্তানের প্রদেশ বলে গণ্য করা হয়েছে, সেই ধারাটির সংশোধন করতে হবে বলে সংশোধনী প্রস্তাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আগামী সোমবার জাতীয় পরিষদের অনুষ্ঠিতব্য বৈঠকে ওই সংশোধনী প্রস্তাবটি বিবেচনা করা হবে। উল্লেখ্য, লাহোরে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় ইসলামিক শীর্ষ সম্মেলনের সময় প্রেসিডেন্ট ভুট্টো বাংলাদেশকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি প্রদান করেছেন।[৫৮]

এর ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭৪ সালের ২৩ এপ্রিল পাকিস্তানের সংবিধান সংশোধন করা হয়। নয়াদিল্লী থেকে বার্তা সংস্থা পিটিআই এই খবর পরিবেশন করে। ২৪ এপ্রিল এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশ করা হয়। শিরোনাম ছিল: 'বাংলাদেশকে স্বীকৃতি : পাকিস্তানের সংবিধান সংশোধন'। এই খবরে লেখা হয়:

বাংলাদেশকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতিদানের পরিপ্রেক্ষিতে আজ পাকিস্তানের সংবিধান সংশোধন করা হয়েছে। পাকিস্তানের সংবিধানের (প্রথম সংশোধনী) ২ নম্বর ধারার সংশোধন করে পাকিস্তানের ভূখণ্ডের সংজ্ঞা পুনর্নির্ধারণ করা হলো। রেডিও পাকিস্তানের বরাত দিয়ে বার্তা প্রতিষ্ঠানের খবরে উল্লেখ করা হয় যে, সংবিধান সংশোধনের জন্য প্রয়োজন মোট সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন। কিন্তু প্রয়োজনীয় ভোটের থেকেও বেশী সদস্যের সমর্থনে অর্থাৎ ১০৯ জন সদস্যের ভোটে সংবিধান সংশোধনী প্রস্তাব অনুমোদিত হয়।

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি এবং জমিয়র-ই-উলামায়ে ইসলাম পার্টির উভয় গ্রুপ এবং আরো কয়েকজন বিরোধী দলীয় সদস্য সরকারী পক্ষের প্রস্তাব সমর্থন করেন।[৫৯]

তথ্যসূত্রঃ

১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৫ ডিসেম্বর ১৯৭১, পৃ. ১
২. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩১ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
৩. *দৈনিক বাংলা*, ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
৪. *সংবাদ*, ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
৫. *দৈনিক বাংলা*, ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
৬. *সংবাদ*, ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ৩
৭. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩ মার্চ ১৯৭২, পৃ. ১
৮. *সংবাদ*, ২৩ মার্চ ১৯৭২, পৃ. ১
৯. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৭ মে ১৯৭২, পৃ. ৩
১০. *সংবাদ*, ১৪ মে ১৯৭২, পৃ. ১
১১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৪ জুলাই ১৯৭২, পৃ. ১
১২. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৬ আগস্ট ১৯৭২, পৃ. ১
১৩. *দৈনিক বাংলা*, ১৯ আগস্ট ১৯৭২, পৃ. ১
১৪. *দৈনিক বাংলা*, ২৯ আগস্ট ১৯৭২, পৃ. ৩
১৫. *সংবাদ*, ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৭২, পৃ. ৫
১৬. *সংবাদ*, ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭২, পৃ. ৫
১৭. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১
১৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১
১৯. *দৈনিক বাংলা*, ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১
২০. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১
২১. *সংবাদ*, ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৭২, পৃ. ২
২২. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৯ ডিসেম্বর ১৯৭২, পৃ. ৩
২৩. *সংবাদ*, ৬ জানুয়ারি ১৯৭৩, পৃ. ১
২৪. *সংবাদ*, ১৪ জানুয়ারি ১৯৭৩, পৃ. ৫
২৫. *সংবাদ*, ২৯ জানুয়ারি ১৯৭৩, পৃ. ৫
২৬. *সংবাদ*, ৪ এপ্রিল ১৯৭৩, পৃ. ৪
২৭. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৫ জুন ১৯৭৩, পৃ. ৩
২৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৬ জুন ১৯৭৩, পৃ. ৩
২৯. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩ জুলাই ১৯৭৩, পৃ. ৩
৩০. *সংবাদ*, ৬ জুলাই ১৯৭৩, পৃ. ১
৩১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৮ জুলাই ১৯৭৩, পৃ. ১
৩২. *সংবাদ*, ৯ জুলাই ১৯৭৩, পৃ. ১
৩৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১০ জুলাই ১৯৭৩, পৃ. ১
৩৪. *দৈনিক বাংলা*, ১১ জুলাই ১৯৭৩, পৃ. ১
৩৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৬ জুলাই ১৯৭৩, পৃ. ১
৩৬. *সংবাদ*, ১৭ জুলাই ১৯৭৩, পৃ. ১
৩৭. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, পৃ. ১
৩৮. *সংবাদ*, ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, পৃ. ১
৩৯. *দৈনিক বাংলা*, ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, পৃ. ১
৪০. *দৈনিক বাংলা*, ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, পৃ. ১
৪১. *দৈনিক বাংলা*, ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, পৃ. ১
৪২. *দৈনিক বাংলা*, ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, পৃ. ১
৪৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, পৃ. ১
৪৪. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, পৃ. ১
৪৫. *সংবাদ*, ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, পৃ. ১

৪৬. *দৈনিক বাংলা*, ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, পৃ. ১
৪৭. *দৈনিক বাংলা*, ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, পৃ. ১
৪৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, পৃ. ১
৪৯. *দৈনিক বাংলা*, ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, পৃ. ১
৫০. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, পৃ. ১
৫১. *সংবাদ*, ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, পৃ. ১
৫২. *সংবাদ*, ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, পৃ. ৫
৫৩. *সংবাদ*, ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, পৃ. ১
৫৪. *সংবাদ*, ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, পৃ. ১
৫৫. *দৈনিক বাংলা*, ২ মার্চ ১৯৭৪, পৃ. ১
৫৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩ মার্চ ১৯৭৪, পৃ. ১
৫৭. *দৈনিক বাংলা*, ১৪ মার্চ ১৯৭৪, পৃ. ৬
৫৮. *সংবাদ*, ১৭ এপ্রিল ১৯৭৪, পৃ. ১
৫৯. *দৈনিক বাংলা*, ২৪ এপ্রিল ১৯৭৪, পৃ. ১

সপ্তম অধ্যায়

জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভসংশ্লিষ্ট রিপোর্ট

স্বাধীন বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জনের ক্ষেত্রে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ বাংলাদেশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালেই বাংলাদেশ জাতিসংঘের সমর্থন লাভের প্রচেষ্টা শুরু করে। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিজয় অর্জনের পর আরো গুরুত্ব লাভ করে।

১৯৭১ সালের ২৭ ডিসেম্বর সে সময় বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদ ঢাকায় বার্তা সংস্থা এপিবির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য জাতিসংঘের প্রতি আহ্বান জানান। ২৮ ডিসেম্বর এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে পররাষ্ট্রমন্ত্রী : স্বাধীন বাংলাদেশকে বিশ্বসংস্থার স্বীকার করা উচিত'। এই খবরে লেখা হয়:

> বাংলা দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদ বলেন যে বাংলাদেশ সম্পর্কে জাতিসংঘের সামনে এখন একটা প্রশ্নই রয়েছে, আর সেটা হলো একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে বিশ্বসংস্থায় বাংলা দেশকে অধিষ্ঠিত করা। গতকাল সোমবার এপিবির প্রতিনিধির সাথে এক সাক্ষাৎকারে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন যে বিশ্বসংস্থায় বাংলাদেশের সদস্যপদ প্রদান ছাড়া জাতিসংঘের সামনে বাংলাদেশ সম্পর্কে এখন আর অন্য কোন প্রশ্নই নেই। তিনি বলেন, মুক্তিসংগ্রামের সময়ের মতো এখনো বাংলাদেশ সরকার বিশ্ব সংস্থার স্বীকৃতি লাভের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবেন। বাংলা দেশের অবস্থা বর্ণনার জন্য এরই মধ্যে সরকার বিভিন্ন দেশে কতিপয় মিশন পাঠিয়েছেন। বিদেশে বাংলা দেশ সরকারের প্রতিনিধিত্ব সম্প্রসারণ অব্যাহত রাখা হবে এবং এর মধ্যেই দশটি দেশে বাংলা দেশের মিশন রয়েছে। তিনি বলেন, পাঁচটি দেশে রাষ্ট্রদূতের ক্ষমতাসম্পন্ন মিশন রয়েছে। এগুলো হচ্ছে ভারত, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ফিলিপাইন ও জাতিসংঘ। এছাড়া ছোট ছোট মিশন রয়েছে সুইজারল্যান্ড, জাপান ও বৈরুতে। এসব দেশের সরকারগণ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবেন বলেও তিনি আশা প্রকাশ করেন।
>
> **সপ্তম নৌবহর সম্পর্কে-** বঙ্গোপসাগরে মার্কিন সপ্তম নৌবহরের উপস্থিতি সম্পর্কে মন্তব্য করতে বলা হলে পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান যে

> বাংলাদেশ থেকে মার্কিন নাগরিকদের উদ্ধার করার জন্যই সপ্তম নৌবহর এসেছে বলে জানানো হয়েছে, কিন্তু বাংলা দেশের জনগণ বা সমগ্র বিশ্ব এই ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করেনি। সপ্তম নৌবহর বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করুক এটাও সমগ্র বিশ্ব মেনে নেয়নি বলেও তিনি জানান।[১]

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জোরালো কূটনৈতিক তৎপরতার কারণে ১৯৭২ সালের আগস্ট মাসের আগেই নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী ৫টি সদস্যের মধ্যে একমাত্র চীন ছাড়া অপর ৪টি সদস্য দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে এবং নিরাপত্তা পরিষদের ১৫টি অস্থায়ী সদস্যের মধ্যেও ১১টি দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়।

এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য হওয়ার জন্য আবেদন করে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে ১৯৭২ সালের ২৬ জুন আভাস পাওয়া যায় যে, ১৯৭২ সালের আগস্টে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য হওয়ার জন্য আবেদন করবে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন মুখপাত্রের বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা বাসস এই খবর পরিবেশন করে। পরদিন ২৭ জুন এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'আগষ্টে জাতিসংঘভুক্তির আবেদন'। এতে লেখা হয়:

> জাতিসংঘ সদস্যপদ লাভের জন্য বাংলাদেশ আগষ্টের মাঝামাঝি নাগাদ আবেদন করিবে বলিয়া বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গিয়াছে। পররাষ্ট্র অফিসের জনৈক মুখপাত্র একথা জানান। কূটনৈতিক পর্যবেক্ষকগণের ধারণা, যেহেতু নিরাপত্তা পরিষদের ৫টি স্থায়ী সদস্য দেশের মধ্যে ৪টি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়াছে সুতরাং বিশ্ব সংস্থায় বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তি একরূপ নিশ্চিত। এতদ্ব্যতীত নিরাপত্তা পরিষদের ১৫টি অস্থায়ী সদস্যর মধ্যেও ৬টি সদস্য দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়াছে। কূটনৈতিক পর্যবেক্ষক মহল আরও মনে করেন যে, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা, বিশ্ব খাদ্য সংস্থা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তির সময় চীন কোন বাধা দেয় নাই। তাই মনে হয়, সে এবারেও কোন ভেটো প্রয়োগ করিবে না।[২]

এই প্রেক্ষাপটে ১৯৭২ সালের ৮ আগস্ট বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভের জন্য আবেদন করে। লক্ষ্য ছিল, সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিতব্য জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যাতে বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভের বিষয়টি উত্থাপন করা হয়। এজন্য বাংলাদেশ তিনটি প্রক্রিয়ায় আবেদনপত্র পাঠায় এবং সব সদস্য রাষ্ট্রের কাছে সমর্থন লাভের জন্য কূটনৈতিক যোগাযোগ রক্ষা করে। এই প্রসঙ্গে ড. সৈয়দ আব্দুল্লাহ আল মামুন চৌধুরী সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে লিখেছেন:

সদস্যপদ লাভের আবেদনপত্র বাংলাদেশ তিনভাবে জাতিসংঘে প্রেরণ করে। প্রথমত: জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল কুর্ট ওয়াল্ডহেইমের কাছে সরাসরি তারবার্তার মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়। দ্বিতীয়ত: ঢাকাস্থ জাতিসংঘ প্রতিনিধি ড: উমব্রিখটের মাধ্যমে। তৃতীয়ত: যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এস. এ. করিমের মাধ্যমে। এছাড়া জাতিসংঘের সদস্য সব রাষ্ট্রের কাছে বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভে সমর্থনদানের জন্য চিঠি প্রেরণসহ কূটনৈতিক চ্যানেলেও যোগাযোগ করা হয়। বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভের সব শর্ত পূরণ করায় স্বাভাবিকভাবেই সদস্যপদ পেতে পারত। কিন্তু পাকিস্তানের প্ররোচণায় মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ এবং চীন বাংলাদেশের জাতিসংঘে সদস্যপদ প্রদানের বিরোধিতা করে।[৩]

চীনের বিরোধিতা সত্ত্বেও বাংলাদেশের আবেদনটি বিবেচনার জন্য ১৯৭২ সালের ১০ আগস্ট নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক ডাকা হয়। বৈঠকে সোভিয়েট ইউনিয়ন বাংলাদেশকে জাতিসংঘের সদস্য করার পক্ষে সমর্থন জানায়। অন্যদিকে চীন এই প্রশ্নে ভেটো প্রয়োগের হুমকি দেয়। ১১ আগস্ট এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় পাঁচ কলাম শিরোনামে লিড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'জাতিসঙ্ঘের সদস্যপদের জন্য বাংলাদেশের আবেদনপত্র বিবেচনার্থ : নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক শুরু'। এতে লেখা হয়:

> জাতিসঙ্ঘে বাংলাদেশের সদস্যপদের আবেদনপত্র বিবেচনার জন্য (বাংলাদেশ সময় শুক্রবার রাত সোয়া দুইটায় গ্রীনউইচ সময় বৃহস্পতিবার রাত সোয়া ৮টা) নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক শুরু হইয়াছে। বাংলাদেশের আবেদনপত্র সম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদের বেলজীয় সভাপতি ইতিমধ্যেই সদস্যদের সহিত আলাপ-আলোচনা শুরু করিয়াছেন। এই আলাপ-আলোচনায় প্রতিভাত হয় যে, সোভিয়েট ইউনিয়ন ও চীন বাংলাদেশ প্রশ্নে সম্পূর্ণ বিপরীত ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। সোভিয়েট ইউনিয়ন অবিলম্বে বাংলাদেশকে জাতিসংঘের ১৩৩তম সদস্য করার পক্ষপাতী। চীন এই প্রশ্নে ভেটো প্রয়োগের হুমকি দিয়াছে।
>
> অপরদিকে মস্কো হইতে পরিবেশিত এক খবরে বলা হয় যে, চীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদান করিতেছে এবং বাংলাদেশের সহিত চীনের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের প্রস্তুতি সমাপ্তির পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে। ওয়াকিফহাল মহলের বরাত দিয়া উক্ত খবরে আরও বলা হয় যে, চীনের স্বীকৃতির সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিবে কিনা, তাহা পরিষ্কার হয় নাই। তবে পিকিং এই প্রশ্নে পিণ্ডির সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখিয়াছে। পিকিং-এর এই নীতি পরিবর্তনকে

> মস্কোতে কৌশলগত পদক্ষেপ বলিয়া ধারণা করা হইতেছে উপমহাদেশের রুশ-ভারত প্রভাব হ্রাস করাই এই কৌশলগত পদক্ষেপের উদ্দেশ্য।
>
> নিরাপত্তা পরিষদের রুশ চীন বিপরীতমুখী ভূমিকার পটভূমিতে অন্য সদস্যরা একটি আপোষ ফর্মুলার চেষ্টা করিতেছেন। এই ফর্মুলা অনুযায়ী নিরাপত্তা পরিষদের একটি বিশেষ কমিটি বাংলাদেশের আবেদন পর্যালোচনা করিবে এবং কমিটি বিষয়টি কয়েক সপ্তাহের জন্য মুলতবি রাখার সুপারিশ করিবে। অতঃপর চলতি মাস শেষ হওয়ার পূর্বেই পরিষদ এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে। উল্লেখযোগ্য যে, আগামী মাসে চীন নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতি হইবে।
>
> বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভের জন্য নিরাপত্তা পরিষদে ৯টি দেশের (স্থায়ী সদস্য দেশগুলিসহ) সক্রিয় সমর্থন প্রয়োজন হইবে। নিরাপত্তা পরিষদে বাংলাদেশের আবেদন অনুমোদিত না হইলে সাধারণ পরিষদে দুই-তৃতীয়াংশ ভোটের প্রয়োজন হইবে।[৪]

জাতিসংঘে সদস্যভুক্তির ক্ষেত্রে ভেটো না দেয়ার জন্য বিভিন্ন মহল থেকে চীনের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। ইংল্যান্ডে প্রবাসী বাঙালিরা চীনের সম্ভাব্য ভেটোর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে লন্ডন শহরে। ১৯৭২ সালের ২১ আগস্ট লন্ডন থেকে বার্তা সংস্থা এনা এই খবর পরিবেশন করে। পরদিন ২২ আগস্ট সংবাদপত্রে এই খবর প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'লণ্ডনে প্রবাসী বাঙ্গালীদের বিক্ষোভ মিছিল : 'চীন ভেটো দিও না''। এতে লেখা হয়:

> "চীন ভেটো দিও না" "বাংলাদেশ জিন্দাবাদ" শ্লোগান দিয়া যুক্তরাজ্যের বাঙ্গালী বাসিন্দারা গতকাল বিকালে এখানে এক বিক্ষোভ মিছিল বাহির করেন। মিছিলটি হাইড পার্ক হইতে বাহির হইয়া লণ্ডন নগরীর প্রধান প্রধান রাজপথ প্রদক্ষিণ করিয়া চীনা দূতাবাসের সম্মুখে গিয়া শেষ হয়। মিছিলকারীরা চীনা দূতাবাসে একটি স্মারকলিপি দেন। স্মারকলিপিতে চীনের প্রতি বাংলাদেশের জাতিসংঘভুক্তিতে বাধা প্রদান না করার আহ্বান জানান হয়। পূর্বাহ্নে হাইড পার্কে এক গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে আওয়ামী লীগ নেতা জনাব মফিজ সভাপতিত্ব করেন এবং সফররত আওয়ামী লীগ সমাজকল্যাণ সম্পাদক জনাব মোস্তফা সারওয়ার, স্থানীয় ন্যাপ নেতা জনাব আবদুর রউফ এবং ছাত্র নেতৃবৃন্দ জনাব শামসুল আলম, খন্দকার মোশাররফ ও মোহাম্মদ হোসেন বক্তৃতা দেন।[৫]

১৯৭২ সালের ২২ আগস্ট নিরাপত্তা পরিষদের নতুন সদস্যভুক্তি কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য দেশ জাতিসংঘে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তির পক্ষে অভিমত প্রদান করে। জাতিসংঘ থেকে এই খবর পরিবেশন করে বার্তা সংস্থা বাসস,

এনা এবং বিপিআই। ২৩ আগস্ট এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'স্বস্তি পরিষদের কমিটি পর্যায়ের বৈঠকে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় বাংলাদেশকে অবিলম্বে জাতিসংঘে গ্রহণের অভিমত প্রদান'। এতে লেখা হয়:

> নিরাপত্তা পরিষদের নূতন সদস্য অন্তর্ভুক্তি কমিটি গতকাল বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় (১১-১) অবিলম্বে জাতিসংঘে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তির অনুকূলে মত প্রদান করে। কমিটির রিপোর্ট বিবেচনার জন্য চলতি সপ্তাহ শেষ হওয়ার পূর্বেই নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হইবে। তবে জাতিসংঘে বাংলাদেশকে গ্রহণের প্রশ্নে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত চীনের উপর নির্ভর করিতেছে। কেননা চীন নিরাপত্তা পরিষদে ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠদের সিদ্ধান্ত বানচাল করিয়া দিতে পারেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, গণচীন এই পর্যন্ত পরিষদে ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করে নাই।
>
> জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভের জন্য নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশ এবং সাধারণ পরিষদের অনুমোদন আবশ্যক। জাতিসংঘের ১৩২টি সদস্য দেশের মধ্যে ৮৭টি দেশ ইতিমধ্যেই বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদান করিয়াছে। নিরাপত্তা পরিষদের সকল সদস্যকে লইয়াই 'অন্তর্ভুক্তি কমিটি' গঠিত হয়। ডিসেম্বর মাসে নিরাপত্তা পরিষদে গৃহীত প্রস্তাব কার্যকরীকরণ সাপেক্ষ বাংলাদেশের আবেদন বিবেচনা মুলতবী রাখার জন্য চীন অভিমত প্রদান করে। অপরদিকে ভারত, রাশিয়া ও যুগোশ্লাভিয়া অবিলম্বে জাতিসংঘ বাংলাদেশকে গ্রহণের দাবী জানায়। ভারতীয় প্রতিনিধি মি: সমর সেন বাংলাদেশকে গ্রহণের পক্ষে জোর বক্তৃতা দেন। জাপান ১৮ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিষয়টি মুলতবী রাখার সুপারিশ করে।
>
> অন্তর্ভুক্তি কমিটির চেয়ারম্যান এবং নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতি বেলজিয়ামের রাষ্ট্রদূত মি: এডওয়ার্ড লঙ্কারষ্টে কমিটি পর্যায়ে 'ভোট' গ্রহণের পরিবর্তে 'মতামত' গ্রহণ করেন। মতামত গ্রহণে দেখা যায় যে, কমিটির সদস্যরা বাংলাদেশকে অবিলম্বে জাতিসংঘে গ্রহণের অনুকূলে (১১-১) সংখ্যাগরিষ্ঠতায় মত প্রদান করেন। আফ্রিকান দেশ গিনি প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মত দেয়। চীন, সোমালিয়া ও সুদান এই পদ্ধতিকে 'বেআইনী' বিবেচনা করিয়া মত প্রদান হইতে বিরত থাকে।
>
> বাংলাদেশকে আশু সদস্যপদদানের পক্ষে যে-সব দেশ মত প্রদান করিয়াছে, সেগুলি হইতেছে: আর্জেন্টিনা, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, ভারত, ইটালী, জাপান, পানামা, সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও যুগোশ্লভিয়া। সোভিয়েত ইউনিয়ন সরাসরি ভোট দাবী করার পরই কমিটিতে মতামত রেকর্ড করা হয়।[৬]

জাতিসংঘের বাংলাদেশের সদস্যভুক্তি স্থগিত রাখার জন্য চীন নিরাপত্তা পরিষদে একটি প্রস্তাব পেশ করে। এই প্রস্তাবে চীন উল্লেখ করে যে, বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার ও পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দী দেশে ফেরার আগ পর্যন্ত জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যভুক্তি স্থগিত রাখা হোক। বিপরীত দিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন, ইংল্যান্ড, ভারত ও যুগোশ্লাভিয়া জাতিসংঘে অবিলম্বে বাংলাদেশকে সদস্যভুক্ত করার জন্য সুনির্দিষ্ট চারটি প্রস্তাব উত্থাপন করে। ১৯৭২ সালের ২৩ আগস্ট জাতিসংঘ থেকে বার্তা সংস্থা বাসস এই খবর পরিবেশন করে। ২৪ আগস্ট এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'জাতিসংঘে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তির জন্য ৪-জাতি প্রস্তাব'। এতে লেখা হয়:

> সৈন্য প্রত্যাহার ও যুদ্ধবন্দীদের দেশে ফিরিতে দেওয়ার ব্যাপারে স্বস্তি পরিষদের গৃহীত সিদ্ধান্তটি "পুরাপুরি কার্যকরী না হওয়া পর্যন্ত" বিশ্বসংস্থায় বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তির প্রশ্নটি স্থগিত রাখার জন্য চীন স্বস্তি পরিষদের বিবেচনার্থ গতকাল একটি প্রস্তাব পেশ করিয়াছে। নিরাপত্তা পরিষদে বৃটেন, ভারত, যুগোশ্লাভিয়া এবং সোভিয়েট ইউনিয়নও বাংলাদেশকে অবিলম্বে জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত করার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট ৪-দফা প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছে।[৭]

জাতিসংঘে বাংলাদেশকে সদস্যভুক্তির আবেদন বিবেচনার উদ্দেশ্যে ১৯৭২ সালের ২৫ আগস্ট নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে এ সংক্রান্ত তথ্যভিত্তিক খবর প্রকাশিত হয় ২৫ আগস্টের সংবাদপত্রে। এই খবরে জানানো হয়: চীন জাতিসংঘে বাংলাদেশকে সদস্যভুক্ত করার বিরোধিতা অব্যাহত রেখেছে। সংবাদ পত্রিকায় খবরটি প্রকাশিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায় সাত কলাম শিরোনামে লিড আইটেম হিসেবে। শিরোনাম ছিল: 'বাংলাদেশ প্রশ্নে নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক শুরু : চীনের বিরোধিতা অব্যাহত'। এতে লেখা হয়:

> আজ বিকেলের শেষ দিকে (বাংলাদেশ সময় গভীর রাত) নিরাপত্তা পরিষদ বাংলাদেশের সদস্যদের আবেদন বিবেচনার উদ্দেশ্যে বৈঠকে মিলিত হচ্ছে। জেনেভা ও নিউইয়র্কের কূটনৈতিক পর্যবেক্ষকগণ জানান যে, বাংলাদেশ এ বৈঠকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নিরঙ্কুশ সমর্থন লাভ করবে। তবে সুদান, সোমালিয়া ও গিনির সমর্থনপুষ্ট চীন এখনও বাংলাদেশের সদস্যপদের বিরুদ্ধে তার বিরোধিতার গোঁ অব্যাহত রেখেছে।
>
> **বাংলাদেশের পত্র:** পাকিস্তানের অপচেষ্টা প্রতিহত করে জাতিসংঘে বাংলাদেশকে তার ন্যায্য আসন দানের ত্বরিত ও অনুকূল সিদ্ধান্ত নেবার জন্য নিরাপত্তা পরিষদে বাংলাদেশ আজ এক পত্র প্রেরণ করেছে।

পাকিস্তানের বিরোধিতা: নিরাপত্তা পরিষদে বাংলাদেশের আবেদন বিবেচনার প্রাক্কালে আজ পাকিস্তান বেতার 'ইসলামাবাদের ওয়াকিফহাল মহলের' বরাত দিয়ে পুনরায় দাবী করে যে, জাতিসংঘ সনদের বর্ণিত শর্ত বাংলাদেশ পূরণ করতে না পারায় দেশটিকে জাতিসংঘের সদস্যপদ দেয়া যায় না। প্রথমে ২১শে ডিসেম্বরের স্বস্তি পরিষদ প্রস্তাব বাস্তবায়নের জন্য পাকিস্তান বেতার দাবী জানায়।

বাংলাদেশের জবাব: জাতিসংঘে প্রেরিত পত্রে বাংলাদেশ এ দাবীর জবাব দিয়েছে। বাংলাদেশ বলেছে, ১৯৪৮ সালের ২৮শে মে আন্তর্জাতিক আদালত উপদেশমূলক অভিমতে বলেন যে, কোন বর্তমান সদস্য দেশ সদস্য হতে ইচ্ছুক কোন দেশের আবেদন বিবেচনাকালে অপ্রাসঙ্গিক রাজনৈতিক বিবেচনার পরিবর্তে সনদের ৪নং বিধি দ্বারা পরিচালিত হবে। এক্ষণে এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, বাংলাদেশের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রিতা বজায় রাখার জন্যই পাকিস্তান ২০শে আগস্টের লিপিতে অপ্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো উত্থাপন করেছে।

বাংলাদেশ জাতিসংঘকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, এটা ভবিষ্যতের জন্য অবাঞ্ছিত নজিরের সৃষ্টি দিতে পারে। নয়া সদস্য অন্তর্ভুক্তি কমিটির সোমবারের বৈঠকের রিপোর্ট বিবেচনার উদ্দেশে নিরাপত্তা পরিষদ আজ বৈঠকে মিলিত হচ্ছে। ফলে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তির প্রশ্নটি আজ অত্যন্ত সঙ্কটজনক পর্যায়ে উপনীত হচ্ছে। বাংলাদেশকে অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষে চারজাতির একটি প্রস্তাব থাকবে স্বস্তি পরিষদের সম্মুখে। এই চারজাতি হচ্ছে বৃটেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ভারত ও যুগোশ্লাভিয়া।

এর পাশাপাশি আরেকটি প্রস্তাব থাকছে পরিষদের সম্মুখে। এটি চীনের। সৈন্য প্রত্যাহার এবং যুদ্ধবন্দী মুক্তি ও ফেরতদানের আহ্বান জানিয়ে গৃহীত নিরাপত্তা পরিষদ প্রস্তাব পুরোপুরি বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশের সদস্যপদের প্রশ্ন বিবেচনা স্থগিত রাখার জন্য এ প্রস্তাবে চীন দাবী জানিয়েছে। জাতিসংঘে অবশ্য বাংলাদেশের সদস্যপদের সমর্থনে জোরদার কূটনৈতিক তৎপরতা চলছে। মার্কিন বার্তা সংস্থা এপি জানাচ্ছে, নিরাপত্তা পরিষদের আজ বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তির প্রশ্ন নিয়ে ভোটাভুটি হলে চীনের ভেটো প্রয়োগ একপ্রকার সুনিশ্চিত।

বিলম্ব সৃষ্টির অভীষ্ট ও কৌশল ব্যর্থ হলে চীন বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তি রোধ করবেই। একটি জাতি হিসেবে বাংলাদেশের উত্থানের পটভূমিতে বিরাজমান ডিসেম্বরের পাক-ভারত সংঘর্ষে আন্তর্জাতিক বৃহৎ শক্তির যে শক্তিদ্বন্দ্ব ঘটেছে নিরাপত্তা পরিষদের আজকের অধিবেশনে তার প্রতিফলন ঘটবে। ঐ যুদ্ধে চীন পাকিস্তানকে সর্বাত্মক সাহায্য দিয়েছিল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সে দেশকে আনুকূল্য দেখিয়েছে। রাশিয়া ভারতের সাথে এক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। চীন যদি আজ ভেটো দেয়, তা হবে গত হেমন্তে সদস্যপদ লাভের পর চীনের প্রথম ভেটো।

চীনারা বলেছে যে, বর্তমানে কোন অবস্থাতেই তারা বাংলাদেশকে সদস্য হতে দেবে না। জাতিসংঘ সূত্র এটাকে চীনা ভেটোর সুনিশ্চিত আভাস বলে বর্ণনা করেন।

আজ নিরাপত্তা পরিষদে পেশকৃত চার শক্তির প্রস্তাবটিতে বলা হয়েছে যে, নিরাপত্তা পরিষদে বাংলাদেশের সদস্যপদের আবেদন পরীক্ষার পর তা সরাসরি সাধারণ পরিষদে পাঠিয়ে দেয়া হোক। গত সোমবারের সদস্য অন্তর্ভুক্তি কমিটির বৈঠক সম্পর্কে সভাপতি লংগারষ্টে কি সুপারিশ দিয়েছেন তা জানা না গেলেও ধারণা করা হচ্ছে যে, কমিটির ১৫ সদস্যের মধ্যে ১১ সদস্যের সমর্থনের কথা তিনি সোচ্চারে রিপোর্টে উল্লেখ করেছেন।

ওয়াশিংটনে নিযুক্ত বাংলাদেশের চার্জ দ্য এফেয়ার্স জনাব এস এ করিম কর্তৃক স্বাক্ষরিত বাংলাদেশের পত্রটি আজ নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক শুরু হবার কয়েক ঘণ্টা আগে পরিষদের কাছে পেশ করা হয়। এতে বলা হয় যে, উপমহাদেশে শান্তি ও স্থিতিশীলতার স্বার্থে এবং জাতিসংঘ সনদের লক্ষ্য ও অভীষ্ট পূরণের বৃহত্তর স্বার্থে নিরাপত্তা পরিষদের উচিত সাড়ে ৭ কোটি মানুষের দেশ বাংলাদেশকে জাতিসংঘে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ পেশ করা। বাংলাদেশের পত্রে বলা হয় যে, পাকিস্তানের পত্রে যে সব কথা বলা হয়েছে তা দু'দেশের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের আওতাধীন। জাতিসংঘের সদস্যপদের প্রশ্নকে সদস্যপ্রার্থী দেশের সাথে অন্য কোন দেশের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের প্রশ্নাবলীর সাথে জড়ানো যায় না। কোন দেশের সদস্যপদের আবেদন বিবেচনার সময় দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের বিষয়াদি জড়িত করার কোন ভিত্তি জাতিসংঘ সনদে নেই।[৮]

১৯৭২ সালের ২৫ আগস্ট বাংলাদেশ সময় ভোরে জাতিসংঘের বাংলাদেশের সদস্যভুক্তির বিষয় নিয়ে নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে চীন বাংলাদেশবিরোধী অপতৎপরতা অব্যাহত রাখে। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশ যাতে জাতিসংঘের সদস্য হতে না পারে সে জন্য ভেটো প্রদান করে চীন। এএফপি, রয়টার, বাসস, এনাসহ বিভিন্ন বার্তা সংস্থা জাতিসংঘ থেকে এই খবর পরিবেশন করে। পরদিন ২৬ আগস্ট এই খবর সংবাদপত্রে গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'বিশ্বজনমত অগ্রাহ্য করে চীন ভেটো দিল : সুদান আর বিরোধিতা করবে না'। এতে লেখা হয়:

> বাংলাদেশের জাতিসংঘভুক্তি রোধ করার জন্য চীন ভেটো প্রয়োগ করেছে। এর আগে অবিলম্বে বাংলাদেশের জাতিসংঘভুক্তিকে ঠেকানোর উদ্দেশ্যে উত্থাপিত চীনের প্রস্তাবটি নিরাপত্তা পরিষদ প্রত্যাখ্যান করে বলে ভোর পৌনে চারটায় জাতিসংঘ থেকে প্রেরিত এএফপির খবরে জানা গেছে।

পূর্ববর্তী খবরে প্রকাশ: নিরাপত্তা পরিষদ বাংলাদেশের আসন লাভের প্রশ্নটি নিয়ে আবার বাংলাদেশ সময় শুক্রবার দিবাগত রাত একটা ত্রিশ মিনিটে বৈঠকে বসার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পনেরো সদস্যের নিরাপত্তা পরিষদের এই পূর্ণাঙ্গ বৈঠকেই জাতিসংঘে বাংলাদেশের আসন লাভ সম্পর্কে ভোটাভুটির মাধ্যমে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

সুদান বাধা হয়ে দাঁড়াবে না: এদিকে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য দেশ সুদানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব মনসুর খালেদ আজ ঘোষণা করছেন যে পনেরো সদস্যের নিরাপত্তা পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য দেশ চীনা খসড়া প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে সুদান বাংলাদেশের জাতিসংঘভুক্তির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে না।

সমর সেনের জোরালো ভাষণ: নিরাপত্তা পরিষদে আলোচনাকালে জাতিসংঘে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি শ্রী সমর সেন অবিলম্বে জাতিসংঘে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তির পক্ষে জোর সুপারিশ করে সারগর্ভ ভাষণ দিয়েছেন। বাংলাদেশের জাতিসংঘভুক্তির বিরুদ্ধে চীনা প্রস্তাবের কঠোর সমালোচনা করে শ্রী সমর সেন দাবী করেন, কোনরকম পূর্বশর্ত আরোপ ছাড়াই বাংলাদেশের আবেদন বিবেচনা করতে হবে। শ্রী সেন তার দাবীর সমর্থনে ১৯৪৮ সালে আন্তর্জাতিক আদালতের অভিমতের উল্লেখ করেন। আন্তর্জাতিক আদালতের এই রায়ে বলা হয়েছে যে, জাতিসংঘে নতুন সদস্যের অন্তর্ভুক্তির প্রশ্নে জাতিসংঘ সনদের চতুর্থ ধারায় বর্ণিত সদস্যপদের জন্যে ঘোষিত যোগ্যতাবলী ছাড়া কোন বিষয়ে কোন শর্ত আরোপ করা যাবে না। শ্রী সমর সেন অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেন যে জাতিসংঘ সনদের চতুর্থ ধারায় উল্লিখিত সমস্ত যোগ্যতাই বাংলাদেশের আছে।

সোভিয়েট প্রতিনিধির ভাষণ: সোভিয়েট প্রতিনিধি মি: ভিক্টর ইজরায়েলীয়ান বলেন, জাতিসংঘের আসন লাভের উপযোগী বাংলাদেশ যে সকল যোগ্যতার অধিকারী সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। তিনি উল্লেখ করেন যে বাংলাদেশকে ইতিমধ্যেই জাতিসংঘের ৮৭টি সদস্য দেশ কূটনৈতিক স্বীকৃতি দিয়েছে এবং বাংলাদেশকে জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার পূর্ণ সদস্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশ আজ সারা বিশ্বে একটি শান্তিকামী ও জোটনিরপেক্ষ দেশ হিসেবে স্বীকৃত। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম লক্ষ্য ভারতীয় উপমহাদেশে পরিস্থিতি স্বাভাবিকীকরণ, স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা ও বহিঃশক্তির দ্বারা সৃষ্ট কৃত্রিম উত্তেজনার অবসান ঘটানো। চীনের প্রস্তাবের কঠোর সমালোচনা করে তিনি বলেন, চীনা প্রস্তাবের অর্থ হচ্ছে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি শান্তিকামী মানুষের সম্মুখে জাতিসংঘের দরজা বন্ধ করে দেয়া এবং বৈষম্য ও পক্ষপাতিত্বকে উৎসাহিত করা।

গতরাতে সুদানী প্রতিনিধি জনাব সালাহ ইব্রাহিমের উত্থাপিত প্রস্তাবে নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক স্থগিত হয়। তিনি পরিষদের কাছ থেকে সময় চান। তিনি বলেন, সদস্যদের নিজ নিজ দেশের সরকারের নির্দেশ ও পরামর্শ লাভের জন্য সময়ের প্রয়োজন।

সোভিয়েট ইউনিয়ন, ভারত ও যুগোশ্লাভিয়া সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখার প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। সুদান ২৪ ঘণ্টা সময় চেয়ে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখার যে প্রস্তাব উত্থাপন করে চীন তা সমর্থন করে। ৯টি দেশ সিদ্ধান্ত ২৪ ঘণ্টা স্থগিত রাখার প্রস্তাব সমর্থন করে। দুটি দেশ এ প্রশ্নে ভোট প্রদানে বিরত থাকে। কেবল ভারত, সোভিয়েট ইউনিয়ন, যুগোশ্লাভিয়া ও বৃটেন বাংলাদেশের জাতিসংঘভুক্তি সম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখার বিরোধিতা করেন। সুদানের এই প্রস্তাবের পক্ষে চীন ছাড়া স্বস্তি পরিষদের যে দ্বিতীয় স্থায়ী সদস্য সমর্থন জানায় সে হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। আর্জেন্টিনা, গিনি, ইটালী, জাপান, সোমালিয়া ও বেলজিয়াম সুদানের প্রস্তাব সমর্থন করে।

ভারত, সোভিয়েট ইউনিয়ন ও যুগোশ্লাভিয়ার এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বলা হয়, নিজ নিজ দেশের নির্দেশ ও পরামর্শ লাভের জন্য সময় চেয়ে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখার যে প্রস্তাব করা হয়েছে তা বাহ্যত সরল মনে হলেও আসলে তা সরল বা সাধারণ নয়, এ প্রস্তাব উদ্দেশ্যমূলক।

চীন তার ভেটো প্রয়োগের ডিলেমা বা ভেটো সংকট আপাতত এড়ানোর উদ্দেশ্যেই সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখার পক্ষে আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। চীন এ পর্যন্ত তার ভেটো প্রয়োগের ক্ষমতা প্রয়োগ করেনি। চীন জাতিসংঘে এ পর্যন্ত ঘোষণা করে আসছে যে, সে বৃহৎ শক্তি নয়, সে তৃতীয় বিশ্বভুক্ত দেশ। কিন্তু চীন যদি এই মুহূর্তে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভেটো প্রয়োগ করে তাহলে তার এ দাবী নস্যাৎ হয়ে যাবে। নিরাপত্তা পরিষদের কাছে পরিষদের বিশেষ কমিটির একটি রিপোর্ট রয়েছে। যে রিপোর্টে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য দেশ বাংলাদেশের জাতিসংঘভুক্তির পক্ষে দ্ব্যর্থহীন সমর্থন জানিয়েছে।

গত বৃহস্পতিবারে নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে সুদান ও চীন একই ভূমিকা গ্রহণ করে। সোমালিয়া কোন কথা বলেনি, তবে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখার পক্ষে ভোট দিয়েছে। মার্কিন প্রতিনিধিও কোন কথা বলেনি। তবে সুদানের প্রস্তাব সমর্থন করেছে।[১]

সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ছয় কলাম লিড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'চীনের ভেটো'। এতে লেখা হয়:

গতরাত ভারতীয় সময় ১টা ৯ মিনিটে নিরাপত্তা পরিষদ বৈঠকে বসে। বাংলাদেশের আশু সদস্যপদ লাভ রোধ করার উদ্দেশ্যে উত্থাপিত একটি চীনা প্রস্তাব পরিষদ বাতিল করে দেয়। গভীর রাতে প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, নিরাপত্তা পরিষদে বাংলাদেশের সদস্যপদের আবেদনের পক্ষে

উত্থাপিত চারজাতি প্রস্তাবের বিরুদ্ধে চীন ভেটো প্রয়োগ করেছে। চীনের এ ভেটোর ফলে জাতিসংঘে এ বছর বাংলাদেশের আসনলাভের সম্ভাবনা তিরোহিত হলো।

পূর্ববর্তী খবর:
বাংলাদেশ এশিয়ার প্রগতিশীল শক্তি। ৮৬টি দেশ ও কতিপয় জাতিসংঘ সংস্থা দ্বারা স্বীকৃত এ নবীন দেশ শান্তিকামী ও জোটনিরপেক্ষ। উপমহাদেশে শান্তি প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী এ দেশটি জাতিসংঘে সদস্যপদ লাভের সর্বাধিক যোগ্যতা অর্জন করেছে সন্দেহাতীতভাবে। সর্বসম্মতিক্রমে চার জাতি প্রস্তাব গ্রহণ করে জাতিসংঘে বাংলাদেশকে আসন দাও।
চীনের তীব্র বিরোধিতার মুখে নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশনে সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত ভিক্তর ইসরাইলীয়ান গতকাল একথা বলেছেন। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় (বাংলাদেশ সময় গভীর রাত) নিরাপত্তা পরিষদ বাংলাদেশের সদস্যপদের আবেদন বিবেচনা করতে বৈঠকে বসে।

বাংলাদেশকে ন্যায্য অধিকার দাও:
চার জাতির আনুষ্ঠানিক প্রস্তাবের বিরুদ্ধে চীন ভেটো প্রয়োগের হুমকি দিলে নিরাপত্তা পরিষদ গতরাতেও বাংলাদেশের সদস্যপদের প্রশ্নে সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি।

রয়টার জানাচ্ছে, ১৫ জাতি পরিষদ শুক্রবার আন্তর্জাতিক সময় ৩টায় (বাংলাদেশ সময় রাত ৯টায়) পুনরায় প্রশ্নটি নিয়ে বৈঠকে বসবে, তখনই চূড়ান্ত ভোটাভোটি হবার সম্ভাবনা রয়েছে। বৃহস্পতিবারের বৈঠকে পরিষদের অধিবেশন শনিবার মধ্যাহ্ন ১টা (বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭টা) পর্যন্ত মুলতুবি রাখার জন্য সুদানের সফল প্রস্তাবটি ভোটাভোটির সঙ্কটময় পর্যায়টিকে সাময়িকভাবে এড়াতে সাহায্য করে। সুদানের এ প্রস্তাবটি চীন সমর্থন করে। ভোটাভোটিতে ৯টি দেশ পক্ষে, ৪টি দেশ বিপক্ষে ভোট দেয় ও ২টি দেশ ভোটদানে বিরত থাকে।

প্রস্তাবটির পক্ষে ভোটদাতা একমাত্র স্থায়ী সদস্য হচ্ছে আমেরিকা। অন্য ৮টি দেশ হচ্ছে চীন, সুদান, আর্জেন্টিনা, গিনি, ইতালী, জাপান, সোমালিয়া, বেলজিয়াম। ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও যুগোশ্লাভিয়া পূর্বাহ্নে মুলতুবি প্রস্তাবের বিরোধিতা করে দাবী করে যে, বাংলাদেশের আবেদনের উপর অবিলম্বে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তাঁরা বলেন যে, স্ব স্ব সরকারের কাছ থেকে "নির্দেশ লাভের" উদ্দেশ্যে যে সংক্ষিপ্ত মুলতুবি চাওয়া হচ্ছে, তা দৃশ্যত সহজ হলেও এর পশ্চাতে 'যথেষ্ট বিবেচ্য প্রশ্ন' রয়েছে। এ তিনটি দেশ এবং যুক্তরাজ্য মুলতুবির বিরুদ্ধে ভোট দেয়। ফ্রান্স ও পানামা ভোটদানে বিরত থাকে।

ইউপিআই-এর মতে বৃহস্পতিবারের বৈঠকে ভেটো প্রয়োগের বর্তমান দ্বিমুখী সংকটের হাত থেকে পরিত্রাণ লাভের উদ্দেশ্যে

বাংলাদেশের আবেদন বিবেচনা স্থগিত রাখার মধ্যেই চীনের প্রচেষ্টা মুখ্য। এ যাবৎ চীন ভেটো প্রয়োগ করেনি। আর জাতিসংঘ বিতর্কগুলোতে প্রায়শই চীন দাবী করে যে, সে বৃহৎশক্তি বা অতিশক্তি নয়, বরং সে তৃতীয় বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত। যদি চীন সাড়ে ৭ কোটি মানুষের দেশ বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তির বিরুদ্ধে ভেটো দেয়, তাহলে তার এ ইমেজ ধ্বংস হবে।

বৃহস্পতিবার বৈঠকে ভারতীয় স্থায়ী প্রতিনিধি শ্রী সমর সেন বিশ্বসংস্থায় বাংলাদেশকে অবিলম্বে অন্তর্ভুক্ত করার জোর দাবী জানান। সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত ভিক্তর ইসরাইলীয়ান বলেন, বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভের সকল যোগ্যতা ও পূর্বশর্ত পূরণ করেছে, এতে কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি এবং এ ব্যাপারে কোন সন্দেহেরও অবকাশ নেই। তিনি বলেন যে, ৮৬টি দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে। কয়েকটি জাতিসংঘ সংস্থার দেশটি সদস্য হয়েছে। বাংলাদেশ শান্তিকামী ও জোটনিরপেক্ষ। উপমহাদেশের পরিস্থিতির সাধারণ স্বাভাবিকীকরণ এবং বহির্শক্তি কর্তৃক কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট বিরোধের অবসান ঘটানোই বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতির লক্ষ্য। তিনি বলেন, বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তি উপমহাদেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিকীকরণের পক্ষে সহায়ক হবে। ভিক্তর ইসরাইলীয়ান বলেন যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন এশিয়া ও বিশ্বের অন্যান্য স্থানের প্রগতিশীল শক্তিগুলোকে নিরবচ্ছিন্ন সমর্থন দিয়ে আসছে। তাঁর দেশ পূর্ব বাংলার জনগণের বিজয়কে স্বাগত জানিয়েছে এবং স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ হিসেবে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠাকে। সর্বসম্মতিক্রমে চারজাতি প্রস্তাব অনুমোদন করার জন্য তিনি সুপারিশ করেন।

চীনা প্রস্তাবের প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে তিনি বলেন যে, এটা বাংলাদেশের জনগণের মুখের উপর রাষ্ট্রসংঘের দ্বার রুদ্ধ করে দেবে। চীনা প্রস্তাব অনিয়মতান্ত্রিক এবং নয়া সদস্য অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে আনুকূল্য ও বৈষম্যকে উৎসাহিত করছে।

ভারতীয় প্রতিনিধি শ্রী সমর সেন চীনা প্রস্তাবের প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে বলেন যে, কোনরূপ পূর্বশর্ত ছাড়াই বাংলাদেশের আবেদন বিবেচনা করতে হবে। ১৯৪৮ সালে বিশ্ব আদালত কর্তৃক ঘোষিত রায়ের উল্লেখ করে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রী সেন বলেন যে, সনদের ৪নং অধ্যায়ে বর্ণিত শর্তাবলী ছাড়া অন্য কোন বিধি নয়া রাষ্ট্রের সদস্যপদ লাভের আবেদন বিবেচনার ক্ষেত্রে বিবেচ্য হতে পারে না। পক্ষান্তরে চীনা প্রতিনিধি হুয়াং হুয়া বলেন যে, বাংলাদেশের আবেদন জাতিসংঘ প্রস্তাবাবলী বাস্তবায়নের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। বৃহস্পতিবারের আলোচনায় চীন ও সুদান একটি অভিন্ন লাইন অনুসরণ করে। সোমালিয়া কোন বক্তব্য রাখেনি। তবে সোমালিয়া জানিয়ে দিয়েছে যে, সে বাংলাদেশের আবেদন বিবেচনা স্থগিত রাখার পক্ষপাতী।

সুদানের ভূমিকা পরিবর্তন: বৈরুত থেকে ইউপিআই জানান, সুদানী পররাষ্ট্রমন্ত্রী শুক্রবার অমদুরমান বেতার থেকে প্রচারিত এক বিবৃতিতে

ঘোষণা করেছেন যে, ১৫ জাতির নিরাপত্তা পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য যদি চীনা খসড়া প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে তা হলে সুদান জাতিসংঘে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তির বিপক্ষে দাঁড়াবে না। তিনি অবশ্য বলেন যে, বাংলাদেশের প্রতি তাঁর দেশের মনোভাব চীনা খসড়া প্রস্তাবের অনুকূলে।

> বৃহস্পতিবার চীনারা যে প্রস্তাব পেশ করে, তাতে বাংলাদেশ প্রশ্নে গত ডিসেম্বরে গৃহীত প্রস্তাব বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত জাতিসংঘে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তি স্থগিত রাখার আহ্বান জানানো হয়।[১০]

বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে বক্স ও লিড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'China Vetoes'। এতে লেখা হয়:

> China today vetoed Bangladesh's application for UN membership, reports AFP. An Indian-Soviet resolution recommending the admission of Bangladesh to the United Nations was rejected by People's China's first Security Council veto. Earlier The UN Security Council today rejected a Chinese resolution seeking to block immediate UN membership for Bangladesh. The Security Council met at 1939 GMT today (0109 IST Saturday) to resume consideration of the application of Bangladesh for UN membership. News received at 3-45 am (RST).[১১]

১৯৭২ সালের ২৬ আগস্ট দৈনিক ইত্তেফাকে পুরো খবরটি প্রকাশিত হয়নি। নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকটি বাংলাদেশ সময় অনুযায়ী ২৫ আগস্ট শেষ রাতে অর্থাৎ ২৬ আগস্ট ভোরে অনুষ্ঠিত হয়। ২৬ আগস্টের দৈনিক ইত্তেফাকের খবরটিতে জানানো হয়: জাতিসংঘের সদস্যভুক্তির বিষয় নিয়ে নিরাপত্তা পরিষদ ২৬ আগস্ট বৈঠকে বসবে। প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে খবরটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক'। এই খবরে লেখা হয়:

> বাংলাদেশের জাতিসংঘভুক্তির আবেদনপত্র বিবেচনা করার জন্য নিরাপত্তা পরিষদ আজ (শনিবার) পুনরায় বৈঠকে বসিতেছে।[১২]

দৈনিক ইত্তেফাকে এ সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ খবর প্রকাশিত হয় পরদিন ১৯৭২ সালের ২৭ আগস্ট। প্রথম পৃষ্ঠায় সাত কলাম লিড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত এই খবরের শিরোনাম ছিল: 'চীনের ভেটো বিশ্ব জনমতকে ক্ষুব্ধ করিয়াছে'। এতে লেখা হয়:

> সাড়ে সাত কোটি জনসংখ্যা অধ্যুষিত বাংলাদেশকে বিশ্বসংস্থার বাহিরে রাখার দুরভিসন্ধিতে বিশ্বজনমত উপেক্ষা করিয়া গতকাল গণচীন নিরাপত্তা পরিষদে প্রথম ভেটো প্রদান করিয়াছে। বাংলাদেশের আবেদন বিবেচনা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখায় চীনা জারিজুরি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার পর চীনের প্রতিনিধি নিরাপত্তা পরিষদে জানান যে, বাংলাদেশের আবেদনে ভেটো দেওয়া তাঁহার 'পবিত্র দায়িত্ব'।
>
> চীনের ভেটো প্রয়োগের অর্থ বিশ্বসংস্থার দরজা এই নবীন দেশের জন্য বন্ধ রাখা। নিরাপত্তা পরিষদের অনুমোদন ছাড়া জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ সম্ভব না। তবে নিরাপত্তা পরিষদে বিষয়টি পুনর্বিবেচনার অনুরোধ জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে সাধারণ পরিষদকে রাজী করাইবার জন্য ইতিমধ্যেই উদ্যোগ নেওয়া হইয়াছে।
>
> গণচীনের প্রতিনিধি মি: হুয়াং হুয়া বাংলাদেশের প্রধান সমর্থক সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং ভারত সম্পর্কে বলেন যে, এই দুইটি দেশ বাংলাদেশের যুদ্ধের সময় আক্রমণ চালাইয়াছিল। তিনি বলেন যে, রাশিয়া মুখে মধু অন্তরে বিষ লইয়া বিশ্বমঞ্চে অভিনয় করিতেছে।
>
> পূর্বাহ্নে নিরাপত্তা পরিষদে বাংলাদেশকে জাতিসংঘের সদস্যপদ প্রদানের জন্য বৃটেন, ভারত, রাশিয়া ও যুগোশ্লাভিয়ার যৌথ উদ্যোগে উত্থাপিত প্রস্তাবে ১১-১ ভোটে গৃহীত হয়। আর্জেন্টিনা, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, ভারত, ইতালী, জাপান, পানামা, সোভিয়েট ইউনিয়ন, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও যুগোশ্লাভিয়া প্রস্তাবের পক্ষে ভোটদান করে। একমাত্র চীন বিরুদ্ধে ভোট দেয়। ১৫ জাতি নিরাপত্তা পরিষদে আফ্রিকান প্রতিনিধি নয়- গিনি, সোমালিয়া ও সুদান ভোটদানে বিরত থাকে।
>
> পূর্বাহ্নে আফ্রিকান দেশসমূহ শর্তসাপেক্ষ বাংলাদেশকে সদস্যপদদানের একটি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করিলে তাহা প্রয়োজনীয় সংখ্যক সমর্থনের অভাবে বাতিল হইয়া যায়। চারিটি দেশ এই প্রস্তাবের পক্ষে এবং চারিটি দেশ বিপক্ষে ভোট প্রদান করে। অপর দুইটি দেশ ভোটদানে বিরত থাকে।
>
> চীন বাংলাদেশের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ স্থগিত রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে। এই প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হইয়াই অবশেষে ভেটো প্রয়োগে বাধ্য হয়। যুদ্ধবন্দীসহ ভারতে আটক ৮০ হাজারেরও অধিক পাকিস্তানী বন্দীকে মুক্তি না দেওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশের আবেদন স্থগিত রাখার চীনা প্রস্তাবের পক্ষে মাত্র গিনি ও সুদান ভোটদান করে। সোভিয়েট ইউনিয়ন, যুগোশ্লাভিয়া এবং ভারত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেয়। সোমালিয়াসহ অন্যান্য দেশ ভোটদানে বিরত থাকে।
>
> ভোটাভুটির পর চীনা প্রতিনিধি হুয়াং হুয়া ইহাকে সোভিয়েট ইউনিয়নসহ বাংলাদেশের অন্যান্য মিত্রদের 'স্যাবোটাজ' বলিয়া অভিযোগ করেন।[১৩]

১৯৭২ সালের ২৬ আগস্ট দৈনিক বাংলায় সংশ্লিষ্ট আরও দুটি খবর প্রকাশিত হয়। একটি খবর ছিল: জাতিসংঘে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তির বিরুদ্ধে পাকিস্তানের অপতৎপরতা বিষয়ক। ২৫ আগস্ট লন্ডন থেকে বার্তা সংস্থা এনা খবরটি পরিবেশন করে। দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে খবরটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'পাকিস্তান চড় খেল–'। এতে লেখা হয়:

> বৃটিশ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী লন্ডনে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত মিয়া মমতাজ দৌলতানাকে রীতিমত ধমকিয়েছেন। জাতিসংঘে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তির প্রশ্নে পাকিস্তানের অযৌক্তিক প্রস্তাবে বৃটেনের সমর্থন লাভের আশায় জনাব দৌলতানা বৃটিশ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন। তিনি দৌলতানাকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে জাতিসংঘে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তির প্রশ্নে বৃটেনের বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট এবং দৃঢ়। জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্য পদ লাভের আবেদনটাকে বৃটেন পুরো সমর্থন দিয়েছে। মিয়া দৌলতানাকে আরো স্মরণ করিয়ে দেয়া হয় যে, কিছু কিছু দেশ বিরোধিতা করা সত্ত্বেও বাংলাদেশকে কমনওয়েলথের পূর্ণাঙ্গ সদস্য পদ দেয়া হয়েছে। বৃটিশ পররাষ্ট্র দফতরে দৌলতানার হাজিরার ফলে পাকিস্তানের মুখে আর একবার চুনকালি পড়ল।[১৪]

অপর খবরটি ছিল: চীনের ভেটো বিষয়ে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর বক্তব্যভিত্তিক। দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে খবরটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'চীন ভেটো দিলে আবার ভুল করবে: ভাসানী'। এতে লেখা হয়:

> ন্যাপ প্রধান মওলানা ভাসানী গতকাল ঢাকায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, চীন যদি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভেটো দেয় তবে সে দ্বিতীয়বার ভুল করবে। তার জন্য আমাদের আর কোন সহানুভূতি থাকবে না।[১৫]

১৯৭২ সালের ২৬ আগস্ট চীনের ভেটো সম্পর্কে আরো একটি খবর প্রকাশ করে বাংলাদেশ অবজারভার। দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় পাঁচ কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয় খবরটি। শিরোনাম ছিল: 'Bangladesh issue in UN Council: China threatens to veto resolution'. এতে লেখা হয়:

> China made it clear, for the first time in the Security Council on Thursday that it would veto the resolution, cosponsored by India, the Soviet Union, United Kingdom and Yugoslavia, for the immediate admission of Bangladesh in the United Nations if it was pressed for a decision, says PTI. (briefly reported yesterday).

> For over three hours on Thursday evening, the Council discussed Bangladesh's application for UN membership but the crucial stage of voting was not reached following a successful move by Sudan to have the Council adjourned till 3 p.m. on Friday (0100 hours BST Saturday).
>
> The Sudanese move for 24-hour postponement had the support of China. Nine countries voted in favour, four against and two abstained. The only permanent member of the Council to vote with China and Sudan for the adjourned was the United States. Other supporters were Argentina, Guinea, Italy, Japan, Somalia and Belgium.
>
> India, USSR and Yugoslavia earlier opposed the adjournment move and urged that a decision should be taken on Bangladesh's application immediately. They pointed out that the move for the brief adjournment, sought for the purpose of receiving "instruction" from headquarters, was not as simple as it looked but there were "substantive consideration" behind it. All these three countries and the United Kingdom voted against adjournment while France and Panama abstained.
>
> The Chinese attempt in the current discussions is to put off consideration of Bangladesh's application in order to get over its present dilemma of having to exercise the veto. So far China has not used the Veto and it has frequently claimed in UN forums that it was not a "big power" or a "superpower" but that it belonged to the Third World. This image will be demolished if it were to use the veto against the entry of Bangladesh, a country of 75 million.
>
> The 24-hour adjournment obtained by countries which want to defer indefinitely Bangladesh's admission, is intended to canvas support for their move. Japan voted on Thursday for the brief adjournment and the manner in which it votes, Friday on any new move for further adjournment will decide whether China will be called upon to exercise its veto.[১৬]

জাতিসংঘে সদস্যভুক্তির বিরুদ্ধে চীনের ভেটো প্রদানের পর বেশ কিছুদিন ধরে সংবাদপত্রে এ সম্পর্কিত খবর প্রকাশিত হয়। ১৯৭২ সালের ২৭ আগস্ট দৈনিক ইত্তেফাকে এ বিষয়ে চারটি খবর প্রকাশিত হয়। একটি খবর ছিল চীনের ভেটো সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিক্রিয়াভিত্তিক। জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যভুক্তির বিরুদ্ধে নিরাপত্তা পরিষদে যখন চীন ভেটো প্রদান করে তখন তিনি চিকিৎসার জন্য সুইজারল্যান্ডে ছিলেন। চীনের ভেটো সম্পর্কে জেনেভা থেকে বঙ্গবন্ধুর প্রতিক্রিয়ার কথা প্রকাশ করেন তাঁর ঘনিষ্ঠ মহল। প্রতিক্রিয়ায় মন্তব্য করা হয় যে, ভেটো প্রয়োগ করে চীন নিজের

বিরুদ্ধে গুরুতর প্রত্যাঘাত ও প্রতিহিংসার ঝুঁকি গ্রহণ করেছে। ১৯৭২ সালের ২৭ আগস্ট খবরটি দৈনিক ইত্তেফাক প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল: 'মারাত্মক ঝুঁকি'। এতে লেখা হয়:

> জাতিসংঘে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তির বিরুদ্ধে 'ভেটো' প্রয়োগ করে চীন তার নিজের বিরুদ্ধে গুরুতর প্রত্যাঘাত ও প্রতিহিংসার ঝুঁকি গ্রহণ করিয়াছে। বর্তমানে সুইজারল্যান্ডে চিকিৎসা গ্রহণরত বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ মহল সূত্রে আজ এখানে এই অভিমত ব্যক্ত করা হয়। তাহারা চীনা ভেটোকে ভারতীয় উপমহাদেশে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি এবং ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্প্রতি স্বাক্ষরিত শিমলা চুক্তিকে বানচাল করার একটি চেষ্টা বলিয়া অভিহিত করেন।[১৭]

একটি খবর ছিল রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী বক্তব্যভিত্তিক। চীনের ভেটোর বিরুদ্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বলেন, বাংলাদেশকে জাতিসংঘের সদস্য হিসেবে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। বেশি দিন বাংলাদেশের সদস্যপদ ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। ১৯৭২ সালের ২৭ আগস্ট দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'বাংলাদেশের সদস্যপদ দীর্ঘদিন ঠেকাইয়া রাখা যাইবে না : রাষ্ট্র প্রধান'। এই খবরে লেখা হয়:

> রাষ্ট্রপ্রধান বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী আজ এখানে বলেন যে, বাংলাদেশকে জাতিসংঘের সদস্য হিসেবে অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে এবং কেহই আমাদিগকে দীর্ঘকাল ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে না। একদিনের সফরে আজ এখানে আগমনের পরপরই রাষ্ট্রপ্রধান বড় ময়দানে এক সম্বর্ধনা সভায় ভাষণ দিতেছিলেন।
>
> তিনি বলেন, এইবার একটি মাত্র দেশের বিরোধিতার জন্য বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য হইতে পারিল না। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র যেমন জাতিসংঘে চীনের অন্তর্ভুক্তিকে দীর্ঘকাল ঠেকাইয়া রাখিতে পারে নাই, চীনও ঠিক তেমনি বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তিকে দীর্ঘকাল ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে না। রাষ্ট্রপ্রধান জনগণকে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং দেশকে উন্নতি ও সমৃদ্ধির পথে আগাইয়া লইয়া যাওয়ার মধ্য দিয়া নিজেদেরকে একটা সজীব জাতি হিসাবে প্রমাণ করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আমরা যদি নিজেদেরকে সজীব জাতির উপযোগী প্রমাণিত করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের জাতিসংঘভুক্তির কোন বাধাই টিকিতে পারিবে না।[১৮]

পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদের বক্তব্যভিত্তিক একটি খবরও প্রকাশিত হয়। তিনি মন্তব্য করেন যে, বাংলাদেশের জাতিসংঘে অন্তর্ভুক্তির বিরুদ্ধে ভেটো প্রদান করে চীন বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি শত্রুর ভূমিকা পালন

করেছে। ১৯৭২ সালের ২৭ আগস্ট দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'চীন শত্রুর ভূমিকা পালন করিয়াছে : সামাদ'। এই খবরে লেখা হয়:

> বাংলাদেশের জাতিসংঘভুক্তির প্রশ্নে নবলব্ধ ভেটো ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করিয়া চীন আমাদের সার্বভৌমত্বের প্রতি শত্রুর ভূমিকাই পালন করিয়াছে। গতকাল (শনিবার) সন্ধ্যায় পররাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আবদুস সামাদ এক সাংবাদিক সম্মেলনে উপরোক্ত মন্তব্য করেন। জনাব সামাদ বলেন, সরকার বাংলাদেশের ব্যাপারে চীনা নীতি পর্যবেক্ষণ করিয়া আসিতেছিলেন। কাজেই, ইহার সর্বশেষ ভূমিকায় তাঁহারা বিস্মিত হন নাই। তিনি বলেন, বাংলাদেশের জনগণ বাংলাদেশের ধ্বংসযজ্ঞ ও গণহত্যার ব্যাপারে চীনা অবদানের কথা বিস্মৃত হয় নাই। তাহার এই ভূমিকার পরিণামে এখনও পর্যন্ত এদেশের মানুষকে ভুগিতে হইতেছে।
>
> এই উপমহাদেশের শান্তি ও স্থায়িত্ব প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে ঘৃণা ও যুদ্ধংদেহী মনোভাবের সৃষ্টি করিয়া নিপীড়িত জনগণের মুক্তিদাতার দাবীদার চীন তাহার আসল স্বরূপ বিশ্ববাসীর নিকট তুলিয়া ধরিয়াছে বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন।[১৯]

অপর খবরটি ছিল চীনের ভেটো সম্পর্কে ভারতের পর্যবেক্ষকদের মন্তব্যভিত্তিক। ভারতের পর্যবেক্ষক মহল জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের নিষ্ক্রিয়তা ও চীনকে পরোক্ষ সমর্থনদান এবং চীনের ভূমিকায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন। ১৯৭২ সালের ২৭ আগস্ট দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি চতুর্থ পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'বাংলাদেশ প্রশ্নে নিরাপত্তা পরিষদে চীনের ভেটো প্রয়োগ ও 'নিষ্ক্রিয়' মার্কিন ভূমিকায় ভারতীয় মহলে ক্ষোভ। এই খবরে লেখা হয়:

> নিরাপত্তা পরিষদে চীনের ভেটো প্রয়োগের ফলে জাতিসংঘে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তির পথ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হইলেও আগামী ১৯শে সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিতব্য সাধারণ পরিষদের বৈঠকে বাংলাদেশের সদস্যপদের বিষয়টি লইয়া আলোচনার সুযোগ ঘটিবে– অবশ্য এই প্রশ্নে যুগোশ্লাভিয়া প্রস্তাবিত বিষয়টি যদি পরিষদের আলোচ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
>
> বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে সাধারণ পরিষদে বিতর্কের সূচনা হইবে এবং বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য বাংলাদেশের সমর্থন করিবে। ইহারই প্রেক্ষিতে সাধারণ পরিষদে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভের উপযুক্ত এই অভিমত ব্যক্ত করিয়া এবং নিরাপত্তা পরিষদকে এই বিষয়ে পুনর্বিবেচনার আহ্বান জানাইয়া প্রস্তাব গ্রহণ করিতে পারে। তবে যাহাই ঘটুক, সাধারণ পরিষদে বিতর্কের ফলে চীনের বিচ্ছিন্নতাই প্রকাশ হইয়া পড়িবে।

নয়াদিল্লীর পর্যবেক্ষকরা বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের নিষ্ক্রিয় ভূমিকা, যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক চীনকে পরোক্ষ সমর্থন দান ও চীনের বিচ্ছিন্নতার প্রকাশে বিক্ষুব্ধ হইয়াছেন।[২০]

১৯৭২ সালের ২৭ আগস্ট সংবাদ পত্রিকায় চীনের ভেটো সংশ্লিষ্ট দুটি খবর প্রকাশিত হয়। একটি ছিল রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর বক্তব্যভিত্তিক। চীনের ভেটোর বিরুদ্ধে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন যে, জাতিসংঘ বাংলাদেশকে সদস্যভুক্ত করতে বাধ্য হবে। চীনের বিরোধিতা খুব বেশি দিন বাংলাদেশকে জাতিসংঘের বাইরে রাখতে পারবে না। সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'রাষ্ট্রসংঘ বেশী দিন আমাদের বাইরে রাখতে পারবে না : রাষ্ট্রপ্রধান'। এই খবরে লেখা হয়:

রাষ্ট্রপ্রধান জনাব আবু সাঈদ চৌধুরী আজ এখানে বড় ময়দানে এক অভ্যর্থনা সমাবেশে বক্তৃতাকালে বলেন, সদস্য হিসেবে জাতিসংঘ আমাদের অন্তর্ভুক্ত করতে বাধ্য হবে। চীনের বিরোধিতা দীর্ঘকাল আমাদের জাতিসংঘের বাইরে রাখতে পারবে না।[২১]

অপর খবরটি ছিল পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদের বক্তব্যভিত্তিক। তিনি মন্তব্য করেন যে, বাংলাদেশের জাতিসংঘে অন্তর্ভুক্তির বিরুদ্ধে ভেটো দিয়ে চীন বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি শত্রু হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। ১৯৭২ সালের ২৬ আগস্ট বার্তা সংস্থা বাসস এই খবর পরিবেশন করে। ২৭ আগস্ট সংবাদ-এ খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'চীন আমাদের সার্বভৌমত্বের চিহ্নিত শত্রু : সামাদ'। এই খবরে লেখা হয়:

পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব সামাদ আজ সন্ধ্যায় জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, জাতিসংঘে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তির বিরুদ্ধে ভেটো প্রয়োগ করে 'চীন আমাদের সার্বভৌমত্বের শত্রুর মত কাজ করেছে'। তিনি বিশ্বকে চীনের গণবিরোধী ভূমিকা চিনে রাখতে আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আজ চীন বিশ্বের দৃশ্যপটে শান্তিপ্রয়াসী হিসেবে নয়, বরং ঘৃণা ও সংঘাতের প্রবক্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলো। জনাব সামাদ বলেন, চীনাদের এ ভূমিকায় আমরা মোটেও বিস্মিত নই। তবে নিরাপত্তা পরিষদের চীনা প্রস্তাব যে বিপুল ব্যবধানে হেরে গেছে তা থেকে আমাদের সদস্যপদের পক্ষে বিশ্বজনমতের সমর্থন প্রতিবিম্বিত হয়েছে।

তিনি বলেন, জাতিসংঘে চীনের অন্তর্ভুক্তির দাবীর ঘোর সমর্থক বাংলাদেশের জনগণ চীনা ভেটোর প্রথম শিকারে পরিণত হয়েছে, এটা ইতিহাসের এক নিষ্ঠুর পরিহাস। জনাব সামাদ উল্লেখ করেন যে,

বাংলাদেশে পরিচালিত গণহত্যা ও এদেশের অর্থনীতির বিনাশ সাধনে চীনাদের কি ভূমিকা ছিল বাংলাদেশের জনগণ তা ভুলে যায়নি। আজও জনগণ তার জের বহন করে চলেছে। জনাব সামাদ বলেন, চীনাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিকাশের সব রকম চেষ্টা বাংলাদেশ সরকার করেছে, কিন্তু চীনারা এ মহানুভবতায় কোন সাড়া দেয়নি, বরং চীন এ উপমহাদেশে বিরোধ ও অস্থিতিশীলতা জিইয়ে রাখার উদ্দেশ্যে উদ্দেশ্যমূলক নীতি গ্রহণ করেছে।[২২]

১৯৭২ সালের ২৭ আগস্ট বাংলাদেশ অবজারভারে চীনের ভেটো সংশ্লিষ্ট দুটি খবর প্রকাশিত হয়। একটি ছিল ঢাকার বায়তুল মোকাররমে অনুষ্ঠিত একটি প্রতিবাদ সভার খবর। এই খবরে জানানো হয়, জাতিসংঘে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তির বিরুদ্ধে চীনের ভেটোদানের প্রতিবাদে আয়োজিত এই সভায় জাতিসংঘে চীনের অপতৎপরতাকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র অভিহিত করা হয় এবং এর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানানো হয়। বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'Call for unity against conspiracy : Chinese veto condemned'. এই খবরে লেখা হয়:

The speakers at a protest rally held at Baitual Mukarram on Saturday evening strongly condemning the Chinese veto on Bangladesh entry into the United Nations called for unity against the hated conspiracy, being, hatched to undo the hard-earned independence of the country, reports BSS.

They also warned the pro-Chinese elements and the reactionaries for hatching conspiracy against national interest in collusion with their imperialist mentors. Later, the demonstrators who brought out a procession raised various slogans denouncing China and expressing their determination to establish Mujibism. They shouted "Down with Chinese Imperialism."

Mr. Zillur Rahman, MCA, General Secretary of the Awami League, Mr. Abdur Razzak, MCA, Organising Secretary of the party, Mr. Abdul Mannan, MCA, General Secretary of Jatiyo Sramik League, and Sheikh Shahidul Islam, President of Bangladesh Chhatra League. Gazi Golam Mustafa, MCA, and President of Dacca City Awami League, presided over the rally, held spontaneously as a mark of protest against the role of China who the speakers said being a Socialist country acted against Bangladesh cause in the war of liberation.

Addressing the protest meeting Mr. Zillur Rahman, severely criticised China for blocking Bangladesh's entry into UN by vetoing the new nation's application for the world

body's membership. But he said that the Chinese veto has not come as a surprise. He said China has been consistently against Bangladesh and its people ever since the liberation struggle started in March, 1971.

Mr. Rahman said that China had helped Pakistan with arms and ammunition and contributed to the mass killing in Bangladesh. He said China has proved herself as an imperialist country rather than an exponent of freedom and liberty as she used to propagate'. Mr. Zillur Rahman said, "We do not condemn China any more for blocking Bangladesh's entry in UN because they had never been our friends."

But he said the people of Bangladesh would never forgive those "of our countrymen who had acted against our freedom, have failed to reconcile with the independence and were now working against the national interest in collusion with their imperialist mentors". Criticising Maulana Bhashani for his announcement to hold a hunger march, he said, that these anti-people elements were doing all these mischief of hoarding, black marketing and raising the price of essentials. He said that all the commodities are available in the market provided a high price is offered but nothing would be available at the reasonably price. It showed he said a conspiracy was being hatched by the defeated capitalists and their new ultra-leftist friends.[২৩]

অপর খবরটি ছিল প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব তোফায়েল আহমেদের বক্তব্যভিত্তিক। নিরাপত্তা পরিষদে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভেটো প্রয়োগ করায় তিনি চীনের কঠোর সমালোচনা করেন। তার মতে, এর মাধ্যমে চীন বিশ্বে তার ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করেছে। ১৯৭২ সালের ২৬ আগস্ট বার্তা সংস্থা বাসস এই খবর পরিবেশন করে। ২৭ আগস্ট বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'China has lowered her image: Tofail'. এই খবরে লেখা হয়:

Mr. Tofail Ahmed, MCA and Political Secretary to the Prime Minister, on Saturday told a big public meeting at Hazaribagh near Dacca that Maulana Bhashani was spreading communalism in the name of Islam, reports BSS.

The meeting organised under the auspices of the Hazaribagh Students' League, was also addressed by Sheikh Shahidul Islam and Mr. Abdul Kuddus Makhan, the BCL leaders.

Mr. Tofail Ahmed Charged Maulana Bhashani of giving shelter to Al-Badrs, Al-Shams and Razakars and said that his

irresponsible utterences that Indian armed forces were in Bangladesh created ground for Chinese veto against Bangladesh admission to the United Nations.

He urged people of guard against the machinations of the enemy agents who were trying to undo our hard-earned freedom. Mr. Tofail Ahmed strongly criticise China for exercising her veto against Bangladesh in the Security Council and said that by this China had lowered her image in the world and has isolated herself. He was confident that no power can suppress the hopes and aspirations of the 75 million people of Bangladesh. Already 89 countries of the world have recognised the reality of sovereign, independent Bangladesh.[২৪]

১৯৭২ সালের ২৭ আগস্ট দৈনিক বাংলায় চীনের ভেটো সংক্রান্ত একটি আইটেম প্রকাশিত হয়। এই আইটেমে একাধিক খবর সংযুক্ত করা হয়। রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ ও আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমানের বক্তব্য ছাড়াও এই খবরে চীনের ভেটো প্রয়োগের বিরুদ্ধে দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, বুদ্ধিজীবী সমাজ, ছাত্র ও সর্বস্তরের জনগণের গভীর ক্ষোভ ও চরম ঘৃণা প্রকাশের তথ্য পরিবেশিত হয়। ১৯৭২ সালের ২৬ আগস্ট বার্তা সংস্থা বাসস এই খবর পরিবেশন করে। ২৭ আগস্ট দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সাত কলাম শিরোনামে লিড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'ভেটোর ফলে বাংলাদেশ কিছুই হারায়নি বরং চীনই একঘরে হয়ে পড়েছে : চীনের শত্রুতায় সারাদেশে প্রচণ্ড ক্ষোভ'। এই খবরে লেখা হয়:

নিরাপত্তা পরিষদে চীনের ভেটো প্রয়োগের ফলে জাতিসংঘে বাংলাদেশের আসন লাভের পথে অন্তরায় সৃষ্টি হওয়ায় সারাদেশ আজ চীনের বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা ও তীব্র ঘৃণায় ফেটে পড়ছে। বাংলাদেশের জাতিসংঘভুক্তির প্রস্তাবে ভেটো প্রয়োগ করে চীন তার প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছে। সারা দুনিয়ার মুক্তিকামী জনগণের তথাকথিত দরদী ও বিশ্বের মুক্তি সংগ্রামের তথাকথিত চ্যাম্পিয়ন চীন বাংলাদেশের বিরূদ্ধে ভেটো দিয়ে আজ একথাই প্রমাণ করেছে যে, সে তার নিজের আন্তর্জাতিক স্বার্থেই পরিচালিত, তার ঊর্ধ্বে নয়।

বাংলাদেশের ন্যায়সঙ্গত অধিকারের প্রতি চীনের এই চরম বিরোধিতা আকস্মিক নয়, চীনের এই ভেটো প্রয়োগ অপ্রতাশিত নয়। চীনের এই ভেটো প্রয়োগের বিরুদ্ধে দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, বুদ্ধিজীবী সমাজ, ছাত্র ও সর্বস্তরের জনগণ তাদের গভীর ক্ষোভ ও চরম ঘৃণা প্রকাশ করেছেন। চীন বাংলাদেশে পাকিস্তানী বর্বর বাহিনীর গণহত্যা, নারী নির্যাতন ও ধ্বংসযজ্ঞকে সমর্থন করেছিল। বাংলাদেশের

অভ্যুদয়ের পর আশা করা গিয়েছিল যে, চীন তার ভুল ধারণা ত্যাগ করবে, ত্যাগ করবে ভ্রান্ত নীতি। কিন্তু চীন তা করেনি। বাংলাদেশের ন্যায়সঙ্গত অধিকারের প্রশ্নে বিরোধিতা করে, জাতিসংঘকে বাংলাদেশের আসন লাভের প্রস্তাবে ভেটো দিয়ে আবার চীন প্রমাণ করলো যে, সে এখনও পাকিস্তানের সামন্ততান্ত্রিক ও জঙ্গী সরকারকে সমর্থন করে। যে পাকিস্তান এই উপমহাদেশে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার পথে বারবার অন্তরায় সৃষ্টি করেছে, উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে, চীন এখনও সেই পাকিস্তানকেই সমর্থন করে চলছে।

বাংলাদেশ এখন জাতিসংঘে তার ন্যায্য আসন লাভের দাবী জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের কাছে পেশ করবে। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বাংলাদেশের অধিকারের পক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যদেশের সমর্থন বাংলাদেশ লাভ করবে বলে আশা করা যায়।

বাসস পরিবেশিত এ খবরে উল্লেখ করা হয় যে, ঢাকার রাজনৈতিক মহল মনে করেন, চীনের ভেটোর ফলে বাংলাদেশ কিছুই হারায়নি। এমন কি বাংলাদেশ যদি অদূর ভবিষ্যতে জাতিসংঘের সদস্য নাও হতে পারে তবে ক্ষতির কিছুই নেই। কারণ, বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য না হয়েও জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার সদস্য হিসেবে বিশ্ব সংস্থার প্রায় সকল সুযোগ-সুবিধেই ভোগ করছে। অপর পক্ষে বাংলাদেশের আবেদনে ভেটো দিয়ে চীন আজ সারা দুনিয়ায় এক ঘরে হয়ে পড়েছে।

রাষ্ট্রপ্রধান: রাষ্ট্রপ্রধান বিচারপতি জনাব আবু সাঈদ চৌধুরী গতকাল শনিবার দিনাজপুরের এক জনসভায় ভাষণদানকালে বলেন যে চীন যদি ভেবে থাকে যে বাংলাদেশকে দীর্ঘদিন জাতিসংঘের বাইরে রাখা যাবে তাহলে বুঝতে হবে যে চীন এক মহা বিভ্রান্তিতে ভুগছে। তিনি বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অতীতে চীনকে যেভাবে জাতিসংঘের আসন লাভ থেকে শেষ পর্যন্ত বঞ্চিত করতে পারেনি, চীন সেই একইভাবে বাংলাদেশকে জাতিসংঘের আসন লাভ থেকে দূরে রাখতে পারবে না।

চীন শত্রুর ভূমিকা নিয়েছে: পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আবদুস সামাদ নিরাপত্তা পরিষদে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে চীনের ভেটো প্রয়োগের কঠোরতম সমালোচনা করে বলেন, চীন বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে শত্রুর ভূমিকা গ্রহণ করেছে। তিনি বলেন, চীনের এই আচরণ অপ্রত্যাশিত নয় এবং এতে হতাশ হওয়ার আদৌ কিছু নেই। তিনি বলেন, চীন ভেটো প্রয়োগ করে জাতিসংঘ সনদের বিঘোষিত, নীতিসমূহের প্রতি আঘাত হেনেছে। তিনি চীনের এই গণবিরোধী ভূমিকার বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দে প্রকাশ করেন।

জিল্লুর রহমান: আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব জিল্লুর রহমান গতকাল ঢাকায় চীনা ভেটোর বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদ সভায় বক্তৃতাকালে নিরাপত্তা পরিষদে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে চীনের ভেটো প্রয়োগের কঠোর সমালোচনা করেন। আওয়ামী লীগ সম্পাদক উল্লেখ

করেন, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে ব্যাপক গণহত্যা, নারী নির্যাতন ও ধ্বংসযজ্ঞে চীন পাকিস্তানী বর্বর বাহিনীকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছে। তিনি চীনের এই ঘৃণ্য ভূমিকার বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দে প্রকাশ করে বলেন, চীন নিজেকে সাম্রাজ্যবাদী হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

ঢাকায় সভার পরে চীনা ভেটোর বিরুদ্ধে এক বিরাট বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে চীনের ঘৃণ্য ভূমিকার বিরুদ্ধে নানা শ্লোগান দিতে দিতে রাজপথ পরিক্রম করে। বিক্ষোভকারী জনতা শ্লোগান দেয়, চীনা সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক।[২৫]

১৯৭২ সালের ২৮ আগস্ট দৈনিক ইত্তেফাকে চীনের ভেটো সংশ্লিষ্ট একটি আইটেম প্রকাশিত হয়। এই আইটেমে দুটি খবর ছিল। একটি ছিল বাংলাদেশের বিরুদ্ধে চীনের ভেটো বিষয়ে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিআই) এর প্রতিক্রিয়া। জাতিসংঘে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তির বিরুদ্ধে চীনা ভেটো প্রদানকে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ক্ষেত্রে চরম বিশ্বাসঘাতকতা হিসেবে অভিহিত করে সিপিআই। অপর খবরটি ছিল তাইওয়ানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যভিত্তিক। এতে জানানো হয়, জাতিসংঘে চীনের অন্তর্ভুক্তির জন্য যে সব দেশ ভোট দিয়েছিল, জাতিসংঘে চীনের এই বাংলাদেশবিরোধী ভূমিকায় সেসব দেশও বিব্রত বোধ করবে বলে অভিমত প্রকাশ করেন তাইওয়ানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী। ১৯৭২ সালের ২৭ আগস্ট নয়াদিল্লি থেকে বার্তা সংস্থা বাসস এবং তাইপে থেকে বার্তা সংস্থা বিপিআই এই খবর পরিবেশন করে। ২৮ আগস্ট দৈনিক ইত্তেফাক খবরটি শেষ পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'চীনের মুখোশ খুলিয়া পড়িয়াছে'। এই খবরে লেখা হয়:

> আজ ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির (সিপিআই) জাতীয় কাউন্সিলের বৈঠকে গৃহীত প্রস্তাবে জাতিসংঘে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তির বিরুদ্ধে চীনা ভেটো প্রদানকে 'জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ক্ষেত্রে চরম বিশ্বাসঘাতকতা' বলিয়া আখ্যায়িত করা হয়। প্রস্তাবে বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলনের সময় গণহত্যার নায়ক ইয়াহিয়া খানের নীতিকে সমর্থন করার চীনানীতি আজও অব্যাহত থাকায় চীনের নিন্দা করা হয়। প্রস্তাবে আরও উল্লেখ করা হয় যে, উপমহাদেশে উত্তেজনা জিয়াইয়া রাখা এবং পাকিস্তানের সেনাবাহিনীকে আবার প্ররোচিত করার জন্যই স্পষ্টতই পিকিং সরকার বাংলাদেশের বিপক্ষে ভেটো প্রয়োগ করিয়াছে।
>
> **তাইওয়ান পররাষ্ট্র মন্ত্রী:** তাইপে হইতে বি,পি,আই পরিবেশিত অপর এক খবরে প্রকাশ, নিরাপত্তা পরিষদে চীনা ভেটো প্রদানের ফলে গত বছর যে সমস্ত সদস্য দেশ বিশ্বসংস্থায় চীনের অন্তর্ভুক্তির প্রশ্নে চীনের পক্ষে ভোট দিয়াছিল, তাহারাও এখন বিব্রত বোধ করিবে বলিয়া

> তাইওয়ানের পররাষ্ট্র মন্ত্রী অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। তাইওয়ানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরও অভিমত ব্যক্ত করেন যে, যাহারা চীনের জাতিসংঘভুক্তিতে জাতিসংঘে চীনের সহযোগিতা ও গঠনমূলক ভূমিকার আশা করিয়াছিলেন তাঁহারাও চীনের বর্তমান ভূমিকায় দারুণভাবে হতাশ হইয়াছেন।[২৬]

১৯৭২ সালের ২৮ আগস্ট দৈনিক ইত্তেফাকে চীনের ভেটো সংশ্লিষ্ট একটি খবর প্রকাশিত হয়। খবরটি ছিল পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদের বক্তব্যভিত্তিক। তিনি ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করে চীন অত্যন্ত অবিজ্ঞজনোচিত কাজ করেছে বলে মন্তব্য করেন। তার মতে, জাতিসংঘ থেকে ভেটো প্রথা বাতিল করা না হলে ছোট দেশগুলো জাতিসংঘে কোনো ভূমিকা রাখতে পারবে না। ১৯৭২ সালের ২৮ আগস্ট নয়াদিল্লি থেকে বার্তা সংস্থা বাসস এই খবর পরিবেশন করে। ২৯ আগস্ট দৈনিক ইত্তেফাক খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'বিশ্বের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশসমূহের প্রতি সামাদ : জাতিসংঘ হইতে ভেটো প্রথা বাতিল করিতে হইবে'। এই খবরে লেখা হয়:

> পররাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আবদুস সামাদ গতরাত্রে এখানে বলেন যে, জাতিসংঘ হইতে ভেটো প্রথা বাতিল করা উচিত। অন্যথায় ছোট ছোট দেশগুলি বিশ্বসংস্থায় কোন ভূমিকা পালনেই সমর্থ হইবে না। দিল্লীর পালাম বিমান বন্দরে বাসস প্রতিনিধির সহিত আলোচনাকালে জনাব সামাদ বলেন যে, জাতিসংঘের প্রক্রিয়ার মধ্যে ভেটো প্রথাকে কিভাবে বাতিল করিয়া দেওয়া যায়, সে সম্পর্কে আজ ছোট ছোট দেশসমূহের চিন্তা-ভাবনার সময় আসিয়াছে। অন্যথায় জাতিসংঘে ক্ষুদ্র দেশসমূহের কোন ভূমিকা থাকিবে না।
>
> চীনা ভেটো সম্পর্কে জনাব সামাদ বলেন যে, ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া চীন অত্যন্ত অবিজ্ঞজনোচিত কাজ করিয়াছে। বিশ্বের অষ্টম জনবহুল দেশকে জাতিসংঘের বাহিরে রাখার কোন অধিকার চীনের নাই। ভেটো প্রয়োগ করিয়া চীন একঘরে হইয়া পড়িয়াছে। কারণ সারা বিশ্বই ইতিমধ্যে বাংলাদেশকে গ্রহণ করিয়াছে।[২৭]

১৯৭২ সালের ৫ সেপ্টেম্বর ইন্দোনেশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. আদম মালিক বাংলাদেশ সফরে আসেন। তিনি জাতিসংঘে চীনের বাংলাদেশবিরোধী ভূমিকার সমালোচনা করেন এবং স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে জাতিসংঘের সদস্য হওয়ার অধিকার বাংলাদেশের রয়েছে বলে অভিমত প্রকাশ করেন। ৬ সেপ্টেম্বর দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম শিরোনামে লিড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'ঢাকায় ইন্দোনেশীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী আদম মালিক : বাংলাদেশের জাতিসংঘ সদস্য হওয়ার পূর্ণ অধিকার রহিয়াছে'। ইত্তেফাক রিপোর্ট হিসেবে পরিবেশিত এই খবরে লেখা হয়:

> ইন্দোনেশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ আদম মালিক বলেন যে, একটি সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে জাতিসংঘের সদস্য হওয়ার অধিকার বাংলাদেশের রহিয়াছে। বাংলাদেশে ৪ দিনব্যাপী সফরের উদ্দেশে গতকল্য (মঙ্গলবার) মধ্যাহ্নের পর জাকার্তা হইতে ঢাকা আগমনের পর ইন্দোনেশীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ আদম মালিক সাংবাদিকদের নিকট উপরোক্ত অভিমত ব্যক্ত করেন।
>
> থাই ইন্টারন্যাশনাল এয়ার লাইনের একটি বিমানে করে মাননীয় অতিথি ঢাকা বিমানবন্দরে পৌঁছিলে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আবদুস সামাদ তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানান। ইন্দোনেশীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সহিত ইন্দোনেশিয়ার রাজনীতিক বিষয়ক দফতরের ডিরেক্টর জেনারেল মিঃ আর, বি, আই, এম জাজা দিমিনগার্ট, মিঃ টেংকু মাইমুন হাবজা, দক্ষিণ এশীয় বিষয়ক দফতরের ডিরেক্টর মিঃ এস, ও, এস উইসুদা ও ঢাকাস্থ ইন্দোনেশীয় দূতাবাসের চার্জ দ্য এফেয়ার্স মিঃ সুপারী জুকরো হারতোনোও একই বিমানে ঢাকা আগমন করেন।
>
> বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের সহিত আলোচনাকালে এক প্রশ্নের জবাবে ডঃ আদম মালিক বলেন, এখানে অবস্থানকালে তিনি জাতিসংঘে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কে বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দ বিশেষ করিয়া বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সহিত আলোচনা করিবেন।[২৮]

জাতিসংঘে চীনের বাংলাদেশবিরোধী ভূমিকার প্রতিবাদে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঢাকায় ১৯৭২ সালের ১০ সেপ্টেম্বর একটি প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করে। সমাবেশে চীনের এই ভূমিকার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয় এবং ঘৃণা ও ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। ১১ সেপ্টেম্বর দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সাত কলাম শিরোনামে লিড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'দুর্নীতি চোরাচালান ও কালোবাজারীর বিরুদ্ধে জনগণ কঠোরতম ব্যবস্থা চায় : প্রতিবাদ দিবসে আওয়ামী লীগ আহুত পল্টনের জনসভার রায় : সার্বভৌম বাংলাদেশ সম্পর্কে চীনের নীতিবিবর্জিত ভূমিকার তীব্র নিন্দা'। ইত্তেফাক রিপোর্ট হিসেবে পরিবেশিত এই খবরে লেখা হয়:

> গতকাল (রবিবার) ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে স্বাধীনতাত্তোর কালের বৃহত্তম জনসমাবেশে সাড়ে সাতকোটি বাঙ্গালীর কণ্ঠ চীনের বাংলাদেশ বিরোধী ভূমিকার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ, ঘৃণা ও ক্ষোভে ফাটিয়া পড়ে এবং দেশের অভ্যন্তরে কালোবাজারী, চোরাচালানী, মজুতদারী ও দুর্নীতির প্রতিবাদে সোচ্চার হইয়া উঠে।
>
> জাতিসংঘে চীনা ভেটোর প্রতিবাদে এবং দুর্নীতি, কালোবাজারী, চোরাচালানী ইত্যাদির বিরুদ্ধে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের আহ্বানে গতকাল (রবিবার) সারাদেশে 'প্রতিবাদ দিবস' উদযাপিত হয়। এই উপলক্ষে গতকাল বিকালে ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত বিশাল

জনসভায় বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে যে-কোন পরাক্রমশালী চক্রান্তকে প্রতিহত করিয়া ৩০ লক্ষ শহীদের বুকের তাজা খুন এবং প্রায় ২ লক্ষ মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা রক্ষার অগ্নিশপথ গ্রহণ করা হয়।

যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে পুনর্গঠনের মহালগ্নে স্বার্থান্বেষী মহল অর্থনৈতিক সংকটের সুযোগ লইয়া মুনাফাখোরী, মজুতদারী এবং দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির যে ঘৃণ্যতম খেলায় মত্ত হইয়াছে এবং জনজীবনকে দুর্বিষহ করিয়া তুলিয়া স্বাধীনতাকে বিপর্যস্ত এবং বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে জনপ্রিয় সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করার যে জঘন্য ষড়যন্ত্র শুরু হইয়াছে, পল্টনের বিশাল জনসমুদ্র তাহাও প্রতিহত করার প্রত্যয়দৃঢ় সঙ্কল্প গ্রহণ করে। ইহাছাড়া স্বাধীনতা নস্যাতের জন্য দেশী ও বিদেশী চক্রান্ত, চোরাকারবারী, মুনাফাখোর, মজুতদার, দুর্নীতিবাজ ও সমাজবিরোধী ব্যক্তি এবং জাতীয় স্বার্থবিরোধী পত্র-পত্রিকা ও প্রচারপত্রের বিরুদ্ধে সরকার কর্তৃক কঠোরতম ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিও দ্ব্যর্থহীন সমর্থন ঘোষণা করা হয়। গতকাল পল্টনে আহূত জনসভায় অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী সৈয়দ নজরুল ইসলামসহ সকল বক্তাই চীনের বাংলাদেশ বিরোধী ভূমিকার তীব্র নিন্দা প্রসঙ্গে পুনরায় দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, পৃথিবীর কোন শক্তিই ঐতিহাসিক বাস্তব বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব নস্যাত করিতে পারিবে না।[২৯]

১৯৭২ সালের ৪ অক্টোবর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে ভারতীয় প্রতিনিধি সর্দার শরণ সিং জাতিসংঘে বাংলাদেশকে সদস্যপদ প্রদানের আবেদন জানান এবং সদস্যভুক্তির বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্য নিরাপত্তা পরিষদকে অনুরোধ করেন। এদিন জাতিসংঘ থেকে বার্তা সংস্থা বাসস ও এনা এই খবর পরিবেশন করে। ৫ অক্টোবর সংবাদপত্রে এই খবর প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় পাঁচ কলাম শিরোনামে লিড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তি জাতিসজ্ঞের সার্বজনীনতাকেই সমুন্নত করিবে : সাধারণ পরিষদে ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতার বক্তৃতা : সিমলা চুক্তি বাস্তবায়নে ভারত সরকারের সংকল্প ঘোষণা'। এই খবরে লেখা হয়:

> গতকাল জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে এক নীতিনির্ধারণী ভাষণে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতা সর্দার শরণ সিং বিশ্বের মানচিত্রে সার্বভৌম রাষ্ট্ররূপে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের প্রতি সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া জাতিসংঘে বাংলাদেশকে সদস্যপদ দানের ব্যবস্থা করার জন্য জোর আবেদন জানান। বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্য নিরাপত্তা পরিষদকে সুপারিশ করার জন্য তিনি সদস্যদের অনুরোধ জ্ঞাপন করেন।

> সাধারণ পরিষদের বর্তমান অধিবেশনে বাংলাদেশ অংশগ্রহণ করিতে না পারায় তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন। সদারজী বলেন যে, বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তি জাতিসংঘের পদ্ধতিকে অধিকতর শক্তিশালী করিবে এবং জাতিসংঘের সর্বজনীনতার নীতিকেই সমুন্নত করিবে। তিনি উল্লেখ করেন যে, বিশ্বসংস্থায় বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে স্বাভাবিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ত্বরান্বিত হইবে এবং বিশ্বের এই এলাকায় শান্তি ও সম্প্রীতি অর্জিত হইবে। সর্দার শরণ সিং আশা প্রকাশ করেন যে, সম্ভাব্য স্বল্পতম সময়ের মধ্যেই পাকিস্তান ও বাংলাদেশ নিজেদের সকল সমস্যা সমাধানে সমর্থ হইবে।[৩০]

তবে ১৯৭২ কিংবা ১৯৭৩ সালের মধ্যে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করতে পারেনি। তবে এই সময় জাতিসংঘের সদস্যভুক্তির ব্যাপারে বঙ্গবন্ধু তাঁর কূটনৈতিক তৎপরতা অব্যাহত রাখেন। এই প্রসঙ্গে ড. সৈয়দ আব্দুল্লাহ আল মামুন চৌধুরী লিখেছেন:

> বঙ্গবন্ধু জানতেন যে, পাকিস্তানের প্ররোচনায় চীন বাংলাদেশের জাতিসংঘের সদস্যপদ প্রাপ্তি রোধ করতে ভেটো প্রদান অব্যাহত রাখবে। কিন্তু তিনি হতাশও হলেন না এবং নিশ্চেষ্ট হয়েও থাকলেন না। তিনি 'নীরব কূটনীতি'র আশ্রয় গ্রহণ করলেন। এতদুদ্দেশ্যে তিনি রাষ্ট্রদূত কে. এম. কায়সারকে (যিনি ইতোপূর্বে চীনে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত হিসেবে কাজ করেছিলেন) চীন প্রেরণ করেন। জনাব কায়সার তার পূর্ববর্তী কূটনৈতিক অভিজ্ঞতা ও ব্যক্তিগত সম্পর্ককে কাজে লাগিয়ে 'নীরব কূটনীতি' কৌশল প্রয়োগ করে পাকিস্তানকে অন্ধকারে রেখে, চীনের সমর্থন আদায় করতে সক্ষম হন।[৩১]

অবশেষে ১৯৭৪ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত হয়। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির একটি উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে যায়। জাতিসংঘ থেকে বার্তা সংস্থা বাসস পরিবেশিত এক খবরে জানানো হয় যে, ঐ দিন ভোরে নিউইয়র্কে সাধারণ পরিষদের ২৯তম অধিবেশনে বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতিসংঘের সদস্য করা হবে। ১৮ সেপ্টেম্বর খবরটি সংবাদ-এ প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে লিড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'আজ বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করছে'। এই খবরে লেখা হয়:

> বাংলাদেশ আজ বুধবার আনুষ্ঠানিকভাবে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করছে। ভোরে নিউইয়র্কে সাধারণ পরিষদের ২৯তম অধিবেশন শুরু হলে বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্ব সংস্থার সদস্য করে নেয়া হবে। নিউইয়র্ক সময় বিকেল চারটের দিকে সাধারণ পরিষদের অধিবেশন শুরু হচ্ছে বলে বার্তা সংস্থা বাসস এক খবরে জানিয়েছে।

অধিবেশনের উদ্বোধনী দিবসে বাংলাদেশকে বিশ্ব সংস্থার সদস্য করে নেয়ার জন্য নিরাপত্তা পরিষদ যে সর্বসম্মত প্রস্তাব দিয়েছে অধিবেশনে তা গ্রহণ করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্তটিও সর্বসম্মত হবে বলে কূটনৈতিক মহল মনে করছেন। বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তির প্রশ্নে প্রায় ৫০টি দেশ স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন জানাচ্ছে।

বাংলাদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে সদস্য হওয়ার পর বর্তমানে নিউইয়র্কে অবস্থানরত পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডঃ কামাল হোসেন জাতিসংঘে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব নিয়ে অধিবেশনে যোগদান করবেন। বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলে তিনজন বেসরকারী প্রতিনিধি থাকছেন। এঁরা হলেন সংসদ সদস্য জনাব আসাদুজ্জামান খান, শিক্ষাবিদ বেগম মেহেরুন্নেসা চৌধুরী, অর্থনীতিবিদ ডঃ মোশাররফ হোসেন। প্রতিনিধি দলের সরকারী সদস্যরা হচ্ছেন বার্মায় বাংলাদেশ রাষ্ট্রদূত জনাব কে এম কায়সার, জাতিসংঘস্থ বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি জনাব এস এ করিম এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক জনাব এ এইচ মুর্শেদ।

উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ ইতিমধ্যেই বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং খাদ্য ও কৃষি সংস্থাসহ প্রায় সবগুলো জাতিসংঘ অনুমোদিত সংস্থার সদস্যপদ লাভ করেছে। সুতরাং জাতিসংঘে পূর্ণ সদস্য হিসেবে বাংলাদেশকে গ্রহণ এখন শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিকতার ব্যাপার।

শান্তি এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা উন্নয়নের পথে ব্যাপক ভূমিকা পালনের আন্তরিক আকাংক্ষা নিয়ে বাংলাদেশ জন্মলগ্ন থেকেই জাতিসংঘে তার ন্যায্য আসনের জন্য দাবী জানিয়ে আসছে। এক্ষেত্রে আরো উল্লেখ্য যে, জাতিসংঘের সদস্য না হয়েও বাংলাদেশ এতোদিন বিশ্বের নিপীড়িত জনতার স্বার্থে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বিষয়ের প্রশ্নে বিশ্বস্ততার সাথে অবিচলভাবে জাতিসংঘ সনদ অনুসরণ করে চলেছে।

গত বছর সেপ্টেম্বরে আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত জোটনিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলনসহ সকল আন্তর্জাতিক ফোরামে শান্তি এবং আন্তর্জাতিক সমঝোতার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ইতিবাচক অবদান রেখেছে। জাতিসংঘে বাংলাদেশকে সদস্য করে নেয়া এবং বিশ্ব সংস্থায় সাড়ে সাত কোটি মানুষের প্রতিনিধিত্বের ন্যায্য দাবী মেনে নেয়ার জন্য আলজিয়ার্স জোটনিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলনও সর্বসম্মত প্রস্তাব গ্রহণ করে।[৩২]

১৯৭৪ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত হওয়ার খবর সংবাদপত্রে গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়। ১৮ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ থেকে বার্তা সংস্থা বাসস ও এনা এই খবর পরিবেশন করে। দৈনিক বাংলায় বাসস পরিবেশিত খবর প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিলঃ 'বাংলাদেশ জাতিসংঘে আসন নিয়েছে : বঙ্গবন্ধুর সন্তোষ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ : বিশ্বশান্তির প্রতি বাংলাদেশ নিবেদিত'। এই খবরে লেখা হয়:

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর বাংলাদেশ জাতিসংঘের পূর্ণ সদস্যপদ লাভ করেছে। বাংলাদেশ সময় বুধবার ভোর চারটেয় জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে বাংলাদেশকে জাতিসংঘের ১৩৬তম সদস্য রাষ্ট্ররূপে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করা হয়। এই ঐতিহাসিক ঘটনার পর পরই আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ কামাল হোসেন জাতিসংঘের মঞ্চে দাঁড়িয়ে সদস্য দেশগুলোর বিপুল অভিনন্দন গ্রহণ করেন। জাতিসংঘের মঞ্চে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁর প্রথম ভাষণে উল্লেখ করেন যে, কেবল উপমহাদেশেই নয় বরং আমাদের সমগ্র অঞ্চল ও সারা দুনিয়ায় শান্তির প্রতি বাংলাদেশ পূর্ণ অঙ্গীকারাবদ্ধ। তিনি ঘোষণা করেন যে, শান্তি ও ন্যায়ের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্যে বাংলাদেশ জাতিসংঘের নীতি ও আদর্শ সমুন্নত রাখবে।

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছেনঃ আমি সুখি হয়েছি যে বাংলাদেশ জাতিসংঘে তার ন্যায্য আসন লাভ করেছে। তিনি বলেছেন, জাতি আজ গভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করবে যারা বাংলাদেশকে স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে তাদের জীবন উৎসর্গ করে গেছেন। সেই শহীদদের কথা জাতি আজ গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছে।

বাংলাদেশকে জাতিসংঘভুক্ত করার পক্ষে সাধারণ পরিষদে যুক্তভাবে প্রস্তাব পেশ করেছিলো জাতিসংঘের ৫৪টি সদস্যরাষ্ট্র। বাসস'র এ খবরে বলা হয়, সাধারণ পরিষদের এই অধিবেশনে গিনিবিসাউ এবং গ্রেনেডাও জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করেছে। বাংলাদেশের জাতিসংঘভুক্তি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাষ্ট্রনায়কোচিত গুণাবলী, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্টি এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে বিরাট সাফল্যের ফলশ্রুতি। এ ঘটনা বঙ্গবন্ধুর সরকারের এক উল্লেখযোগ্য সাফল্য।

বাংলাদেশকে জাতিসংঘের ১৩৬তম সদস্যরাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে বিপুল হর্ষধ্বনি ও অভিনন্দনের মধ্যে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ কামাল হোসেন সাধারণ পরিষদে আসন গ্রহণ করেন। সাধারণ পরিষদের এই উনত্রিশতম অধিবেশনের সভাপতি আলজিরিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ আবদুল আজিজ বুতেফলিকা বাংলাদেশ, গিনিবিসাউ আর গ্রেনেডার জাতিসংঘভুক্তিতে গভীর আনন্দ প্রকাশ এবং জাতিসংঘের এই নবীনতম সদস্যত্রয়কে আন্তরিক অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, এই ঐতিহাসিক মুহূর্তটি জাতিসংঘের জীবনে এবং এই সংস্থা সাধারণ পরিষদের ক্ষেত্রে এক শুভ সন্ধিক্ষণ। তিনি বাংলাদেশকে অভিনন্দন জানানোর সময় বাংলাদেশ ও আলজিরিয়ার মধ্যে যে বিশেষ সম্পর্ক বর্তমান তার উল্লেখ করেন।

জাতিসংঘের বহু সদস্যদেশ বাংলাদেশ এবং গিনিবিসাউ ও গ্রেনেডাকে বিপুলভাবে অভিনন্দন জানায় এবং উপনিবেশবাদের

বিরুদ্ধে এ তিনটি দেশের ঐতিহাসিক সংগ্রামের উল্লেখ করে। তারা আশা প্রকাশ করে যে, জাতিসংঘের নবীনতম তিনটি সদস্যদেশ জাতিসংঘে তাদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করবে। মি: আবদুল আজিজ বুতেফলিকা উল্লেখ করেন যে, জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভের আগেই বাংলাদেশ জোটনিরপেক্ষ দেশ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে এবং আলজিরিয়ায় জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছে। তিনি বলেন, জাতিসংঘভুক্তির সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক ফোরামগুলিতে তার অন্তর্ভুক্তি সম্পূর্ণ করলো।

ইরানীয় প্রতিনিধির অভিনন্দন: সাধারণ পরিষদে ইরানীয় প্রতিনিধি বাংলাদেশের জাতিসংঘভুক্তিতে বিপুলভাবে অভিনন্দিত করে এই আশা প্রকাশ করেন যে, বাংলাদেশ জাতিসংঘে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। ইরানীয় প্রতিনিধি আরও আশা প্রকাশ করেন যে, বাংলাদেশ উপমহাদেশে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণ ও স্থায়ী শান্তি স্থাপনের জন্যেও সম্ভাব্য সকল চেষ্টা করবে।

আফগান প্রতিনিধির অভিনন্দন: আফগানিস্তানের প্রতিনিধিদলের নেতা জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে বাংলাদেশের জনগণের অভূতপূর্ব বীরত্ব ও আত্মত্যাগের উল্লেখ করেন।

লেবাননের প্রতিনিধি বাংলাদেশের জাতিসংঘভুক্তিকে অভিনন্দন জানান। তিনি বাংলাদেশ ও আরব দেশগুলির মধ্যে বর্তমান বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের উল্লেখ করেন এবং বাংলাদেশকে তার অর্থনৈতিক সংকটে সাহায্য ও সহযোগিতা করার আহ্বান জানান।

যুগোস্লাভিয়া: যুগোস্লাভিয়ার প্রতিনিধি বাংলাদেশকে বিপুলভাবে অভিনন্দন জানান। তিনি যুগোস্লাভিয়া ও বাংলাদেশের মধ্যে বিশেষ ও নিবিড়তর সম্পর্কের উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, যুদ্ধ ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বাংলাদেশ বিপর্যস্ত। তিনি বাংলাদেশকে সাহায্য ও সহযোগিতাদানের জন্যে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানান।

কানাডীয় প্রতিনিধি বলেন, জাতিসংঘের এই তিন নবীনতম সদস্যদেশ বিশ্ব সংস্থায় তাদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি আশা করেন।

বৃটেন: বৃটিশ প্রতিনিধি জাতিসংঘে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তিকে বিপুলভাবে অভিনন্দিত করে বলেন, বাংলাদেশ জাতিসংঘে তার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে। পোলিশ প্রতিনিধি জাতিসংঘের তিনটি নবীন সদস্যদেশকে সর্বোতভাবে সাহায্য ও সহযোগিতাদানে তার দেশের আগ্রহের কথা প্রকাশ করেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি বাংলাদেশের জাতিসংঘভুক্তিতে অভিনন্দন জানান। তিনি উল্লেখ করেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৭২ সালের ৪ঠা এপ্রিল বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং

ঐ একই বছরে বাংলাদেশের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করেছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের পর থেকেই বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক উন্নত হচ্ছে।

সোভিয়েট ইউনিয়ন: সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতিনিধি জাতিসংঘে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তিকে বিপুলভাবে অভিনন্দন জানান। তিনি উল্লেখ করেন বাংলাদেশ ও সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কথা। উপমহাদেশে স্থায়ী শান্তির জন্যে বাংলাদেশ ভারত ও পাকিস্তানের নেতৃবর্গের প্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, সোভিয়েট জনগণ বাংলাদেশের জনগণের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করে থাকে এবং দুটি দেশই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা করে যাচ্ছে।

ভারত: ভারতীয় প্রতিনিধি বাংলাদেশের জাতিসংঘভুক্তিতে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশের অসীম যে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মতো এক মহান রাষ্ট্রনায়কের নেতৃত্বকে লাভ করেছে। তিনি উল্লেখ করেন যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর অবিসংবাদিত নেতা। দেশে ও দেশের বাইরে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের সম্মান ও জনপ্রিয়তা অবিভাজ্য। তিনি বলেন, আমরা বাঙালী জাতির বন্ধু। এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে আমরা তাদের অভিবাদন জানাচ্ছি এবং এই সঙ্গে স্মরণ করছি বাংলাদেশের সেই সব বীর শহীদদের যারা তাদের দেশমাতৃকার মুক্তির জন্যে জীবন উৎসর্গ করে গেছেন। তিনি বলেন, এই ঐতিহাসিক মুহূর্তের জন্যে ভারতবর্ষের মানুষ প্রতীক্ষায় ছিলো।[৩৩]

বার্তা সংস্থা বাসস পরিবেশিত সংশ্লিষ্ট খবরটি ১৯৭৪ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর দৈনিক ইত্তেফাকে প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'বাংলাদেশের জাতিসংঘভুক্তির পর সাধারণ পরিষদে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ কামাল বলেন: শান্তিই আমাদের লক্ষ্য : সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীর আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল'। এই খবরে লেখা হয়:

> জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ২১তম অধিবেশনের প্রথম দিনেই ৫৪টি সদস্য দেশের উদ্যোগে উত্থাপিত যৌথ প্রস্তাবের ভিত্তিতে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করিয়াছে। বিশ্বসভায় বাংলাদেশের আসন লাভে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা হর্ষধ্বনিসহকারে বাংলাদেশকে অভিনন্দন জানান। বাংলাদেশের সঙ্গে গিনিবিসাউ এবং ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের গ্রানাডাও জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে।
>
> বাংলাদেশকে সদস্য করা হইয়াছে ঘোষণার অব্যবহিত পরেই পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ কামাল হোসেন দীর্ঘস্থায়ী হর্ষধ্বনীর মধ্যে সাধারণ পরিষদে আসন গ্রহণ করেন। অতঃপর সাধারণ পরিষদে ভাষণদানকালে জাতিসংঘে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতা ডঃ কামাল হোসেন জাতিসংঘ সনদের প্রতি তাঁহার দেশের আনুগত্য

প্রকাশ করেন। জাতিসংঘে আসন লাভ করায় তিনি বাংলাদেশের সাড়ে ৭ কোটি মানুষের পক্ষে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

তিনি বলেন: জাতিসংঘের জন্মলগ্ন হইতেই বাংলাদেশের জনসাধারণ জাতিসংঘ সনদের সমর্থক। তিনি বলেন: তবে এক্ষণে আমরা আমাদের পৃথক জাতীয় সত্তার স্বীকৃতির ভিত্তিতেই বিশ্বসভায় আসন গ্রহণ করিয়াছি। ইহার ফলে আমাদের দেশের জনগণের আশা-আকাংক্ষা অনুযায়ী বাংলাদেশ স্বাধীন ও সার্বভৌম মর্যাদায় অভিষিক্ত হইয়াছে। এই মর্যাদা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জনের জন্য আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে আত্মাহুতি দিয়াছেন। ডঃ কামাল হোসেন এই প্রসঙ্গে বাংলাদেশে ব্যাপক ভিত্তিক সাহায্য ও পুনর্বাসন কর্মসূচী পরিচালনার জন্য জাতিসংঘের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

ডঃ কামাল হোসেন বলেন: শান্তির প্রতি বাংলাদেশের পরিপূর্ণ অঙ্গীকার রহিয়াছে। এই শান্তি শুধু উপমহাদেশ বা আমাদের এলাকার জন্যই নয়, বরঞ্চ সারা বিশ্বেই শান্তি প্রতিষ্ঠা বাংলাদেশের কাম্য। গত রাতে জাতিসংঘের মঞ্চে প্রথম বারের মত দণ্ডায়মান হইয়া বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন: শান্তি ও সুবিচারের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক শৃঙ্খলা স্থাপনের নীতিতে বাংলাদেশ বিশ্বাসী। শান্তিই আমাদের লক্ষ্য। তিনি উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশ বরাবরই জোট নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করিতেছে। তিনি ইহাও উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশ ধীরে ধীরে বিশ্বের সকল দেশের সহিতই বন্ধুত্বমূলক সম্পর্ক গড়িয়া তুলিয়াছে। স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য হওয়ায় সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীর আশা-আকাংক্ষা পূরণ হইয়াছে।

ডঃ কামাল হোসেন তাঁহার ভাষণে সাধারণ পরিষদের নবনির্বাচিত সভাপতি আলজেরিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আবদুল আজিজ বুতেফলিকাকে অভিনন্দন জানান। বাংলাদেশকে জাতিসংঘে আসনদানের জন্য নিরাপত্তা পরিষদ বিশেষভাবে সুপারিশ করে। .... এই উপলক্ষে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। যে সব দেশ বাংলাদেশকে সদস্য করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছে তিনি তাহাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

পূর্বাহ্নে সাধারণ পরিষদের সভাপতি আলজেরিয়ার জনাব আবদুল আজিজ বুতেফলিকা জাতিসংঘের নূতন সদস্যরূপে বাংলাদেশ, গিনিবিসাউ ও গ্রানাডাকে অভিনন্দন জানান।

বাংলাদেশসহ নূতন সদস্যগণকে অভিনন্দন জানাইয়া বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা গতরাত্রে সাধারণ পরিষদে ভাষণ দেন। আফগান প্রতিনিধিদলের নেতা তাঁহার ভাষণে স্বাধীনতার সংগ্রামে বাংলাদেশের জনগণের ঐতিহাসিক আত্মত্যাগের বিষয় উল্লেখ করেন। লেবাননের প্রতিনিধি বাংলাদেশের সহিত আরব জাহানের সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্কের কথা উল্লেখ করিয়া বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে সাহায্যদানের জন্য আহ্বান জানান।

বৃটিশ প্রতিনিধি আশা প্রকাশ করেন যে, বাংলাদেশ জাতিসংঘের কাঠামোতে স্বীয় ভূমিকা পালনে সমর্থ হইবে। পোলিশ প্রতিনিধি তাঁহার দেশের পক্ষ হইতে সহযোগিতার আশ্বাস দেন। বাংলাদেশকে অভিনন্দন জানাইয়া মার্কিন প্রতিনিধি উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কের বিষয় উল্লেখ করেন। সোভিয়েট প্রতিনিধিও বাংলাদেশকে স্বাগত জানাইয়া উভয় দেশের মধ্যে বিরাজমান সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্কের কথা স্মরণ করেন। এই প্রসঙ্গে সোভিয়েট প্রতিনিধি উপমহাদেশে সৌহার্দ্য ও স্থায়ী শান্তি উন্নয়নে ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের নেতৃত্বের প্রশংসা করেন।

ভারতীয় প্রতিনিধি বলেন: বাংলাদেশ এই জন্য সৌভাগ্যবান যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মত একজন মহান নেতাকে প্রধানমন্ত্রীরূপে পাইয়াছে। তিনি আরও বলেন: আমরা বাংলাদেশের বন্ধু, আমরা তাঁহাদের অভিনন্দন জানাই।[৩৪]

অন্যদিকে বার্তা সংস্থা এনা পরিবেশিত সংশ্লিষ্ট খবরটি ১৯৭৪ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ অবজারভারে প্রথম পৃষ্ঠায় পাঁচ কলাম শিরোনামে লিড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'Bangladesh will uphold UN Charter : Our commitment to peace total : Kamal'. এই খবরে লেখা হয়:

Bangladesh Foreign Minister Dr. Kamal Hossain today reiterated before the United Nations his country's total commitment to peace, says ENA.

The Foreign Minister in a brief but pointed speech punctuated with cheers immediately after Bangladesh was admitted to the world body as its 136th member told the General Assembly that Bangladesh was totally committed to peace not only in its region but in the world as a whole.

Dr. Kamal attired in black Mujib-coat and matching trousers strode to the General Assembly rostrum amidst deafening cheers, to thank the world for the assistance and sympathy it had extended to Bangladesh.

Dr. Kamal expressed his country's gratitude to the United Nations for its assistance given to Bangladesh even before it became member of the world body.

Pakistan and China who were among 68 nations which had sponsored the resolution for Bangladesh's entry into the United Nations sat silently when rest of the countries joined in a chorus of welcoming speeches for the world's eighth largest country.

The Soviet Union, India, United States, Britain, Iran, Algeria, Afghanistan and 15 other nations congratulated Bangladesh on becoming an U.N. member.

Indian external Affairs Minister Sardar Swaran Singh who is leading his country's delegation said that the admission of Bangladesh, Grenada and Guinea-Bissau into the United Nation contributed to the universality of the world organization.

United States Ambassador to the U.N.W. Tapley bennett Jr. said it was great honour to welcome the three countries `to this parliament of the world'.

Soviet Ambassador Jacob Mallick, who was one of the champions of Bangladesh liberation struggle during the nation's darkest hours, beaning with joy said `My country was one of the first to recognise the independence of Bangladesh and Guinea-Bissau'.[৩৫]

সংবাদ-এ খবরটি তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশিত হয়। বার্তা সংস্থা বাসস পরিবেশিত সংশ্লিষ্ট খবরটি ১৯৭৪ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর সংবাদ-এ প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'তুমুল হর্ষধ্বনির মাধ্যমে সদস্য রাষ্ট্রবর্গের অভিনন্দন : একমাত্র ব্যতিক্রম পিণ্ডি-পিকিং'। এতে লেখা হয়:

> গত মঙ্গলবার সাড়ে সাত কোটি মানুষের আবাসভূমি বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করেছে। বাংলাদেশের জাতিসংঘভুক্তির প্রস্তাব উত্থাপন করে ৫৪টি সদস্য দেশ। সাধারণ পরিষদের ঐতিহাসিক ২৯তম অধিবেশনে বিশ্বসংস্থায় বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। বাংলাদেশ জাতিসংঘের ১৩৬তম রাষ্ট্র।
>
> বাংলাদেশের জাতিসংঘভুক্তি সাধারণ পরিষদে অনুমোদন লাভের সাথে সাথে সদস্য রাষ্ট্রবর্গের প্রতিনিধিগণ তুমুল হর্যধ্বনি প্রকাশ ও করতালি প্রদান করে। তবে একমাত্র ব্যতিক্রম হচ্ছে চীন ও পাকিস্তান। এই দু'দেশের প্রতিনিধিদ্বয় হর্ষধ্বনি ও করতালির সময় নীরব ছিলেন।
>
> সদস্যপদ অনুমোদনের পর যেসব সদস্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধিবৃন্দ বাংলাদেশকে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তৃতা দেন তার মধ্যে রয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়ন, ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, আলজিরিয়া, ইরান, কানাডা, যুক্তরাজ্য, যুগোশ্লাভিয়া, নেপাল, লিবিয়া, উগাণ্ডা, আর্জেন্টিনা, গ্রীস, বুলগেরিয়া, তাহিতি প্রভৃতি।
>
> বাংলাদেশের পর আরো দুটো রাষ্ট্র গিনি-বিসাউ এবং গ্রেনাডা জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করেছে। এ দুটো নিয়ে জাতিসংঘের সদস্য সংখ্যা হলো ১৩৮।

> সাধারণ পরিষদের সভাপতি আলজিরিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আবদুল আজিজ বুতেফ্লিকা বাংলাদেশ, গিনি-বিসাউ ও গ্রেনাডার সদস্যপদ লাভে আনন্দ প্রকাশ করে তাদের প্রতি অভিনন্দন জানান।
>
> বাংলাদেশের জাতিসংঘভুক্তির পর জাতিসংঘের মুখ্য প্রোটোকল মি: সিনান কোর্নে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড: কামাল হোসেনের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলকে অন্যান্য সকল প্রতিনিধির তুমুল হর্ষধ্বনি মধ্যে অধিবেশন কক্ষে তাঁদের আসনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যান। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড: কামাল হোসেন জাতিসংঘ মঞ্চে দাঁড়িয়ে এ ঐতিহাসিক ঘটনায় সদস্য রাষ্ট্রের অভিনন্দন গ্রহণ করেন।
>
> প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৯৭২ সনে জাতিসংঘভুক্তির জন্য বাংলাদেশের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে গণচীন প্রথমবারের জন্য তার ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করে। ১৯৭২ সনের ৮ই আগষ্ট জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভের জন্য বাংলাদেশ আবেদন করলে তা বিবেচনার জন্য নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশন বসে ১০ই আগষ্ট। ২৫শে আগষ্ট নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে সাড়ে সাত কোটি মানুষের আবাসভূমি বাংলাদেশকে জাতিসংঘের সদস্যপদ দানের সুপারিশ সম্বলিত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে গণচীন ভেটো দেয়।
>
> চলতি বছর ১০ই জুন নিরাপত্তা পরিষদে বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভের প্রশ্নটি গৃহীত হয়। এ সময় চীন ভোটাভোটিতে অংশ নেয়নি। নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাবে সর্বসম্মতিক্রমে বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভের বিষয়ে সুপারিশ করা হয়। এরপর এ ঐতিহাসিক দিনটির জন্যে বাংলাদেশ অপেক্ষা করতে থাকে। বাংলাদেশের জাতিসংঘভুক্তিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সরকারের আরেকটি তাৎপর্যপূর্ণ সাফল্য বলে বর্ণনা করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জেরাল্ড ফোর্ডের জাতিসংঘ সদর দফতরে আগমনের পর আজ পতাকা উত্তোলন করা হবে।
>
> **বুতেফ্লিকা:** সাধারণ পরিষদের সভাপতি এবং আলজেরিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আবদুল আজিজ বুতেফ্লিকা জাতিসংঘে বাংলাদেশসহ আরো দুটি রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্তিকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, বিশ্বের জাতিসমূহ এবং জাতিসংঘের জন্যে এটা একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বাংলাদেশের সাথে তাঁর দেশের হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্কের কথাও তিনি উল্লেখ করেন। জাতিসংঘে বাংলাদেশ এবার যথোপযুক্ত ভূমিকা পালন করবে বলে আশা প্রকাশ করে তিনি বলেন, বিশ্ব সংস্থায় অন্তর্ভুক্তির পূর্বেই বাংলাদেশ জোট নিরপেক্ষ দেশগুলোর সাথে একযোগে কাজ করে যাচ্ছে। আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত জোট নিরপেক্ষ দেশগুলোর সম্মেলনেও বাংলাদেশ যোগদান করেছিল।
>
> **শরণ সিং:** ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী শরণ সিং জাতিসংঘে বাংলাদেশ, গ্রেনাডা ও গিনি-বিসাউর অন্তর্ভুক্তিকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, বাংলাদেশের সৌভাগ্য যে, প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মতো একজন মহান নেতাকে বাংলাদেশ পেয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন, বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ তার যথাযথ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন: জাতিসংঘে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তিকে স্বাগত জানিয়ে সোভিয়েত প্রতিনিধি ড: জ্যাকব মালিক বাংলাদেশের সাথে তাঁর দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের উল্লেখ করেন। উপমহাদেশে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠায় ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের ভূমিকার তিনি প্রশংসা করেন।

যুক্তরাষ্ট্র: যুক্তরাষ্ট্র প্রতিনিধি বলেন, তাঁর দেশ বাংলাদেশকে ১৯৭২ সনের ৪ঠা এপ্রিল স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিলো। সেই থেকেই উভয় দেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান।

ইরান: ইরানী প্রতিনিধি সদ্য অন্তর্ভুক্ত তিনটি দেশকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, পাক-ভারত, বাংলাদেশ উপমহাদেশের দেশগুলোর মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণে বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

আফগানিস্তান: আফগান প্রতিনিধি মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের বীর জনতার সংগ্রামী ঐতিহ্যের পুনরুল্লেখ করেন এবং তাঁর দেশসহ আরব দেশগুলোর সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেন।

যুগোশ্লাভিয়া: যুগোশ্লাভ প্রতিনিধি জাতিসংঘে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তিকে স্বাগত জানান এবং তাঁর দেশের সাথে বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, যুদ্ধ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার বাংলাদেশকে বিশ্বের জাতিসমূহের সাহায্য প্রদান করা উচিত।[৩৬]

১৯৭৪ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যভুক্তি সংশ্লিষ্ট একাধিক খবর প্রকাশিত হয় সংবাদপত্রগুলোতে। সংবাদ-এ মূল খবর ছাড়া সংশ্লিষ্ট তিনটি খবর প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যভুক্তির মূল খবরটি তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্ব পেলেও জাতিসংঘ অধিবেশনে ভাষণদানের জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিউইয়র্ক যাত্রা সংশ্লিষ্ট খবরটি বেশি গুরুত্ব লাভ করে। এই খবরে জানানো হয় যে, প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু জাতিসংঘের চলতি সাধারণ অধিবেশনে যোগদানের জন্য নিউইয়র্ক যাবেন। এ লক্ষ্যে ২৩ সেপ্টেম্বর সকালে তিনি ঢাকা ত্যাগ করবেন এবং ২৫ সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধু সাধারণ অধিবেশনে ভাষণ দেবেন। খবরটি সংবাদ-এ প্রথম পৃষ্ঠায় পাঁচ কলাম শিরোনামে লিড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'জাতিসংঘ অধিবেশনে ভাষণদানের জন্য সোমবার বঙ্গবন্ধুর নিউইয়র্ক যাত্রা'। এই খবরে লেখা হয়:

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতিসংঘের চলতি সাধারণ অধিবেশনে যোগদানের জন্য নিউইয়র্ক যাচ্ছেন। নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রকাশ, আগামী ২৩শে সেপ্টেম্বর সোমবার সকালে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিউইয়র্কের উদ্দেশ্যে রাজধানী ঢাকা ত্যাগ করবেন বলে আশা করা যাচ্ছে।

এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত নিউইয়র্ক সফরসূচীর বিস্তারিত বিবরণ জানা না গেলেও আগামী ২৫শে সেপ্টেম্বর বুধবার জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে বঙ্গবন্ধুর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণদানের কর্মসূচী রয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

কূটনৈতিক পর্যবেক্ষক মহল জাতিসংঘে বাংলাদেশের নেতা প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণদানের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করছেন। কূটনৈতিক মহলের মতে, প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ভাষণে জাতিসংঘ সনদ ও বিশ্বশান্তির প্রতি বাংলাদেশের দৃঢ় আস্থা প্রকাশ করবেন। এছাড়া বাংলাদেশে এবারের ভয়াবহ বন্যায় যে মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হয়েছে তার উপর বঙ্গবন্ধুর ভাষণে আলোকপাত থাকতে পারে বলে কূটনৈতিক মহল আশা প্রকাশ করেছেন।

জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে যোগদানকারী বিভিন্ন দেশের নেতৃবৃন্দের সাথে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর আলোচনা করার সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন বলে কূটনৈতিক মহল ধারণা করছেন।[৩৭]

১৯৭৪ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর সংবাদ-এ অপর দুটি খবরের একটি ছিল: জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যভুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ বিভিন্ন মহলের সন্তোষ প্রকাশ বিষয়ক। খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'বিভিন্ন মহলের সন্তোষ : বাংলাদেশ ন্যায্য আসন পেলো : বঙ্গবন্ধু'। বার্তা সংস্থা বাসস পরিবেশিত এই খবরে লেখা হয়:

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গতকাল বুধবার জাতিসংঘে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তিতে সন্তোষ প্রকাশ করে বলেছেন, বাংলাদেশ তার ন্যায্য আসনই পেলো।

আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন প্রভৃতি সংগঠনও সন্তোষ প্রকাশ করেছে।

বাসস জানায়, বিশ্ব সংস্থায় বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর প্রতিক্রিয়া জানার জন্য গতকাল বুধবার সাংবাদিকেরা গণভবনে গেলে বঙ্গবন্ধু বলেন, আমি সন্তুষ্ট যে, বাংলাদেশ জাতিসংঘে তার ন্যায্য আসন লাভ করেছে। তিনি জাতিসংঘের সকল সদস্য বিশেষ করে যে সকল বন্ধু রাষ্ট্র ও তাদের নেতৃবৃন্দ এ ব্যাপারে সক্রিয় অংশ নিয়েছেন, তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। বঙ্গবন্ধু বলেন, জাতি আজ বাংলাদেশকে সার্বভৌম ও স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য আত্মদানকারী শহীদদের কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশের মুক্তির জন্য যে সকল বীর মুক্তিযোদ্ধা যুদ্ধ করেছে এবং স্বাধীনতার লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য দেশের যে কোটি কোটি জনতা অবর্ণনীয় দু:খ-দুদর্শা ভোগ করেছে আমরা তাদেরও স্মরণ করছি।[৩৮]

১৯৭৪ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর সংবাদ-এ প্রকাশিত অন্য খবরটি ছিল: জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যভুক্তির পর বিভিন্ন সদস্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের অভিনন্দনের পরিপ্রেক্ষিতে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. কামাল হোসেনের বক্তব্যভিত্তিক। খবরটি সংবাদ-এ প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'বাংলাদেশ শান্তি ও ন্যায়নীতির আদর্শ সমুন্নত রাখবে : কামাল'। বার্তা সংস্থা বাসস পরিবেশিত এই খবরে লেখা হয়:

> গত মঙ্গলবার জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে বাংলাদেশের সদস্যপদ অনুমোদনের সাথে সাথে সদস্যরাষ্ট্রবর্গ যে তুমুল হর্ষধ্বনি ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করে, তাতে সন্তুষ্টচিত্তে সাড়া দিয়ে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড: কামাল হোসেন তাঁর বক্তৃতায় শুধুমাত্র এ উপমহাদেশ নয় বরং 'আমাদের অঞ্চল এবং সমগ্র বিশ্বে' শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রতি বাংলাদেশের পূর্ণ প্রতিশ্রুতির কথা পুনরায় ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, মানব সমাজের আশা-আকাংক্ষার ক্রমপূর্তির জন্যে শান্তি ও ন্যায়ভিত্তিক আন্তর্জাতিক সম্প্রীতির লক্ষ্যে জাতিসংঘের নীতি ও আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাবান থাকার ব্যাপারে বাংলাদেশ তার প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে পুনরায় নিশ্চয়তা দিচ্ছে।
>
> ড: কামাল বলেন, সার্বভৌমত্ব, সমতা, আঞ্চলিক অখণ্ডতা এবং অন্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার নীতিতে পারস্পরিক শ্রদ্ধার ভিত্তিতে বিশ্বের সকল দেশের সাথে বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যে বাংলাদেশ অবিচলভাবে একটি স্বাধীন নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করে আসছে।
>
> ড: কামাল হোসেন বলেন, আমরা প্রায় সকল দেশের সাথে ক্রমশ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলেছি।
>
> বাংলাদেশের জাতিসংঘভুক্তিতে আনন্দ প্রকাশ করে ড: কামাল হোসেন বলেন, জাতিসংঘ সনদের প্রতি নিষ্ঠাবান থাকার ব্যাপারে বাংলাদেশের সংবিধানে যে প্রতিশ্রুতি উল্লেখিত আছে তার প্রতি অবিচল থাকার নিশ্চয়তা বাঙালীরা আজ পুনরায় দিচ্ছে। ড: কামাল বলেন, জাতিসংঘে সদস্যপদ লাভের আগেও স্বাধীনতা এবং সাম্প্রতিক বন্যার পর বাংলাদেশের পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের বিশাল কাজে জাতিসংঘের মূল্যবান সাহায্যের কথা আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করবো।[৩৯]

দৈনিক ইত্তেফাকে ১৯৭৪ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যভুক্তি সংশ্লিষ্ট মূল খবর ছাড়াও দুটি খবর প্রকাশিত হয়। এর একটি ছিল: জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যভুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিক্রিয়া বিষয়ক। খবরটি দৈনিক ইত্তেফাকে প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'আমি আনন্দিত : বঙ্গবন্ধু'। বিশেষ প্রতিনিধি পরিবেশিত এই খবরে লেখা হয়:

> প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতিসংঘে বাংলাদেশ ইহার ন্যায্য অধিকার লাভ করায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। এই সম্পর্কে তাঁহার প্রতিক্রিয়া জানিতে চাওয়া হইলে বঙ্গবন্ধু বলেন, "বাংলাদেশ জাতিসংঘে ইহার ন্যায়সঙ্গত অধিকার লাভ করায় আমি আনন্দিত হইয়াছি।" প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আমরা জাতিসংঘের সকল সদস্য-রাষ্ট্রের প্রতি কৃতজ্ঞ ও এই ব্যাপারে যাহারা কার্যকরী আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন সেই সব বন্ধুরাষ্ট্র এবং উহার নেতাদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।" উল্লেখযোগ্য যে, পবিত্র রমজানের প্রথম দিবসে বঙ্গবন্ধু দুইটি শুভ সংবাদ লাভ করেন। একটি হইল জাতিসংঘে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তি। অপরটি হইল চট্টগ্রামের উপনির্বাচনে তাঁহার দলের বিজয়। এই দিনে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মদানকারী শহীদদের স্মৃতি স্মরণ করেন।[৪০]

১৯৭৪ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত অন্য খবরটি ছিল: জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যভুক্তির পর প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাদের আনন্দ প্রকাশ এবং এই উপলক্ষে আনন্দ মিছিল বিষয়ক। খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'সকল মহলে সন্তোষ : ঢাকায় আনন্দ মিছিল'। বিশেষ প্রতিনিধি পরিবেশিত এই খবরে লেখা হয়:

> জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ২১তম অধিবেশনে বাংলাদেশ বিশ্ব সংস্থার ১৩৬তম সদস্য হিসাবে আনুষ্ঠানিকভাবে ভূষিত হওয়ায় গতকল্য (বুধবার) বিভিন্ন মহল সন্তোষ প্রকাশ করে। গতকাল প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ আনন্দ প্রকাশ করেন ও ঢাকা নগর আওয়ামী লীগের কর্মীরা এক বিরাট আনন্দ মিছিল সহকারে শহর প্রদক্ষিণ করে। গতকল্য (বুধবার) জাতিসংঘে সদস্যপদ লাভের সংবাদ প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বঙ্গবন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং বঙ্গবন্ধুর গতিশীল নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বিজয় হওয়ায় তাঁহাকে অভিনন্দন জানান।[৪১]

দৈনিক বাংলায় ১৯৭৪ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যভুক্তি সংশ্লিষ্ট মূল খবর ছাড়া আরেকটি খবর প্রকাশিত হয়। খবরটি ছিল জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. কামাল হোসেনের বক্তব্যভিত্তিক। খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: 'জাতিসংঘে ড: কামালের বক্তৃতা'। বার্তা সংস্থা বাসস পরিবেশিত এই খবরে লেখা হয়:

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ কামাল হোসেন পুনরায় ঘোষণা করেন, বাংলাদেশ সার্বিক শান্তি কামনা করে। কেবলমাত্র এই উপমহাদেশ নয়, এই অঞ্চল তথা সারাবিশ্বের জন্য আমরা শান্তি কামনা করি। ডঃ হোসেন বাংলাদেশের জাতিসংঘভুক্তির ঐতিহাসিক লগ্নে অভিনন্দনের জবাবে ভাষণ দিচ্ছিলেন।

তিনি বলেন, শান্তি ও ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক শৃংখলা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে জাতিসংঘের মূলনীতি ও আদর্শের প্রতি বিশ্বাসের কথা বাংলাদেশ পুনরায় ঘোষণা করছে। শান্তি ও ন্যায়বিচারের ভিত্তিতেই মানব সমাজের গভীর আশা-আকাংখা পূরণ হতে পারে।

ডঃ কামারল হোসেন উল্লেখ করেন, পারস্পরিক সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধা, সাম্য, আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক না গলানোর নীতির ভিত্তিতে বিশ্বের সমস্ত দেশের সাথে মৈত্রী সম্পর্ক গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ স্বাধীন-জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করছে। তিনি বলেন, আমরা প্রায় সার্বজনীন স্বীকৃতি লাভ করেছি এবং বিশ্বের সমস্ত রাষ্ট্রের সাথে মৈত্রী সম্পর্ক গড়ে তোলার দিকে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছি।

গিনি-বিসাউ ও গ্রেনেডার জাতিসংঘ সদস্যভুক্তির কথা উল্লেখ করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, এসব দেশের জাতিসংঘভুক্তিকে আমরা জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে নিয়োজিত শক্তিসমূহের বিজয়রূপে পালন করছি। এই বিজয়ের মাধ্যমে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের প্রতি জাতিসংঘের সমর্থন আদায় করা সম্ভব হবে।

ডঃ কামাল হোসেন বাংলাদেশের জাতিসংঘভুক্তিতে গভীর সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, বাংলাদেশের সংবিধানে জাতিসংঘ সনদের প্রতি মর্যাদা দানের যে অঙ্গীকার করা হয়েছে এই লগ্নে বাংলাদেশের জনসাধারণ তার প্রতি মর্যাদা দানের জন্য আবার প্রতিজ্ঞা করছেন। ডঃ কামাল বলেন, বস্তুত জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠার লগ্ন থেকেই বাঙালীরা এই সংস্থার আওতায় রয়েছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী উল্লেখ করেন, বাংলাদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে জাতিসংঘভুক্তির অনেক আগে থেকে বাংলাদেশের পুনর্বাসন কর্মযজ্ঞে এবং সাম্প্রতিক ভয়াবহ বন্যায় জাতিসংঘ যে বিপুল সাহায্য দিয়েছে বাংলাদেশ সে কথা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করে।[৪২]

বাংলাদেশ অবজারভারেও ১৯৭৪ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যভুক্তি সংশ্লিষ্ট মূল খবর ছাড়া আরেকটি খবর প্রকাশিত হয়। খবরটি ছিলঃ জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যভুক্তির পর প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আনন্দ প্রকাশ বিষয়ক। খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিলঃ 'Bangladesh has got its rightful place : Mujib'. বার্তা সংস্থা বাসস পরিবেশিত এই খবরে লেখা হয়ঃ

Prime Minister Bangobandhu Sheikh Mujibur Rahman on Wednesday expressed his happiness over the admission of Bangladesh into the United Nations, reports BSS.

'I am happy that Bangladeash has got its rightful place in the UN' the Prime Minister told newsmen who sougth his reaction on Bangladesh admission to the world body. He expressed his gratefulness to all member nations of the U.N. the friendly countries and their leaders who took active interest in this matter.

On his occasion, Bangobandhu said, the nation recalled with gratitude the martyrs who made supreme sacrifices to make Bangladesh a sovereign and independent country. "We also remember those heroic freedom fighters who fought for the liberation of Bangladesh and the millions of our countrymen who suffered untold miseries for the attainment of this goal of independence" he said.[৪৩]

১৯৭৪ সালের ২০ সেপ্টেম্বরেও জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যভুক্তি সংশ্লিষ্ট একটি খবর প্রকাশ করে সংবাদ পত্রিকা। খবরটি ছিল ১৯ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘে বার্তা সংস্থা এনার সঙ্গে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. কামাল হোসেনের একটি সাক্ষাৎকার। এই সাক্ষাৎকারে ড. কামাল হোসেন জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যভুক্তিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং অভিমত প্রকাশ করেন যে, এই সদস্যভুক্তির মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অনুসৃত বাস্তবসম্মত পররাষ্ট্রনীতির বিজয় সূচিত হয়েছে। খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিলঃ 'বঙ্গবন্ধুর নীতির বিজয় সূচিত হয়েছে : কামাল'। এই খবরে লেখা হয়ঃ

বাংলাদেশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ কামাল হোসেন বাংলাদেশের জাতিসংঘভুক্তিকে সার্বভৌম আশা-আকাংক্ষা পূরণে নতুন জাতিগুলোর সংগ্রামের ক্ষেত্রে ক্রান্তিলগ্ন বলে অভিহিত করেন। বার্তা সংস্থা এনা'র সাথে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে ডঃ হোসেন আজ এখানে বলেন, এতে সত্য, ন্যায় এবং নিরপেক্ষতা সম্পর্কিত বাংলাদেশের নৈতিক ভূমিকা এবং বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় তার ন্যায্য অধিকারই স্বীকৃত হলো। তিনি বলেন, আমাদের সদস্য পদ লাভ স্বাধীনতা এবং মুক্তির সংগ্রামে লিপ্ত জনগণেরই বিজয়। তিনি অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, এতে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অনুসৃত বাস্তবসম্মত পররাষ্ট্রনীতির বিজয় সূচিত হয়েছে। তিনি বলেন, বিশ্ব সংস্থায় সদস্যপদ লাভ বাংলাদেশের প্রশ্নাতীত বাস্তবতাকে প্রমাণ করলো।[৪৪]

■■■

তথ্যসূত্রঃ

১. *দৈনিক বাংলা*, ২৮ ডিসেম্বর ১৯৭১, পৃ. ১
২. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৭ জুন ১৯৭২, পৃ. ১
৩. ড: সৈয়দ আব্দুল্লাহ আল মামুন চৌধুরী, বাংলাদেশের জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ, *যুগান্তর*, ২৬ মার্চ ২০২১, স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী বিশেষ সংখ্যা, পৃ. ৪
৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১১ আগস্ট ১৯৭২, পৃ. ১
৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২২ আগস্ট ১৯৭২, পৃ. ১
৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৩ আগস্ট ১৯৭২, পৃ. ১
৭. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৪ আগস্ট ১৯৭২, পৃ. ১
৮. *সংবাদ*, ২৫ আগস্ট ১৯৭২, পৃ. ১
৯. *দৈনিক বাংলা*, ২৬ আগস্ট ১৯৭২, পৃ. ১
১০. *সংবাদ*, ২৬ আগস্ট ১৯৭২, পৃ. ১
১১. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২৬ আগস্ট ১৯৭২, পৃ. ১
১২. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৬ আগস্ট ১৯৭২, পৃ. ১
১৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৭ আগস্ট ১৯৭২, পৃ. ১
১৪. *দৈনিক বাংলা*, ২৬ আগস্ট ১৯৭২, পৃ. ১
১৫. *দৈনিক বাংলা*, ২৬ আগস্ট ১৯৭২, পৃ. ১
১৬. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২৬ আগস্ট ১৯৭২, পৃ. ১
১৭. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৭ আগস্ট ১৯৭২, পৃ. ১
১৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৭ আগস্ট ১৯৭২, পৃ. ১
১৯. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৭ আগস্ট ১৯৭২, পৃ. ১
২০. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৭ আগস্ট ১৯৭২, পৃ. ৪
২১. *সংবাদ*, ২৭ আগস্ট ১৯৭২, পৃ. ১
২২. *সংবাদ*, ২৭ আগস্ট ১৯৭২, পৃ. ১
২৩. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২৭ আগস্ট ১৯৭২, পৃ. ১
২৪. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২৭ আগস্ট ১৯৭২, পৃ. ১
২৫. *দৈনিক বাংলা*, ২৭ আগস্ট ১৯৭২, পৃ. ১
২৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৮ আগস্ট ১৯৭২, পৃ. ৮
২৭. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৯ আগস্ট ১৯৭২, পৃ. ১
২৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১
২৯. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১
৩০. *দৈনিক ইত্তেফাক ৫অক্টোবর* ১৯৭২, পৃ. ১
৩১. ড: সৈয়দ আব্দুল্লাহ আল মামুন চৌধুরী, প্রাগুক্ত
৩২. *সংবাদ*, ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪, পৃ. ১
৩৩. *দৈনিক বাংলা*, ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪, পৃ. ১
৩৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪, পৃ. ১
৩৫. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪, পৃ. ১
৩৬. *সংবাদ*, ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪, পৃ. ১
৩৭. *সংবাদ*, ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪, পৃ. ১
৩৮. *সংবাদ*, ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪, পৃ. ১
৩৯. *সংবাদ*, ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪, পৃ. ১
৪০. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪, পৃ. ১
৪১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪, পৃ. ১
৪২. *দৈনিক বাংলা*, ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪, পৃ. ১
৪৩. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪, পৃ. ১
৪৪. *সংবাদ*, ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪, পৃ. ১

অষ্টম অধ্যায়

স্বীকৃতিসংশ্লিষ্ট সম্পাদকীয়

মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের অব্যবহিত পর থেকেই সংবাদপত্রগুলো বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জনের পক্ষে বিভিন্ন পরামর্শ, দিকনির্দেশনা ও অভিমত প্রকাশ করতে থাকে। সংবাদপত্রের সম্পাদকীয়তে এর প্রতিফলন ঘটে। ১৯৭১ সালের ২৬ ডিসেম্বর দৈনিক ইত্তেফাক এক সম্পাদকীয়তে বিশ্বজনমত বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতিশীল হলেও পাকিস্তানের বাংলাদেশবিরোধী অপতৎপরতা সম্পর্কে সজাগ থাকার আহ্বান জানানো হয়। বিভিন্ন দেশের স্বীকৃতি আদায়ের জন্য কূটনৈতিক তৎপরতা জোরদার করতে হবে বলে অভিমত প্রকাশ করা হয়। এই সম্পাদকীয়ের শিরোনাম ছিলঃ 'বিবেচ্য ও লক্ষণীয়'। এতে লেখা হয়:

> ওয়াশিংটন হইতে ছুটিয়া আসিয়া 'পিণ্ডির মসনদে' আরোহণ করার পর মিঃ ভুট্টো পালাক্রমে কতিপয় চমকপ্রদ ও লক্ষণীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। মিঃ ভুট্টোর চমক সৃষ্টির অপূর্ব দক্ষতার বিষয় জানা থাকা সত্ত্বেও অনেকে তাঁহার সাম্প্রতিককালীন কর্ম-পদক্ষেপে রীতিমত বিস্ময়বোধ করিতেছেন। বস্তুতঃ জুলফিকারের 'জুলফিকার' যেদিকে উত্তোলিত হইতেছে সেদিকেই বড় বড় রুই-কাতলা ধরাশায়ী হইতেছেন। এ অবস্থায় স্বভাবতই যে প্রশ্নটি প্রাসঙ্গিক হইয়া উঠে, তাহা হইল, চৌদ্দজন জাঁদরেল জেনারেলকে অপসারিত করার পরও সেনাবাহিনীতে কোন প্রতিক্রিয়ার লেশমাত্র কেন পরিলক্ষিত হইতেছে না? পক্ষান্তরে, কিছুকাল পূর্বে বঙ্গবন্ধুর মুক্তির অনুকূলে যখন নরম সুরের দাবী উঠিতেছিল, তখনও যে মিঃ ভুট্টোকে লম্ফ দিয়া পড়িয়া 'স্ট্রেটর'কে ছাড়িয়া দেওয়া চলিবে না বলিয়া হুঙ্কার ছাড়িয়াছিলেন, সেই ভুট্টো সাহেব হঠাৎ তাঁহাকে কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া গৃহবন্দী করিলেন কেন? মুক্ত-স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে তিনি কি আলাপ করিতে চান? সসম্মানে মুক্তি প্রদান এবং বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদান ছাড়া তাঁহার আজ আর করার কি থাকিতে পারে? এসব প্রশ্নের পাশাপাশি অপর যে প্রশ্নটি প্রাসঙ্গিক হইয়া উঠে, তাহা হইল, তবে কি সেখানে আসলে কোন সামরিক অভ্যুত্থান সংঘটিত হইল? মিঃ ভুট্টো কি পর্দার অন্তরালবর্তী এক বা একাধিক বৃহৎ শক্তির শিখণ্ডি হিসাবে কাজ করিতেছেন? উপমহাদেশের পরিবেশকে বিষাক্ত করিয়া তোলার অশুভ কারসাজির কি তবে অবসান হয় নাই।
>
> বলা বাহুল্য, প্রশ্নগুলি আজ সকলের না হইলেও অনেকের মনকেই আলোড়িত করিতেছে এবং তাঁহারা এর কোন সদুত্তর খুঁজিয়া

> পাইতেছেন না। তবে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী গত পরশুও উপমহাদেশের পরিবেশ বিষাক্ত ও বিক্ষুব্ধ করিয়া তোলা হইতে বিরত থাকার জন্য বিশ্বের শক্তিসমূহের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন। পক্ষান্তরে, বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজুদ্দীন আহমদ ইতিপূর্বে বলিয়াছেন যে, ভারত মহাসাগরে সপ্তম নৌ-বহর নিশ্চয়ই মাছ ধরার জন্য অবস্থান করিতেছে না। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি প্রধান অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ সরাসরি একটি অমিত শক্তির নাম করিয়া সতর্ক থাকার আহ্বান জানাইয়াছেন। এইসব আহ্বান ও সতর্কবাণী নিশ্চয়ই কার্যকারণবিহীন নয়। অপরদিকে অন্য একটি অমিত শক্তির অধিকারী দেশের ঢাকাস্থ কনসালের আওয়ামী লীগ কার্যালয় পরিদর্শন এবং নেতৃবৃন্দের সহিত সাক্ষাতের ঘটনাটি যেমন আশাব্যঞ্জক, তেমনি ভিন্ন একটি বৃহৎ শক্তির ঢাকাস্থ দূতাবাস উঠাইয়া ফেলার সংবাদটিও অবহেলার বা লক্ষ্য না করার মত নয়।
>
> বাংলাদেশ সরকার এইসব লক্ষণীয় বিষয় এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্পর্কে অধিকতর সজাগ ও সচেতন আছেন বলিয়াই আমরা আশা করিব। বাংলা দেশ আজ এক বাস্তব সত্য। বহির্বিশ্বের রাষ্ট্রীয় কর্ণধারদের কেহ কেহ যাহাই বলুন না কেন, একথা সত্য যে, বিশ্বজনমত বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতিশীল। তাই এই নব প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র যাহাতে বহিঃবিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের নিকট যথাযথ স্থান ও স্বীকৃতি লাভ করে সে বিষয়ে আমাদের স্বার্থেই আমাদিগকে এখন হইতেই উদ্যোগী হইতে হইবে। বাংলাদেশ হিসাবে ইহার সার্বভৌমত্ব ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার গুরুদায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় কূটনৈতিক তৎপরতা অনতিবিলম্বে জোরদার করিতে হইবে।[১]

১৯৭২ সালের ১২ জানুয়ারি বুলগেরিয়া, মঙ্গোলিয়া এবং পোল্যান্ড বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। এর আগ ১১ জানুয়ারি পূর্ব জার্মানিও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। বাংলাদেশকে এই স্বীকৃতির প্রেক্ষাপটে ১৩ জানুয়ারি একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা। সম্পাদকীয়তে স্বীকৃতি প্রদানকারী দেশগুলোর প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। আশা প্রকাশ করা হয় যে, এই স্বীকৃতির ধারাবাহিকতায় দেশগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক আরো নিবিড় হবে। সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল : 'ভাস্বর সত্য'। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

> জার্মান গণসাধারণতন্ত্র, বুলগেরিয়া, মঙ্গোলিয়া এবং পোল্যাণ্ড বাঙলাদেশকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্ররূপে স্বীকৃতি দিয়েছে। তাদের নিয়ে এ পর্যন্ত চারটি দেশ বাঙলাদেশের বাস্তবতাকে স্বীকার করে নিল। ভারত ও ভুটান বাঙলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে গত ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে। এক মাসের সামান্য কিছু বেশী সময়ের মধ্যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাঙলাদেশের এই আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করছে যে

বাঙলাদেশ এক তর্কাতীত সত্য, এর অস্তিত্বকে কেউ উপেক্ষা করে থাকতে পারবে না। বাঙলাদেশের মানুষ অকল্পনীয় ত্যাগ আর অনমনীয় সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মানবিক চেতনাসম্পন্ন বিশ্বের অভূতপূর্ব সমর্থন ও সমবেদনা অর্জন করেছে গত কয় মাসে। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় এই স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের প্রতি বিশ্ববাসীর সমর্থনের কথাও আমরা জানি। এবং জানি বলেই বিশ্বাস করি, জগৎসভায় বাঙলাদেশের প্রতিষ্ঠা অনিবার্য, অপ্রতিরোধ্য। বিশ্বের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের সমর্থন ও সহানুভূতিই আমাদের পথ চলার প্রেরণা।

> বাঙলাদেশকে স্বীকৃতি দানের জন্য পূর্ব জার্মানী, বুলগেরিয়া, মঙ্গোলিয়া এবং পোল্যাণ্ডের সরকার ও জনসাধারণকে আমরা ধন্যবাদ জানাই। বাঙলাদেশের মুক্তিআন্দোলনে সমর্থন দানের জন্য তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। আমরা আশা করি, বাঙলাদেশ এবং এই দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক নিবিড়তর হবে, পারস্পরিক সহযোগিতার মাঝ দিয়ে নিরাপদ হবে বিশ্বশান্তি, জনগণের ভবিষ্যৎ।[২]

পূর্ব জার্মানি, বুলগেরিয়া, মঙ্গোলিয়া এবং পোল্যাণ্ডের স্বীকৃতি আসার ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশকে একের পর এক দেশ স্বীকৃতি প্রদান করতে থাকে। স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশের দু'মাসের মধ্যে বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেয় বিশ্বের ২৬টি রাষ্ট্র। আরও ৬টি দেশ স্বীকৃতি প্রদানের ব্যাপারে তাদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। কিন্তু তখন পর্যন্ত বৃহৎশক্তি যুক্তরাষ্ট্র ও চীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়া নিয়ে দ্বিধান্বিত। আর স্বীকৃতি না দেয়ার ব্যাপারে পাকিস্তান অটল। এই প্রেক্ষাপটকে সমনে রেখে দৈনিক বাংলা ১৯৭২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি এক সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয় যে, বাংলাদেশের বিরোধিতা করে কূটনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে দুই মহাশক্তি যুক্তরাষ্ট্র ও চীন। আর চূড়ান্ত মার খেয়েছে পাকিস্তান। তাই সম্পাদকীয়তে আশা প্রকাশ করা হয় যে, শান্তি ও স্থিতিশীলতার স্বার্থে তারা দ্রুত নবরাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবে। অন্যথায় বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দিলে পাকিস্তানের অস্তিত্বই হুমকির মধ্যে পড়বে বলে পাকিস্তানকে হুঁশিয়ার করা হয়। সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'বাঙলার জয়'। এতে লেখা হয়:

> পৃথিবীর দেশে দেশে উত্থিত হচ্ছে বাংলাদেশের বিজয় পতাকা। দিল্লী, মসকো, বন, লন্ডন– একটির পর একটি সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করে নিচ্ছেন বিশ্বের কনিষ্ঠতম রাষ্ট্র বাংলাদেশকে। বিশ্ববাসীর হৃদয়ে বাঙলাদেশ স্থান করে নিয়েছে বহু আগে– অনেক রক্ত দিয়ে, অনেক লড়াই করে। হৃদয়ের সেই স্বীকৃতির প্রকাশ ঘটছে কূটনৈতিক প্রতিষ্ঠার মধ্যে। বাঙলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছে দু'মাস সময়ও পার হয়নি। কিন্তু এরই মধ্যে দুটি মহাশক্তির সরকারী অসহযোগিতা সত্ত্বেও ২৬টি দেশ আনুষ্ঠানিকভাবে এই নবজাত রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং

> আরও ছ'টি দেশ এই মর্মে তাদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাঙলাদেশের এই প্রতিষ্ঠা আমাদের সংগ্রামী আদর্শের বিজয়, বাঙালীর আত্মত্যাগের প্রতি স্বীকৃতি।
>
> আঞ্চলিকভাবে বিচার করলে দেখা যাবে, সমগ্র ইউরোপ মহাদেশে বাঙলাদেশের স্বীকৃতি প্রায় সম্পূর্ণ। এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম রাষ্ট্র ভারতসহ মঙ্গোলিয়া, বর্মা, নেপাল, ভুটান, ইসরাইল প্রভৃতি দেশ ইতিমধ্যেই স্বীকার করে নিয়েছে বাঙলাদেশকে। অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ডের স্বীকৃতি দূরপ্রাচ্যে বাঙলাদেশকে দিয়েছে সুনিশ্চিত প্রতিষ্ঠা। ইন্দোনেশিয়া, কম্বোডিয়া, জাপানের তরফ থেকে পাওয়া গেছে নীতিগত স্বীকৃতি। স্পষ্টত: বাঙলাদেশের অধিষ্ঠান এখন বিশ্ব জনমতের তরঙ্গ চূড়ায়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তার প্রতিষ্ঠা প্রশ্নাতীত।
>
> প্রশ্নাতীত এই কারণে যে বাঙলাদেশের প্রতিষ্ঠা ঘটেছে সাড়ে সাত কোটি মানুষের একান্ত ইচ্ছায়, তাদের স্বতঃপ্রণোদিত রক্তদানের মধ্য দিয়ে। বাঙলাদেশের অভ্যুদয়ের মধ্যে আছে নির্যাতিত মানবতার প্রতি স্বীকৃতি, পদদলিত মানবাধিকারের প্রতিষ্ঠা। প্রতিদিনের সূর্যোদয়কে যেমন সবাই তর্কাতীত সত্য বলে মেনে নেয়, বাঙলাদেশের অস্তিত্বও তেমনি দাবী করে তর্কাতীত স্বীকৃতি।
>
> আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার জনগণ সংগ্রামী বাঙলাদেশকে স্বীকার করে নিয়েছেন তাদের অন্তরে; সদ্য-স্বাধীন দেশগুলোর কাছ থেকে স্বীকৃতি শুধু আনুষ্ঠানিক ঘোষণার অপেক্ষায়। বাঙলাদেশ নির্যাতিত তিন মহাদেশের সংগ্রামী ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করেছে; ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র আর সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার পতাকা। বাঙলাদেশের জনগণ প্রতিটি রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব কামনা করে; গণ-বিরোধী মহল ছাড়া কারো সঙ্গে তাদের অনৈক্য নেই।
>
> বাঙলাদেশের এই সবল অস্তিত্বকে পাকিস্তান, চীন ও যুক্তরাষ্ট্র কতদিন উপেক্ষা করে যেতে পারবেন সেটাই এই মুহূর্তে সবার প্রশ্ন। বাঙলাদেশের বিরোধিতা করে কূটনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে দুই মহাশক্তি, চূড়ান্ত মার খেয়েছে পাকিস্তান। পাকিস্তানের অস্তিত্ব নিয়েই এখন প্রশ্ন। আমরা আশা করছি, তাদের শুভবুদ্ধির উদয় হবে, সত্য, শান্তি ও স্থিতিশীলতার স্বার্থে এই সব মহল স্বীকার করে নেবেন বাঙলাদেশকে। ভ্রান্তি সংশোধন না করলে আমাদের ক্ষতি নেই; মাশুল গুণতে হবে বাঙলাদেশের বিরোধী শক্তিগুলোকে। দেশে দেশে বাঙলার জয় এই ঐতিহাসিক সত্যকেই উদ্ভাসিত করে তুলেছে।[৩]

১৯৭২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি সংবাদ স্বাধীনতা অর্জনের প্রেক্ষাপট ও বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দিয়ে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এই সম্পাদকীয়তে সংবাদ মন্তব্য করে যে, বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধের সময় কোন্ দেশের কী

ভূমিকা ছিল তা ভুলে গেলে চলবে না। কারণ যারা বাংলাদেশকে সমর্থন করেছিল এবং যারা করেনি তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ নীতিগত অবস্থান থেকেই তা করেছে। দেশের অগ্রগতির স্বার্থে কোনো ভুল সিদ্ধান্ত যেন না নেয়া হয় সে ব্যাপারে সতর্ক থাকার আহ্বান জানানো হয় সম্পাদকীয়তে। সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'কে শত্রু কে মিত্র তা ভুললে চলবে না'। এতে লেখা হয়:

> দেশ সদ্য স্বাধীন হয়েছে। অনেক রক্তপাত, অনেক প্রাণের বিনিময়ে এ স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে। একদিক থেকে বলা যায় যে, এক বিশাল ধ্বংসস্তূপের উপর স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হলো। অন্যদিক থেকে এও বলা যায় যে, আমরা বহু জঞ্জাল থেকে মুক্ত হয়েছি। এই নয় মাসে দেশের অনেক সম্পদ বিনষ্ট হয়েছে সন্দেহ নেই, অনেক প্রতিভাবান মানুষকে এই মহাযজ্ঞে আত্মবলি দিতে হয়েছে। কিন্তু সেই সাথে অনেক আবর্জনাও পুড়ে ছাই হয়েছে, অনেক ভ্রান্ত ধারণার নিরসন হয়েছে, অনেক দুষ্টক্ষত এই মহা অস্ত্রোপচারে দূরীভূত হয়েছে। আশা করা অন্যায় নয় যে, সকল দায়মুক্ত হয়ে আমাদের যাত্রা শুরু হোল।
>
> তবু এই মুহূর্তে আমাদের পক্ষে বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে পদক্ষেপ আবশ্যক। বিজয়ের উল্লাসে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কিছুটা অসাবধান হওয়া বিচিত্র নয় এবং সে অসাবধানতার সুযোগ গ্রহণ করার লোকেরও অভাব নেই। একটা কথা মনে রাখা আবশ্যক যে, আমরা একটা নতুন রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করছি। ভবিষ্যতে এ রাষ্ট্রের রূপ কি হবে তা বহুলাংশে আজকের ভিত্তির উপরই নির্ভর করবে। সহজ বুদ্ধিতে এই বলে। আমরা দায়মুক্ত কিন্তু নিদানমুক্ত নই, এ কথা প্রতি মুহূর্তে মনে রাখতে হবে।
>
> আমাদের ভুল পথে পরিচালনার জন্যে পরামর্শদাতারাও ধীরে ধীরে এসে উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছেন। বিন্দুমাত্র অসাবধান হলেই তাঁরা আবার এসে আসর জাঁকিয়ে বসবেন। এঁদের দেশী চেলাচামুণ্ডারাও ঝোপ বুঝে কোপ মারার জন্যে প্রস্তুত রয়েছেন। আমাদের অতীত অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করলে সহজেই এদের চিহ্নিত ও প্রতিহত করা চলে। নিরপেক্ষতা সর্বদা সমর্থনযোগ্য, কিন্তু শোষক ও শোষিত, হত্যাকারী ও নিহত, অত্যাচারী ও অত্যাচারিত– এ দুই পরস্পরবিরোধী শিবিরের মধ্যেও কি আমরা নিরপেক্ষ ? আমাদের গত নয় মাসের সংগ্রামের অভিজ্ঞতা কি? ভারতবর্ষ এবং চীন এ দুটি দেশকে কি আমরা সমপংক্তিতে বসাবো? সোভিয়েত রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপের অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার আজ্ঞাবাহীদের কি আমরা সমমর্যাদায় দেখব? এ ব্যাপারে একটা কথা মনে রাখা আবশ্যক যে, যারা আমাদের সমর্থন করেছিল এবং যারা করেনি তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ অনুসৃত নীতিগত কারণেই তা করেছিল এবং করেনি। নীতিগত দিক থেকেই এদের প্রভেদ। এই প্রভেদটি ভুলে গিয়ে যদি আমরা "মেরেছিস কলসীর কানা, তাই বলে কি প্রেম দিব না" বলে বৈষ্ণব সাজার প্রয়াস পাই তবে আবর্জনারাশি অচিরেই আবার স্তূপীকৃত হয়ে উঠবে এবং এত বড় বিজয়ের সমস্ত সুফল তার নীচে চাপা পড়বে। কাজেই, অগ্রগতির নামে ভুল পদক্ষেপ যেন আমরা না করি।[৪]

১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর ভারত, ১৯৭২ সালের ১১ জানুয়ারি পূর্ব জার্মানি এবং ১৯৭২ সালের ২৪ জানুয়ারি সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। এরপর ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারিতেই ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব জার্মানির সঙ্গে বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এই প্রেক্ষাপটে ১৯৭২ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে সংবাদ। এই সম্পাদকীয়তে সংবাদ তিন দেশের রাষ্ট্রদূতদের আন্তরিক অভিনন্দন জানায় এবং আশা প্রকাশ করে যে, দেশগুলোর সাথে বাংলাদেশে মৈত্রী ও বন্ধুত্ব দিন দিন গভীরতর হবে এবং পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্র বিস্তৃত হবে। সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'স্বাগত'। এতে লেখা হয়:

> রাষ্ট্রপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর কাছে ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রদূতেরা আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচয়পত্র পেশ করেছেন। এর মধ্য দিয়ে এ দেশগুলোর সাথে বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক রাষ্ট্রদূত পর্যায়ে উন্নীত হলো। সোভিয়েত ইউনিয়নে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত খান মোহাম্মদ শামসুর রহমান ইতিমধ্যে মস্কোর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেছেন। ভারত ও গণতান্ত্রিক জার্মানীতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতদের নামও শিগগীরই ঘোষণা করা হবে বলে আশা করা যায়।
>
> বাংলাদেশের রক্তক্ষয়ী মুক্তি সংগ্রামে এ দেশগুলো বিশেষভাবে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন যে বিপুল নৈতিক ও বৈষয়িক সাহায্য সমর্থন দিয়েছেন তাতে আমাদের দেশবাসীর মনে তাদের বন্ধুত্বের আসন পাকা। বঙ্গবন্ধু দেশবাসীর মনোভাবকে প্রতিফলিত করে সঠিকভাবেই বলেছেন, ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে আমাদের বন্ধুত্বে কেউ কোনদিন চিড় ধরাতে পারবে না। সেদিক থেকে এটা খুবই স্বাভাবিক যে, ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও গণতান্ত্রিক জার্মানীর সাথেই প্রথম আমাদের পূর্ণাঙ্গ কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হলো।
>
> দেশবাসীর পক্ষ থেকে আমরা ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও গণতান্ত্রিক জার্মানীর রাষ্ট্রদূতদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমরা আশা করি, এ মহান বন্ধু দেশগুলোর সাথে আমাদের মৈত্রী ও বন্ধুত্ব দিন দিন গভীরতর হবে এবং পারস্পরিক স্বার্থে এ বন্ধুত্ব ফলপ্রসূ সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রসারিত হবে।[৫]

১৯৭২ সালের ৮ জুলাই আরবরাষ্ট্রসমূহের মধ্যে প্রথম ইরাক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। ৯ জুলাই এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। পরদিন ১০ জুলাই দৈনিক বাংলা ও দৈনিক ইত্তেফাক এ বিষয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা মন্তব্য করে যে, ইরাকের স্বীকৃতি বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় জীবনে একটি অধ্যায়ের সূচনা করলো। একই সঙ্গে এই স্বীকৃতিকে মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিতে পরিবর্তনের প্রতীক হিসেবে অভিহিত করে দৈনিক বাংলা এবং আশা প্রকাশ করে খুব দ্রুত আরব বিশ্বের অন্যান্য দেশও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবে। 'প্রথম আরব রাষ্ট্রের স্বীকৃতি' শিরোনামে এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

> এবার মধ্য প্রাচ্যের দুয়ার খুলে গেল। বাংলাদেশকে ইরাকের স্বীকৃতি দেবার পর মধ্য প্রাচ্যে আজ নিজ প্রত্যয়েই বাংলাদেশ দাঁড়াবার স্থান পেল। এ স্বীকৃতি অপ্রত্যাশিত ছিল না। ছিল না কোনদিক হতে অযৌক্তিক। কিন্তু অনেক প্রত্যাশিত ঘটনাই ঘটেনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকালে। বাংলাদেশের মানুষের অনেক বন্ধুর সহযোগিতার হাত হতে বঞ্চিত হয়েছে এক আবেগমথিত পরিবেশে। তার সংকটের দিনে। বাংলাদেশের মানুষের আবেগের যথার্থ স্বীকৃতি আসেনি বহু মহল হতে। মধ্য প্রাচ্যের রাষ্ট্রগুলি সেদিক হতে ব্যতিক্রম নয়।
>
> সিমলা সম্মেলনের পর ইরাকের স্বীকৃতির ভিন্ন ব্যাখ্যার অবকাশ থাকলেও ইরাকের স্বীকৃতিতে বাংলাদেশের মানুষ খুশী। বাংলাদেশের মানুষ আনন্দিত। আরব বিশ্বের প্রথম রাষ্ট্র ইরাককে বাংলাদেশের মানুষ জানাচ্ছে অভিনন্দন। তবুও সাথে সাথে একটা কথা আজও স্মৃতিতে হানা দেয়। আজো মনে হয় আরব বিশ্বের নির্যাতিত মানুষের প্রতিটি সংগ্রামের সাথী, সুখ-দুঃখের ভাগীদার বাংলাদেশের মানুষ যা ভেবেছিল তা হয়নি। বাংলাদেশের মানুষ তাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের সেই দুর্যোগের দিনগুলিতে একান্তই বিশ্বাস করেছিল যে নির্যাতিত আরব বিশ্বের মানুষ তাদের পাশে এসে দাঁড়াবেই। কিন্তু তা হয়নি। আরব বিশ্ব পাকিস্তানের ইয়াহিয়া চক্রকে সমর্থন দিয়ে গিয়েছে। বাংলাদেশের মানুষ তখন বিস্ময়ে ভেবেছে, এটা কোন যুক্তিতে নির্ভর করে ঘটছে বা ঘটতে পারল? যদি পাকিস্তান মুসলিম রাষ্ট্র হিসাবে বা আরব বিশ্বের দুর্দিনের সাথী হিসাবেই আরব বিশ্বের সমর্থন পেয়ে থাকে তাহলে কি এ প্রশ্ন তোলা যায় না যে, সে পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু জনসংখ্যা ছিল বাংলাদেশের অধিবাসী এবং মুসলমান অধ্যুষিত এলাকা হিসাবে বাংলাদেশের অবস্থান পাকিস্তানের নীচে নয়, উপরেই।
>
> যে কোন কারণেই হোক, যে যুক্তিতেই হোক বাংলাদেশের দাবী গ্রাহ্য হয়নি মধ্য প্রাচ্যে। বাংলাদেশ পাশে পায়নি মধ্য প্রাচ্যের মানুষকে। তবুও আত্মবিশ্বাসে দৃঢ় বাঙালী তার স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছে। তবে সে অধ্যায়ের শেষ হয়ে গেছে ১৬ই ডিসেম্বর। এবার

> স্বাধীনতার সংগ্রামে সাহায্য নয় বাস্তবকে স্বীকার করে নেয়ার দাবী জানিয়েছিল বাংলাদেশ। অনেক বিলম্ব হলেও আরব বিশ্বের প্রথম রাষ্ট্র ইরাক সাড়া দিয়েছে সে আহ্বানে। এবার মধ্য প্রাচ্যের দুয়ার খুলে গেছে বাংলাদেশের। মধ্য প্রাচ্যের রাজনীতির জগতে এই নয়া পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল কয়েক মাস আগেই। আর এই পরিবর্তনের উদ্যোগ নিয়েছিল মিসর, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায় বাংলাদেশের সদস্যপদ সমর্থন করে। এরপরে মিসরের একটি প্রতিনিধিদলও বাংলাদেশ সফর করে গিয়েছে। আশা করা হচ্ছিল যে কোন মুহূর্তে মিসরের স্বীকৃতি। তবুও ইরাকের স্বীকৃতিই প্রথম এল। ইরাকের মানুষের প্রতি আমাদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন।
>
> তবে ইরাকের স্বীকৃতি শুধু মধ্য প্রাচ্যে বাংলাদেশের দ্বার খুলে যাওয়া নয়, এ স্বীকৃতি গভীর অর্থবহ এবং সম্ভাবনাপূর্ণ। স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতি গড়ে তোলার জন্য যে সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচী আরব বিশ্বের রাষ্ট্রগুলি নিয়েছে ইরাক আছে তার প্রথম সারিতে। আর প্রথম সারিতে থেকেই ইরাক সংগ্রাম করছে সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র আর অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে। ইরাকের সে সংগ্রামের ঐতিহ্য যেমন বাংলাদেশকে অনুপ্রাণিত করবে তেমনি ইরাক-বাংলাদেশের সংগ্রামী শক্তি গড়ে তুলবে একটি লৌহকঠিন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ফ্রন্ট। আর শুধুমাত্র সংগ্রামের ক্ষেত্রে নয়, সহযোগিতার ক্ষেত্রেও একটি নতুন প্রাণ স্পন্দনের সৃষ্টি করবে এই স্বীকৃতি। বিশেষ করে মধ্য প্রাচ্যের তৈল সম্পদ বাংলাদেশের বিধ্বস্ত অর্থনীতির পুনর্গঠনে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। সে সুযোগের সদ্ব্যবহার একান্তই প্রত্যাশিত।
>
> ইরাকের স্বীকৃতিতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় জীবনের আর একটি অধ্যায়ের উত্তরণ ঘটল। এ স্বীকৃতি মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিতে একটি বিরাট পরিবর্তমানের স্মারক। এ স্বীকৃতি মধ্যপ্রাচ্যে একটি বাঞ্ছিত পরিবেশ সৃষ্টির পথে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আমরা আশা করি, ইরাকের মতই আরব বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্র বাংলাদেশের বাস্তবতাকে মেনে নেবে এবং সেদিন দূরে নয়।[৬]

১৯৭২ সালের ১০ জুলাই ইরাকের স্বীকৃতি সম্পর্কিত সম্পাদকীয়তে দৈনিক ইত্তেফাক ইরাকের স্বীকৃতিকে তাৎপর্যপূর্ণ বর্ণনা করে এবং এ জন্য ইরাক সরকারের প্রতি অভিনন্দন জানায়। দৈনিক বাংলার মত দৈনিক ইত্তেফাকও আশা প্রকাশ করে যে, ইরাকের অনুসৃত পথ ধরে অন্যান্য আরব রাষ্ট্রসমূহ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবে। সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'ইরাক কর্তৃক বাংলাদেশের স্বীকৃতি'। এতে লেখা হয়:

> প্রজা গণতন্ত্রী ইরাক সরকার বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়াছেন। ইরাকের পররাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আবদুল বাকী বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আবদুস সামাদকে আনুষ্ঠানিকভাবে এই স্বীকৃতির কথা জানাইয়াছেন।

ইরাকের পররাষ্ট্র মন্ত্রী বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রীর কাছে প্রেরিত বাণীতে আশা প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই স্বীকৃতির সূত্রে অতঃপর ঢাকা ও বাগদাদের সম্পর্ক দিন দিন বন্ধুত্বপূর্ণ ও গাঢ়তর হইয়া উঠিবে। স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে ইরাক তৃতীয় এবং আরব রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে প্রথম রাষ্ট্র। ইরাক কর্তৃক বাংলাদেশের এই স্বীকৃতি সবিশেষ অভিনন্দনযোগ্য, উল্লেখযোগ্য এবং তাৎপর্যপূর্ণ।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হওয়ার পর কুচক্রী পাকিস্তান সরকার বিশ্বের সর্বত্র বিশেষত বাংলাদেশের ভ্রাতৃপ্রতিম আরব রাষ্ট্র ও অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রে বাংলাদেশের সরকার ও জনগণের বিপক্ষে নানা প্রকার মিথ্যা, বিদ্বেষপূর্ণ ও বিরূপ প্রচারে অবতীর্ণ হয়। মুজিবনগরে অবস্থানকালীন বাংলাদেশ সরকার পাকিস্তানী প্রচার চক্রের পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে নানা দেশসহ মধ্যপ্রাচ্যের আরব রাষ্ট্রসমূহে মিশন প্রেরণ করিয়াছেন। তবে নানা কারণে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ব্যাপৃত তদানীন্তন বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে মধ্যপ্রাচ্যে কিংবা অন্যান্য রাষ্ট্রে ব্যাপক ও স্থায়ী প্রচার তৎপরতা চালানো তথা পাকিস্তানী মিথ্যা প্রচার তৎপরতার বিপক্ষে যথাযথ পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করা সর্বাংশে সম্ভব হইয়া উঠে নাই। ফলে বাংলাদেশ সম্পর্কে পাকিস্তানী চক্রের বিদ্বিষ্ট ও মিথ্যা প্রচারহেতু মধ্যপ্রাচ্যের কতক কতক রাষ্ট্রে খানিকটা বিষবাষ্প যে ঘোলাইয়া উঠে নাই, তাহা নহে। কিন্তু স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ যে এক প্রতিষ্ঠিত ও বাস্তব সত্য, তাই আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আজ অনুভূত ও স্বীকৃত এবং মিথ্যা প্রচারের বিষবাষ্প আজ অপসারিত। ইরাক কর্তৃক বাংলাদেশের স্বীকৃতিদানের ভিতর দিয়া বস্তুতঃ এই সত্যই আরো দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভ্রাতৃপ্রতিম আরব রাষ্ট্রসমূহ ইরাক-অনুসৃত পথ ধরিয়া বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি দিতে আগাইয়া আসিবে, ইহাই অভিপ্রেত।

সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক সূত্রে ইরাক প্রাচীনকাল হইতেই বাংলাদেশের সহিত সম্পর্কিত ছিল। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ তেল উৎপাদনকারী দেশ ইরাকের সহিত বাংলাদেশের বাণিজ্যিক সূত্র পুনঃস্থাপন ও গাঢ়তর করার মাধ্যমে স্বাভাবিকভাবেই দুইটি মহান দেশ সমভাবে উপকৃত হইতে পারে। ইরাক কর্তৃক বাংলাদেশের স্বীকৃতি বঙ্গোপসাগরে ও পারস্য উপসাগরের ভেতর সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্য বিনিময়ের এই সম্ভাবনার দ্বারই উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে।[৭]

১৯৭২ সালের ১০ জুলাই আরব রাষ্ট্র ইরাক এবং এরপর ৩১ জুলাই দক্ষিণ ইয়েমেনের স্বীকৃতির ধারাবাহিকতায় ১৯৭৩ সালের ২৮ মার্চ লেবানন স্বীকৃতি দেয় বাংলাদেশকে। এই প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে ১৯৭৩ সালের ৩১ মার্চ দৈনিক ইত্তেফাকের এক সম্পাদকীয়তে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করায় লেবাননকে অভিনন্দন জানানো হয়। সম্পাদকীয়তে অভিমত প্রকাশ

করা হয় যে, লেবাননের স্বীকৃতি থেকে প্রমাণিত হয়, মধ্যপ্রাচ্যের আরব রাষ্ট্রসমূহ পাকিস্তানের ধাপ্পাবাজি ও বাংলাদেশবিরোধী অপপ্রচার দূর হতে শুরু করেছে। এর ধারাবাহিকতায় মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশের স্বীকৃতির মাধ্যমে বাংলাদেশের সঙ্গে তাদের বন্ধুত্বপূর্ণ ও সহানভূতিশীল গড়ে উঠবে। সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: ‘লেবাননের স্বীকৃতি’। এতে লেখা হয়:

আরব রাষ্ট্র লেবানন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়াছে। আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ কামাল হোসেন এই স্বীকৃতিকে অভিনন্দন জানাইয়াছেন। ডঃ কামাল হোসেন বলিয়াছেন, লেবাননের স্বীকৃতি অন্যান্য আরব রাষ্ট্রের সহিত বাংলাদেশের সম্পর্কোন্নয়নে বিশেষ সহায়ক হইবে।

বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের ক্ষেত্রে লেবানন আরব রাষ্ট্রগুলির ভিতর তৃতীয়। ইতিপূর্বে ইরাক ও প্রজাতন্ত্রী দক্ষিণ ইয়েমেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করিয়া নিয়াছে। লেবাননের স্বীকৃতি বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত। লেবাননের স্বীকৃতি হইতে প্রমাণিত হয়, মধ্যপ্রাচ্যের আরব রাষ্ট্রসমূহ পাকিস্তানের ধাপ্পাবাজি ও বাংলাদেশ বিরোধী কু-প্রচারণার জাল ভেদ করিয়া বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও প্রতিষ্ঠার যথার্থতাকে উপলব্ধি করিতে শুরু করিয়াছে। এই সত্যের আরো প্রমাণ মিসর। মিসর এখনও বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয় নাই। তবে মিসর ও বাংলাদেশের বর্তমান সম্পর্ক মোটামুটি হৃদ্যতার পর্যায়ে উন্নীত। কিছুকাল আগে বাংলাদেশের সহিত মিসর এক বছর মেয়াদী ১৮ কোটি টাকার পণ্য বিনিময় চুক্তি সম্পাদন করিয়াছে। কিছুদিন আগে মিসেরর পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশ সফরে আসেন। তিনি প্রকারান্তরে এই অনুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন যে, কায়রো-ঢাকা কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের প্রশ্নটা এখন সময়ের প্রশ্ন মাত্র। অর্থাৎ নীতিগত দিক দিয়া বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও প্রতিষ্ঠাকে মিসর স্বীকার করিয়া নিয়াছে। বাংলাদেশের প্রতি একমাত্র লিবিয়া ছাড়া অন্যান্য অনেক আরব রাষ্ট্রের মনোভাবও মিসরের মতই বন্ধুত্বপূর্ণ ও সহানভূতিশীল। তবে লেবানন বাস্তবে এই বন্ধুত্বের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার আনুষ্ঠানিক উদ্যোগ নিয়াছে। বাংলাদেশের ব্যাপারে এখানেই অন্যান্য আরব রাষ্ট্রের উপর লেবাননের বৈশিষ্ট্য।

আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মতই লেবাননের এই স্বীকৃতিকে আমরা আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। মধ্যপ্রাচ্যের এই সুপরিচিত ও গুরুত্বপূর্ণ দেশটির সহিত আমাদের সুপ্রাচীন সম্পর্কের সূত্র হইতেছে ধর্ম ও ঐতিহ্য। ইহা ছাড়া সাম্রাজ্যবাদী ও উপনিবেশিক প্রতিক্রিয়াশীলদের বিপক্ষে জাগ্রত জনসমষ্টির যে সংগ্রাম ও বিজয় সেখানেও বাংলাদেশ ও লেবানন এক কাতারের দেশ। মধ্যপ্রাচ্যের আরবদের ন্যায়ানুগ সংগ্রামে বাংলাদেশ সব সময়ই অকুণ্ঠচিত্তে উহার মনোভাব ও সমর্থন প্রকাশ করিয়া আসিয়াছে। গত ১৮ই মার্চের সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের

জনসভায়ও আমাদের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে জানাইয়াছেন, বাংলাদেশ চিরদিনই সাম্রাজ্যবাদী চক্রের বিপক্ষে দুনিয়ার অত্যাচারিত ও শোষিত মজলুম জনতার সংগ্রামকে সমর্থন করিয়া যাইবে। যতদূর জানি, ভ্রাতৃপ্রতিম আরব রাষ্ট্র লেবাননের জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গিও তাহাই। এশিয়া ও আফ্রিকার বাস্তবতা ও গতিশীলতার স্বার্থে বাংলাদেশ-লেবাননের কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার বিষয়টি যে বিশেষ উপযোগী ও সহায়ক হইবে, এই প্রত্যয় আমাদের দৃঢ়।[৮]

১৯৭৩ সালের ১৩ জুলাই একশ'তম দেশ হিসেবে মরক্কো বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। এ প্রসঙ্গে ১৫ জুলাই এক সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা মন্তব্য করে যে, এই স্বীকৃতির মাধ্যমে আরববিশ্বে পাকিস্তানের বাংলাদেশবিরোধী অপপ্রচারের বিভ্রান্তি দূর হলো। আরববিশ্বের অন্যান্য দেশগুলোও খুব তাড়াতাড়িই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয় সম্পাদকীয়তে। সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'মরক্কোর স্বীকৃতি'। এতে লেখা হয়:

আরব-বিশ্বের আরেকটি রাষ্ট্র স্বীকৃতি দিল বাংলাদেশকে। এদেশ উত্তর আফ্রিকার গণমুক্তি সংগ্রামের বিপ্লবী নেতা বেন বারকার জন্মভূমি মরক্কো। এ নিয়ে আমাদের স্বীকৃতিদানকারী রাষ্ট্রের তালিকা পূর্ণ হলো শত সংখ্যায়। মরক্কোর স্বীকৃতি দুই কারণে আমাদের কাছে তাৎপর্যের দাবী রাখে। প্রথমত, এর ফলে পাকিস্তানের বিভ্রান্তির দেয়াল ভেদ করে আরব-বিশ্বে আরও মজবুতভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করলো বাংলাদেশ। দ্বিতীয়ত, আলজিয়ার্সে আয়োজিত আসন্ন জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনের প্রাক্কালে এই স্বীকৃতি আসায় আশা করা যাচ্ছে আরব-বিশ্বের বাদবাকি নিরপেক্ষ দেশগুলিও খুব শীগগীরই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে এগিয়ে আসবে।

মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির মধ্যে মরক্কোর সঙ্গে বিশেষ একটা সম্পর্ক ছিল পাকিস্তানের। মরক্কোর রাজধানী রাবাতে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনকে পুঁজি করে পাকিস্তান বেশ কিছুকাল ঘোলা পানিতে মাছ ধরার চেষ্টা করেছিল। ইসলামী ভ্রাতৃত্বের জিগির তুলে চেয়েছিল আরবদেশগুলিকে বাংলাদেশের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে। মিথ্যার ধূম্রজাল সৃষ্টি করে কাউকে কিছুদিনের জন্যে বোকা বানানো গেলেও সব সময়ের জন্য যে বোকা বানিয়ে রাখা যায় না শেষ পর্যন্ত সত্য হলো সেই প্রবাদ। বাংলাদেশের অনিবার্য বাস্তবতা আজ আরব দুনিয়ার কাছে সুস্পষ্ট। ভুট্টো সরকারের জারি-জুরি ফাঁস হয়ে গেছে তাদের কাছে। সে জন্যেই বিভ্রান্তমুক্ত হয়ে একের পর এক তারা সত্যকে স্বীকার করে নিচ্ছে। উদ্বুদ্ধ হচ্ছে শুভবুদ্ধিতে। এর আগে ইরাক, ইয়েমেন প্রজাতন্ত্র এবং লেবানন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। মিসর, সিরিয়া এবং আলজিরিয়ার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক

খুবই ঘনিষ্ঠ। আলজিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বুমেদীনের ব্যক্তিগত দূত মাত্র কিছুদিন আগে ঢাকা সফর করে গেলেন। মিসরের শীর্ষ প্রতিনিধিরাও কয়েক দফায় এখানে সফরে এসেছেন। তাছাড়া মিসরের সঙ্গে আমাদের দ্বিপাক্ষিক বিনিময় বাণিজ্যচুক্তি রয়েছে। পারস্পরিক সমঝোতার এই পটভূমিতে আশা করা যায় শুধু এদেশগুলিই নয়, মধ্যপ্রাচ্যের অন্য সব দেশও অল্পকালের মধ্যেই আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের স্বীকৃতির কথা ঘোষণা করবে।[৯]

১৯৭৩ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর মিসর ও সিরিয়া বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। এর একদিন পর ১৭ সেপ্টেম্বর এক সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা মন্তব্য করে যে, এই স্বীকৃতির মাধ্যমে পুরো আরববিশ্বে বাংলাদেশের সার্বভৌম অস্তিত্ব ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হলো। একই সঙ্গে এই স্বীকৃতিকে আরববিশ্বে বাংলাদেশের কূটনৈতিক বিজয়ের শুভ সূচনা এবং তা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিত্ব ও প্রভাবের ফল বলে অভিহিত করা হয়। সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'মিসর ও সিরিয়া স্বীকৃতি দিলো'। এতে লেখা হয়:

অবশেষে আরববিশ্বের দুটি প্রভাবশালী রাষ্ট্র মিসর এবং সিরিয়াও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিলো। ইতিপূর্বে ইরাক, লেবানন ও দক্ষিণ ইয়েমেনের স্বীকৃতি আমরা পেয়েছি। মিসর ও সিরিয়ার স্বীকৃতির পর সমগ্র আরবজগতে আমাদের সার্বভৌম অস্তিত্ব ও মর্যাদার স্বীকৃতি আজ আরো নিকটতম এবং নিশ্চিততর হলো তা বলাই বাহুল্য। গত শনিবার জাতীয় সংসদের শরৎকালীন অধিবেশনে সদস্যদের বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে মিসর ও সিরিয়ার এ স্বীকৃতির কথা ঘোষণা করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড: কামাল হোসেন একে আরববিশ্বে বাংলাদেশের এক বিরাট কূটনৈতিক বিজয় বলে অভিহিত করেছেন। সংসদের বাইরে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহল আর ওয়াকিফহাল সাধারণ নাগরিকেরাও একে এমনি একটি বিজয় এবং আনন্দের খবর হিসেবেই গ্রহণ করেছেন।

বস্তুত, বাংলাদেশ আর বাংলাদেশবাসীর জন্যে মিসর ও সিরিয়ার এ স্বীকৃতি যথার্থই একটা আনন্দের খবর। বাংলাদেশের বাস্তবতাকে বিশ্বের বহু দেশই আজ স্বীকার করে নিয়েছে। ইতিমধ্যেই জাতিসংঘের মোট ১৩১টি দেশের ১০৬টির স্বীকৃতিই বাংলাদেশ পেয়েছে। মাত্র গত সপ্তাহের আলজিয়ার্স সম্মেলন চলাকালেও আফ্রিকার জায়ার ও গ্যাবনও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে। নাইজেরিয়াও স্বীকৃতি দেয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। কিন্তু মিসর ও সিরিয়ার এ স্বীকৃতির বিশেষ গুরুত্ব ও একটা আলাদা তাৎপর্য রয়েছে বাংলাদেশের জন্যে।

বাংলাদেশের মানুষ আরবজগতের মানুষকে এমনি আপনই মনে করত। এবং পাকিস্তানী শাসক-শোষকদের বিরুদ্ধে তাদের ন্যায়ের ও মুক্তির সংগ্রাম যখন শুরু হয়েছিল, যখন ইয়াহিয়ার পশুবাহিনী বর্বর আক্রমণে তাদের উপর

ঝাঁপিয়ে পড়ে সারা দেশ জুড়ে চালিয়েছিলো নৃশংস হত্যা আর নির্বিচার ধ্বংসলীলা- তখন তারা আশা করেছিলো- আরব ভাইদের সাহায্য ও সমর্থন এ ন্যায় ও মুক্তির সংগ্রামে তারা পাবে।

কিন্তু পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর তরফ থেকে তাদের ভুল বুঝানো হলো- বলা হলো বাংলাদেশের মানুষের যথার্থই এটা মুক্তি অথবা ন্যায়সঙ্গত সংগ্রাম নয়, এটা ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তানকে ভেঙ্গে ফেলার উদ্দেশ্যে আয়োজিত বাইরের কোনো কোনো রাষ্ট্রের চক্রান্তপ্রসূত কিছুসংখ্যক বিভ্রান্ত বাঙালীর দেশদ্রোহিতা মাত্র। মিথ্যা প্রচারণায় তারাও বিভ্রান্ত হলেন, ভুল করলেন; প্রত্যাশিত সাহায্য ও সমর্থন বাংলার সে মুক্তি সংগ্রামে তারা দিলেন না। এবং সে সংগ্রামে জয়ী হয়ে একটা স্বাধীন সার্বভৌম. রাষ্ট্ররূপে বাংলাদেশের আবির্ভাবের পরেও সে ভুল আর বিভ্রান্তি তাদের কাটলো না, কাটলো না একদিকে আরব দেশগুলোতে পাকিস্তানের জোরালো কূটনৈতিক তৎপরতা আর অন্য দিকে এক্ষেত্রে আমাদের দুর্বলতার জন্যে। তাই একে একে বিশ্বের বহু দেশের স্বীকৃতি পাওয়া গেলেও দীর্ঘদিন আমাদের আত্মজন ওই আরবদেশগুলো থেকে প্রত্যাশিত স্বীকৃতি আমরা পাইনি। অতি স্বাভাবিকভাবেই এটা ছিলো আমাদের জন্যে একটা দুঃখ ও বেদনার কারণ। কিন্তু সুখের বিষয়, আজ আমাদের সে দুঃখ ও বেদনার অবসান হতে চলেছে। মধ্যপ্রাচ্য আমাদের কূটনৈতিক তৎপরতা শুরু হওয়ার পর ইতিমধ্যেই তিনটি আরবরাষ্ট্র আমাদের স্বীকৃতিদান করেছে। আর মাত্র সপ্তাহখানেক আগে আলজিয়ার্স সম্মেলনে বিভিন্ন আরব নেতাদের সাথে বঙ্গবন্ধুর আলাপ-আলোচনার পরে আজ মিসর ও সিরিয়ার স্বীকৃতিও আমরা পেলাম। সুতরাং এ স্বীকৃতিকে আরববিশ্বে আমাদের কূটনৈতিক বিজয়ের শুভ সূচনা এবং বিশেষ করে বঙ্গবন্ধুর বিশাল ব্যক্তিত্ব ও প্রভাবের ফলশ্রুতি বলে আখ্যায়িত করতে পারি আমরা নিঃসন্দেহে।[১০]

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সৌদি আরবের স্বীকৃতিপ্রাপ্তি প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকায়। ১৮ আগস্টে এই প্রসঙ্গে সম্পাদকীয়তে দৈনিক ইত্তেফাক সৌদি আরবের স্বীকৃতিকে খুবই উৎসাহব্যঞ্জক ও তাৎপর্যপূর্ণ অভিহিত করে। সম্পাদকীয়তে স্বীকৃতি পাওয়ার ক্ষেত্রে খন্দাকার মোশতাক আহমদের নেতৃত্বের প্রশংসা করা হয়। একইসঙ্গে বাংলাদেশের নয়া সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সৌদি আরব বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়াকে গভীর আনন্দের বিষয় হিসেবে বর্ণনা করা হয়। সম্পাদকীয়ের শিরোনাম ছিল: 'সৌদি আরবের স্বীকৃতি'। এতে লেখা হয়:

> সৌদি আরব গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়াছে। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি খন্দকার মোশতাক আহমদের কাছে প্রেরিত বার্তায় সৌদি আরবের মহামান্য বাদশাহ খালেদ বাংলাদেশের নতুন সরকারের সহিত দৃঢ়তর ইসলামী সংহতি ঘোষণা এবং বাঙ্গালীদের শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করিয়াছেন।

> সৌদি আরব কর্তৃক বাংলাদেশের এই স্বীকৃতি খুবই উৎসাহব্যঞ্জক ও তাৎপর্যপূর্ণ। রাষ্ট্র হিসাবে সৌদি আরব ইসলাম এবং মুসলিম সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের পীঠস্থান। ইসলামী সংহতি ও ভ্রাতৃত্ববোধের প্রতীক। তেল সম্পদে দুনিয়ার সমৃদ্ধতম দেশ হিসাবেও সৌদি আরব বর্তমান বিশ্ব অর্থনীতির এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় সমাসীন। আরবদের ন্যায্য স্বার্থরক্ষা এবং আরব ও মুসলিম বিশ্বের সংহতি জোরদার করার ক্ষেত্রেও সৌদি আরবের ভূমিকা সর্বজনবিদিত। এই মহান আরব রাষ্ট্র বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেওয়ায় বাংলাদেশ-আরব মৈত্রী ও সহযোগিতার ক্ষেত্র বিস্তৃততর ও জোরদার হওয়ার স্বর্ণ-সম্ভাবনা সৃষ্টি হইল।
>
> ধর্ম, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সূত্রে আরব বিশ্বের সহিত বাংলাদেশের রহিয়াছে সুপ্রাচীন ঐতিহাসিক সম্পর্ক। এই সম্পর্কের প্রতি বাঙ্গালীরা বরাবরই শ্রদ্ধাশীল। আরবদের সহিত মৈত্রী, সৌহার্দ্য ও সহযোগিতামূলক সম্পর্ক স্থাপনে বাংলাদেশের জনগণের আন্তরিক আগ্রহ সর্বজনবিদিত। জাতির প্রতি প্রদত্ত প্রথম ভাষণেই রাষ্ট্রপতি খন্দকার মোশতাক আহমদ বলিয়াছেন, 'সরকার ইসরাইলের কবল থেকে আরব পুণ্যভূমি পুনরুদ্ধারের জন্য আরব ভাইদের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রাম ও ফিলিস্তিনী জনগণের ন্যায্য দাবী প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানাচ্ছেন।' গত আরব-ইসরাইল যুদ্ধে বাংলাদেশ আরবদের প্রতি ঘোষণা করিয়াছে পরিপূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা। আরব-ইসরাইল যুদ্ধের সময় বাংলাদেশ ভ্রাতৃপ্রতিম আরবদের প্রতি গভীর হৃদয়ানুভূতি, শুভেচ্ছা ও সমর্থনের নিদর্শন হিসাবে প্রেরণ করিয়াছিল ৫ হাজার পাউণ্ড চায়ের একটি উপহার। ইসলামী সম্মেলন, ইসলামী পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন, ইসলামী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ক্ষেত্রে আরব রাষ্ট্রসহ অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রের সহিত বাংলাদেশও যুক্ত ছিল সক্রিয় ভূমিকায়। ইতিপূর্বে মিসর, সুদান, ইয়েমেন, ইরাক, জর্দান, কুয়েত, লিবিয়াসহ অন্য সমস্ত আরব রাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করিয়াছে। এই ক্ষেত্রে সাগ্রহ প্রতীক্ষা চলিতেছিল সৌদি আরবের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির। স্মরণযোগ্য যে, বাংলাদেশের বর্তমান রাষ্ট্রপতি খন্দকার মোশতাক আহমদ কয়েক মাস আগে তৎকালীন সরকারের বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য বিষয়ক মন্ত্রী হিসাবে আরব বিশ্ব সফর করেন এবং সেই সময় সৌদি আরবের তৎকালীন বাদশাহ ফয়সলের সহিত তাঁহার আলোচনা ও ভাব-বিনিময়ের সময় দুই দেশের মধ্যে অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ সমঝোতা ও শুভেচ্ছাপূর্ণ মনোভাবের সূচনা হইয়াছিল। আজ দীর্ঘ সাড়ে তিন বৎসর পর খন্দাকার মোশতাক আহমদের নেতৃত্বে বাংলাদেশের নয়া সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সৌদি আরব বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়াছে, ইহা আমাদের জন্য এক গভীর আনন্দের বিষয়। সৌদি আরব কর্তৃক বাংলাদেশের স্বীকৃতির মাধ্যমে বাংলা-আরব সমঝোতা ও শুভেচ্ছারই পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি ও প্রতিফলন ঘটিল।[১১]

সৌদি আরবের স্বীকৃতি প্রসঙ্গে দৈনিক বাংলা ১৯৭৫ সালের ১৯ আগস্ট একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা মন্তব্য করে যে, সৌদি আরবের স্বীকৃতিদানের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে আরববিশ্বের বন্ধুত্বপূর্ণ, ভ্রাতৃপ্রতিম ও সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক বিস্তৃততর হয়েছে। খন্দকার মোশতাক আহমদের নেতৃত্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অব্যবহিত পর সৌদি আরবের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতিকে 'গভীর আনন্দের' বিষয় হিসেবে অভিহিত করা হয় এই সম্পাদকীয়তে। এই সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'বহির্বিশ্বের স্বীকৃতি'। এতে লেখা হয়:

> বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সাধিত সাম্প্রতিক পরিবর্তন দেশে-বিদেশে অভিনন্দিত হচ্ছে। খন্দকার মোশতাক আহমদের নেতৃত্বে গঠিত নয়া সরকারের প্রতি জানানো হচ্ছে স্বতঃস্ফূর্ত ও অকুণ্ঠ সমর্থন। সৌদী আরব, সুদান, জর্দান, পাকিস্তান, উত্তর ইয়েমেন, বৃটেন ও জাপান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের নয়া সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে, আন্তরিক অভিন্দন জানিয়েছে রাষ্ট্রপতি খন্দকার মোশতাক আহমদের প্রতি।
>
> বাংলাদেশ সমতা, সার্বভৌমত্ব ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের ভিত্তিতে বিশ্বের সব দেশের সাথেই ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী। উল্লিখিত নীতির ভিত্তিতেই বিভিন্ন দেশের সাথে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশের মৈত্রী সম্পর্ক। মুসলিম দেশগুলির সাথে এই সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ধর্ম, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ঐতিহাসিক পটভূমিও রেখেছে বিশেষ অবদান। বাংলাদেশের জনগণ আরবজাহানের সাথে মৈত্রী, সৌহার্দ্য ও সহযোগিতামূলক সম্পর্ক স্থাপনে আন্তরিকভাবে আগ্রহশীল। ধর্ম, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সূত্রে আরবজাহানের সাথে রয়েছে বাংলাদেশের সুপ্রাচীন ঐতিহাসিক সম্পর্ক। আরবভাইদের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রাম ও ফিলিস্তিনী জনগণের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের প্রতি বাংলাদেশ জ্ঞাপন করেছে অকুণ্ঠ সমর্থন। জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত প্রথম ভাষণেই রাষ্ট্রপতি খন্দকার মোশতাক আহমদ বলেছেন, 'সরকার ইসরাইলের কবল থেকে আরব পূণ্যভূমি পুনরুদ্ধারের জন্য আরবভাইদের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রাম ও ফিলিস্তিনী জনগণের ন্যায্য দাবী প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানাচ্ছেন'।
>
> গত আরব ইসরাইল যুদ্ধে বাংলাদেশ আরবদের প্রতি ঘোষণা করেছে পরিপূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা। ভ্রাতৃপ্রতিম সম্পর্ক, সৌহার্দ্য ও শুভেচ্ছার নিদর্শন স্বরূপ আরব-ইসরাইল যুদ্ধের সময় আরবভাইদের জন্য বাংলাদেশ পাঠিয়েছিল ৫ হাজার পাউন্ড চায়ের একটি উপহার। বাংলাদেশের এই ভূমিকা আরবজাহানের সাথে মৈত্রীবন্ধন ও ভ্রাতৃপ্রতিম সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র রচনা করেছে। এই পটভূমিতেই ইতিপূর্বে মিসর, ইয়েমেন, ইরাক, জর্দান, কুয়েত, লিবিয়াসহ অন্যসব আরব রাষ্ট্র বাংলাদেশকে প্রদান করেছে স্বীকৃতি।

> ইসলামী সম্মেলন, ইসলামী পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন, ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ আরব রাষ্ট্রসমূহ ও অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রের সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিল। এই সূত্রে সৌদী আরবের সাথেও বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হয় এবং সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক গড়ে ওঠে, যদিও এতকাল সৌদী আরব বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেয়নি।
>
> সম্প্রতি এসেছে এই প্রত্যাশিত স্বীকৃতি। সৌদী আরব গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিয়েছে। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি খন্দকার মোশতাক আহমদের কাছে পাঠানো এক বার্তায় সৌদী আরবের বাদশাহ খালেদ বাংলাদেশের নতুন সরকারের সাথে দৃঢ়তর ইসলামী সংহতি ঘোষণা করেছেন। তিনি কামনা করেছেন বাংলাদেশের জনগণের শান্তি ও সমৃদ্ধি। বাংলাদেশের প্রতি সৌদী আরবের এই স্বীকৃতি খুবই গুরুত্বহ এবং তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা সৌদী আরব ইসলামী সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের কেন্দ্রভূমি। রাষ্ট্র হিসেবে সৌদী আরব ইসলামী সংহতি এবং ভ্রাতৃত্ববোধের প্রতীক। আরবদের ন্যায্য স্বার্থরক্ষা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সৌদী আরব পালন করে যাচ্ছে অগ্রণীর ভূমিকা। তদুপরি, আরব ও মুসলিম জাহানের সংহতি জোরদার করার ক্ষেত্রেও এই দেশটি পালন করেছে ঐতিহাসিক দায়িত্ব। তেলসম্পদের বিশ্বের সমৃদ্ধতম দেশ হিসেবে সৌদী আরব বর্তমান বিশ্ব অর্থনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অধিষ্ঠিত।
>
> বাংলাদেশকে সৌদী আরবের স্বীকৃতিদানের ফলে এদেশের সাথে আরবজাহানের বন্ধুত্বপূর্ণ, ভ্রাতৃপ্রতিম ও সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক বিস্তৃততর হয়েছে। আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতিদানের আগেও সৌদী আরব বাংলাদেশের ভ্রাতৃপ্রতিম জনগণের প্রতি প্রদর্শন করেছে শুভেচ্ছা ও সৌহার্দ্যের মনোভাব। খন্দকার মোশতাক আহমদের নেতৃত্বে বাংলাদেশের নয়া সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বাংলাদেশকে সৌদী আরবের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির মাধ্যমেই ঘটেছে সৌহার্দ্যপূর্ণ ও ভ্রাতৃপ্রতিম সম্পর্কের পূর্ণাঙ্গ অভিব্যক্তি এবং প্রতিফলন। আমাদের জন্য বাস্তবিকই এ এক গভীর আনন্দের বিষয়। সৌদী আরব ছাড়াও উত্তর ইয়েমেন, জর্দান, সুদান, পাকিস্তান, বৃটেন ও জাপান আমাদের নয়া সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে। আমরা এইসব দেশ ও দেশের ভ্রাতৃপ্রতিম জনগণের প্রতি জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং কৃতজ্ঞতা।[১২]

১৯৭৫ সালের ১৮ আগস্ট বাংলাদেশ অবজারভার সৌদিআরবের স্বীকৃতি প্রসঙ্গে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। সম্পাদকীয়তে বাংলাদেশ অবজারভার মন্তব্য করে যে, খন্দকার মোশতাক আহমদের নেতৃত্বাধীন নতুন সরকার প্রতিষ্ঠার পর অতি দ্রুত সৌদিআরবের স্বীকৃতি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে এবং তা পরম সন্তুষ্টির বিষয়। সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিলঃ 'Saudi Arabian and Sudanese Recognition'. এতে লেখা হয়ঃ

After nearly four years since the emergence of the People's Republic of Bangladesh Saudi Arabia, for which we have the greatest brotherly esteem, has accorded recognition to this country and its new regime that came into being as a matter of historical inevitability climaxing a chain of past events and promising, as President Khandaker Moshtaque Ahmed said, a bright and prosperous future for the nation Sudan whose friendship we cherish followed suit. It is particularly important that Saudi Arabia has been quick enough to recognise the new Government to our great satisfation.

Solidarity with Islamic Conference countries, the Common wealth of nations and the non-aligned conference is among the principles declared by the President in respect of our foreign policy. With the Arab World in special our relations have all along been cordial and King Khalid's and Sudanese President Gaffar Nimeiry's massages of congratulation to President Khandaker Moshtaque Ahmed open a yet another vista of increased friendship and `Islamic solidarity' with the Arab World. The new administration has unequivocally supported the Arab cause of liberation of Arab territory illegally possessed by Israel and the legitimate tights of the Palestinians.

Khandaker Moshtaque Ahmed heading the new government in the country has also stressed the `endeavour' of his government `to establish relations with those countries with whom relations of direct friendship had not hitherto been established.' Such relations, we hope, will soon be established with the other countries increasingly coming to appreciate the inescapable need for a chance of government in this country to bring succour to the masses in distress and to insure a secure and prosperous future to the nation which as a whole has hailed the change. This hope is logically based on Bangladesh's present popular government's firm pursuance of the policy of `friendship with all and malice towards none' which characterises its relations with other countries irrespective of their social and political system.[১৩]

পাঁচ বৃহৎ শক্তি:

সোভিয়েত ইউনিয়ন

১৯৭২ সালের ২৪ জানুয়ারি সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। এই প্রেক্ষাপটে ২৬ জানুয়ারি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা, দৈনিক ইত্তেফাক, সংবাদ ও বাংলাদেশ অবজারভার। সম্পাদকীয়গুলোতে

প্রায় একই ধরনের মন্তব্য করা হয়। সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার জন্যে সোভিয়েত ইউনিয়নকে ধন্যবাদ জানায়। একই সঙ্গে আশা প্রকাশ করে যে, বাংলাদেশ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে সম্পর্ক নিবিড় ও ফলপ্রসূ হবে। দুটি দেশের সহযোগিতার মাধ্যমে জনগণের কল্যাণ ও বিশ্বশান্তি নিরাপদ হবে। সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'সোভিয়েট স্বীকৃতি'। এতে লেখা হয় :

> সোভিয়েট ইউনিয়ন আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে। বাংলাদেশের নিপীড়িত জনগণের প্রতি সোভিয়েট সরকার ও জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থনের কথা আমরা জেনেছি আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির আগেই। ইয়াহিয়ার দখলদার বাহিনী যখন এখানে নারকীয় হত্যাযজ্ঞ শুরু করে তখনই এসেছিল প্রেসিডেন্ট পদগর্নির প্রতিবাদমূলক চিঠি। সোভিয়েট সরকারের সেই চিঠি শক্তি ও সাহস যুগিয়েছে বাংলাদেশের সংগ্রামী মানুষকে। কিন্তু শুধু কূটনৈতিকসূত্রে প্রতিবাদ জ্ঞাপন নয়, বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলনে সোভিয়েট ইউনিয়ন যুগিয়েছে বিরাট নৈতিক ও বৈষয়িক সাহায্য। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েট ইউনিয়ন এগিয়ে আসে অর্থনৈতিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি নিয়ে। পাকিস্তানের কারাগার থেকে বঙ্গবন্ধুকে মুক্ত করার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সোভিয়েট ইউনিয়ন আমাদের জড়িয়ে রেখেছে কৃতজ্ঞতার বন্ধনে। বাংলাদেশের প্রতি সোভিয়েট ইউনিয়নের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি তাদের উপরোক্ত নীতিরই প্রত্যাশিত পরিণতি।
>
> বাংলাদেশের প্রতি সোভিয়েট স্বীকৃতি প্রত্যাশিত হলেও এর গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলনের গোড়ার দিকে সোভিয়েট সমর্থন যেমন স্বাধীনতা আন্দোলনকে বেগবান করে তুলেছিল আজকের সোভিয়েট স্বীকৃতিও তেমনি নিঃসংশয় করে তুলবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা। বিশ্বের বৃহৎ পাঁচ শক্তির মধ্যে সোভিয়েট ইউনিয়নই প্রথম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিল। এই পদক্ষেপের গুরুত্ব সবিস্তারে ব্যাখ্যা করতে হয় না। সোভিয়েট ইউনিয়নের এই অগ্রণী সিদ্ধান্তের ফলে একদিকে তৃতীয় বিশ্বের বহু রাষ্ট্র বাংলাদেশের বাস্তবতাকে স্বীকৃতি দিতে এগিয়ে আসবে, তেমনি বাংলাদেশ বিরোধী বৃহৎ শক্তিগুলোও পড়বে কূটনৈতিক চাপের মুখে।
>
> বাংলাদেশ বিশ্বের সকল দেশের সঙ্গে বন্ধুত্বের নীতিতে বিশ্বাসী। কারো প্রতি তার শত্রুতা নেই। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একথা দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেছেন। সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের জন্ম। অর্থনৈতিক পুনর্গঠনই জনগণের সামনে প্রধান কর্তব্য। বাংলাদেশ নিজের স্বার্থে এবং নিপীড়িত মানুষের স্বার্থে কামনা করে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি। শক্তির রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ার কোন অভিলাষ তার নেই। বাংলাদেশের এই সদিচ্ছা এবং শুভকামনার কথা মনে রেখে বিশ্বের অন্যান্য দেশ, বিশেষভাবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন

বাংলাদেশের বাস্তবতাকে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। বাংলাদেশের মানুষ যে কারো শত্রুতার পরোয়া করে না মুক্তি আন্দোলনের সাফল্যই তার প্রমাণ।

বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেবার জন্যে সোভিয়েট সরকার ও জনগণকে আমরা ধন্যবাদ জানাই। কামনা করি বিশ্বের নতুনতম রাষ্ট্র বাংলাদেশ এবং সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্র সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে সম্পর্ক নিবিড়তর, ফলপ্রসূ হোক। এই দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে সহযোগিতা জনগণের কল্যাণ ও বিশ্বশান্তি নিরাপদ করে তুলবে এটাই আমরা আশা করি।[১৪]

দৈনিক ইত্তেফাক তার সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করে যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের স্বীকৃতি খুবই প্রত্যাশিত ছিল। তবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের যথাযথ স্থান লাভ এবং বিভিন্ন দেশের স্বীকৃতি পাওয়ার ক্ষেত্রে এই স্বীকৃতি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলবে। সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'রাশিয়াকে অভিনন্দন'। এতে লেখা হয়:

রাশিয়া বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দিয়াছে। এই সংবাদ অপ্রত্যাশিত না হইলেও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ন্যায্য স্থান লাভের প্রশ্নে ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

ইতিপূর্বে ভারতসহ আরো পনেরটি দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়াছে। বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যে কেবল রাশিয়াই বাংলাদেশের মুক্তি এবং বাংলাদেশের নির্যাতিত মানুষের দুঃখ লাঘবের জন্য প্রথম হইতে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করিয়াছে। কাজে-কর্মে বাংলাদেশ রাশিয়ার স্বীকৃতি পাইয়াছে অনেক আগেই, এখন আনুষ্ঠানিকভাবে তাহা ঘোষণা করা হইয়াছে মাত্র।

রাশিয়ার স্বীকৃতির পর স্বভাবতই পূর্ব ইউরোপ সহ সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের প্রায় সব রাষ্ট্রের সাথেই বাংলাদেশের সম্পর্ক স্থাপিত হইল। অতঃপর অন্যান্য বৃহৎ শক্তিরও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিবার গরজ বাড়িবে এবং নিজেদের প্রয়োজনেই তাদের এখন আগাইয়া আসিয়া বাংলাদেশের সাথে হাত মিলাইতে হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

আমরা সোভিয়েট রাশিয়া এবং তার জনগণকে দেশবাসীর এবং আমাদের নিজেদের পক্ষ হইতে আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানাই। সঙ্গে সঙ্গে আমরা আশা করিব যে, বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রসমূহ অচিরেই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়া যাহাতে বাংলাদেশ বিশ্বে যথাযথ স্থান লাভ করিতে পারে সে ব্যাপারে সকল রকম সাহায্য সহযোগিতার হস্ত সম্প্রসারণ করিবে।[১৫]

বাংলাদেশ অবজারভার সম্পাদকীয়তে সোভিয়েত ইউনিয়নের স্বীকৃতিকে বৃহৎ শক্তিবর্গের স্বীকৃতির পথিকৃৎ হিসেবে বর্ণনা করা হয়। একই সঙ্গে সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয় যে, স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে সারা

বিশ্বের স্বীকৃতি এখন শুধু সময়ের ব্যাপার। সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'The Soviet Recognition'. এতে লেখা হয়:

The Soviet Union's recognition of Bangladesh is, we believe, a forerunner of recognition by all the other Great Powers. It is only a question of time for Bangladesh to be recognised as a free and sovereign country by the world as a whole.[১৬]

বাংলাদেশকে সোভিয়েত ইউনিয়নের স্বীকৃতির প্রেক্ষাপটে সংবাদ একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে ১৯৭২ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি। সম্পাদকীয়তে মুক্তিযুদ্ধের সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের সহযোগিতার কথা স্মরণ করে মন্তব্য করা হয় যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন যে বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু একথা আজ আর বলার অপেক্ষা রাখে না। আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির মধ্যদিয়ে অর্থনৈতিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে দু'দেশের মধ্যে সহযোগিতার সুযোগ সৃষ্টি হবে বলে সম্পাদকীয়তে আশা প্রকাশ করা হয়। শিরোনাম ছিল : 'বাংলাদেশ–সোভিয়েত সহযোগিতা'। এতে লেখা হয়:

সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেবার পর অর্থনৈতিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে দু'দেশের মধ্যে ফলপ্রসূ সহযোগিতার অশেষ সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এই সহযোগিতা উভয় দেশের পক্ষে কল্যাণকর, বিশেষতঃ বাংলাদেশের বিধ্বস্ত অর্থনীতি পুনর্গঠনের ব্যাপারে বাংলাদেশ-সোভিয়েত সহযোগিতা খুবই সহায়ক বলে বিবেচিত হবে। সোভিয়েত ইউনিয়ন যে বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু একথা আজ আর বলার অপেক্ষা রাখে না। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অবিচলভাবে সাহায্য ও সমর্থন দিয়ে সোভিয়েত সরকার ও জনগণ বাংলাদেশের জনগণের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ও কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছেন।[১৭]

ইংল্যান্ড:

১৯৭২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি ইংল্যান্ডসহ ১০টি দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। এই প্রেক্ষাপটে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলো সম্পাদকীয় প্রকাশ করে ৬ ফেব্রুয়ারিতে। সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা মন্তব্য করে যে, ইংল্যান্ডসহ একের পর এক বিভিন্ন দেশের স্বীকৃতি প্রমাণ করে, বাংলাদেশের অবস্থান এখন বিশ্ব জনমতের তরঙ্গ চূড়ায়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা প্রশ্নাতীত। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের এই সবল অস্তিত্বকে পাকিস্তান, চীন ও যুক্তরাষ্ট্র কতদিন উপেক্ষা করে যেতে পারবেন সেটাই এই মুহূর্তে সবার কাছে প্রশ্ন। সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'বাঙলার জয়'। এতে লেখা হয়:

পৃথিবীর দেশে দেশে উত্থিত হচ্ছে বাংলাদেশের বিজয় পতাকা। দিল্লী, মসকো, বন, লন্ডন– একটির পর একটি সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করে নিচ্ছেন বিশ্বের কনিষ্ঠতম রাষ্ট্র বাংলাদেশকে। বিশ্ববাসীর হৃদয়ে বাঙলাদেশ স্থান করে নিয়েছে বহু আগে– অনেক রক্ত দিয়ে, অনেক লড়াই করে। হৃদয়ের সেই স্বীকৃতির প্রকাশ ঘটছে কূটনৈতিক প্রতিষ্ঠার মধ্যে। বাঙলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছে দু'মাস সময়ও পার হয়নি কিন্তু এরই মধ্যে দুটি মহাশক্তির সরকারী অসহযোগিতা সত্ত্বেও ২৬টি দেশ আনুষ্ঠানিকভাবে এই নবজাত রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং আরও ছ'টি দেশ এই মর্মে তাদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাঙলাদেশের এই প্রতিষ্ঠা আমাদের সংগ্রামী আদর্শের বিজয় বাঙালীর আত্মত্যাগের প্রতি স্বীকৃতি।

আঞ্চলিকভাবে বিচার করলে দেখা যাবে, সমগ্র ইউরোপ মহাদেশে বাঙলাদেশের স্বীকৃতি প্রায় সম্পূর্ণ। এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম রাষ্ট্র ভারতসহ মঙ্গোলিয়া, বর্মা, নেপাল, ভুটান, ইসরাইল প্রভৃতি দেশ ইতিমধ্যেই স্বীকার করে নিয়েছে বাঙলাদেশকে। অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ডের স্বীকৃতি দূরপ্রাচ্যে বাঙলাদেশকে দিয়েছে সুনিশ্চিত প্রতিষ্ঠা। ইন্দোনেশিয়া, কম্বোডিয়া, জাপানের তরফ থেকে পাওয়া গেছে নীতিগত স্বীকৃতি। স্পষ্টতঃ, বাঙলাদেশের অধিষ্ঠান এখন বিশ্ব জনমতের তরঙ্গ চূড়ায়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তার প্রতিষ্ঠা প্রশ্নাতীত।

প্রশ্নাতীত এই কারণে যে বাঙলাদেশের প্রতিষ্ঠা ঘটেছে সাড়ে সাত কোটি মানুষের একান্ত ইচ্ছায়, তাদের স্বতঃপ্রণোদিত রক্তদানের মধ্য দিয়ে। বাঙলাদেশের অভ্যুদয়ের মধ্যে আছে নির্যাতিত মানবতার প্রতি স্বীকৃতি, পদদলিত মানবাধিকারের প্রতিষ্ঠা। প্রতিদিনের সূর্যোদয়কে যেমন সবাই তর্কাতীত সত্য বলে মেনে নেয়, বাঙলাদেশের অস্তিত্বও তেমনি দাবী করে তর্কাতীত স্বীকৃতি।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার জনগণ সংগ্রামী বাঙলাদেশকে স্বীকার করে নিয়েছেন তাদের অন্তরে; সদ্য-স্বাধীন দেশগুলোর কাছ থেকে স্বীকৃতি শুধু আনুষ্ঠানিক ঘোষণার অপেক্ষায়। বাঙলাদেশ নির্যাতিত তিন মহাদেশের সংগ্রামী ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করেছে; উর্ধ্বে তুলে ধরেছে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র আর সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার পতাকা। বাঙলাদেশের জনগণ প্রতিটি রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব কামনা করে; গণ-বিরোধী মহল ছাড়া কারো সঙ্গে তাদের অনৈক্য নেই।

বাঙলাদেশের এই সবল অস্তিত্বকে পাকিস্তান, চীন ও যুক্তরাষ্ট্র কতদিন উপেক্ষা করে যেতে পারবেন সেটাই এই মুহূর্তে সবার প্রশ্ন। বাঙলাদেশের বিরোধিতা করে কূটনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে দুই মহাশক্তি, চূড়ান্ত মার খেয়েছে পাকিস্তান। পাকিস্তানের অস্তিত্ব নিয়েই এখন প্রশ্ন। আমরা আশা করছি, তাদের শুভবুদ্ধির উদয় হবে, সত্য, শান্তি ও স্থিতিশীলতার স্বার্থে এই সব মহল স্বীকার করে নেবেন বাঙলাদেশকে। ভ্রান্তি সংশোধন না করলে আমাদের ক্ষতি নেই; মাশুল

গুণতে হবে বাঙলাদেশের বিরোধী শক্তিগুলোকে। দেশে দেশে বাঙলার জয় এই ঐতিহাসিক সত্যকেই উদ্ভাসিত করে তুলেছে।[১৮]

সম্পাদকীয়তে দৈনিক ইত্তেফাক প্রত্যাশা করে যে, মুক্তিযুদ্ধে যেসব রাষ্ট্র বাংলাদেশ বিরোধী অবস্থান নিয়েছিল, সেসব রাষ্ট্রসহ পৃথিবীর সব রাষ্ট্রই খুব তাড়াতাড়ি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবে এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের অর্থনীতি পুনর্গঠনে এগিয়ে আসবে। সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'বাংলাদেশের স্বীকৃতি'। এতে লেখা হয়:

গত শুক্রবার বৃটেন ও পশ্চিম জার্মানীসহ দশটি রাষ্ট্র স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান করিয়াছে। এ যাবৎ বিশ্বের ৩১টি রাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়াছে। ফ্রান্স এবং জাপানের স্বীকৃতি আসন্নপ্রায়। জানা যায়, নেদারল্যাণ্ড এবং বেলজিয়ামও সপ্তাহখানেকের ভিতর বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দান করিবে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটিবার কিছু আগে ও পরে একান্ন দিনের মধ্যে বিশ্বের বৃহৎ শক্তি হিসাবে পরিগণিত দুইটি রাষ্ট্র সোভিয়েট ইউনিয়ন ও গ্রেট বৃটেন, রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পশ্চিম জার্মানী, অষ্ট্রেলিয়া, হাঙ্গেরী, পোল্যাণ্ড এবং বিশ্বের মানবগোষ্ঠীর এক উল্লেখযোগ্য অংশ বাংলাদেশের বাস্তবতাকে স্বীকার করিয়া নিয়াছে এবং স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান করিয়াছে।

রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে পাকিস্তান নামক দেশের সাথে সমুদয় সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার পর বাংলাদেশ যে, আজ স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত ও গতিশীল, ইহা স্বীকার না করার অর্থ আপনিই চোখ বুজিয়া দিবালোকের উজ্জ্বল আলোকে জোর করিয়া অস্বীকার করা বা অন্ধকার বলিয়া ভাবা। বিশ্বের দুই-একটি প্রধান রাষ্ট্র এখন পর্যন্ত নিজে নিজে চোখ বুজিয়া সম্মুখে পরিস্ফুটমান উজ্জ্বল সত্যকে কেন অস্বীকার করার প্রয়াস পাইতেছেন, তাহা তাঁহাদেরই বোধগম্য বিষয়। বাস্তব ও সত্যকে যখন শেষ পর্যন্ত এইভাবে পাশ কাটাইয়া যাওয়ার বা অস্বীকার করার উপায় নাই তখন স্বভাবত: আমরা আশা করিব, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে অচিরে সকল রাষ্ট্র স্বীকার করিয়া নিবেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের দুঃসহ দিনগুলিতে কোন কোন রাষ্ট্র বাংলাদেশ প্রশ্নে বিরোধী পক্ষ ও মনোভাব গ্রহণ করিয়াছিলেন ইহা যেমন সত্য, তেমনি সেইসব রাষ্ট্রের অনেকেই বর্তমানে বাংলাদেশের অনস্বীকার্য বাস্তবতাকে উপলব্ধি করিয়া বিশ্বের নবতম রাষ্ট্রটিকে স্বীকৃতিদানের মাধ্যমে অতীত ভূমিকার সংশোধনে সক্রিয় হইয়াছেন ইহাও তেমনি সত্য। বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের সহিত নবপ্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশের সহযোগিতামূলক সম্পর্ক স্থাপনের স্বার্থে এই ন্যায়ের পথ সকল রাষ্ট্র অনুসরণ করিবে, ইহাই কাম্য।

বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের ক্ষেত্রে পাকিস্তান যে অন্তরায় সৃষ্টির ফন্দিফিকির করিতেছে এবং নতুন নতুন চাল চালিবার চেষ্টা করিতেছে, স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান অগ্রযাত্রা ও বাস্তবের সামনে তাহাও কোনভাবেই ধোপে টিকিতেছে না। পরন্ত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানকারী রাষ্ট্রসমূহের সাথে নীতিগতভাবে কূটনৈতিক সম্পর্কচ্ছেদের যে তোগলঘী পন্থা পাকিস্তান অধিকাংশ ক্ষেত্রে গ্রহণ করিয়াছে, উহা অব্যাহত থাকিলে অদূর ভবিষ্যতে পাকিস্তানেরই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রায় একঘরে হইয়া পড়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। যাহা হউক, পাকিস্তানের তোগলঘী নীতি সেই দেশেরই ব্যাপার। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান পাকিস্তানের প্রতি বাংলাদেশকে স্বীকার করিয়া নেওয়ার আহ্বান জানাইয়াছেন। আমরা বলিব এইভাবে আত্মঘাতী হওয়ার অন্ধপথ অনুসরণ হইতে বিরত থাকিয়া পাকিস্তানের উচিত স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকার করিয়া নেওয়া। আর ভুট্টো সাহেব যদি মনে করেন যে, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে বিলম্ব করিয়া তিনি পাকিস্তানের সম্পদে বাংলাদেশের ন্যায্য দাবী হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিতে সক্ষম হইবেন, তাহা হইলে তিনি ভুল করিবেন। বাংলাদেশের জনগণ তাহাদের দেনা-পাওনার বিষয়টি কখনই ভুলিবে না।

অবশ্য, আগেই বলিয়াছি, পাকিস্তান বাংলাদেশের ব্যাপারে কি করিল বা করিবে তাহাতে স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশের ক্রম-অগ্রযাত্রা রুদ্ধ হইবে না, হইতে পারে না। দেশ শত্রুকবল মুক্ত হওয়ার একান্ন দিনের মধ্যে পাকিস্তানের শত চক্রান্ত সত্ত্বেও বিশ্বের একত্রিশটি দেশের তথা বিশ্ব-মানব গোষ্ঠীর এক বৃহৎ অংশের বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের বাস্তবতা হইতেই ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং এই বিষয়ে অধিক বলা নিরর্থক। স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের স্বকীয় ভূমিকা ও মর্যাদা লইয়া বিশ্বের নবতম রাষ্ট্র গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ স্বভাবতঃই বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের সহিত বন্ধুত্ব ও সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক স্থাপনে বিশেষ আগ্রহী। বিশ্বভ্রাতিত্ব এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতামূলক তৎপরতা বৃদ্ধির স্বার্থে বিশ্বের বাদবাকী সকল রাষ্ট্রের উচিত গাঙ্গেয় বদ্বীপের নব স্বাধীনতালব্ধ দেশটিকে অচিরে স্বীকৃতি দেওয়া। যুদ্ধ-বিধ্বস্ত বাংলাদেশের অর্থনীতির পুনর্গঠন এবং ইতিহাসে নজীরবিহীন সাড়ে তিন কোটি ছিন্নমূল লোকের পুনর্বাসন ব্যবস্থার স্বার্থে বিশ্বের মানবতাবাদী ও বন্ধুরাষ্ট্রসমূহের উচিত সর্বপ্রথমে নবীন রাষ্ট্র বাংলাদেশের প্রতি সক্রিয় সাহায্য-সহযোগিতার হস্ত প্রসার করা। বিধ্বস্ত বাংলাদেশকে সোনার বাংলায় রূপান্তরিত করাই আমাদের জাতীয় উদ্দেশ্য। কিন্তু যে সমস্যাটির সর্বাগ্রে সমাধান হওয়া উচিত তাহা হইল এদেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্য ডাল-ভাত ও মোটা কাপড়ের ব্যবস্থা করা। যুদ্ধের দরুন বাংলাদেশকে যদিবা বিপুল ধ্বংস ও ক্ষয়-ক্ষতির সম্মুখীন হইতে হইয়াছে, তথাপি এই

দেশের অযুত সম্ভাবনা এবং দেশের সংগ্রামী জনগণের প্রাণস্পৃহা আজও অটুট রহিয়াছে। দেশ গড়ার পর্যায়ে বিশ্বের বন্ধুরাষ্ট্র সমূহের সক্রিয় সাহায্য-সহযোগিতা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনকে নিশ্চিতই দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করিতে প্রয়োজনীয় সাহায্য যোগাইতে পারে।[১৯]

সম্পাদকীয়তে বাংলাদেশ অবজারভার মন্তব্য করে, আমরা সত্যই খুশি যে ইংল্যান্ডসহ অন্য দেশগুলো চূড়ান্তভাবে বাংলাদেশের বাস্তবতাকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং প্রত্যাশা করি, অন্যান্য দেশও একই পথ অনুসরণ করবে। আর বিলম্ব না করে পাকিস্তানও দ্রুত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবে বলে সম্পাদকীয়তে আশা প্রকাশ করা হয়। সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিলঃ ‘Ten At A Time’. এতে লেখা হয়ঃ

As expected, ten more countries, namely, Britain, West Germany, Norway, Sweden, Denmark, Finland, Austria, Ireland, Iceland, and Israel have simultaneously accorded their formal recognition to the People’s Republic of Bangladesh. We are indeed, happy that these countries have ultimately recognised the reality of Bangladesh and we expect that others will not lag far behind in accepting what is too real to ignore.

Steps to establish, as early as possible, diplomatic relations with these countries at appropriate level will no doubt be taken. As the Bangabandhu has said in the course of a press statement issued on Britain’s recognition of Bangladesh, diplomatic measures are being adopted for Bangladesh’s membership of the Commonwealth which is a multi-racial and multinational organisation covering all the continents. It is a right decision which logically follows the formal recognition given by many of the Commonwealth membernations and one reasonably hopes that it will not be long before the rest also do the same and keep pace with the march of events.

The recognition of Bangladesh as an independent and sovereign country naturally strengthens the expectation that it will lead not only to the establishment of diplomatic ties but also development of friendly relations and promotion of peace in the region. As a new born State faced with the gigantic task of national reconstruction Bangladesh obviously will need substantial economic and technical assistance from these countries, particularly the rich ones that as consortium countries have already been providing financial assistance to the developing nations. Such aid is, of course, to be sought

and given in the mutual interest of the parties concerned uninfluenced by considerations other than that of economic development. Such economic co-operation, which has been assured by many, should start with immediate attention given to the priorities.

We wonder if Mr. Bhutto has yet realised that it will be to his interest and that of his country to recognise the inevitable without any further delay. Even if it hurts he should have the practical wisdom to come to terms with the reality of Bangladesh because otherwise it will hurt, him more. As more and more countries are recognising Bangladesh, he will only isolate himself and his country from the rest of the world by pursuing the politically suicidal policy of severing diplomatic connections with those who are sensible enough to accept the reality. By this time it should be possible for him to settle his nerves and understand that he may cut his nose and yet fail to spite others and that will be good for his country to try to live with what cannot be wished out of existence. This is what a growing opinion in that country seems to reflect.[২০]

যুক্তরাষ্ট্রঃ

১৯৭২ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি ১৭ জন মার্কিন সিনেটর বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য যুক্তরাষ্ট্র সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। ঐ ১৭ জন সিনেটরের অন্যতম এডওয়ার্ড কেনেডি ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশ সফরে আসেন এবং ১৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সমাবেশে বলেন, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দিলেও বিশ্ববিবেক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে। এই বক্তব্যের ধারাবাহিকতায় দৈনিক ইত্তেফাকে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় ১৬ ফেব্রুয়ারিতে। সম্পাদকীয়তে এডওয়ার্ড কেনেডিকে যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের জাগ্রত বিবেক অভিহিত করে মন্তব্য করা হয়, বাংলাদেশের জনগণের প্রত্যাশা, যুক্তরাষ্ট্র সরকার অচিরেই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবে। সম্পদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'আমেরিকার বিবেক'। সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

> আমেরিকার কেনেডী ঢাকায় আসিয়াছেন। দুনিয়ার মানুষের কাছে কেনেডী একটি নাম। বিশ্ব বিবেক ও মানবতার কণ্ঠস্বর। জন কেনেডী, রবার্ট কেনেডী এবং এডওয়ার্ড কেনেডী তিনটি জ্যোতির্ময় নক্ষত্র-একক পরিচয়ে ভাস্বর। একদা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বময় কূটনৈতিক পরাজয় এবং আভ্যন্তরীণ সংঘাতের পটভূমিতে আবির্ভাব ঘটিয়াছিল জন কেনেডীর। প্রতিক্রিয়ার দুর্গ ভাঙ্গিয়া বর্ণবাদী আমেরিকায় মানবতার বিজয় ঘোষণা করিয়াছিলেন জন কেনেডী।

আর সেই কারণে তাহাকে বরণ করিতে হয় নিষ্ঠুর অথচ গৌরবময় মৃত্যু। না কেনেডী মরেন নাই। তিনি আবার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইলেন। আমেরিকার ভোঁতা বিবেককে নিদারুণভাবে নাড়া দিলেন রবার্ট কেনেডী। এবারও প্রতিক্রিয়ার উদ্যত ছোবল তাঁহাকে চিরতরে স্তব্ধ করিয়া দিতে চাহিয়াছে। না, এবারও কেনেডী বাঁচিয়া গিয়াছেন। তাই তো আজ ঢাকার জনসমুদ্রে মিশিয়া, যে জনসমুদ্র এই সেদিনও মার্কিনী চক্রান্তের বিরুদ্ধে রুদ্ররোষে ফুঁসিয়া উঠিয়াছে, তিনি আজ বিশ্ব বিবেকের জাগ্রত কণ্ঠস্বরে কথা বলিতেছেন। যে আমেরিকার সরকার তার বিগত নয় মাসের ভূমিকার জন্য সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীর অজস্র নিন্দা, ধিক্কার এবং অভিশাপ কুড়াইয়াছে সেই আমেরিকার একজন হইয়া তিনি বলিতে পারিয়াছেন, 'আমরা সমস্ত জনগণের বন্ধু, আমরা সবাই বাঙালী, আমরা সবাই আমেরিকান, আমরা সবাই মানবিক মৈত্রীর সমান অংশীদার।' যে আমেরিকার সরকার বাংলাদেশকে অদ্যাবধি স্বীকৃতি দেয় নাই, প্রকারান্তরে বাংলাদেশের শত্রু পাকিস্তানকে এখনও মদদ দিয়া চলিয়াছে, সেই আমেরিকারই একজন হইয়াও তিনি দৃঢ় প্রত্যয়ে বলিয়াছেন, "কোন কোন সরকার এখনও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দিলেও বিশ্বের জনগণ তথা বিশ্ববিবেক বাংলাদেশকে বহু পূর্বেই স্বীকৃতি দিয়াছে।" ঢাকার মানুষ সিনেটর কেনেডীকে স্বাগত জানাইয়াছে। প্রাণঢালা সম্বর্ধনায় তাঁহাকে অভিভূত করিয়াছে। এই অভিনন্দন, এই সম্বর্ধনা, একথাই পুনরায় প্রমাণ করিয়াছে যে, বাংলার মানুষ জাতিবিদ্বেষে বিশ্বাসী নয়। আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার এবং স্বশাসনের দাবীতে সংগ্রামের যে অনেক ইতিহাস তাহারা রচনা করিয়াছে তাহা কাহারও বিরুদ্ধে কোন ক্রোধ, ঘৃণা বা হিংসার বহিঃপ্রকাশ ছিল না। তাহারা নিজেদের অধিকারই প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছে, অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতে চাহে নাই। গোটা পৃথিবীর কাছে বাঙ্গালী তার জাতীয় সত্তার স্বীকৃতি চাহিয়াছে, ছলেবলে কৌশলে নয়, ন্যায়নীতির ভিত্তিতে। বাংলাদেশের দুর্দিনে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বসিয়া যে কয়েকটি নির্ভীক কণ্ঠ বিনা দ্বিধায় সত্যকে প্রকাশ করিতে আগাইয়াছেন, সিনেটর কেনেডী তাঁহাদের অন্যতম। মার্কিন সরকারের অনুসৃত নীতির তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়া তিনি মার্কিন মুলুকে বাংলাদেশের অনুকূলে জনমত গড়িয়া তুলিতে আপ্রাণ চেষ্টা চালাইয়াছেন। ভারতসহ অন্যান্য দেশ সফর করিয়া তিনি তাঁহার বক্তব্য স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার এই ভূমিকা নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্ব জনমত গড়িয়া তোলার সহায়ক হইয়াছিল। বাংলার মানুষও অনুপ্রাণিত হইয়াছে। শত্রুশিবিরের এই সত্যানুরাগীর বন্ধুটির স্পষ্ট ভাষণে। ঢাকার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে সিনেটর কেনেডী ইতিহাসের আর একটি অধ্যায়ের প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তাহা আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম। তিনি

বলিয়াছেন, ‘দুইশত বৎসর আগে আমেরিকার জনগণও এক বৃহৎ শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে। আমাদের অর্থ ছিলনা, সম্পদ ছিলনা, কিন্তু ছিল জনগণের বলিষ্ঠ মনোবল।’ এখানেই তিনি আমেরিকার ও বাংলাদেশের সংগ্রামের সাদৃশ্য টানিয়া বলিয়াছেন, ‘এই কারণে আজ বাংলাদেশের সংগ্রাম আমেরিকার জনগণের বিবেককে জাগাইয়া তুলিয়াছে।’ আমেরিকার জনগণের এই জাগ্রত বিবেক তাহাদের সরকারের প্রতিটি পদক্ষেপে প্রতিফলিত হউক, ইহাই বাংলার মানুষের কাম্য।[২১]

১৯৭২ সালের ৪ এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। এই প্রেক্ষাপটে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলো সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। দৈনিক ইত্তেফাক সম্পাদকীয় প্রকাশ করে ৬ এপ্রিল। বিলম্বে হলেও যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করায় মার্কিন সরকারকে অভিনন্দন জানানো হয় সম্পাদকীয়তে এবং মন্তব্য করা হয় যে, এই স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের ব্যাপারে মার্কিন জনমতেরই বিজয় ঘটেছে। সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: ‘যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃতি’। এতে লেখা হয়:

অবশেষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়াছে। খবরে প্রকাশ, গত মঙ্গলবার বিকালে মার্কিন মিশনের প্রধান বাংলাদেশ পররাষ্ট্র দফতরে স্বয়ং গমন করেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে মার্কিন সরকার কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের কথা ঘোষণা করেন। স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশকে এ পর্যন্ত যে সব রাষ্ট্র স্বীকৃতি দিয়াছে, উহার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র হইতেছে ৫৭তম; এবং স্বীকৃতিদানকারী বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যে ৪র্থ। বাংলাদেশ যে একটি বাস্তব সত্য এবং উহার অস্তিত্ব অস্বীকার করা নিছক উটপাখীর নীতি ছাড়া যে আর কিছুই নয়, বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ শক্তি ও উন্নত দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃতি প্রদানে সেই সত্যই পুনর্বার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, মার্কিন জনসাধারণ, মার্কিন সংবাদপত্র, কংগ্রেস ও সিনেট সদস্যবৃন্দ বাংলাদেশকে স্বীকার করিয়া নেওয়ার জন্য গোড়া হইতেই সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করিয়া আসিতেছিলেন। সম্প্রতি সিনেটে বাংলাদেশকে আশু স্বীকৃতি প্রদানের আহ্বান জানাইয়া সর্বসম্মতিক্রমে এক প্রস্তাবও গৃহীত হইয়াছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানে মূলতঃ তথাকার জনমতেরই বিজয় ঘটিয়াছে। এই পটভূমিকায় মার্কিন সরকার কর্তৃক স্বীকৃতি প্রদানের বিষয়টি অবশ্যই অভিনন্দনযোগ্য। ঘরে ও বাহিরের প্রতিবাদ সত্ত্বেও নিক্সন প্রশাসন এ ব্যাপারে যে নীতি অনুসরণ করিয়া চলিতেছিলেন, তাহা সকলকে ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। দেরীতে হইলেও এ ব্যাপারে নিক্সন প্রশাসনের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটিয়াছে; এবং স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রতি বন্ধুত্বের যে হস্ত

তাঁহারা সম্প্রসারণ করিয়াছেন, তাহা এই এলাকার পরিস্থিতিকে স্থিতিশীল করিতে যথেষ্ট সহায়তা করিবে। জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভের ব্যাপারে মার্কিন স্বীকৃতির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। নয়াচীনসহ এখনও যেসব দেশ বাংলাদেশকে স্বীকার করে নাই, মার্কিন সরকারের এই বাস্তবমুখী পদক্ষেপ তাহাদিগকেও এই উপমহাদেশের বাস্তব সত্য অনুধাবনে সহায়তা করিবে বলিয়া আশা করা চলে।

দীর্ঘদিন পরে অনেক ভাবনা-চিন্তা শেষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়াছে, তখন বাংলাদেশের অনুসৃত নীতি এবং এখানকার জনমত সম্পর্কে নিক্সন প্রশাসন যে পুরাপুরি অবহিত রহিয়াছেন, তাহাই আমরা ধরিয়া নিতে চাই। সেই সঙ্গে এই আশাও আমরা পোষণ করি যে, উভয় দেশের জনমতের ধারায় পরস্পরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার নীতিই এই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের ভিত্তি হিসাবে কাজ করিবে এবং উভয় দেশের পারস্পরিক সম্পর্ক শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিকেই জোরদার হইতে সহায়তা করিবে।[২২]

বাংলাদেশ অবজারভার এ প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে ১৯৭২ সালের ৭ এপ্রিল। দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ায় সম্পাদকীয়তে বাংলাদেশ অবজারভার সন্তুষ্টি প্রকাশ করে এবং মন্তব্য করে যে, এর মাধ্যমে দু'দেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতা ও সমঝোতা বিকাশের এক নতুন অধ্যায় সূচিত হয়েছে। মার্কিন স্বীকৃতি থেকে পাকিস্তানের শিক্ষা নেয়ার পরামর্শ দেয়া হয় সম্পাদকীয়তে। এর শিরোনাম ছিল: ‘US Recognition’. এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

The United States has at long last accorded formal, de jure recognition to Bangladesh as an independent and sovereign state. The prolonged nesitation preceding the belated action has somewhat diminished its lustre in that it has been taken long after the interest and a sense of expectancy here began, naturally, to die down.

Yet, it is always better late than never. By this action the US Administration has not only demonstrated, even if belatedly, its awareness of the reality of Bangladesh, but also its respect for the opinion of the American people and the press whose support for our war of liberation we gratefully acknowledge. Whatever the compelling reasons (some of these are quite obvious with the election time not far off), the American Government has thought it prudent not to alienate itself from the public.

While expressing his satisfaction at the announcement of the recognition, the Bangladesh Prime Minister Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman has said that it will open a new

chapter in the development of friendly co-operation and understanding between the two countries for the mutual benefit of their peoples. We share and echo his belief.

How Mr. Bhutto has taken the news is not known, yet. One hopes he has by now developed a capacity to endure such shocks of which he has got a plenty and is sure to get a lot more if he continues to let illusion get the better of his sense of realism. He should take a lesson from the US recognition that it is wiser to save one's image and real interests than one's face.[২৩]

যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃতি প্রসঙ্গে দৈনিক বাংলাও ১৯৭২ সালের ৮ এপ্রিল একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। সম্পাদকীয়তে বিলম্বিত মার্কিন স্বীকৃতির জন্য অভিনন্দন জানানো হয় এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের ন্যক্কারজনক বিরোধিতার কথা স্মরণ করে সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয় যে, মার্কিন সরকারের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দু'দেশের সম্পর্ককে সহজ এবং বন্ধুত্বপূর্ণ করে গড়ে তুলবে। কিন্তু এর জন্যে প্রয়োজন মার্কিন সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির সম্পূর্ণ পরিবর্তন। সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'মার্কিন স্বীকৃতি, জনগণের জয়'। এতে লেখা হয়:

অবশেষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হোল বৃহৎ শক্তিগুলোর মধ্যে চতুর্থ দেশ যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে। ইতিপূর্বে বৃটেন, ফ্রান্স এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন বাংলাদেশের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে বেশ দেরী করেছে এতে কোনো সন্দেহ নেই। নিক্সন সরকার বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম এবং বঙ্গভূমিতে পাকিস্তানী জল্লাদ বাহিনীর হত্যাযজ্ঞের সময় যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিলো তা বাংলাদেশের অত্যাচারিত এবং সংগ্রামী মানুষের কাছে সে সময় মোটেই ভালো বলে বিবেচিত হয়নি। জাতিসংঘে নিক্সন সরকার যে ভাবে বাংলাদেশের হত্যাকাণ্ডকে ধামাচাপা দেয়ার অশুভ চেষ্টার প্রতি সমর্থন যুগিয়েছে এ দেশের মানুষের তা কখনোই ভালো লাগেনি। সবশেষে বাংলাদেশের মানুষের সংগ্রাম যখন সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছিলো তখন বঙ্গোপসাগরে এন্টারপ্রাইজ পাঠিয়ে নিক্সন প্রশাসক যে খেলায় তখন মেতেছিলো বাংলার মানুষ সে দিনগুলোর স্মৃতি কোনোদিনই মন থেকে মুছে ফেলতে পারছে না। এসব তথ্য জানা সত্ত্বেও আজকে মার্কিন প্রশাসন বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বকে যে স্বীকার করে নিয়েছে তাতে আমরা আনন্দিত। নিক্সন সরকার বাংলাদেশকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দিয়েছে এ সংবাদকে আমরা অভিনন্দন জানাই। কেননা আমরা জানি মার্কিন দেশের নিক্সন সরকার বাংলাদেশের বেঁচে থাকার সংগ্রামকে

সেদিন উপেক্ষা করলেও মার্কিন দেশের সাধারণ মানুষ, সে দেশের সংবাদপত্র সর্বদাই আমাদের অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছে। বাংলাদেশের মানুষের ওপর পাকিস্তানী সামরিক জান্তা যে নির্মম নিধনযজ্ঞ চালিয়েছিল তাকে সারা দুনিয়ার মানুষের কাছে তুলে ধরার জন্যে মার্কিন সংবাদপত্রগুলো সেদিন এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলো– মার্কিন মুল্লুকের সাধারণ মানুষ বাংলাদেশের মানুষের হত্যার বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছিলেন উচ্চকণ্ঠে। তারা সারা দুনিয়াকে সেদিন জানিয়ে দিয়েছিলেন যে ক্ষমতাসীন নিক্সন সরকার যা করছেন তার সঙ্গে মার্কিন জনগণ বা মার্কিন সংবাদপত্রসমূহ কখনোই একমত নন বরং তার বিরুদ্ধেই তারা সোচ্চার। বাংলাদেশের জন্যে আজকের মার্কিন স্বীকৃতি যে এই মার্কিন জনমত এবং সংবাদপত্রের বলিষ্ঠ ভূমিকারই ফলশ্রুতি তাতে সন্দেহ নেই।

আমরা আশা করছি, বাংলাদেশকে মার্কিন সরকারের এই আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দু'দেশের সম্পর্ককে সহজ এবং বন্ধুত্বপূর্ণ করে গড়ে তুলবে। কিন্তু এর জন্যে প্রয়োজন মার্কিন সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর সম্পূর্ণ পরিবর্তন। একটি স্বাধীন সার্বভৌম জাতি আর একটি স্বাধীন সার্বভৌম জাতির যে খোলামন এবং উদার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বন্ধুত্বের হাত বাড়াতে পারে মার্কিন সরকারকে আজ সেই বন্ধুত্বের হস্ত প্রসারিত করতে হবে– তার মধ্যে কোনো ছল চাতুরী বা বিশেষ মনোভাব থাকলে চলবে না। বাংলাদেশের মানুষ আজ বিপন্ন, বাংলাদেশের অর্থনীতি আজ বিধ্বস্ত- বাঙালী জাতি তাকে পুনর্গঠনের সংগ্রামে এ মুহূর্তে নিয়োজিত। এর জন্যে দুনিয়ার সব দেশ ও মানুষের কাছ থেকেই আজ আমাদের সাহায্যের প্রয়োজন। মার্কিন সরকার আমাদের দিকে সে সাহায্যের হাত অনায়াসেই বাড়িয়ে দিতে পারেন। তবে বাংলাদেশের মানুষ কোনো সাহায্যেই যে শর্ত সাপেক্ষে নেবে না তা বঙ্গবন্ধু ইতিমধ্যেই পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। অর্থনৈতিক সুবিধা সাহায্যের বিনিময়ে তারা ত্রিশ লক্ষ মানুষের রক্তলব্ধ স্বাধীনতাকে বিপন্ন করতে চায় না। মার্কিন প্রশাসনকে একথা মনে রেখেই আমাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে হবে। আর তা হলেই মার্কিন সরকারের প্রতি বাংলাদেশের মানুষের যে অতীত তিক্ততা তা দূর হতে পারে।[২৪]

চীন:

১৯৭৫ সালের ৩১ আগস্ট চীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাগুলো এই প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে ২ সেপ্টেম্বরে। দৈনিক ইত্তেফাক সম্পাদকীয়তে অভিমত প্রকাশ করে যে, এই স্বীকৃতির মাধ্যমে চীন ও বাংলাদেশের মধ্যে সম্পর্ক নিবিড় হবে এবং দু'দেশের মধ্যে ব্যাপক সহযোগিতার সুযোগ তৈরি হবে। সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'চীনের স্বীকৃতি'। এতে লেখা হয়:

স্বাধীনতার প্রায় চার বছর পর গণপ্রজাতন্ত্রী চীন বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি প্রদান করিয়াছে। প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমদের নিকট প্রেরিত এক তারবার্তায় চীনা প্রধানমন্ত্রী মিঃ চৌ-এন-লাই উভয় দেশের সম্পর্ক উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া দৃঢ় আশা প্রকাশ করিয়াছেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, পূর্ব হইতেই চীনের স্বীকৃতি অত্যাসন্ন বলিয়া বোধ হইতেছিল। প্রায় প্রতি মুহূর্তে আশা করা হইতেছিল যে, চীন এইবার আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি প্রদান করিবে। শেষপর্যন্ত চীনা সরকার স্বীকৃতি দিয়াছেন। অন্যান্য দিক ছাড়াও ভৌগোলিক-রাজনৈতিক দিক হইতে এই স্বীকৃতির তাৎপর্য অনেক। ইহার ফলে স্বাভাবিক বাণিজ্য সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা অধিক সহজ হইবে এবং ভোগ্যপণ্যসহ বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রী আমদানী-রফতানীর ভিতর দিয়া অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উভয় দেশ উপকৃত হইবে।

চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক এবং ঐতিহাসিক সম্পর্ক সুদীর্ঘকালের। প্রাচীন এবং নিকট প্রাচীনকালে ব্যবসা বাণিজ্য উপলক্ষে বাংলাদেশের জনগণ চীনে এবং চীনের জনগণ বাংলাদেশে আসা-যাওয়া করিয়াছেন। শায়েস্তা খাঁর আমলে টাকায় আট মণ চাউল পাওয়া যাইত বলিয়া যে তথ্য বিশ্ববাসী অবগত হইতে পারিয়াছে তাহাও মূলতঃ চীনা পরিব্রাজক হিউ এন সাংয়ের বদৌলতে। অতীত বাংলার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবনযাত্রা সংক্রান্ত এমন নির্ভরযোগ্য তথ্যপরিসংখ্যান বিরল। ভৌগোলিক অবস্থানগত দিক হইতে চীনের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব কত অসীম, মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী তাহা অনেকদিন আগেই গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সাবেক পাকিস্তানী আমলে তিনিই চীনের সঙ্গে উন্নততর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার স্থপতি। পরবর্তীকালে অনেকেই সে পথ অনুসরণ করিয়াছেন, তবে প্রথম ভিত্তিপ্রস্তর প্রতিষ্ঠার যশো গৌরব তাঁহারই প্রাপ্য।

'কারো সঙ্গে বিরোধ নয়, সকলের সঙ্গে মিত্রতা'– ইহাই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতির মূল মর্ম। সমতা, স্বাধীনতা, রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা এবং সার্বভৌমত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ভিত্তিতে পূর্বাপর বাংলাদেশ ধনী-নির্ধন, ক্ষুদ্র-বৃহৎ সব রাষ্ট্রের সঙ্গে উন্নততর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী। ইতিপূর্বে জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণে প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমদও এই কথাই বলিয়াছেন। বলা হইয়াছে, 'যাহাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব আছে তাহাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব আরও নিবিড় করা হইবে এবং যাহাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব এখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, তাহাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালানো হইবে।' সাম্প্রতিক পরিবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত যে সব দেশের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা বাকী ছিল, গণচীন ও সৌদী আরব তাহার অন্যতম। সুখের বিষয় এই যে, অধুনা উভয় দেশই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করিয়াছে।

এই যুগ পারস্পরিক সহযোগিতার যুগ। এই যুগে ছোট-বড়, ধনী-নির্ধন সব দেশই অতীত তিক্ততা ভুলিয়া পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করিতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, চীন-জাপান, চীন-যুক্তরাষ্ট্র এবং কিউবা-যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশের নাম উল্লেখ করা যায়। চীন ও জাপান নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। ওয়াশিংটন-নিউইয়র্ক চীনা জনগণের নিকট এবং পিকিং-ক্যান্টন-সাংহাই প্রভৃতি মহানগরী এখন আর মার্কিন জনগণের নিকট অজ্ঞাতপুরী নয়। ভারত এবং পাকিস্তানও সহযোগিতার দিগন্ত ক্রম প্রসারিত করিতেছে। ঐদিকে যুক্তরাষ্ট্র কিউবার সঙ্গে সরকারী পর্যায়ে আনুষ্ঠানিক ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু না করিলেও কিউবার উপর হইতে অর্থনৈতিক অবরোধ প্রত্যাহার করিয়া লইয়াছে। বস্তুতঃ বিশ্বময় চলিতেছে পারস্পরিক সহযোগিতা, সমঝোতা ও সম্প্রীতির তোড়জোড়। চীনের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদান নিঃসন্দেহেই উভয় দেশের সহযোগিতার দিগন্ত প্রসারিত করিবে। ইহাতে উপকৃত হইবে উভয় দেশের জনজীবন। আমরা আশা করি, উপমহাদেশের জীবন নিঃশঙ্ক-শান্তিময় ও ক্লেশমুক্ত করার জন্য চীনের সহযোগিতা ক্রম প্রসারিত হইবে।[২৫]

সংবাদ তার সম্পাদকীয়তে চীনের স্বীকৃতিকে মোশতাক সরকারের উল্লেখযোগ্য সাফল্য হিসেবে অভিহিত করে। সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'গণচীনের স্বীকৃতি'। এতে লেখা হয় :

> অবশেষে গণচীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে। গণচীন কর্তৃক বাংলাদেশের স্বীকৃতি নিঃসন্দেহে একটি শুভ সংবাদ এবং প্রেসিডেন্ট মোশতাক আহমাদের নতুন সরকারের পক্ষে একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য।[২৬]

সম্পাদকীয়তে বাংলাদেশ অবজারভার মন্তব্য করে, চীনের স্বীকৃতির মাধ্যমে বাংলাদেশের বৃহৎ শক্তিগুলোর স্বীকৃতি প্রাপ্তি সম্পন্ন হলো। একই সঙ্গে সম্পাদকীয়তে আশা প্রকাশ করা হয় যে, এই স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে দু'দেশের পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলো প্রসারিত হবে। সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'Recognition by China'. এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

> The People's Republic of China's recognition of Bangladesh completes the cycle of recognitions by the major countries of the world. It is specially gratifying that China's recognition like Saudi Arabia's came after the new government took over in the middle of the last month. Prime Minister Mr. Chou-En-Lai's message to President Khandaker Moshtaque Ahmed, while conveying the recognition of the People's Republic of Bangladesh, expressed the hope that 'the friendly traditional relations between the peoples of China and Bangladesh will

grow and develop steadily through mutual understanding and cooperation.

A new vista blocked so far is now opened of increased co-operation and relation with one of the major Asian neighbours of Bangladesh. This would steadily bring the two countries closer in all possible fields of cooperation, particularly in diplomatic and commercial fields. The new government in Bangladesh values it most and would spare no pains to so forge its relations with the People's Republic of China as to be mutually beneficial in all respects.

It is also reassuring to recall in this connection that trade relation have already begun with the People's Republic of China deciding to buy initially 4000 metric tons of jute from Bangladesh. Needless to say this augurs well for all future transactions and development of trade relations with one of our major Asian neighbours. By China's recognition of Bangladesh and its new government traditional relations between the two peoples will also go from strength to strength and Bangladesh for its part will make an earnest endeavour to improve and expand such relations in all possible spheres. In the beginning of this year a trade delegation from Bangladesh visited Peking to help create a favourable climate of trading between the two countries and among the propitious results of it is the reported export commitment in respect of jute by Bangladesh. Economic Cooperation thus initiated will, we hope, steadily expand to the mutual benefit of both countries. This would naturally come about with the new areas of mutual cooperation and relations expanding between the two friendly countries.

Recognition of the new government in Bangladesh by increasing numbers of countries of the world the latest, being by Egypt and Turkey, testifies to the soundness of her foreign policy which, as Bangladesh Foreign Minister Justice Chowdhury reiterated at the Non-aligned conference at Lima, is based 'on goodwill to all and ill will to none.' The philosophy behind it is a progressive one of uninhibited development of good relations with all peoples and countries in the world. Small and handicapped as it is by many problems during a period of urgent reconstruction and rehabilitation, Bangladesh only hopes that its growing relations with other countries would be a source of help and cooperation in the gigantic task of tackling and solving its urgent national problems.[২৭]

সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা চীনের স্বীকৃতিকে বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্রনীতির বিরাট সাফল্য ও সম্ভাবনাপূর্ণ অভিহিত করে। একই সঙ্গে সম্পাদকীয়তে আশা প্রকাশ করা হয় যে, দুই দেশের সম্পর্ক ভবিষ্যতে আরো গভীর হবে। সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'গণচীনের স্বীকৃতি'। এতে লেখা হয়:

> গণচীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে। গণচীনের প্রধানমন্ত্রী মিঃ চৌ এন লাই গত রোববার রাতে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমদের কাছে পাঠানো এক বাণীতে স্বীকৃতি দানের কথা জানিয়েছেন। বাণীতে প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই বলেছেন, 'চীন সরকার বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিচ্ছে এবং দৃঢ় আস্থা রাখছে যে, দু'দেশের জনগণের ঐতিহ্যবাহী বন্ধুত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে।' প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই-এর বাণীতে যে গভীর প্রত্যয় এবং আন্তরিকতার সুর ফুটে উঠেছে, তাতে বাংলাদেশ সরকারের ঘোষিত পররাষ্ট্রনীতির সার্থক প্রতিফলন ঘটেছে। প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমদ তার প্রথম নীতি নির্ধারণী ভাষণে বলেছিলেন, এখন পর্যন্ত যাদের সাথে আমাদের বন্ধুত্ব হয়নি সেইসব দেশের সঙ্গেও সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আমরা সচেষ্ট হবো। 'সকলের প্রতি বন্ধুত্ব, এবং কারো সহিত বিদ্বেষ নয়'—এই নীতির রূপরেখার মধ্যে আমরা শান্তি ও প্রগতির পথে আমাদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখবো। প্রেসিডেন্টের এই ভাষণের পর পরই স্বীকৃতি আসে সৌদী আরবের পক্ষ থেকে। এবার স্বীকৃতি দিয়েছে পৃথিবীর সবচাইতে জনবহুল রাষ্ট্র আমাদের মহান প্রতিবেশী গণচীন। এই স্বীকৃতি শান্তি ও অগ্রগতির পথে বাংলাদেশের যাত্রাকে সুগম করবে, শান্তির নীতিতে বাংলাদেশের অবিচল থাকার প্রত্যয়কে আরো দৃঢ় করবে।
>
> বাংলাদেশ শান্তির প্রত্যাশী। বাংলাদেশ সহযোগিতা এবং মৈত্রীর নীতিতে বিশ্বাসী। এ নীতির প্রত্যয়েই বাংলাদেশ সকলের দিকে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছে। এ হাতকে যে প্রত্যাখ্যান করবে তাকেই বহন করতে হবে শান্তির নীতি প্রত্যাখ্যানের দায়িত্ব। এই মহৎ প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ যে বিরাটভাবে সফল হয়েছে সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। গণচীনের স্বীকৃতি সেই সাফল্যের বাণী বহন করে এনেছে। তবে গণচীনের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক শুধু এই স্বীকৃতিতে নয়। শিক্ষা, সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে যুগ যুগ ধরে চীনের সাথে সম্পর্ক রয়েছে বাংলাদেশের। সাংস্কৃতিক বিনিময় হয়েছে ঐতিহাসিক যুগ থেকে। সংগ্রামে শান্তিতে একের ছাপ পড়েছে অপরের ওপর। এশিয়ার বৃহত্তম রাষ্ট্র দুনিয়ার সবচাইতে জনবহুল রাষ্ট্র চীন শুধু আমাদের প্রতিবেশী নয়। ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভিন্ন অঙ্গনে আমাদের সম্পর্ক ছিল গভীর। আজ সে সম্পর্ক গভীরতর হওয়ার স্বর্ণদ্বার খুলে গেছে। এশিয়ায় দুটি দেশ হিসাবে চীন এবং বাংলাদেশ প্রায় একই সমস্যার উত্তরাধীকার পেয়েছে। ঔপনিবেশিক শাসন এবং

শোষণে দুটি দেশ নিপীড়িত হয়েছে দীর্ঘকাল। দুটি দেশের মানুষই রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম করেছে ঔপনিবেশ বাদীদের বিরুদ্ধে। আর সেই সংগ্রামী ঐতিহ্যই একদিন দু'টি দেশের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করে তুলেছিল। সেই ঘনিষ্ঠতা একদিন শিল্প-সংস্কৃতি, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়েছিল। আজ চীনের স্বীকৃতির পর সেই সহজ সম্পর্কের পথ সুগম হয়েছে। চীনের স্বীকৃতির সাথে সাথে খবর প্রকাশিত হয়েছে চীনের সাথে বাণিজ্যের। চীন প্রাথমিকভাবে বাংলাদেশ থেকে চার হাজার মেট্রিক টন পাট কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। চলতি বছরের নবেম্বর ডিসেম্বরের মধ্যে পাট জাহাজ বোঝাই হবে। বাংলাদেশের অর্থনীতির পক্ষে এ খবর বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গত সাড়ে তিন বছরের অসম প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের পাট শিল্প আজ মৃতপ্রায়। পাট নিয়ে অবিমিষ্যকারিতা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বন্ধ্যাত্ব দেশকে এক অনিবার্য সংকটের মুখে ঠেলে দিয়েছে। চীনের স্বীকৃতির পর ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ঐ বন্ধ্যাত্বের যুগের অবসান হবে। বাংলাদেশের বাণিজ্যকে বহুমুখী এবং প্রতিযোগিতামূলক করা সম্ভব হবে।

এদিক থেকে চীনের স্বীকৃতি যেমন বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র নীতির এক বিরাট সাফল্য তেমনি বিরাট সম্ভাবনাপূর্ণ। এই সম্ভাবনাকে সফল করার দায়িত্ব দু'টি দেশের জনগণের। আমরা আশা করি, সংগ্রামে শান্তিতে এ দু'টি দেশের জনগণের ঐক্য অটুট থাকবে। দু'টি দেশের মৈত্রী সম্পর্ক গভীর হতে গভীরতর হবে।[২৮]

পাকিস্তান:

পাকিস্তানের স্বীকৃতি প্রসঙ্গে বেশ কয়েকটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় সংবাদপত্রে। যদিও পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় ১৯৭৪ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি, কিন্তু স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশের পর থেকেই সংবাদপত্রের সম্পাদকীয়তে বাংলাদেশের বাস্তবতাকে মেনে নেয়ার জন্য পাকিস্তানের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। ১৯৭২ সালের ৩০ জানুয়ারি বাংলাদেশ অবজারভারের এক সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয় যে, বাংলাদেশ এখন একটি বাস্তবতা। ইতিহাসের একটি অনস্বীকার্য ও অবিস্মরণীয় সত্য। কোনো দেশের কাছে তা পছন্দ হোক বা না হোক, বাংলাদেশ টিকে থাকবে। কোনো দেশের অনুগ্রহ বা সন্তুষ্টির উপর তা নির্ভর করে না। সম্পাদকীয়তে পাকিস্তানকে এই মর্মে সতর্ক করা হয় যে, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দিয়ে পাকিস্তান নিজেই বিশ্বের অন্যান্য দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল : 'Recognition of Reality'. এতে লেখা হয়:

> Reality is not in the least affected by one's refusal to recognise it. On the contrary, such obstinacy exposes one's poor understanding of the surroundings leading to a serious

> impairment of one's own interest. One cannot prolong the night and prevent the day from dawning simply by not waking up. Bangladesh is now a reality and an undeniable and unalterable fact of history. Whether one likes it or not, it has come into being and has come to stay. The reality of Bangladesh as an independent sovereign country is not dependent upon the grace or pleasure of any country however big and powerful it may be, but upon the determination of the people to keep it as such.
>
> If it suits Mr. Bhutto to shut his eyes to this reality, let him seek comfort and consolation in the futility of his dream of the Pakistan that was. As the Bangabandhu has reportedly told AFP in Dacca on Thursday last, there can be no re-establishment of wings of Pakistan after the massacre of three million people of this country. Independent Bangladesh has emerged from their blood and it is not a part of today's wingless Pakistan over the affairs of which Mr. Bhutto happens to preside. But if he desires to have any connection with this country, he should, as the Bangabandhu has suggested, "understand the reality and recognise Bangladesh as an independent sovereign country". This recognition is the key to future relations between Dacca and Rawalpindi, and a "relationship can grow between two independent sovereign countries".
>
> Mr. Bhutto may have other ideas born of his wishful thinking and different from the guideline unambiguously enunciated by the Bangabandhu. Such ideas will however be far removed from the reality of Bangladesh which has already been recognised by many countries despite Mr. Bhutto's persistent appeal to the contrary. And the number of countries according recognition to Bangladesh is quite apparently growing every day. Because their sense of perspective is not as warped as his, neither his line of thinking, nor his threat to snap diplomatic ties has dissuaded them from accepting this formidable fact of history. If he prefers to keep a closed mind and refuses to take his cue from others he will soon enough find himself and his country completely isolated from the rest of the world. It is, of course, for him to decide which course he will take.[২৯]

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টো বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের আগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আলোচনার শর্ত দেন। বিভিন্ন ফোরামে এবং কূটনৈতিকভাবে বারবার তিনি আলোচনার প্রস্তাব দিতে থাকেন।

এই প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধু স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে, পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার আগে তিনি ভুট্টোর সঙ্গে কোনো আলোচনা করবেন না। এই বিষয়টি নিয়ে একাধিক সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় সংবাদপত্রে। ১৯৭২ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর এক সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা জুলফিকার আলী ভুট্টোকে আলোচনার ধুয়া না তুলে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার ব্যাপারে উদ্যোগ নেয়ার পরামর্শ দেয়। সম্পাদকীয়তে অভিমত প্রকাশ করা হয় যে, পাকিস্তানের কল্যাণের স্বার্থেই ভুট্টোকে এই ব্যাপারে উদ্যোগ নেয়া উচিত। তাড়াতাড়ি স্বীকৃতি দেয়াই তাদের জন্য মঙ্গলজনক হবে। সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'স্বীকৃতির আগে আলোচনা নয়'। এতে লেখা হয়:

> শেখ মুজিবুর রহমান সাফ বলে দিয়েছেন, বাংলাদেশকে পাকিস্তান স্বীকৃতি না দিলে পাকিস্তানের সঙ্গে কোনো আলোচনা হবে না। অবশ্য এটা কোনো নতুন উক্তি নয়। আগেও তিনি এ কথা বলেছেন। এবং তাঁর এই উক্তিতে প্রতিফলিত হয়েছে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের ইচ্ছা। বাংলাদেশ পাকিস্তানের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পথ চিরদিনের জন্যে বন্ধ করে রাখতে চায় না। বাংলাদেশ পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনা করতে প্রস্তুত, কিন্তু তার আগে পাকিস্তানকে বাংলাদেশের স্বাধীন সার্বভৌম সত্তাকে স্বীকার করে নিতে হবে। কেউ কেউ অবশ্য চীন-মার্কিন আলোচনার প্রসঙ্গ টেনে বলতে পারেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তো চীনকে স্বীকৃতি দেয়নি তবে কী করে ঐ দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে আলোচনা অনুষ্ঠিত হলো? এ-কথার সদুত্তর দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু। তাঁর মতে চীন-মার্কিন আলোচনা এবং বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যকার আলোচনাকে এক করে দেখা যায় না। এক সময় বাংলাদেশ ও পাকিস্তান ছিলো একই দেশ। কিন্তু এখন বাংলাদেশ একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। মুক্তিসংগ্রামের মাধ্যমে বাঙালীরা পাকিস্তানী সাম্রাজ্যবাদীদের কবল থেকে ছিনিয়ে এনেছে স্বাধীনতা। সুতরাং এই দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে কোনো আলোচনা অনুষ্ঠানের আগে বাংলাদেশকে অবশ্যই পাকিস্তানের স্বীকৃতি দেয়া দরকার।
>
> প্রেসিডেন্ট ভুট্টোর স্বদেশেই বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের পক্ষে জোর দাবী উঠেছে। পাকিস্তানের কোনো কোনো মহল স্পষ্টতই বলেছেন, পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার ব্যাপারে দেরী করলে বাংলাদেশের কোনো ক্ষতিই হবে না। বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দিলে পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের মধ্যে শত্রুতা বাড়বে বৈ কমবে না বলে তারা মনে করেন। স্বীকৃতি না দিয়ে পাকিস্তান দু'দেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার সুযোগ হারিয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দিলে উপমহাদেশে শান্তির সম্ভাব্যতার ওপর সৃষ্টি করবে তীব্র প্রতিক্রিয়া। বাংলাদেশের প্রতি পাকিস্তানের বিদ্বেষভাব পোষণ শুধু অর্থহীনই নয়, পাকিস্তানের জাতীয় স্বার্থেরও পরিপন্থী।

> পাকিস্তানের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা মনে করেন, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দেয়ার ফলে পাকিস্তান আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অসুবিধার সম্মুখীন হবে এবং এতে লাভবান হবে গণবিরোধী চক্র। পাকিস্তান যদি এই ভুল শোধরাতে সচেষ্ট না হয় তবে তাকে বিরাট মাশুল দিতে হবে। পাকিস্তানে গণতন্ত্র বিপর্যস্ত হবে, ফৌজের হাতে চলে যাবে ক্ষমতা। পাকিস্তান টুকরো টুকরো হয়ে যাবে, শুরু হয়ে যাবে রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ। এর পরিণাম যে কী ভয়াবহ হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। তাই নিজেদের কল্যাণের খাতিরেই জনাব ভুট্টোর সোজা রাস্তায় আসা উচিত। আলোচনার ধুয়া না তুলে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার জন্যে তাকে উদ্যোগী হতে হবে। এ কাজটি তিনি যত শীগগীর করেন ততই মঙ্গল।[৩০]

নানা কূটনৈতিক তৎপরতার মধ্যেও ভুট্টো বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের আগে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলোচনার শর্ত বহাল রাখেন। ১৯৭৩ সালের ৭ এপ্রিল এ প্রসঙ্গে এক সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা বঙ্গবন্ধুর আগে স্বীকৃতি পরে আলোচনা করার সিদ্ধান্ত সমর্থন করে মন্তব্য করে যে, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার আগে পাকিস্তানের সঙ্গে কোনো কথা হতে পারে না। বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে হলে স্বীকৃতি দেয়াই পাকিস্তানের প্রথম কাজ। কোনো টালবাহানা করে এক্ষেত্রে ফল হবে না। সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'প্রথম কাজ প্রথম : আগে স্বীকৃতি পরে আলোচনা'। এতে লেখা হয়:

> হাকসার এসেছিলেন ঢাকায়। শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর বিশেষ দূত মি: হাকসার। হাকসার ঢাকা এলে তাই স্বাভাবিকভাবেই কৌতূহল সৃষ্টি হয়েছিল নানা মহলে। আর মি: হাকসার এমন এক সময় ঢাকা এলেন যখন ইন্দোনেশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী মি: আদম মালিক এসেছিলেন নয়াদিল্লীতে। ঘটনাগুলি কাকতালীয় হলেও এমন এক সময় মি: হাকসার ঢাকা এলেন এবং মি: আদম মালিক নয়াদিল্লী সফর করে গেলেন যাতে স্বাভাবিকভাবেই কৌতূহল সৃষ্টি হয়। জল্পনা-কল্পনা হয়।
>
> এর আগ থেকে বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা চলছিল বিভিন্ন মহলে। আলোচনা চলছিল নয়াদিল্লীতে। এ আলোচনা সরকারী মহলে না হলেও নয়াদিল্লীতে একটি লবী দাবী করছিল যে পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি দেয়া হোক। প্রয়োজন হলে যারা সত্যিকারের অপরাধী তাদের রেখে আর সকলকে মুক্তি দেয়া হোক। দাবী উঠেছিল পাকিস্তানে আটক বাঙালীদের শুভানুধ্যায়ীদের পক্ষ হতে যে–আটক বাঙালীদের বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হোক।
>
> এ পরিস্থিতিতে মি: হাকসার ঢাকা আসেন। সংবাদ প্রকাশিত হতে থাকে যে মি: হাকসার প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর একখানা লিপি নিয়ে এসেছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর জন্য। সাথে সাথে কল্পনার ফানুস

উড়ল। ঐ চিঠিতে কি আছে। গত বৃহস্পতিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই জল্পনা-কল্পনার ফানুসটাকে একেবারে উড়িয়ে দিলেন ড: কামাল হোসেন। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড: কামাল হোসেন এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন– এমন কিছু ঘটেনি। শ্রীমতী গান্ধীর চিঠিতে এমন কোন কথা নেই।

তবে সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে ড: কামাল হোসেন একটি কথা স্পষ্ট করে বলেছেন যে, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দিলে কোন আলোচনা নয়। বাংলাদেশের এ নীতির কোন পরিবর্তন হয়নি। যদিও ড: কামাল হোসেন এও বলেছেন যে, উপমহাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে মি: হাকসারের সাথে আলোচনা হয়েছে। তবে সে আলোচনার ফলে বাংলাদেশের মৌলিক নীতির কোন পরিবর্তন হয়নি। ড: কামাল হোসেনের মন্তব্যে একটা বিষয়ই আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তা হচ্ছে প্যাকেজডিল বা যে ডিলই হোক না কেন, তার প্রথম শর্ত হচ্ছে বাংলাদেশকে স্বীকার করে নেয়া। স্বীকৃতি না দিলে কোন আলোচনা নেই। বাংলাদেশের এ নীতির কোন পরিবর্তন হয়নি।

তবে প্রেসিডেন্ট ভুট্টো সত্যি সত্যি কোন পথ নেবেন তার কোন আঁচ আজো পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু এ সত্যটি নিশ্চয়ই তিনি অনুভব করতে পারছেন যে যুদ্ধবন্দীর বিচার বা ফেরত দেয়া সব কিছুই নির্ভর করছে বাংলাদেশের স্বীকৃতির উপর। স্বীকৃতি নেই তো কোন কথা নেই। অবস্থা স্বাভাবিক করতে হলে জনাব ভুট্টোকে প্রথম কাজ প্রথমেই করতে হবে। টালবাহানায় কোন ফল হবে না।[৩১]

১৯৭৪ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বাধীন-সার্বভৌম দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। ২৩ ফেব্রুয়ারি এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। ২৩ ফেব্রুয়ারিতেই দৈনিক বাংলা এ বিষয়ে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা মন্তব্য করে যে, পাকিস্তানের স্বীকৃতি দেরিতে পাওয়া গেলেও এর মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত সত্যের জয় হয়েছে। পাকিস্তানের বিবেকী চেতনা ও শুভবুদ্ধির উদয় হয়েছে। সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'সত্যের জয় হলো'। এতে বলা হয়:

> শেষ পর্যন্ত জয়ী হলো সত্য। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশকে নিঃশর্ত স্বীকৃতি দিল পাকিস্তান। বিবেকের আচ্ছন্নতাকে পরাভূত করে ন্যায়ের অনিবার্য দাবী প্রতিষ্ঠিত হলো আপন মহিমায়। উপমহাদেশের রাজনৈতিক বাস্তবতাকে মেনে নিতে বাধ্য হলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এই শুভ বুদ্ধিরই প্রত্যাশা করেছিলেন বরাবর পাকিস্তানের কাছ থেকে। তাঁর স্পষ্ট ঘোষণা ছিল: বাংলাদেশের স্বাধীনতা ইতিহাসের একটি শাশ্বত সত্য এবং উপমহাদেশের একটি অনিবার্য রাজনৈতিক বাস্তবতা। পাকিস্তান এই বাস্তবতাকে বিনা শর্তে

> স্বীকার করে নিলে বাংলাদেশও পাকিস্তানকে স্বীকার করে নেবে। তিনি তাঁর কথা রেখেছেন। গতকাল শুক্রবার পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ভুট্টো বিনাশর্তে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। এই সদিচ্ছার জবাবে বঙ্গবন্ধুও সদিচ্ছার হাত বাড়িয়েছেন। ঘোষণা করেছেন পাকিস্তানের প্রতি বাংলাদেশের স্বীকৃতি। উপমহাদেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে সহযোগিতার এই প্রসারিত পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে একটি শুভ লক্ষণ। এশিয়ার এই অঞ্চলের শান্তি এবং আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের দিক থেকেও দ্বিপাক্ষিক এ স্বীকৃতির তাৎপর্য অপরিসীম।
>
> যা হোক, ছাব্বিশ মাস বিলম্বে হলেও শেষ পর্যন্ত জয় হয়েছে সত্যের। অবিবেকের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেছে বিবেকী চেতনা এবং শুভবুদ্ধি। বন্ধু দেশ ভারতও অভিনন্দিত করেছে পাকিস্তানের এ শুভবোধকে। আমরা আশা করবো, প্রতিবেশী চীনও এবার সহযোগিতার হাত বাড়াবে আমাদের দিকে।
>
> পাকিস্তানের স্বীকৃতির প্রসারিত পটভূমিতেই বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদল আজ যাচ্ছেন লাহোরে আয়োজিত ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে। বাংলাদেশের প্রতি পাকিস্তানের স্বীকৃতি এবং দু'দেশের সমঝোতার দিগন্ত উন্মোচনে যে বিরাট ভূমিকা নিয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের বন্ধুদেশগুলি তা অকুণ্ঠ প্রশংসার দাবী রাখে। আমরা আশা করবো: বিশ্ব শান্তি, আন্তর্জাতিক সমঝোতা এবং মানবিক মূল্যবোধকে শক্তিশালী করার প্রেরণায় উজ্জীবিত হবে ইসলামী শীর্ষ সম্মেলন। এবং এর পাশাপাশি সম্মেলনের উদ্যোক্তাগণ উপমহাদেশে দ্রুত স্বাভাবিক সম্পর্ক ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রেও রাখবেন বলিষ্ঠ অবদান। তাদের মনে রাখতে হবে, উপমহাদেশের সত্তর কোটি মানুষের কল্যাণ ও শান্তির সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্য এবং সারা দুনিয়ার অবহেলিত জনগণের ভাগ্য অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। সম্মেলনের সাফল্য নির্ভর করবে এই উপলব্ধিকে প্রখরভাবে তুলে ধরার ওপর।[৩২]

একই দিন অর্থাৎ ১৯৭৪ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ অবজারভারও অনুরূপ একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয় যে, অবশেষে নিঃশর্তভাবে পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ায় আমরা খুশি। এই স্বীকৃতি উপমহাদেশে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণ ও শান্তি পুনরুদ্ধারে সব বাধা দূর করতে সহায়তা করবে। সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'Pakistan Recognises Reality'. এতে বলা হয়:

> At last Pakistan has recognised the reality and sovereignty of Bangladesh. Though belated we are glad about the formal announcement of recognition accorded without any condition whatsoever. One may regret that pointless insistence on this or that condition only deferred the inevitable.

Bangladesh's stand that she can participate in the conference at Lahore only on the basis of sovereign equality is thus vindicated by the unconditional recognition which, technically speaking, also unquestionably consolidates her status as an independent sovereign state. Iran and Turkey have also accorded recognition to Bangladesh. And Bangladesh in her turn, has extended recognition to Pakistan.

It is reasonably hoped that it will now help remove the factors that so far impeded efforts for normalisation of relations and restoration of peace in the subcontinent. Peace being our overriding concern, we refrain from raking up the unforgettable past. As a man of peace our Prime Minister Bangobandhu Sheikh Mujibur Rahman, repeated the other day. "I want peace and good neighbourly relations in the subcontinent and that is exactly why I stand for good relation among the countries concerned."

It takes courage and conviction on the part of leader of a ravaged country like Bangladesh to speak so unequivocally in favour of peace and welfare of all. Let us hope that Pakistan's new attitude springs from and will always reflect similar sentiments.

And we take this opportunity to put on record our deep appreciation of the sincere efforts made by the friendly countries in this regard.[৩৩]

বাংলাদেশকে পাকিস্তানের স্বীকৃতি প্রদান প্রসঙ্গে দৈনিক ইত্তেফাক একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে ১৯৭৪ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি। এই সম্পাদকীয়তে পাকিস্তানের এই স্বীকৃতিকে বাস্তবতারই স্বীকৃতি বলে অভিহিত করা হয়। একই সঙ্গে মন্তব্য করা হয় যে, পাকিস্তানের স্বীকৃতি প্রদান বিলম্বিত হলেও তা প্রকৃতপক্ষে শান্তিকামী মানুষের জাগ্রত বিবেকের জয়। সারা বিশ্বের শুভ-প্রচেষ্টার বিজয়। এই স্বীকৃতির ধারাবাহিকতায় দু'দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বৃহত্তর সম্ভাবনার দ্বার খুলে যাওয়ার আশাবাদ ব্যক্ত করা হয় সম্পাদকীয়তে। এর শিরোনাম ছিল: 'বাস্তবতার স্বীকৃতি'। এই সম্পাদকীয়তে বলা হয়:

> পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়াছে, বাংলাদেশ দিয়াছে পাকিস্তানকে। বঙ্গবন্ধু ইহার অব্যবহিত পরেই বাংলাদেশের প্রতিনিধিদল লইয়া লাহোর রওয়ানা হইয়া গিয়াছেন ৩৬-জাতির ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে যোগদান করিতে। লাহোরে বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের প্রতিনিধিদল পাইয়াছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টোর বিপুল সম্বর্ধনা। এই স্বীকৃতি ও সম্বর্ধনায় সারা বিশ্বের শান্তিকামী, শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ উৎফুল্ল, আনন্দিত।

পাকিস্তানের স্বীকৃতির পর পরই আসিয়াছে ইরানের স্বীকৃতি, তুরস্কের স্বীকৃতি। প্রত্যাশা করা যাইতেছে লিবিয়া ও সৌদি আরবের স্বীকৃতিও। সবার মনে এখন প্রশ্ন: নয়া চীনের স্বীকৃতি কতদূর? বিশ্বসংস্থার বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তি কবে, কখন?

পাকিস্তানের এই স্বীকৃতি যতই বিলম্বিত হউক, ইহা বাস্তবতারই স্বীকৃতি। ইহা শান্তিকামী মানুষের জাগ্রত বিবেকের জয়। সারা বিশ্বের শুভ-প্রচেষ্টার বিজয়। ইসলামী দেশসমূহের নায়ক ও কূটনীতিকদের একটানা সঙ্কল্পবদ্ধ প্রচেষ্টা এই বাস্তবতার স্বীকৃতির পথে দণ্ডায়মান সর্বশেষ প্রতিবন্ধকতা অপসারণ করিয়া উপমহাদেশের শান্তির পথে এক বিরাট অবদান রাখিয়াছে। সবাইকে তাই আজ আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন। ইসলামী সম্মেলনে যোগদানকারী সবার জন্য আমাদের মোবারকবাদ।

আমাদের রাষ্ট্রের বিঘোষিত নীতি হইতেছে, কাহারও প্রতি বিদ্বেষ নয়–সবার প্রতি সম্প্রীতি ও বন্ধুত্ব। যাঁহারা আমাদের স্বাধীনতা অর্জনে ও আমাদের জাতীয় আত্মপ্রতিষ্ঠায় সাহায্য-সহযোগিতা দান করিয়াছেন তাঁহারা চিরকাল আমাদের হৃদয়ের নৈকট্যেই থাকিবেন। কিন্তু যাঁহারা একদা দূরে ছিলেন, বৈরী ছিলেন, তাঁহাদেরইবা ঘনিষ্ঠ হইতে কতক্ষণ? এশিয়া-আফ্রিকার বহু দেশ সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়া ঔপনিবেশিক বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছে। কিন্তু আজ দেখা যায়, সেই পূর্বতন শাসক ও শাসিতের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছে সমতাভিত্তিক নিবিড় বন্ধুত্বের সম্পর্ক, ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার সম্বন্ধ। শিবিরপন্থী বিশ্বেও দেখা যায়, অতীতে যাহারা পরস্পরের শত্রু ছিল, এখন তাহারা ঘনিষ্ঠ বন্ধু। শুধু তাই নয়, সে ঘনিষ্ঠতা সম্প্রসারিত অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সহযোগিতার ক্ষেত্রেও। পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যেও অনুরূপ, এমনকি ততোধিক নিবিড় সম্পর্ক, যোগাযোগ ও সহযোগিতা অচিরেই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। বস্তুতঃ উভয় দেশের জনগণের কল্যাণ ও উপমহাদেশের শান্তি-সমৃদ্ধির স্বার্থে ইহা যতশীঘ্র বাস্তবায়িত হইয়া উঠে, ততই মঙ্গল। উপমহাদেশের অমীমাংসিত সমস্যা কয়টির আপোষ-মীমাংসার ভিত্তিতে পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা গড়িয়া উঠিলে, ইহাদের সমস্ত শক্তি ও সম্পদ এসব দেশের দারিদ্র্যপীড়িত জনগণের কল্যাণেই নিয়োজিত হইতে পারে। শুধু তাহাই নয়, প্রায় পঁচাত্তর কোটি নর-নারীর এই বাংলা-ভারত-পাকিস্তান উপমহাদেশ বিশ্বের দরবারে বিপুল প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী হইয়া উঠিতে পারে। ইহাদের পারস্পরিক সহযোগিতা যেমন বহির্বিশ্বের কাছে উপমহাদেশের নির্ভরশীলতা অনেকাংশে ঘুচাইতে পারে, তেমনি ইহাদের ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা এশিয়া তথা বিশ্বের শান্তি নির্বিঘ্ন করার পথে বিরাট অবদান রাখিতে পারে। বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের পারস্পরিক স্বীকৃতি ও কূটনৈতিক সম্বন্ধ সেই বৃহত্তর সম্ভাবনার দ্বার খুলিয়া দিক, আজিকার দিনে ইহাই আমাদের কামনা ও প্রার্থনা। সারা উপমহাদেশের মানুষকে

শুভবুদ্ধির কাছে আমাদের আবেদন: আসুন, আমরা নিজেদের বৃহত্তর স্বার্থে তিক্ত ও বেদনাময় অতীত হইতে শিক্ষা লাভ করি এবং সকলের ও প্রত্যেকের জন্য নবযুগ সৃষ্টির প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করি।৩৪

সংবাদও পাকিস্তানের স্বীকৃতি প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে ১৯৭৪ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি। এই সম্পাদকীয়তে পাকিস্তানের স্বীকৃতিকে সত্য ও বাস্তবতার জয় এবং বাংলাদেশের নৈতিক ও কূটনৈতিক বিজয় অভিহিত করা হয়। একই সঙ্গে সম্পাদকীয়তে আশা প্রকাশ করা হয় যে, পারস্পরিক স্বীকৃতির ফলে খুব শিগগিরই দু'দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হবে এবং এর ধারাবাহিকতায় দু'দেশের সম্পর্ক স্বাভাবিক হয়ে উঠবে। সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

পাকিস্তান সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। বিশ্বের শতাধিক রাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবার পরেও পাকিস্তানের যে নেতৃত্ব বাংলাদেশকে 'ঢাকা-প্রশাসন' বলে অভিহিত করে এসেছে, তারা আর সত্যকে এড়িয়ে চলতে পারেনি। এই নেতৃত্ব যে শর্ত আরোপ করতে চেয়েছিল ক্রমান্বয়ে একটার পর একটা অবস্থান পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েও, সে শর্তের শেষ খোঁড়া সূত্রটিকেও তারা আর আঁকড়ে ধরে থাকেনি।

বাংলাদেশের তরফ থেকে এই স্বীকৃতির সঙ্গে সঙ্গেই পাকিস্তানকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে আনুষ্ঠানিকভাবে। এ ব্যাপারে আমাদের পক্ষ থেকে দরাদরির কোন প্রশ্ন ওঠেনি। এই ঘটনাটা ঘটেছে একটি বিশেষ ঘটনার পটভূমিতে। আরবদের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে ইসলামিক রাষ্ট্রসমূহের যে সম্মেলন পাকিস্তানের লাহোরে আহূত হয়েছে, তাতে যোগদান করার জন্য বাংলাদেশ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও আরব স্বার্থের দিকে চেয়ে নীতিগতভাবে প্রস্তুত ছিল। সম্মেলনের মেজবান দেশ পাকিস্তানের কূটনৈতিক স্বীকৃতি ছাড়া এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনেও বাংলাদেশের যোগদান করা সম্ভব ছিল না। এই কারণেই অন্য কোন একটি দেশে প্রস্তাবিত সম্মেলন অনুষ্ঠানের প্রস্তাব বাংলাদেশের তরফ থেকে দেয়া হয়েছিল। পাকিস্তান বাংলাদেশকে শর্তহীন স্বীকৃতি জানাবার পরে এই জটিলতা দূর হয়েছে। আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির সঙ্গে লাহোরে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে যোগদানের যেটুকু সম্পর্ক, তা এখানেই। প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলের লাহোর সম্মেলনে ত্বরিত যোগদান ঘটেছে, এই পটভূমিতে।

পাক-সরকার কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের বিষয়টি আমরা সত্য ও বাস্তবতার জয় হিসেবেই দেখছি। একে দেখছি আমরা বাংলাদেশের নৈতিক ও কূটনৈতিক বিজয় হিসেবে। পারস্পরিক স্বীকৃতির ফলে অচিরেই দু'দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হবে। এর মধ্য দিয়ে দু'দেশের সম্পর্ক স্বাভাবিক হয়ে উঠুক, বৈরিতার

বদলে গড়ে উঠুক সদ্ভাব ও সহযোগিতার সম্পর্ক-এটাই আমরা চাই। বাংলাদেশ সার্বভৌম সমমর্যাদার ভিত্তিতে শান্তি ও শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের নীতিতে বিশ্বাসী। এই নীতির ভিত্তিতে সমস্ত বিরোধীয় বিষয়ের মীমাংসা হোক আলাপ-আলোচনার মারফত, উপমহাদেশে স্থায়ী শান্তি ও সহযোগিতার ক্ষেত্র তৈরী হোক, এটাই আমাদের কাম্য। পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়ে এদিকে অতি প্রয়োজনীয় প্রথম পদক্ষেপটি নিয়েছে।

কিন্তু নিছক কূটনৈতিক স্বীকৃতি বা দূত-বিনিময়কেই শান্তির স্বার্থে যথেষ্ট মনে করা যায় না। এই উপমহাদেশের সকল জনগণের স্বার্থেই প্রয়োজন উত্তেজনা প্রশমন, বিরোধীয় বিষয়গুলোর সন্তোষজনক মীমাংসা এবং জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের উদ্দেশ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা। পাকিস্তানের স্বীকৃতিদানে মধ্য দিয়ে এ ব্যাপারে যে সম্ভাবনার সূচনা হয়েছে তাকে বাস্তবায়িত করতে হলে কূটবুদ্ধি নয়, চাই আন্তরিকতা ও সদিচ্ছা। উপমহাদেশের দুই শরিক বাংলাদেশ ও ভারত সদিচ্ছা ও আন্তরিকতার পরিচয় বারেবারেই দিয়ে এসেছে। এখন পাক-সরকারকেই প্রমাণ দিতে হবে তাঁরা বৈরিতার নীতি অপরিবর্তনীয়রূপে ত্যাগ করেছেন।৩৫

জাতিসংঘ:

১৯৭২ সালের ৮ আগস্ট বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভের জন্য আবেদন করে। ১৯৭২ সালের ২২ আগস্ট নিরাপত্তা পরিষদের নতুন সদস্যভুক্তি কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য দেশ জাতিসংঘে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তির পক্ষে অভিমত প্রদান করে। কিন্তু জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যভুক্তি স্থগিত রাখার জন্য চীন নিরাপত্তা পরিষদে একটি প্রস্তাব পেশ করে। ১৯৭২ সালের ২৫ আগস্ট বাংলাদেশ সময় ভোর রাতে জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যভুক্তির বিষয় নিয়ে নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে চীন বাংলাদেশবিরোধী অপতৎপরতা অব্যাহত রাখে। শুধু তাই না, বাংলাদেশ যাতে জাতিসংঘের সদস্য হতে না পারে সে জন্য ভেটো প্রদান করে চীন। ২৬ আগস্ট এই খবর সংবাদপত্রে গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়। চীনের ভেটোর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সব ক'টি সংবাদপত্রে সম্পাদকীয়ও প্রকাশিত হয়। এই সম্পাদকীয়গুলোতে জাতিসংঘে বাংলাদেশবিরোধী ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করা হয়।

সংবাদ-এ সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের ২৬ আগস্টে। সম্পাদকীয়তে সংবাদ মন্তব্য করে যে, যুক্তরাষ্ট্রের ভেটোর কারণে জাতিসংঘে চীনের অন্তর্ভুক্তি ২২ বছর দীর্ঘায়িত হয়েছে। চীন যুক্তরাষ্ট্রের এই নীতিরই অনুকরণ করছে। সংবাদ অভিযোগ করে যে, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দিয়ে

এবং বাংলাদেশের জাতিসংঘভুক্তির প্রস্তাবে ভেটো দিয়ে চীন উপমহাদেশের শান্তি ও সমঝোতা সৃষ্টির সকল প্রয়াসকে বাধাগ্রস্ত করছে এবং এই অঞ্চলের সব দেশকে অস্থির ও দুর্বল করে রাখার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। চীন তার একগুঁয়েমি সিদ্ধান্ত থেকে বের হয়ে আসবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয় এই সম্পাদকীয়তে। ‘চীনা ভেটো’ শিরোনামের এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

> নিরাপত্তা পরিষদের চীনা প্রতিনিধি অবশেষে সরকারীভাবে ঘোষণা করেছেন যে, বাংলাদেশের জাতিসংঘভুক্তি সংক্রান্ত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে চীন ভেটো দেবেই। চীনাদের এই সিদ্ধান্তের পূর্বলক্ষণ সবাই আগে টের পেয়েছিল। বাংলাদেশ তথা এই উপমহাদেশের শান্তি ও কল্যাণকামী ব্যক্তিমাত্রেই এতে দুঃখিত ও উদ্বেগ্ন হবেন। তবে নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করার চীনা নীতিতে পাকিস্তানী জঙ্গীমহল উৎসাহিত হলেও বাংলাদেশের আশাভঙ্গের কোন কারণ নেই। গৌরবময় সশস্ত্র জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা জাতিসংঘের সদস্যপদ পাওয়া না পাওয়ার উপর আদৌ নির্ভর করে না। সাড়ে সাত কোটি মানুষের আইন-সংগত প্রতিনিধিত্বকে ঠেকিয়ে রেখে শুধু জাতিসংঘের মূলনীতি ও সনদকেই অবমাননা করা হবে। তাই জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ যেমন বাংলাদেশের একটা মৌলিক অধিকার, তেমনি বাংলাদেশকে জাতিসংঘে অন্তর্ভুক্ত করাও বিশ্বসংস্থার প্রতি আস্থাশীল সব রাষ্ট্রের পবিত্র দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালনে বাধা দিয়ে চীন আজ কার্যতঃ জাতিসংঘের প্রতি তাদের নগ্ন অনাস্থাই প্রকাশ করছে বলতে হবে।
>
> বাংলাদেশের জাতিসংঘভুক্তির প্রস্তাবকে ভেটো দিয়ে বানচালের চীনা প্রচেষ্টাটি হুবহু গণচীনের প্রতি অনুসৃত চক্রান্তকারী মার্কিন নীতিরই কার্বন কপি। দীর্ঘ বাইশ বছর গণচীনের জাতিসংঘভুক্তির বিরুদ্ধে ভেটো দিয়ে ফস্টার ডালেস ও তার উত্তরসূরীরা এশিয়ায় যে উত্তেজনা সৃষ্টি ও আক্রমণাত্মক ভূমিকা পালন করে এসেছে, অদৃষ্টের পরিহাস হলেও আজ এশিয়ার আর একটি স্বাধীন রাষ্ট্র সেই গণচীনই বাংলাদেশের বিরুদ্ধে একই উদ্দেশ্যে ও একই পন্থায় ভেটোবাজির নীতি অনুসরণ করছে। ফস্টার ডালেসের প্রেতাত্মা যে চীনা নেতাদের কাঁধে কত পাকাপাকিভাবে চেপে বসেছে, এটা তার সর্বশেষ প্রমাণ।
>
> সাম্রাজ্যবাদ উপনিবেশবাদ বিরোধী জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের প্রতি চীনাদের কপট দরদের দৃষ্টান্ত আর একবার দুনিয়ার মানুষের কাছে উদঘাটিত হোল। কিসিঞ্জারের গোপন দূতালির মাধ্যমে চৌ-নিক্সন সমঝোতাটাও হোল চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেই একই অতিবিপ্লবী-প্রতিবিপ্লবী আঁতাতের চূড়ান্ত পরিণতি। বাংলাদেশের ন্যায়সংগত মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে ওই দুই পক্ষই একযোগে পাকিস্তানী গণহত্যাকারীদের পিছনে থেকে উপমহাদেশে অশান্তি ও আক্রমণাত্মক

> যুদ্ধের আগুন লাগায়, এখনও বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভেটো দিয়ে চীন এই অঞ্চলে পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক সমরবাদী মহলকে প্ররোচিত করে চলেছে। এটা অনাকাঙ্ক্ষিত হোলেও বাস্তব সত্য।
>
> জাতিসংঘের ১৩২টি সদস্যরাষ্ট্রের মধ্যে ৮৭টি রাষ্ট্র নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচ জাতি স্থায়ী সদস্যদের মধ্যে ৪টি জাতি এবং দুনিয়ার মোট জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ বাংলাদেশের প্রতি আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিয়েছে এবং তারা বাংলাদেশের জাতিসংঘভুক্তির প্রচেষ্টাকেও অভিনন্দন জানিয়েছে। বিশ্বজোড়া বাংলাদেশের পক্ষে এত সমর্থন থাকা সত্ত্বেও চীন কেন পাকিস্তানের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বাংলাদেশের জাতিসংঘভুক্তির বিরোধিতা করছে, সেটি বোঝা দরকার। চীনের বর্তমান নেতৃবর্গ নিজের দেশেই আজ চরম আত্মকলহ ও সংকটের আবর্তে নিমজ্জিত; আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও ক্রমে ক্রমে তাদের নীতির আন্তঃসারশূন্যতা সকলের কাছে ধরা পড়ে গেছে। এই অবস্থায় এশিয়ায় প্রভুত্ব বিস্তারের মাওবাদী উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের একমাত্র ভরসা হোল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের লালিত পালিত পাকিস্তানী জঙ্গী শাসকচক্র। বাংলাদেশ, ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে উস্কানি দিয়ে চীনা ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী আসলে নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থ অক্ষত রাখতে চাচ্ছে। আর চীনের এই মনোভাবকেই সাম্রাজ্যবাদী মহল পুরোপুরি কাজে লাগাচ্ছে। স্বাধীনতার পরও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি না দিয়ে, বাংলাদেশের জাতিসংঘভুক্তির প্রস্তাবকে ভেটো মেরে বাতিল করে, উপমহাদেশের শান্তি ও সমঝোতা সৃষ্টির প্রত্যেকটি প্রয়াসকে বাধা দিয়ে এবং বাংলাদেশের প্রকৃত শুভাকাঙ্ক্ষীদের বিরুদ্ধে অবিরাম কুৎসা প্রচার চালিয়ে চীন এই অঞ্চলের সব দেশকে অস্থির ও দুর্বল করে রাখার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। বলা বাহুল্য, চীনাদের সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হোলে প্রধানত সাম্রাজ্যবাদই লাভবান হবে অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদের উপরেই সমস্যাসঙ্কুল উপমহাদেশের নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পাবে। শান্তি ও স্বাধীনতাকামী মানুষ তাই আজ বাংলাদেশের জাতিসংঘভুক্তির বিরুদ্ধে চীনা ভেটোর সংবাদে অসন্তুষ্ট না হোয়েই পারে না। চীনের একগুঁয়েমি সিদ্ধান্ত আজ অন্ধ মাওবাদীদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনে সাহায্য করুক, সেটাই আমরা কামনা করি।[৩৬]

১৯৭২ সালের ২৭ আগস্ট দৈনিক বাংলায় চীনের ভেটো সম্পর্কিত একটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। সম্পাদকীয়তে দৈনিক বাংলা চীনের এই ভূমিকাকে জাতিসংঘের ইতিহাসে কলঙ্কজনক দৃষ্টান্ত অভিহিত করে। একই সঙ্গে দৈনিক বাংলা মন্তব্য করে যে, ন্যায় ও সত্যকে সাময়িকভাবে প্রতিহত করা গেলেও সম্ভব হলেও তা বেশি দিন স্তব্ধ করে রাখা যাবে না। এই অন্যায়ের কারণে চীন নিজেই নিঃসঙ্গ হয়ে পড়বে। এতে চীন বিশ্ববাসীর অশ্রদ্ধাই অর্জন করবে। সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: ‘চীনা ভেটো এবং বিশ্বজনমত’। সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

চীন শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ব্যবহার করলো তার ভেটোর শানানো অস্ত্র। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে সুদীর্ঘ বাইশ বছর চীনের পঁচাত্তর কোটি লোককে জাতিসংঘের বাইরে রেখেছিল, পিকিং সরকার আজ বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি লোকের বিরুদ্ধে হুবহু সেই ব্যবস্থাই নিলেন। চীনের এই ভূমিকা জাতিসংঘের ইতিহাসে স্থাপন করলো আরেকটি কলংকজনক দৃষ্টান্ত। ক্ষুদ্র দেশগুলোর স্বাধীনতা এবং বিশ্বের নির্যাতিত জনগোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষার নামে পিকিংয়ের নেতাগণ এতকাল যে গালভরা বুলি কপচিয়ে এসেছিলেন এই ঘটনা তার অন্ত:সারশূন্যতাকে নগ্নভাবে প্রকাশ করে দিল বিশ্ববাসীর সামনে। ভেটো দিয়ে চীন কেবল নিরাপত্তা পরিষদের রায়কেই অগ্রাহ্য করলো না, জাতিসংঘের ৮৭টি সদস্যরাষ্ট্রের ইচ্ছাকেও উড়িয়ে দিল এক তুড়িতে।

শুধুমাত্র ভেটোর বেড়াজাল দিয়ে বাংলাদেশকে আপাতত ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হলেও চীন তার নিজের ব্যর্থতা এবং নিঃসঙ্গতা ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি। নিরাপত্তা পরিষদের মোট সদস্য-রাষ্ট্রের সংখ্যা হলো পনেরো। এর মধ্যে এগারোটি সদস্য রাষ্ট্রই জাতিসংঘে বাংলাদেশের আসন লাভের প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছে। তিনটি আফ্রিকান দেশ - গিনি, সোমালিয়া এবং সুদান– বিরত ছিল ভোটদানে। বিপক্ষে ছিল কেবল চীনের একক ভোট। এতে প্রমাণিত হলো গোটা নিরাপত্তা পরিষদের রায় ছিল বাংলাদেশের অনুকূলে এবং চীন বাংলাদেশকে জাতিসংঘের বাইরে রাখার ব্যাপারে নিজের ভোট ছাড়া আর কারো ভোট পায়নি। ভেটোর অপপ্রয়োগ করে পিকিং কর্তৃপক্ষ বৃহৎ শক্তিসুলভ গোঁ বজায় রাখার চেষ্টা করলেও বিশ্বসংস্থায় তাদের নিঃসঙ্গতা উদঘাটিত হয়েছে বড় করুণভাবে।

বাংলাদেশ এবার জাতিসংঘের সদস্য হতে না পারলেও আমাদের হতাশ হওয়ার কিছুই নেই। কেননা নিরাপত্তা পরিষদের অধিকাংশ সদস্য-দেশ, জাতিসংঘের ৮৭টি সদস্য রাষ্ট্র এবং বিশ্বজনমত আমাদের পক্ষে। নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচটি স্থায়ী সদস্য-রাষ্ট্রের মধ্যে চারটি দেশ স্বীকার করে নিয়েছে আমাদের স্বাধীন সার্বভৌম সত্তাকে। ভারত, সোভিয়েট ইউনিয়ন, যুগোশ্লাভিয়া এবং বৃটেন বাংলাদেশের আসন লাভের পক্ষে নিরাপত্তা পরিষদে যে যৌথ প্রস্তাব তুলেছিল বিপুল ভোটাধিক্যে সে প্রস্তাব পাশ হওয়ায় বাংলাদেশের বিরাট বিজয় সূচিত হয়েছে। ভেটো ক্ষমতা না থাকলে চীনের সাধ্য ছিল না এ বিজয়কে রোধ করার। নিরাপত্তা পরিষদের আনুষ্ঠানিক ভোটাভুটিতে পরাজিত হওয়ার পরই পিকিং প্রতিনিধি হুয়াং হুয়া শেষ অবলম্বন হিসেবে ব্যবহার করেন ভেটো নামক অস্ত্রটি। জাতিসংঘের অনুসৃত রীতিকে সরাসরি উপেক্ষা করে সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে ভেটো ক্ষমতা ব্যবহার করেছে পিকিং। রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের মৌলিক তথা অন্তর্নিহিত গুণাবলীর ভিত্তিতেই গত দুই দশক থেকে পূর্ব ইউরোপীয় এবং

আফ্রো-এশিয়ার নতুন স্বাধীন দেশগুলো জাতিসংঘের সদস্য হয়েছে। বাহ্যিক কোনো প্রশ্ন এ ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। চীন বাংলাদেশের বিপক্ষে ভেটো দিয়ে বৃহৎ শক্তির সম্পর্ক এবং ক্ষমতা-দ্বন্দ্বের ভারসাম্যের ব্যাপারটাকে বড় করে তুলে ধরে বাহ্যিক প্রশ্নকেই জাতিসংঘের চার দেয়ালের ভেতরে টেনে নিয়ে এসেছে। একটি স্বাধীন ও সর্বভৌম রাষ্ট্রের বিশ্বসংস্থার সদস্য হওয়ার মৌলিক অধিকারকে খর্ব করেছে বাইরের কতগুলো অযৌক্তিক বিষয়ের বাহানা তুলে।

পাকিস্তানী যুদ্ধে-অপরাধীদের বিচারের প্রশ্ন এবং নিরাপত্তা পরিষদের গত ডিসেম্বরের প্রস্তাব জাতিসংঘে বাংলাদেশের আসন লাভের পক্ষে কোন অন্তরায় হিসেবে দাঁড়াতে পারে না। স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের প্রতি জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলোর স্বীকৃতির ফলে নিরাপত্তা পরিষদের ডিসেম্বর-প্রস্তাব অর্থহীন হয়ে পড়েছিল বহু আগেই। পাকিস্তানী যুদ্ধ অপরাধী বিচারের বিষয়টি পুরোপুরি একটি নৈতিক প্রশ্ন। যে সব অপরাধী বাংলাদেশে নির্বিচারে গণহত্যা এবং নারী নির্যাতন চালিয়েছিল, আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত জেনেভা কনভেনশনের বিধান অনুসারেই তাদের বিচারের কথা ঘোষণা করেছেন বাংলাদেশ সরকার। নরঘাতকদের বিচারের সঙ্গে জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্য হওয়ার কি সম্পর্ক থাকতে পারে তা একটি সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরও বোধগাম্য হবে না। একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের যোগ্যতা বিচারে এটি কোন ধরনের মাপকাঠি? যুক্তি, ন্যায় এবং জনমতের প্রতি সামান্যতম শ্রদ্ধা থাকলে চীন কিছুতেই এই বাজে অজুহাত তুলে বাংলাদেশের সামনে ভেটোর খাঁড়া ঝুলাতে পারতো না।

চীনের ভেটো ব্যবহারে আমরা অবাক হয়নি মোটেও। নিরাপত্তা পরিষদের আগের তিনটি বৈঠকেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল চীনের কর্তাব্যক্তিরা কিভাবে কোমর শক্ত করে তাদের পাকিস্তানী তাঁবেদারদের পক্ষে নেমেছেন। মি: ভুট্টো নিজেই একথা খোলাসা করে দিয়েছিলেন। চীনের বৈদেশিকনীতিতে এশীয় এবং গ্লোবাল স্ট্র্যাটেজিই এখন সর্বরোগের বটিকার ভূমিকা পালন করছে। ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোর স্বাধীনতা এবং স্বার্থের কথা সেখানে একটি বাহ্যিক প্রলেপ ছাড়া আর কিছুই নয়। পাকিস্তানকে হাতে রেখে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাজনীতিতে প্রবেশ পথ খোলা রাখার জন্য চীনা নেতারা পাকিস্তানী জল্লাদের বিনা বিচারে ফেরত দেয়ার জিগির তুলেছেন। এবং শেষ পর্যন্ত এরই বাহানায় ভেটো দিয়ে বাংলাদেশের পথ আটকেছে জাতিসংঘ।

একটি এশীয় দেশের বিরুদ্ধে আরেকটি এশীয় দেশের এই ভূমিকা কখনো বিস্মৃত হবে না এশীয় জনগণ। বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য হতে না পারায় আমাদের কোন ক্ষতি হয়নি। ক্ষতি যদি হয়ে থাকে তা হয়েছে জাতিসংঘের। বিশ্বের অষ্টম জনবহুল দেশকে বাইরে রাখলে দুর্বল হবে জাতিসংঘ এবং বিশ্বশান্তির অনুকূল শক্তি। নিরাপত্তা

পরিষদে আমাদের নৈতিক বিজয় হয়েছে। এর দ্বারা প্রমাণ হয়েছে ন্যায় ও সত্যকে সাময়িকভাবে প্রতিহত করা সম্ভব হলেও তার অপ্রতিরোধ্য শক্তিকে বেশী দিন স্তব্ধ করে রাখা যাবে না। আর অন্যায়কে যারা প্রশয় দেবে তারাই হয়ে পড়বে নিঃসঙ্গ। বিশ্ববাসীর অশ্রদ্ধাই জুটবে তাদের ভাগ্যে।[৩৭]

চীনের ভেটো সম্পর্কে একই দিন অর্থাৎ ১৯৭২ সালের ২৭ আগস্ট দৈনিক ইত্তেফাক একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয় যে, জাতিসংঘে অন্তর্ভুক্তির বিরুদ্ধে ভেটো দিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা যাবে না। জাতিসংঘে চীনের অন্তর্ভুক্তির বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের ভেটোর কথা চীনকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে সম্পাদকীয়তে আরো মন্তব্য করা হয়, যুক্তরাষ্ট্র যেমন জাতিসংঘে চীনের অন্তর্ভুক্তি রোধ করতে পারেনি, তেমনই চীনও জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্য পদ লাভ শেষ পর্যন্ত থামিয়ে রাখতে পারবে না। সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'চীনের ভেটো'। এতে লেখা হয়:

> জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভের জন্য বাংলাদেশের পক্ষে নিরাপত্তা পরিষদে যে চারজাতি প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল, চীন উহার বিপক্ষে ভেটো প্রয়োগ করিয়াছে। চীন কর্তৃক ভেটো প্রয়োগের দরুন বর্তমান বছরে বাংলাদেশের জাতিসংঘভুক্তির সম্ভাবনা লুপ্ত হইয়াছে।
>
> চীনের ভেটো কোন অভাবিত ঘটনা, তাহা বলা যায় না। পাকিস্তানের সহিত সুর মিলাইয়া চীন গোড়া হইতেই বাংলাদেশের বিপক্ষে মনগড়া কথাবার্তা চালাইয়া যাইতেছিল। জাতিসংঘে চীনের প্রতিনিধি মিঃ হুয়াং হুয়া নিরাপত্তা পরিষদের প্রথম অধিবেশনেই কোন রকম রাখ-ঢাক না করিয়া পাকিস্তানী বক্তব্যের ওকালতি করিয়াছেন। বিস্মিত হওয়ার কিছু নাই। পঁচিশে মার্চ একাত্তরের পর নৃশংস পাকিস্তানী বাহিনী বাংলাদেশে যে নির্বিচার গণহত্যা শুরু করিয়াছিল, আদর্শভিত্তিক প্রলেতারিয়েত রাষ্ট্র বলিয়া দাবী করিলেও চীন ইতিহাসে নজিরহীন সেই গণহত্যার বিপক্ষে টু শব্দটিও করে নাই। পরন্তু , যাহারা গণহত্যা, সম্পত্তি লুণ্ঠন, নারীধর্ষণ ও নির্বিচার ধ্বংসলীলা চালাইতে ছিল বাংলাদেশে, সেই পাকিস্তানী পশুশক্তিকে চীন অস্ত্র ও মনোবল যোগাইয়া সাহায্য-সহযোগিতা করিয়াছে। চৈনিক প্রলেতারিয়েত আদর্শের সেই 'বিখ্যাত লাল পুস্তক' টিতে গণমুক্তি আন্দোলন ও বিপ্লব সম্পর্কে কি লেখা হইয়াছে, তাহা বিবেচ্য বিষয় ছিল না চীনের কাছে। উপকথার চীন ড্রাগনের বিষ-নি:শ্বাসে যে অপশক্তির প্রকটতা দেখা যাইত, উহার খানিক নমুনা চীন দেখাইয়াছে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে। প্রথমত: বাংলাদেশের হানাদার বাহিনী দ্বারা সংঘটিত গণহত্যা ও ধ্বংসলীলার সময়ে, দ্বিতীয়ত:, বাংলাদেশের জাতিসংঘ সদস্যপদ লাভের মুহূর্তে। এই দুই ক্ষেত্রেই চীনের কাছে যাহা আশা করা হইয়াছিল, চীন সেই আদর্শভিত্তিক বক্তব্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইতে চরমভাবে ব্যর্থ হইয়াছে, পরন্তু দিয়াছে উপকথার চীন ড্রাগনের ছোবল। স্বাধীনতা লাভের নয় মাস অতিবাহিত হওয়ার পর ইতিমধ্যে চারিটি বৃহৎ শক্তিসহ বিশ্বের ৮৬টি রাষ্ট্র বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব স্বীকার করিয়া নিয়াছে, কমনওয়েলথ সদস্যপদে বৃত করা হইয়াছে বাংলাদেশকে। যে যোগ্যতা ও বিচার-বিবেচনা দ্বারা কোন নবজাত রাষ্ট্রের জাতিসংঘভুক্তির যথার্থতা যাচাই করার বিধান রহিয়াছে, বাংলাদেশ উহার সব কয়টিরই অধিকারী হইয়াছে। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের ১৪-সদস্যবিশিষ্ট পরিষদের ১১ সদস্যর সমর্থনও রহিয়াছে বাংলাদেশের পক্ষে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত চীন বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তার নিজস্ব যুক্তি বিবেচনাকেই বড় করিয়া দেখিয়াছে।
>
> কিন্তু চীনের এই ভেটো রাজনীতির অপশক্তি দিয়া নবজাত রাষ্ট্র বাংলাদেশের বাস্তবতাকে অস্বীকার করা যাইবে না। চীনের অন্তত বিশ্বাস করা উচিত, আমেরিকান ভেটো রাজনীতিও শেষ পর্যন্ত চীনের জাতিসংঘভুক্তি রোধ করিতে পারে নাই। বাংলাদেশও আজ বিশ্বের বুকে সেই জাগ্রত সত্য, সেই বাস্তবতা।[৩৮]

বাংলাদেশ অবজারভারও চীনের সম্পর্কে ১৯৭২ সালের ২৭ আগস্ট একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এই সম্পদকীয়তে মন্তব্য করা হয়, চীন জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যভুক্তির বিরুদ্ধে ভেটো প্রদানের মাধ্যমে তার নিজের ভাবমূর্তিকে কলঙ্কিত করেছে। চীনের এই সিদ্ধান্তকে ভুল অভিহিত করে এজন্য হতাশা ব্যক্ত করে বাংলাদেশ অবজারভার। 'Sad Veto' শিরোনামের এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

> Apparently self-propelled to a spurious victory, in itself most inconsequential and hardly in taste, China has in truth tarnished her own fair image when she cast her first veto in the Security Council to block the admission of Bangladesh to the world Body. For a beginning, it has not been a happy deal.
>
> The Day of Judgment is yet to arrive. A time may come when her own children might find a reason to ask, and reckon the hour of guillotine as the Sad Day for the Nation. The future may not take so easy the sacrifice of the great socialist and humanitarian ideals built on the toils of millions for so small a cause and so shabbily thrown away for whatever reason, intemperance or wounded vanity of one or two or more at the helm of the country.
>
> And already all progressive people of the world, irrespective of countries, colours and blocs, are sorely grieved at the eclipse of an ideal to which China had so long sworn

allegiance in no uncertain terms from every platform and trumpeted on the air and paper. China knew and had her moments of qualms. The last moment behind-the-scenes lobbying in the Security corridors by China and her friends for a proposed adjournment of the Four-Power draft for admission betrayed the concern to save her face by obviating the need for using the veto against a country belonging to the Third World.

What Bangladesh has got for the raw deal does not in the least compare for ills with the Chinese loss. The veto might at the worst keep Bangladesh on waiting for a while, but not for good, as Peking must know best on her own.

Certainly, China could not be an expert beyond her own experience and expect anything more bitter for us. Time will redeem our temporary setback and reach us at end to our legitimate place in the United Nations. But today or tomorrow, China will be called to the Court of History to explain for the obloquy which may prove hard to wash with time.

Even so, in all fairness to a great nation, we do not gloat over the dismal isolation of China in the World Body, nay, in the whole world, over her obstructionist deed and decode the reason behind if it is playing the Power game or being made a pawn in another's game to debunk her good name. Even so, we do not call in question the intrinsic greatness of that big country to remember that it is only the small who are really happy to be vain and that pettiness shows in even when it is pretty to be vain. Even so, we do not accuse her of so strangely picking the brain of another who had indeed made her suffer once in the same manner and for the same cause and take the same example to block Bangladesh in the way she was herself blocked for years. Nor do we express our disgust at the futility of going on a jaunt in reverse gear and starting a dance after the war is over because Bangladesh has paid for all that the harder way by sacrifice of millions of her precious children.

We are only sad and disenchanted. There must be something amiss in the present state of China to cause this eclipse of vision and views and a consequent crisis of confidence to breed mistrust and unhappiness. But China must be above some small misunderstanding and the mist will surely pass.[৩৯]

১৯৭৪ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত হয়। জাতিসংঘে অন্তর্ভুক্তির বিষয় নিয়ে ১৮ সেপ্টেম্বর একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে বাংলাদেশ অবজারভার। সম্পাদকীয়তে বাংলাদেশ অবজারভার

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে সর্বসম্মত ভোটে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত হওয়ায় সদস্য রাষ্ট্রগুলোর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। সম্পাদকীয়তে এই অর্জনের জন্য বাংলাদেশ অবজারভার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অসাধারণ নেতৃত্বের কথা স্মরণ করে। সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: ‘Bangladesh Enters UN’. এতে লেখা হয়:

> Bangladesh becomes from today the one hundred thirtysixth member of the United Nations. Her entry into the world body was a foregone conclusion-and that was based on the support and sympathy the cause of Bangladesh's membership of the UN received from the General Assembly and the Security Council. The goodwill of the U.N. nations has been persistent and the question of Bangladesh's membership was revived about the middle of 1974 and the Security Council in its 1776^{th} resolution unanimously recommended the membership of Bangladesh to the world body.
>
> Yesterday at the 29^{th} session of UN General Assembly by unanimous votes the admission of Bangladesh to UNO was obtained. It is an honour for which we are grateful. It is also a responsibility of which we are keenly conscious. It is an extension of our stance from the local to international dimensions with larger demands placed on us as a full-fledged member of the largest international body.
>
> It should not, we hope, sound egotistic to say that Bangladesh under the remarkable leadership of Bangobandhu Sheikh Mujibur Rahman has struggled enough to earn this honour and qualified herself fully for it by her conduct of international relations ever since independence. Both in the subcontinent and outside in the international world her stock began rising and her role for promoting peace and understanding began to be increasingly appreciated. That our foreign policy which the Bangladesh foreign Minister has just reiterated at the UN session is based on friendship with all and malice to none has been consistently demonstrated both in the subcontinent and abroad. Perhaps the most convincing proof of our noble intentions and pursuit of peace and understanding is Bangladesh's magnanimous gesture to Pakistan. The tripartite agreement in Delhi and the clemency to war prisoners as well as the persistent endeavour at normalisation of relations in the subcontinent must have impressed the international community enough to lend unstinted support to her case at the UNO. And that certainly has been in line with UN philosophy of

international peace and understanding to which it may be fairly claimed Bangladesh had been making substantial contribution even before she was formally admitted to UN. And this record of actions and relations scrupulously maintained had also earned membership of almost all the specialised agencies of the UN and the recognition to date of one hundred twentysix nations of the world.

We are acutely aware that our broadened status has not only saddled us with new and delicate responsibilities which we pledge to discharge most scrupulously, it has also offered and opportunity and made it easier for us by doing so to play our role in the larger international area more effectively to help consolidate and boraden the basis of international peace and goodwill and strengthening the philosophy of peaceful co-existence among the nations of the world. [৪০]

পরদিন ১৯৭৪ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর দৈনিক বাংলা, দৈনিক ইত্তেফাক, সংবাদ-এ এই প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশ অবজারভারও এদিন বাংলাদেশের জাতিসংঘভুক্তির বিষয় নিয়ে আরেকটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে।

সদস্যভুক্তির ব্যাপারে সমর্থনকারীর সব দেশের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে দৈনিক বাংলা সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করে যে, জাতিসংঘে বাংলাদেশের আসন লাভ একথাই প্রমাণ করলো, সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠাকে বিলম্বিত করা গেলেও থামিয়ে রাখা যায় না। জাতির এই মর্যাদা অর্জনকে ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ অভিহিত করে দৈনিক বাংলা এজন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদানকে গুরুত্বের সঙ্গে স্মরণ করে। 'ঐতিহাসিক বিজয়' শিরোনামের এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

অবশেষে ঐতিহাসিক সেই বিজয়ের সংবাদ এলো। জাতিসংঘে প্রাপ্য মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হলো বাংলাদেশ। সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর সার্বভৌম সমতার অধিকার অকুণ্ঠ স্বীকৃতি পেলো বিশ্বসমাজে। তেত্রিশ মাসের সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার আজ অবসান। বুধবার প্রত্যুষ্যে সাধারণ পরিষদের সর্বসম্মত ভোটে বিশ্বসংস্থার একশ' ছত্রিশতম সদস্যের আসন পেলাম আমরা। তুমুল করতালি এবং হর্ষধ্বনির মধ্য দিয়ে জাতিসংঘ সভাকক্ষে প্রবেশ করলেন বাংলাদেশের প্রতিনিধিদল। এই প্রবেশ বিশ্বসভায় আমাদের বীরোচিত প্রবেশ। এই লগ্নটি গরীয়ান আমাদের সংগ্রাম এবং স্বাধীনতার পরম চরিতার্থতায়। বাঙালী জাতি তার হাজার বছরের ইতিহাসে এই প্রথম দুনিয়ার দরবারে দূত হলো স্বাধীন-সার্বভৌম একটি জাতির পরিপূর্ণ মর্যাদার। রাজনৈতিক তাৎপর্য এবং ঐতিহাসিকতা দুদিক থেকেই অসামান্য এ ঘটনার গুরুত্ব।

গৌরবের এ সূর্যকে যাঁরা ছিনিয়ে আনলেন বুকের রক্ত ঝরিয়ে, স্বাধীনতার সেই মহান সৈনিকদের কেউ উপস্থিত নেই আজ আমাদের সামনে। ত্রিশ লাখ শহীদ শায়িত সংগ্রামের বেদীতলে। কিন্তু তাদের ত্যাগ, তাঁদের দেশপ্রেম প্রতি মুহূর্তে জাগ্রত এই দেশের অস্তিত্বে, তাঁর চেতনায় এবং স্বাধীন সত্তায়। বিশ্বসভায় বাংলাদেশের অভিষেকের এ আনন্দময় লগ্নে তাঁরা কেউ সামনে না থাকলেও এর সব সম্মান তাঁদেরই প্রাপ্য। তাঁদের জীবনের মূল্যে আমরা বাস করছি স্বাধীনতায়। তাঁদের অবদান আমাদের দিয়েছে একটি মুক্ত আকাশ এবং একটি আপন ভুবন। তাঁরা যে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন বাঙালী জাতিকে, যে অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে তাকে উজ্জ্বল এবং আলোকিত করেছেন, তার কল্যাণেই বিশ্বসমাজ বাধ্য হয়েছে আমাদের বরণ করে নিতে। ঐতিহাসিক এই বিজয়ের দিনে স্বাধীনতার এই মহান সংগ্রামীদের আমরা স্মরণ করি অবনত মস্তকে। তাঁদের ঋণ জাতি শুধতে পারবে না কখনো।

জাতিসংঘের দুয়ার আমাদের জন্যে অবারিত থাকার কথা ছিল আরো অনেক আগে। স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছে পৌনে তিন বছর হলো। উপমহাদেশের এই রাজনৈতিক বাস্তবতাকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন জাতিসংঘের প্রায় সব সদস্যরাষ্ট্র। বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, খাদ্য ও কৃষি সংস্থা এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠনসহ এই প্রতিষ্ঠানের বেশীর ভাগ গুরুত্বপূর্ণ শাখায় স্বীকৃতি পেয়েছিল বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব। এদিকে জোটনিরপেক্ষ রাষ্ট্রপুঞ্জ, কমনওয়েলথ এবং ইসলামী ঐক্যজোটেও সক্রিয় ভূমিকা পালনের সুযোগ লাভ করি আমরা। স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রভাব সুবিস্তৃত হলেও এতগুলি মাস জাতিসংঘের সদর দরজার বাইরে থাকতে হলো আমাদের। এই বিশ্ব প্রতিষ্ঠানে পূর্ণাঙ্গ সদস্য হতে পরিনি আমরা এতদিন। অথচ আমরা জাতিসংঘ সনদ, বিশ্বশান্তি, আন্তর্জাতিক মৈত্রী ও জোটনিরপেক্ষতার নীতির প্রতি একেবারে প্রথম থেকে অবিমিশ্র আনুগত্য প্রকাশ করে এসেছি। প্রতিবেশী একটি দেশের অনভিপ্রেত প্রতিকূলতার জন্যেই বিশ্বসংস্থায় আমাদের প্রবেশ এতটা বিলম্বিত হয়। কিন্তু যা ন্যায় এবং সত্য, তাকে বেশীদিন দোরগোড়ার বাইরে রাখা যায় না। তার জয় অবধারিত। জাতিসংঘে বাংলাদেশের আসন লাভ একথাই নতুন করে প্রমাণ করলো।

আন্তর্জাতিক মৈত্রী, সবদেশের সঙ্গে সহযোগিতা, বিশ্বশান্তি এবং জোটনিরপেক্ষতা বাংলাদেশের ঘোষিত নীতি। জাতিসংঘের পূর্ণাঙ্গ সদস্য হওয়ায় এই নীতির বাস্তবায়নে এখন থেকে আরো সক্রিয় ভূমিকা পালনের সুযোগ পাবো আমরা। আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ কামাল হোসেন সাধারণ পরিষদে প্রথম ভাষণ দিতে উঠে এই আশ্বাসই

রেখেছেন সদস্য দেশগুলির সামনে। উপমহাদেশে স্বাভাবিক সম্পর্ক এবং শান্তির অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অগ্রবর্তী ভূমিকা এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য দাবী রাখে। দিল্লী চুক্তি ভারত-পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের মধ্যে শুধু সংলাপের ক্ষেত্রই বিস্তৃত করেনি, শান্তির শক্তিকেও জোরদার করছে ক্রমশ। আমাদের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছেন। বাংলাদেশের জাতিসংঘভুক্তিতে শান্তি ও সহযোগিতার যে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হলো, আমরা আশা করবো আমাদের বৃহৎ প্রতিবেশী দেশ চীনসহ অন্য সকল প্রতিবেশী এর সুফলকে এ অঞ্চলের কোটি কোটি মানুষের স্বার্থে কাজে লাগাতে ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী হবেন।

বাংলাদেশের জাতিসংঘভুক্তি বিশ্বের নিগৃহীত দেশগুলির মুক্তিসংগ্রাম এবং শান্তির শক্তিকে নিঃসন্দেহে আরো বলশালী করবে। একথা ধ্বনিত হয়েছে বহু শান্তিবাদী বন্ধুদেশের প্রতিনিধিদের কণ্ঠে। গিনি-বিসাউ এবং গ্রেনাডা একদিনে বাংলাদেশের সঙ্গে আসন পেলো জাতিসংঘে। এ দুটি দেশও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীন হয়েছে। যে সব দেশ জাতিসংঘের ভেতরে এবং বাইরে আমাদের ন্যায্য অধিকারকে সমর্থন দিয়েছেন তাদের সকলের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। ভবিষ্যৎ যাত্রাপথে আমরা বিশ্বসংস্থার সকল সদস্য রাষ্ট্রের সহযোগিতা পাবো এ বিশ্বাস রাখছি।[৪১]

১৯৭৪ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে দৈনিক ইত্তেফাক মন্তব্য করে যে, জাতিসংঘের সদস্য পদ অর্জন বাংলাদেশের জন্য শুধু গৌরব ও আনন্দের বিষয় নয়, একই সঙ্গে তা মর্যাদারও ব্যাপার। এর মাধ্যমে বাংলাদেশের দায়িত্বও বেড়ে গেছে। অবশেষে চীনের সম্মতিতেই বাংলাদেশ জাতিসংঘভুক্ত হলেও সম্পাদকীয়তে দৈনিক ইত্তেফাক স্মরণ করিয়ে দেয় যে, চীন এখনো স্বাধীন সর্বভৌম দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি প্রদান করেনি। তবে দৈনিক ইত্তেফাক আশা প্রকাশ করে যে, জাতিসংঘে সদস্যভুক্ত হওয়ার পর চীনের স্বীকৃতি অর্জনের পথ সুগম হবে। সম্পাদকীয়টির শিরোনাম ছিল: 'জাতিসংঘে বাংলাদেশ'। এতে লেখা হয়:

> বাংলাদেশ জাতিসংঘে তাহার আসন লাভ করিয়াছে। ১৭ই সেপ্টেম্বর রাত ৩টা ১৫ মিনিটে বাংলাদেশের জাতিসংঘভুক্তি সম্পন্ন হয়। প্রকাশ, পাকিস্তানসহ বিশ্বের ছোট-বড় ৫৬টি দেশ একযোগে বাংলাদেশের জাতিসংঘভুক্তির প্রস্তাব উত্থাপন করে। প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং বাংলাদেশ জাতিসংঘের ১৩৬তম সদস্য রাষ্ট্রে পরিণত হয়। সংবাদ সংস্থা জানাইয়াছেন, বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ কামাল হোসেন জাতিসংঘ মঞ্চে দাঁড়াইয়া এই ঐতিহাসিক ঘটনার জন্য সমবেত সদস্য-রাষ্ট্রের অভিনন্দন গ্রহণ করেন এবং বক্তৃতা দেন।

বিগত জুন মাসেই নিরাপত্তা পরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে জাতিসংঘে বাংলাদেশভুক্তির প্রস্তাব পাস করিয়াছিল। তবুও সাধারণ পরিষদের এই অধিবেশনে সদস্য হিসাবে আনুষ্ঠানিক অন্তর্ভুক্তির একটা আলাদা গুরুত্ব ও তাৎপর্য রহিয়াছে। নিরাপত্তা পরিষদ পঞ্চ বৃহৎশক্তির ভেটো পাওয়ার নিরীক্ষার ক্ষেত্র। বাংলাদেশের প্রশ্নেও চীনের সে ধরনের নিরীক্ষা লক্ষ্য করা গিয়াছে। যাহা হোক, শেষে চীনের সুমতি ফিরিয়াছে। এবং চীনের সম্মতিক্রমেই সেদিন নিরাপত্তা পরিষদে জাতিসংঘে বাংলাদেশভুক্তির প্রস্তাব পাস হইয়াছে। এ যাবৎ ১২৬টি দেশ বাংলাদেশকে মান্যতা দিয়াছে। তাহাদের সকলের শুভেচ্ছা লইয়াই বাংলাদেশ অপর দুইটি রাষ্ট্র গিনিবিসাউ ও গ্রেনাডার সহিত একই দিনে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব এতকাল পরে সত্য সত্যই বিশ্ববাসী কর্তৃক একযোগে স্বীকৃত ও অভিনন্দিত হইল। এখনও চীনসহ যে দুই-একটি দেশ বাংলাদেশকে মান্যতা প্রদান করে নাই, আশা করা যায়, অতঃপর তাহাদের স্বীকৃতিও ত্বরান্বিত হইবে।

জাতিসংঘের সদস্যপদলাভের বিষয়টি বাংলাদেশের জন্য শুধু আনন্দের বিষয় নয়; বিরাট এক মর্যাদার বিষয়ও বটে। এই মর্যাদা এই গৌরব অলক্ষ্যে বাংলাদেশের দায়িত্বের তালিকাও ভারী করিয়া তুলিয়াছে। জাতিসংঘের সর্বজনস্বীকৃত সনদ ঘরে ও বাহিরে সমভাবে কার্যকর করার গুরুদায়িত্ব এখন বাংলাদেশ নিজের স্কন্ধে গ্রহণ করিয়াছে। বাকী ১৩৫টি দেশের সহিত এই গুরুদায়িত্ব বাংলাদেশকে যথাযথ যোগ্যতা ও দক্ষতার সহিত পালন করিয়া যাইতে হইবে।

বিবেকের নিকট যাহা সত্য, শান্তির স্বার্থে যাহা কাম্য, উহার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপনে যেমন বাংলাদেশকে আগাইয়া যাইতে হইবে, তেমনি যেখানে যাহা কিছু অন্যায়, অবিচার, জুলুম ও নির্যাতন রহিয়াছে, রহিয়াছে পরাধীনতা, ক্ষুধা, দারিদ্র ও ঔপনিবেশিক চক্রান্ত -সে সবের প্রতি সমভাবেই নিন্দা ও ধিক্কার উচ্চারণ করিতে হইবে। কাহারও মুখ চাহিয়া নহে, পাছে কেহ কিছু ভাবিয়া বসে, তাহা মনে করিয়া নহে, বরং গোটা বিশ্বের স্থায়ী শান্তির স্বার্থে সত্যকে সত্য ও মিথ্যাকে মিথ্যা বলিতে হইবে। যেখানে যেভাবে পারা যায় বিশ্ব শান্তিকে নির্মিত করিতে হইবে। বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠার সংগ্রামী ইতিহাস যাঁহারা জানেন, তাঁহারা বাংলাদেশের এই সত্যনিষ্ঠ, নিরপেক্ষ এবং সর্বপর্যায়ে শান্তিবাদী ভূমিকাই কামনা করেন। জাতিসংঘ গোটা বিশ্বের সমুদয় রাষ্ট্রের সম্মিলিত প্রয়াসের ফলশ্রুতি। যত ক্ষুদ্রই হউক, বাংলাদেশের সেই নিরপেক্ষ ও শান্তিবাদী প্রয়াস উহার সহিত যুক্ত করা হইবে এবং বিশ্বের কোটি কোটি শান্তিকামী মানুষের সুখী-সুন্দর বিশ্ব গঠনের স্বপ্ন বাস্তবায়নের কাজকে ত্বরান্বিত করিতে কোন দ্বিধা করা হইবে না, আন্তরিকভাবে এই কামনাই আমরা করিতেছি।[৪২]

বাংলাদেশের জাতিসংঘভুক্তি উপলক্ষে ১৯৭৪ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে সংবাদ আনন্দ-উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে এবং মন্তব্য করে যে, এটা সত্য ও ন্যায়ের জয়। জাতিসংঘের সদস্য হওয়ার ব্যাপারে সহযোগী বন্ধুরাষ্ট্র সমূহের ভূমিকার কথা স্মরণ করা হয় সম্পাদকীয়তে এবং তাদের অভিনন্দন জানানো হয়। 'জাতিসংঘে বাংলাদেশ, জয় বাংলা' শিরোনামের এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

> আমাদের বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ পেয়েছে। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব কামাল হোসেন আনুষ্ঠানিকভাবে সদস্যপদভুক্তির অভিনন্দন গ্রহণ করেছেন। আমরা বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ আজ আনন্দে উৎফুল্ল। আমাদের অন্তরঢালা অভিনন্দন বিশ্বব্যাপী বন্ধু সহযোগীদের প্রতি। তাঁদের উদ্যোগে এবং সমর্থনে আমরা পেলাম জাতিসংঘে প্রাপ্য আসন। তাঁরাও আজ বাংলাদেশবাসীর আনন্দে শরিক।
>
> জাতিসংঘে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তি বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণকে দিয়েছে জয়ের আনন্দ। সত্যের জয়, ন্যায়ের জয়, সত্য ও ন্যায়ের জন্য দৃঢ়তার জয়। এই জয়ের আনন্দে আমরা শরিক করে নিচ্ছি বিশ্বব্যাপী সহযোগী বন্ধুদের। বিশ্ববাসীর সঙ্গে মিলে শোষণমুক্ত পৃথিবী গড়ে তোলার জন্য আমাদের যে আকাংক্ষা ও প্রতিজ্ঞা, তাকে বাস্তবায়িত করার পথে জাতিসংঘে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তি একটা তোরণদ্বার উন্মোচিত করেছে। সদস্যপদের মর্যাদার সঙ্গে আমরা পেয়েছি দায়িত্ব। জাতিসংঘের সনদ পালন করার ব্যাপারে বিশ্ববাসীর দায়িত্বের আমরা অংশীদার হলাম আনুষ্ঠানিকভাবেও। বিশ্ববাসীর কাছে আমাদের ঘোষণা, আমরা এই সার্বিক দায়িত্ব পালনে সজাগ ও সচেতন থাকবো।
>
> আজ মাতৃভূমি স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রের এই জয়ের আনন্দ এবং দায়িত্ব-চেতনা আমাদের আন্তর্জাতিক সংযোগে, নিরপেক্ষ স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতির বিশ্বব্যাপী প্রয়োগে একটা নতুনতর প্রাণ তরঙ্গ আনবে। এই প্রাণ তরঙ্গের স্পর্শ আমরা অনুভব করছি নতুন করে। আমাদের দেশে যে হাজার দুরূহ সমস্যা জমা সেগুলোকে আজ আর ভার বলে মনে হচ্ছে না এই প্রাণ তরঙ্গের ছোঁয়ায়। স্বাধীনতার পরে যে জয়ের শক্তি নিয়ে আমরা স্বাধীনতা-উত্তর সংকটের বিরুদ্ধে লড়ছি, সেই শক্তি আজকের নবলব্ধ জয়ে দেশবাসীর মনে সঞ্চারিত করলো অপরিমেয় উৎসাহ। আশাবাদ পেলো নব-উদ্দীপনা। এই আশাবাদ যে দৃঢ় বাস্তব ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে, তার একটা প্রমাণ জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যপদভুক্তি। আমাদের জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক কর্মসূচীর প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে আমরা জয়মালা অর্জন করবো অতি অবশ্যই। আমরা সমস্ত সংকট ও প্রতিবন্ধকতা অবশ্যই অতিক্রম

> করতে পারবো। আজ এই জয়ের আনন্দের দায়িত্ববোধের দিনে আমরা স্মরণ করবো আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম তথা মুক্তিযুদ্ধের লাখ লাখ শহীদদের। শহীদদের রক্ত যে বৃথা যেতে পারে না, সেই অমোঘ সত্য জাতিসংঘে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেল। স্বাধীন বাংলাদেশের লাল সূর্য খচিত সবুজ পতাকা এখন থেকে জাতিসংঘের সকল সমাবেশ মঞ্চে শোভা পাবে। মুক্তিযোদ্ধারা যে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেছিলেন ১৯৭১ সালে, যে পতাকাকে নিয়ে স্বাধীনতাকে জয়ী করেছিলেন বুকের রক্ত ঢেলে, তা আজ যখন জাতিসংঘে উন্মোচিত তখন সেখানে বাংলাদেশের জন্য অভিনন্দন, বাংলাদেশের সকল মুক্তি সংগ্রামীদের জন্য অভিনন্দন।
>
> জাতিসংঘে বাংলাদেশ আসন পাবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরই মতো সদ্য স্বাধীন যে দু'টি দেশ জাতিসংঘে আসন পেয়েছে, সেই গিনি-বিসাউ এবং ল্যাটিন আমেরিকার গ্রানাডার অধিবাসীদের প্রতি বাংলাদেশের অন্তরঢালা ভ্রার্তৃত্বমূলক অভিনন্দন। এই দু'টি দেশের অধিবাসীদের আনন্দে এবং দায়িত্বে আমাদের আনন্দ। এই দু'টি দেশের জন্য বিশ্ববাসীর আনন্দে আমরা শরিক।[৪৩]

১৯৭৪ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে বাংলাদেশ অবজারভার মন্তব্য করে, জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যভুক্তির বিষয়টি বাঙালি জাতির জন্য ঐতিহাসিক অর্জন এবং এই অর্জনের মুহূর্তটি অবশ্যই স্মরণীয়। সম্পাদকীয়তে বলা হয়, নতুন জাতি হিসেবে বাংলাদেশ সার্বজনীন শান্তি ও সহযোগিতার জন্য জাতিসংঘ সনদের আদর্শের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল। বাংলাদেশ অবজারভার আশা প্রকাশ করে, বাংলাদেশ এই অঙ্গীকারে অটল থাকবে। 'Mnemonic Hour' শিরোনামের এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়:

> Justified pride and a sense of shared feeling sanctify the hour as Bangladesh takes her rightful place among the comity of nations. Memorable in a nation's history, such moments are at once mnemonic and full of pledge. The happy occasion recalls the sacrifice in blood and tears made for the great achievement. The past is vindicated, but the past asserts with its sad void for fulfilment in the future pledge. The holy hour holds a wound in its heart in redemption of eager pains suffered in the fight.
>
> Bangobandhu Sheikh Mujibur Rahman, while expressing his happiness over the admission of Bangladesh to the United Nations, recalls with a grateful heart the martyrs who made supreme sacrifices for the freedom and sovereign status of Bangladesh. Those were the heroic freedom fighters who laid down their lives for the liberation of the motherland and

million others of our countrymen who suffered untold miseries for the attainment of this goal of independence. They crowd in mind at this glorious hour in fulfilment of their dream, and they are the first Bangobandhu remembers. And the nation joins the leader in grateful remembrance.

Also from the first hour of the nation's birth, many were the friendly countries and their sympathetic leaders who stood by Bangladesh. That was an hour of dire distress and national hardship after a difficult birth through a cruel war. But for their active sympathy and humane considerations, the sufferings of Bangladesh going through fire and calamities of subsequent floods would have been manifold in miseries and magnitude. Those were also the friendly nations who helped us to our rightful place in the sun and today in the comity of world nations. To them and to all members of the United Nations, who had unanimously accepted Bangladesh in the world Body, Bangobandhu expressed his sincere feeling of gratefulness.

Placed among the world nations, Bangladesh represents the victory of the forces of national liberation and aspirations of the resurging nations towards the establishment of an international order based on peace and justice embodied in the principles and policy of the United Nations. The Constitution of the new nation was from the beginning committed to the ideals of the UN charter for universal peace and co-operation as an article of duty and commitment. Bangladesh stands firm in the sacred pledge.[88]

■■■

তথ্যসূত্র:

১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৬ ডিসেম্বর ১৯৭১, পৃ. ২
২. *দৈনিক বাংলা*, ১৩ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ৫
৩. *দৈনিক বাংলা*, ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ৫
৪. *সংবাদ*, ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ৪
৫. *সংবাদ*, ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ৪
৬. *দৈনিক বাংলা*, ১০ জুলাই ১৯৭২, পৃ. ৫
৭. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১০ জুলাই ১৯৭২, পৃ. ২
৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩১ মার্চ ১৯৭৩, পৃ. ২
৯. *দৈনিক বাংলা*, ১৫ জুলাই ১৯৭৩, পৃ. ৫
১০. *দৈনিক বাংলা*, ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩, পৃ. ৫
১১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৮ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ২
১২. *দৈনিক বাংলা*, ১৯ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ৫
১৩. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৮ আগস্ট ১৯৭৫, পৃ. ৫
১৪. *দৈনিক বাংলা*, ২৬ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ৫
১৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৬ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ৫
১৬. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২৬ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ৫
১৭. *সংবাদ*, ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ৪
১৮. *দৈনিক বাংলা*, ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ৫
১৯. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ২
২০. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ৫
২১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ২
২২. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৬ এপ্রিল ১৯৭২,পৃ. ২
২৩. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৭ এপ্রিল ১৯৭২, পৃ. ৫
২৪. *দৈনিক বাংলা*, ৮ এপ্রিল ১৯৭২, পৃ. ৫
২৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫, পৃ. ২
২৬. *সংবাদ*, ২ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫, পৃ. ৪
২৭. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫, পৃ. ৫
২৮. *দৈনিক বাংলা*, ২ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫, পৃ. ৫
২৯. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ৩০ জানুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ৫
৩০. *দৈনিক বাংলা*, ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭২, পৃ. ৫
৩১. *দৈনিক বাংলা*, ৭ এপ্রিল ১৯৭৩, পৃ. ৫
৩২. *দৈনিক বাংলা*, ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, পৃ. ৫
৩৩. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, পৃ. ৫
৩৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, পৃ. ২
৩৫. *সংবাদ*, ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, পৃ. ৪
৩৬. *সংবাদ*, ২৬ আগস্ট ১৯৭২, পৃ. ৪
৩৭. *দৈনিক বাংলা*, ২৭ আগস্ট ১৯৭২, পৃ. ৫
৩৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৭ আগস্ট ১৯৭২, পৃ. ২
৩৯. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪, পৃ. ৫
৪০. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, পৃ. ১
৪১. *দৈনিক বাংলা*, ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪, পৃ. ৫
৪২. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪, পৃ. ২
৪৩. *সংবাদ*, ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪, পৃ. ৪
৪৪. *বাংলাদেশ অবজারভার*, ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪, পৃ. ৫

নবম অধ্যায়

গবেষণা প্রশ্ন যাচাই

গবেষণা প্রশ্ন: এক

ঘটনার গুরুত্বের কারণে সংবাদপত্রে স্বাধীন বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি সংশ্লিষ্ট খবর ও অন্যান্য তথ্য দীর্ঘ দিন ধরে প্রকাশিত হয়েছিল কি?

বিশ্লেষণ

মোট ৪৬ মাস সময়ের সংবাদপত্র এই গবেষণা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এর মধ্যে ছিল ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাস, ১৯৭২ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর মাস, ১৯৭৩ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর মাস, ১৯৭৪ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর মাস এবং ১৯৭৫ সালের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত সময়। অর্থাৎ মোট ১৪০০ দিন। এর মধ্যে ১৯৭১ সালের ৭ ডিসেম্বর থেকে ১৯৭৫ সালের ২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়ে অর্থাৎ ১৩৬৬ দিন ধরে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিসংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সময়ের মধ্যে ৯৭ শতাংশের বেশি সময় ধরে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিসংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। তবে তা একটানা প্রতিদিন নয়।

উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে বলা যায়, স্বাধীন বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি প্রসঙ্গটি জাতীয় জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হয়ে উঠেছিল। আর এই গুরুত্বের কারণে সংবাদপত্রে সংশ্লিষ্ট খবর ও অন্যান্য তথ্য দীর্ঘদিন ধরে প্রকাশিত হয়েছিল।

গবেষণা প্রশ্ন: দুই

সংবাদপত্রে স্বাধীন বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি সংশ্লিষ্ট খবর উপস্থাপনের ক্ষেত্রে গুরুত্ব পেয়েছিল কি?

বিশ্লেষণ

খবর উপস্থাপন বা খবরের ট্রিটমেন্টের বিষয়টি দুটি পদ্ধতিতে নির্ণয় করা হয়ে থাকে। এর একটি হচ্ছে: খবরটি কোন্ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। প্রচলিত নিয়মে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খবর প্রথম পৃষ্ঠায়, এর চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ খবর শেষ পৃষ্ঠায় এবং এর চেয়েও কম গুরুত্বপূর্ণ খবর ভেতরের পৃষ্ঠায় উপস্থাপিত হয়।

সংবাদপত্রে স্বাধীন বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি সংশ্লিষ্ট খবরের পৃষ্ঠাভিত্তিক উপস্থাপন যাচাইয়ের জন্য প্রাপ্ত প্রাসঙ্গিক তথ্য নিচের টেবিলে তুলে ধরা হয়েছে।

সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা অনুযায়ী খবর প্রকাশের সংখ্যা ও হার

পত্রিকার নাম	প্রথম পৃষ্ঠায় খবরের সংখ্যা %	শেষ পৃষ্ঠায় খবরের সংখ্যা %	ভেতরের পৃষ্ঠা সংখ্যা %	মোট %
দৈনিক ইত্তেফাক	৯৫ ৮৪%	৪ ৪% (প্রায়)	১৪ ১২%	১১৩ ১০০%
সংবাদ	৮৬ ৯১%	-	১১ ৯%	৯৭ ১০০%
দৈনিক বাংলা	৮৬ ৯৬%	-	৪ ৪% (প্রায়)	৯০ ১০০%
বাংলাদেশ অবজারভার	৬৭ ৯৪%	২ ৩%	২ ৩%	৭১ ১০০%
মোট	**৩৩৪ ৯০%**	**৬ ২%**	**৩১ ৮%**	**৩৭১ ১০০%**

উপরের টেবিলে দেখা যাচ্ছে, চারটি সংবাদপত্রের মোট ৩৭১টি খবরের মধ্যে বেশির ভাগ অর্থাৎ ৩৩৪টি খবর (৯০ শতাংশ) প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। ৩১টি খবর (৮ শতাংশ) ভেতরের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। আর ৬টি খবর (২ শতাংশ) শেষ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে।

সংবাদপত্রভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত মোট ১১৩টি খবরের মধ্যে বেশির ভাগ অর্থাৎ ৯৫টি (৮৪ শতাংশ) প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। ১৪টি খবর (১২ শতাংশ) ভেতরের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। আর ৪টি খবর (প্রায় ৪ শতাংশ) শেষ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে।

সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত মোট ৯৭টি খবরের মধ্যে বেশির ভাগ অর্থাৎ ৮৬টি (৯১ শতাংশ) প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। ১১টি খবর (৯ শতাংশ) ভেতরের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। শেষ পৃষ্ঠায় কোন খবর প্রকাশিত হয়নি।

দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত মোট ৯০টি খবরের মধ্যে বেশির ভাগ অর্থাৎ ৮৬টি (৯৬ শতাংশ) প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। ৪টি খবর (প্রায় ৪ শতাংশ) ভেতরের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। শেষ পৃষ্ঠায় কোন খবর প্রকাশিত হয়নি।

বাংলাদেশ অবজারভারে প্রকাশিত মোট ৭১টি খবরের মধ্যে বেশির ভাগ অর্থাৎ ৬৭টি (৯৪ শতাংশ) প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। ২টি খবর (৩ শতাংশ) ভেতরের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। আর ২টি খবর (৩ শতাংশ) শেষ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে।

উপরের তথ্য বিশ্লেষণ করে বলা যায়, সংবাদপত্রে স্বাধীন বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিসংশ্লিষ্ট বেশিরভাগ খবরই প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। অর্থাৎ পৃষ্ঠাভিত্তিক উপস্থাপন অনুযায়ী স্বাধীন বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিসংশ্লিষ্ট খবর সংবাদপত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

খবর উপস্থাপন বা খবরের ট্রিটমেন্ট যাচাইয়ের অপর পদ্ধতিটি হচ্ছে প্রকাশিত খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় কত কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে তা বিশ্লেষণ করা। প্রচলিত নিয়মে প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনাম হচ্ছে সর্বোচ্চ ট্রিটমেন্ট। এর পর সাধারণত ট্রিটমেন্টের ক্রম নির্ধারিত হয় সাত কলাম, ছয় কলাম, পাঁচ কলাম, চার কলাম, তিন কলাম, ডাবল কলাম ও সিঙ্গেল কলাম শিরোনাম হিসেবে। অনেক সময় বক্স আইটেম বা লিড আইটেম করে খবরের গুরুত্ব বাড়ানো হয়। শিরোনামে অক্ষর লাল করেও খবরের গুরুত্ব বাড়ানো হয়। স্বাধীন বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিসংশ্লিষ্ট খবর প্রকাশের ক্ষেত্রেও এই নজির রয়েছে।

সংবাদপত্রে স্বাধীন বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিসংশ্লিষ্ট খবরের কলামভিত্তিক উপস্থাপন যাচাইয়ের জন্য প্রাসঙ্গিক তথ্য নিচের টেবিলে তুলে ধরা হয়েছে।

প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত খবরের কলামভিত্তিক উপস্থাপনের তথ্য

পত্রিকার নাম	সিঙ্গেল কলাম খবরের সংখ্যা %	ডাবল কলাম খবরের সংখ্যা %	তিন কলাম খবরের সংখ্যা %	চার কলাম খবরের সংখ্যা %	পাঁচ কলাম খবরের সংখ্যা %	ছয় কলাম খবরের সংখ্যা %	সাত কলাম খবরের সংখ্যা %	আট কলাম ব্যানার খবরের সংখ্যা %	মোট %
দৈনিক ইত্তেফাক	৫৮ ৬১%	১৯ ২০%	২ ২%	২ ২%	৩ ৩%	৩ ৩%	২ ২%	৬ ৬%	৯৫ ১০০% (প্রায়)
সংবাদ	৩৯ ৪৫%	২২ ২৬%	১১ ১৩%	৫ ৬%	৫ ৬%	৩ ৩%	১ ১%		৮৬ ১০০%
দৈনিক বাংলা	৪৫ ৫২%	২১ ২৪%	৩ ৩%	-	-	৬ ৭%	৪ ৫%	৭ ৮%	৮৬ ১০০% (প্রায়)
বাংলাদেশ অবজারভার	৪৮ ৭২%	৮ ১২%	৩ ৪%	-	৩ ৪%	১ ২% (প্রায়)	-	৪ ৬%	৬৭ ১০০%
মোট	**১৯০ ৫৭%**	**৭০ ২১%**	**১৯ ৬%**	**৭ ২%**	**১১ ৩%**	**১৩ ৪%**	**৭ ২%**	**১৭ ৫%**	**৩৩৪ ১০০%**

উপরের টেবিলে দেখা যাচ্ছে, প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত মোট ৩৩৪টি খবরের মধ্যে ১৯০টি খবর (৫৭ শতাংশ) সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে। ৭০টি খবর (২১ শতাংশ) ডাবল কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে। ১৯টি খবর (৬ শতাংশ) তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে। ৭টি খবর (২ শতাংশ) চার কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে। ১১টি খবর (৩ শতাংশ) পাঁচ কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে। ১৩টি খবর (৪ শতাংশ) তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে। ৭টি খবর (২ শতাংশ) তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে। ১৭টি খবর (৫ শতাংশ) আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে।

বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, সিঙ্গেল কলাম ও ডাবল কলাম শিরোনামে খবর প্রকাশের হার বেশি (৬৯%)। আর ৩১ শতাংশ খবর তিন থেকে থেকে আট কলাম শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে। এই ৩১ শতাংশ খবরের মধ্যে ৩৮টি লিড আইটেম এবং ১৭টি আট কলাম ব্যানার আইটেম রয়েছে। আট কলাম ব্যানার আইটেমের মধ্যে তিনটি খবর শুধু আট কলাম ব্যানারই না তা বক্স আইটেমে হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। আবার একটি ব্যানার আইটেমের শিরোনাম লাল হরফে করা হয়। এছাড়া ৭টি খবর সাত কলাম লিড, ১১টি খবর ছয় কলাম লিড, ১১টি খবর পাঁচ কলাম লিড, ৫টি খবর চার কলাম লিড, ৪টি খবর তিন কলাম লিড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে।

প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত খবরগুলোর মধ্যে তিনটি ছিল বাংলাদেশকে ভারতের স্বীকৃতি সংক্রান্ত। ভারত ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। পরদিন ৭ ডিসেম্বর এই খবর দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক পাকিস্তান ও পাকিস্তান অবজারভার প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশ করে। দৈনিক ইত্তেফাকের শিরোনাম ছিল: 'পাক-ভারত কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন'। দৈনিক পাকিস্তানের শিরোনাম ছিল : 'তথাকথিত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ায় ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের ব্যবস্থা ॥ কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন'। আর পাকিস্তান অবজারভারে খবরটির শিরোনাম ছিল: 'Pakistan breaks with India'।

তিনটি খবর ছিল পাকিস্তানের স্বীকৃতি বিষয়ক। ১৯৭৪ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। ২৩ ফেব্রুয়ারি দৈনিক বাংলা, দৈনিক ইত্তেফাক ও বাংলাদেশ অবজারভার প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে খবরটি প্রকাশ করে। দৈনিক বাংলায় খবরটির শিরোনাম ছিল: 'ঢাকাও পিন্ডিকে স্বীকৃতি দিয়েছে : বঙ্গবন্ধু ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে যাচ্ছেন : পাকিস্তানের শর্তহীন স্বীকৃতি'। দৈনিক ইত্তেফাকের শিরোনাম ছিল:

‘বাংলাদেশ পাকিস্তান পারস্পরিক স্বীকৃতি’। বাংলাদেশ অবজারভারের শিরোনামের অক্ষরগুলো ছিল লাল। আর শিরোনাম ছিল: ‘Mujib leaves for Lahore this morning\Mutual recognition accorded’.

দুটি খবর ছিল চীনের স্বীকৃতি সংক্রান্ত। ১৯৭৫ সালের ৩১ আগস্ট চীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। ১ সেপ্টেম্বর খবরটি দৈনিক ইত্তেফাক ও দৈনিক বাংলা প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে বক্স আইটেম হিসেবে প্রকাশ করে। দৈনিক ইত্তেফাকে খবরটির শিরোনাম ছিল: ‘চীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়াছে’। আর দৈনিক বাংলায় খবরটির শিরোনাম ছিল: ‘ঐতিহ্যবাহী বন্ধুত্ব বৃদ্ধি পাবে : চৌ এন লাই এর বাণী : প্রাথমিকভাবে ৪ হাজার টন পাট কেনার সিদ্ধান্ত : বাংলাদেশকে মহাচীনের স্বীকৃতি’।

একটি খবর ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের স্বীকৃতি বিষয়ক। ১৯৭২ সালের ২৪ জানুয়ারি তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। পরদিন ২৫ জানুয়ারি দৈনিক বাংলা খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে বক্স আইটেম হিসেবে প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল: ‘সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে’।

অপর একটি খবর ছিল ইংল্যান্ড এবং আরো ৯টি দেশের স্বীকৃতি বিষয়ক। ১৯৭২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি ইংল্যান্ডসহ ১০টি দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। ৫ ফেব্রুয়ারি এই খবর বাংলাদেশ অবজারভার প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল: ‘Steps being taken for C. wealth membership : Mujib \ Recognition by UK 9 others’.

১৯৭২ সালের ৮ জুলাই ইরাক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। ৯ জুলাই দৈনিক বাংলায় খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: ‘আরব রাষ্ট্র ইরাক স্বীকৃতি দিল’।

পাঁচটি ছিল জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ সংশ্লিষ্ট রিপোর্ট। ১৯৭২ সালের ২২ আগস্ট নিরাপত্তা পরিষদের নতুন সদস্যভুক্তি কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য দেশ জাতিসংঘে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তির পক্ষে অভিমত প্রদান করে। ২৩ আগস্ট এই খবর দৈনিক ইত্তেফাকে প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: ‘স্বস্তি পরিষদের কমিটি পর্যায়ের বৈঠকে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় বাংলাদেশকে অবিলম্বে জাতিসংঘে গ্রহণের অভিমত প্রদান’। ১৯৭২ সালের ২৫ আগস্ট বাংলাদেশ সময় ভোর রাতে জাতিসংঘের বাংলাদেশের সদস্যভুক্তির বিষয় নিয়ে নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে চীন বাংলাদেশবিরোধী অপতৎপরতা অব্যাহত রাখে। শুধু তাই না, বাংলাদেশ যাতে জাতিসংঘের সদস্য হতে না

পারে সে জন্য ভেটো প্রদান করে চীন। পরদিন ২৬ আগস্ট এই খবর দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: ‘বিশ্বজনমত অগ্রাহ্য করে চীন ভেটো দিল : সুদান আর বিরোধিতা করবে না’। জাতিসংঘে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তির বিরুদ্ধে চীনের ভেটোর বিরুদ্ধে ১৯৭২ সালের ২৬ আগস্ট ঢাকার বায়তুল মোকাররমে একটি প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় জাতিসংঘে চীনের অপতৎপরতাকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হিসেবে অভিহিত করা হয় এবং এর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানানো হয়। ২৭ আগস্ট বাংলাদেশ অবজারভারে খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল: ‘Call for unity against conspiracy : Chinese Veto condemned’. ১৯৭৪ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত হয়। ১৯ সেপ্টেম্বর দৈনিক বাংলা ও দৈনিক ইত্তেফাকে এই খবর প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত হয়। দৈনিক বাংলার শিরোনাম ছিল: ‘বাংলাদেশ জাতিসংঘে আসন নিয়েছে : বঙ্গবন্ধুর সন্তোষ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ: বিশ্বশান্তির প্রতি বাংলাদেশ নিবেদিত’। দৈনিক ইত্তেফাকের শিরোনাম ছিল: ‘বাংলাদেশের জাতিসংঘভুক্তির পর সাধারণ পরিষদে পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড: কামাল বলেন: শান্তিই আমাদের লক্ষ্য: সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীর আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল’।

বিশ্লেষণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, খবরের কলামভিত্তিক উপস্থাপন অনুযায়ীও স্বাধীন বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিসংশ্লিষ্ট খবরগুলো সংবাদপত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

সার্বিকভাবে খবর উপস্থাপন বা ট্রিটমেন্ট যাচাইয়ের ভিত্তিতে বলা যায়, স্বাধীন বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি সংশ্লিষ্ট খবর সংবাদপত্রে বেশ গুরুত্ব লাভ করেছিল।

গবেষণা প্রশ্ন: তিন

বিশ্বের পাঁচ বৃহৎ শক্তি অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও চীনের স্বীকৃতি প্রদানের খবর উপস্থাপনের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল কি?

বিশ্লেষণ

বিশ্বের পাঁচ বৃহৎ শক্তির স্বীকৃতি সংশ্লিষ্ট খবর উপস্থাপনের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে কিনা তা যাচাইয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট খবর উপস্থাপনের পৃষ্ঠা অনুযায়ী তথ্য নিচের টেবিলে তুলে ধরা হয়েছে।

সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা অনুযায়ী পাঁচ বৃহৎ শক্তির স্বীকৃতিসংশ্লিষ্ট খবর প্রকাশের সংখ্যা ও হার

পত্রিকার নাম	প্রথম পৃষ্ঠায় খবরের সংখ্যা %	শেষ পৃষ্ঠায় খবরের সংখ্যা %	ভেতরের পৃষ্ঠায় খবরের সংখ্যা %	মোট %
দৈনিক ইত্তেফাক	১৪ ৮৭%	-	২ ১৩%	১৬ ১০০%
সংবাদ	১১ ৮৫%	-	২ ১৫%	১৩ ১০০%
দৈনিক বাংলা	১৩ ৯৩%	-	১ ৭%	১৪ ১০০%
বাংলাদেশ অবজারভার	৯ ৯০%	১ ১০%	-	১০ ১০০%
মোট	৪৭ ৮৯%	১ ২%	৫ ৯%	৫৩ ১০০%

উপরের টেবিলে দেখা যাচ্ছে, চারটি সংবাদপত্রে বিশ্বের পাঁচ বৃহৎ শক্তির স্বীকৃতিসংশ্লিষ্ট মোট ৫৩টি খবর প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে বেশিরভাগ অর্থাৎ ৪৭টি (৮৯ শতাংশ) প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। ৫টি খবর (৯ শতাংশ) ভেতরের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। আর ১টি খবর (২ শতাংশ) শেষ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে।

সংবাদপত্রভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত মোট ১৬টি খবরের মধ্যে বেশির ভাগ অর্থাৎ ১৪টিই (৮৭ শতাংশ) প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। ২টি খবর (১৩ শতাংশ) ভেতরের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। শেষ পৃষ্ঠায় কোন খবর প্রকাশিত হয়নি।

সংবাদ-এ প্রকাশিত মোট ১৩টি খবরের মধ্যে বেশিরভাগ অর্থাৎ ১১টি (৮৫ শতাংশ) প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। ২টি খবর (১৫ শতাংশ) ভেতরের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। শেষ পৃষ্ঠায় কোন খবর প্রকাশিত হয়নি।

দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত মোট ১৪টি খবরের মধ্যে বেশিরভাগ অর্থাৎ ১৩টিই (৯৩ শতাংশ) প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। ১টি খবর (৭ শতাংশ) ভেতরের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। শেষ পৃষ্ঠায় কোন খবর প্রকাশিত হয়নি।

বাংলাদেশ অবজারভারে প্রকাশিত মোট ১০টি খবরের মধ্যে বেশিরভাগ অর্থাৎ ৯টিই (৯০ শতাংশ) প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। ১টি খবর (১০ শতাংশ) শেষ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। ভেতরের পৃষ্ঠায় কোন খবর প্রকাশিত হয়নি।

উপরের তথ্য বিশ্লেষণ করে বলা যায়, চারটি সংবাদপত্রেই বিশ্বের পাঁচ বৃহৎ শক্তির স্বীকৃতিসংশ্লিষ্ট বেশির ভাগ খবর প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। অর্থাৎ পৃষ্ঠাভিত্তিক উপস্থাপন অনুযায়ী বিশ্বের পাঁচ বৃহৎ শক্তির স্বীকৃতিসংশ্লিষ্ট খবর সংবাদপত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

নিচের টেবিলে বিশ্বের পাঁচ বৃহৎ শক্তির স্বীকৃতিসংশ্লিষ্ট প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত খবরের কলামভিত্তিক তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে।

সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় পাঁচ বৃহৎ শক্তির স্বীকৃতিসংশ্লিষ্ট প্রকাশিত খবরের কলামভিত্তিক উপস্থাপনের তথ্য

পত্রিকার নাম	সিঙ্গেল কলাম খবরের সংখ্যা %	ডাবল কলাম খবরের সংখ্যা %	তিন কলাম খবরের সংখ্যা %	চার কলাম খবরের সংখ্যা %	পাঁচ কলাম খবরের সংখ্যা %	ছয় কলাম খবরের সংখ্যা %	সাত কলাম খবরের সংখ্যা %	আট কলাম ব্যানার খবরের সংখ্যা %	মোট %
দৈনিক ইত্তেফাক	৩ ২১%	৬ ৪৩%	১ ৭%	-	-	৩ ২১%	-	১ ৭%	১৪ ১০০% (প্রায়)
সংবাদ	১ ৯%	৩ ২৭%	২ ১৮%	১ ৯%	২ ১৮%	২ ১৮%	-	-	১১ ১০০% (প্রায়)
দৈনিক বাংলা	৬ ৪৬%	২ ১৫%	-	-	-	১ ৮%	২ ১৫%	২ ১৫%	১৩ ১০০% (প্রায়)
বাংলাদেশ অবজারভার	৫ ৫৬%	২ ২২%	-	-	-	১ ১১%	-	১ ১১%	৯ ১০০%
মোট	১৫ ৩২%	১৩ ২৮%	৩ ৬%	১ ২%	২ ৪%	৭ ১৫%	২ ৪%	৪ ৯%	৪৭ ১০০%

উপরের টেবিলে দেখা যাচ্ছে, চারটি সংবাদপত্রে বিশ্বের পাঁচ বৃহৎ শক্তির স্বীকৃতিসংশ্লিষ্ট প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত মোট ৪৭টি খবরের মধ্যে ৪টি (৯ শতাংশ) আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে। ২টি (৪ শতাংশ) সাত কলাম শিরোনামে, ৭টি (১৫ শতাংশ) ছয় কলাম শিরোনামে, ২টি (৪ শতাংশ) পাঁচ কলাম শিরোনামে, ১টি (২ শতাংশ) চার কলাম শিরোনামে, ৩টি (৬ শতাংশ) তিন কলাম শিরোনামে, ১৩টি (২৮ শতাংশ) ডাবল কলাম শিরোনামে এবং ১৫টি (৩২ শতাংশ) প্রকাশিত হয়েছে সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে।

বিশ্লেষণে দেখা যায়, সিঙ্গেল কলাম ও ডাবল কলাম শিরোনামে খবর প্রকাশের হার বেশি (২৯ শতাংশ) হলেও তিন থেকে আট কলাম শিরোনামে প্রকাশিত অনেক খবরই বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। বিশ্বের পাঁচ

বৃহৎ শক্তির স্বীকৃতিসংশ্লিষ্ট আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত ৪টি খবরের মধ্যে ৩টিই বক্স আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। সাত কলাম শিরোনামে প্রকাশিত ২টি খবরই লিড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। ছয় কলাম শিরোনামে প্রকাশিত ৭টি খবরের মধ্যে ৫টিই লিড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। পাঁচ কলাম শিরোনামে প্রকাশিত ২টি খবরই লিড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। তিন কলাম শিরোনামে প্রকাশিত ৩টি খবরের মধ্যেও একটি ছিল লিড আইটেম।

সার্বিক বিশ্লেষণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সংবাদপত্রে বিশ্বের পাঁচ বৃহৎ শক্তির স্বীকৃতিসংশ্লিষ্ট খবর উপস্থাপনের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছিল।

গবেষণা প্রশ্ন: চার

পাকিস্তানের স্বীকৃতিসংশ্লিষ্ট খবর উপস্থাপনের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল কি?

বিশ্লেষণ

পাকিস্তানের স্বীকৃতিসংশ্লিষ্ট খবর উপস্থাপনের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে কিনা তা যাচাইয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট খবর উপস্থাপনের পৃষ্ঠাভিত্তিক তথ্য নিচে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা অনুযায়ী পাকিস্তানের সংশ্লিষ্ট খবর প্রকাশের সংখ্যা ও হার

পত্রিকার নাম	প্রথম পৃষ্ঠায় খবরের সংখ্যা %	শেষ পৃষ্ঠায় খবরের সংখ্যা %	ভেতরের পৃষ্ঠায় খবরের সংখ্যা %	মোট %
দৈনিক ইত্তেফাক	১৫ ৬৮%	-	৭ ৩২%	২২ ১০০%
সংবাদ	১৩ ৬২%	-	৮ ৩৮%	২১ ১০০%
দৈনিক বাংলা	১৩ ৮৭%	-	২ ১৩%	১৫ ১০০%
বাংলাদেশ অবজারভার	১ ১০০%	-	-	১ ১০০%
মোট	৪২ ৭১%	-	১৭ ২৯%	৫৯ ১০০%

উপরের টেবিলে দেখা যাচ্ছে, চারটি সংবাদপত্রে পাকিস্তানের স্বীকৃতি সংশ্লিষ্ট মোট ৫৯টি খবর প্রকাশিত হয়েছে। এরমধ্যে বেশির ভাগ ৪২টি (৭১ শতাংশ) খবরই প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। ১৭টি (২৯ শতাংশ) ভেতরের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে।

সংবাদপত্রভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত মোট ২২টি খবরের মধ্যে বেশির ভাগ অর্থাৎ ১৫টি (৬৮ শতাংশ) প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। ৭টি খবর (৩২ শতাংশ) ভেতরের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। শেষ পৃষ্ঠায় কোন খবর প্রকাশিত হয়নি।

সংবাদ-এ প্রকাশিত মোট ২১টি খবরের মধ্যে বেশির ভাগ অর্থাৎ ১৩টি (৬২ শতাংশ) প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। ৮টি খবর (৩৮ শতাংশ) ভেতরের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। শেষ পৃষ্ঠায় কোন খবর প্রকাশিত হয়নি।

দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত মোট ১৫টি খবরের মধ্যে বেশির ভাগ অর্থাৎ ১৩টি (৮৭ শতাংশ) প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। ২টি খবর (১৩ শতাংশ) ভেতরের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। শেষ পৃষ্ঠায় কোন খবর প্রকাশিত হয়নি।

বাংলাদেশ অবজারভারে প্রকাশিত হয়েছে ১টি খবর এবং তা প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে।

উপরের তথ্য বিশ্লেষণ করে বলা যায়, চারটি সংবাদপত্রেই পাকিস্তানের স্বীকৃতিসংশ্লিষ্ট বেশির ভাগ খবর প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। অর্থাৎ পৃষ্ঠাভিত্তিক উপস্থাপন অনুযায়ী পাকিস্তানের স্বীকৃতিসংশ্লিষ্ট খবর সংবাদপত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

নিচের টেবিলে পাকিস্তানের স্বীকৃতিসংশ্লিষ্ট প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত খবরের কলামভিত্তিক তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে।

সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় পাকিস্তানের স্বীকৃতিসংশ্লিষ্ট প্রকাশিত খবরের কলামভিত্তিক উপস্থাপনের তথ্য

পত্রিকার নাম	সিঙ্গেল কলাম খবরের সংখ্যা %	ডাবল কলাম খবরের সংখ্যা %	তিন কলাম খবরের সংখ্যা %	চার কলাম খবরের সংখ্যা %	পাঁচ কলাম খবরের সংখ্যা %	ছয় কলাম খবরের সংখ্যা %	সাত কলাম খবরের সংখ্যা %	আট কলাম ব্যানার খবরের সংখ্যা %	মোট %
দৈনিক ইত্তেফাক	১১ ৭৩%	২ ১৩%	১ ৭%	-	-	-	-	১ ৭%	১৫ ১০০%
সংবাদ	৪ ৩১%	৫ ৩৮%	২ ১৫%		২ ১৫%	-	-	-	১৩ ১০০% (প্রায়)
দৈনিক বাংলা	৬ ৪৬%	৩ ২৩%	১ ৮%	-	-	২ ১৫%	-	১ ৮%	১৩ ১০০%
বাংলাদেশ অবজারভার	-	-	-	-	-	-	-	১ ১০০%	১ ১০০%
মোট	২১ ৫০%	১০ ২৪%	৪ ১০%	-	২ ৫%	২ ৫%	-	৩ ৭%	৪২ ১০০% (প্রায়)

উপরের টেবিলে দেখা যাচ্ছে, চারটি সংবাদপত্রে পাকিস্তানের স্বীকৃতি সংশ্লিষ্ট প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত মোট ৪২টি খবরের মধ্যে ৩টি (৭ শতাংশ) আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে। ২টি (৫ শতাংশ) ছয় কলাম শিরোনামে, ২টি (৫ শতাংশ) পাঁচ কলাম শিরোনামে, ৪টি (১০ শতাংশ) তিন কলাম শিরোনামে, ১০টি (২৪ শতাংশ) ডাবল কলাম শিরোনামে এবং ২১টি (৫০ শতাংশ) প্রকাশিত হয়েছে সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে।

বিশ্লেষণে দেখা যায়, প্রায় সব সংবাদপত্রেই সিঙ্গেল কলাম ও ডাবল কলাম শিরোনামে খবর প্রকাশের হার বেশি (৭৪ শতাংশ)। তবে তিন থেকে আট কলাম শিরোনামে প্রকাশিত অনেক খবরই বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে পাঁচ কলাম ও ছয় কলাম লিড আইটেম এবং আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত খবরও রয়েছে।

সার্বিক বিশ্লেষণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সংবাদপত্রে পাকিস্তানের স্বীকৃতিসংশ্লিষ্ট খবর উপস্থাপনের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছিল।

গবেষণা প্রশ্ন: পাঁচ

জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ সংশ্লিষ্ট খবর উপস্থাপনের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল কি?

বিশ্লেষণ

জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ সংশ্লিষ্ট খবর উপস্থাপনের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে কিনা তা যাচাইয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট খবর উপস্থাপনের পৃষ্ঠাভিত্তিক তথ্য নিচে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা অনুযায়ী জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভ সংশ্লিষ্ট খবর প্রকাশের সংখ্যা ও হার

পত্রিকার নাম	প্রথম পৃষ্ঠায় খবরের সংখ্যা %	শেষ পৃষ্ঠায় খবরের সংখ্যা %	ভেতরের পৃষ্ঠায় খবরের সংখ্যা %	মোট %
দৈনিক ইত্তেফাক	১৭ ৯০% (প্রায়)	১ ৫%	১ ৫%	১৯ ১০০%
সংবাদ	১০ ১০০%	-	-	১০ ১০০%
দৈনিক বাংলা	৭ ১০০%	-	-	৭ ১০০%
বাংলাদেশ অবজারভার	৫ ৮৩%	-	১ ১৭%	৬ ১০০%
মোট	৩৯ ৯৩%	১ ২%	২ ৫%	৪২ ১০০%

উপরের টেবিলে দেখা যাচ্ছে, চারটি সংবাদপত্রে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ সংশ্লিষ্ট মোট ৪১টি খবর প্রকাশিত হয়েছে। এরমধ্যে বেশির ভাগ ৩৯টি (৯৩ শতাংশ) খবরই প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। ২টি খবর (৫ শতাংশ) ভেতরের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। ১টি খবর (২ শতাংশ) শেষ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে।

সংবাদপত্র ভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত মোট ১৯টি খবরের মধ্যে বেশির ভাগ অর্থাৎ ১৭টি (প্রায় ৯০ শতাংশ) প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। ১টি খবর (৫ শতাংশ) ভেতরের পৃষ্ঠায় এবং ১টি খবর (৫ শতাংশ) শেষ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে।

বাংলাদেশ অবজারভারে প্রকাশিত মোট ৬টি খবরের মধ্যে বেশির ভাগ অর্থাৎ ৫টি (৮৩ শতাংশ) প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। ১টি খবর (১৭ শতাংশ) ভেতরের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে।

সংবাদ-এ প্রকাশিত ১০টি খবরের সব ক'টি এবং দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত ৬টি খবরের সব ক'টি প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে।

উপরের তথ্য বিশ্লেষণ করে বলা যায়, চারটি সংবাদপত্রেই জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ সংশ্লিষ্ট বেশির ভাগ খবর প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। অর্থাৎ পৃষ্ঠাভিত্তিক উপস্থাপন অনুযায়ী জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ সংশ্লিষ্ট খবর সংবাদপত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

নিচের টেবিলে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ সংশ্লিষ্ট প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত খবরের কলাম ভিত্তিক তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে।

সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভ সংশ্লিষ্ট খবরের কলামভিত্তিক উপস্থাপনের তথ্য

পত্রিকার নাম	সিঙ্গেল কলাম খবরের সংখ্যা %	ডাবল কলাম খবরের সংখ্যা %	তিন কলাম খবরের সংখ্যা %	চার কলাম খবরের সংখ্যা %	পাঁচ কলাম খবরের সংখ্যা %	ছয় কলাম খবরের সংখ্যা %	সাত কলাম খবরের সংখ্যা %	আট কলাম ব্যানার খবরের সংখ্যা %	মোট %
দৈনিক ইত্তেফাক	৪ ২৪%	৬ ৩৫%	-	১ ৬%	২ ১২%		২ ১২%	২ ১২%	১৭ ১০০% (প্রায়)
সংবাদ	১ ১০%	৩ ৩০%	৩ ৩০%	-	১ ১০%	১ ১০%	১ ১০%		১০ ১০০%
দৈনিক বাংলা	৩ ৪৩%	১ ১৪%	-	-	-	-	১ ১৪%	২ ২৯%	৭ ১০০%
বাংলাদেশ অবজারভার	১ ২০%	১ ২০%	১ ২০%	-	১ ২০%	-	-	১ ২০%	৫ ১০০%
মোট	৯ ২৩%	১১ ২৮%	৪ ১০%	১ ৩%	৪ ১০%	১ ৩%	৪ ১০%	৫ ১৩%	৩৯ ১০০%

উপরের টেবিলে দেখা যাচ্ছে, চারটি সংবাদপত্রে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ সংশ্লিষ্ট প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত মোট ৩৯টি খবরের মধ্যে ৫টি (১৩ শতাংশ) আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে। ৪টি (১০ শতাংশ) সাত কলাম শিরোনামে, ১টি (৩ শতাংশ) ছয় কলাম শিরোনামে, ৪টি (১০ শতাংশ) পাঁচ কলাম শিরোনামে, ১টি (৩ শতাংশ) চার কলাম শিরোনামে, ৪টি (১০ শতাংশ) তিন কলাম শিরোনামে, ১০টি (২৮ শতাংশ) ডাবল কলাম শিরোনামে এবং ৯টি (২৩ শতাংশ) প্রকাশিত হয়েছে সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে।

বিশ্লেষণে দেখা যায়, প্রায় সব সংবাদপত্রেই উল্লেখযোগ্য সংখ্যক খবর তিন থেকে আট কলাম শিরোনামে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে তিন কলাম, চার কলাম, পাঁচ কলাম, ছয় কলাম ও সাত কলাম লিড আইটেম এবং আট কলাম ব্যানার শিরোনামের খবরও রয়েছে।

সার্বিক বিশ্লেষণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সংবাদপত্রে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ সংশ্লিষ্ট খবর উপস্থাপনের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছিল।

গবেষণা প্রশ্ন: ছয়

সংবাদপত্রে স্বাধীন বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিসংশ্লিষ্ট খবর বিশেষ গুরুত্ব পেয়ে থাকলে এই সম্পর্কে একাধিক সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছিল কি?

বিশ্লেষণ

নিচের টেবিলে সংবাদপত্রে স্বাধীন বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি সংশ্লিষ্ট প্রকাশিত সম্পাদকীয় বিষয়ক তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে।

সংবাদপত্রে সম্পাদকীয় প্রকাশের সংখ্যা

পত্রিকার নাম	পাঁচ বৃহৎ শক্তির স্বীকৃতিসংশ্লিষ্ট	পাকিস্তানের স্বীকৃতিসংশ্লিষ্ট	জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভ সংশ্লিষ্ট	অন্যান্য	মোট
দৈনিক ইত্তেফাক	৫	১	২	৪	১২
সংবাদ	২	১	২	২	৭
দৈনিক বাংলা	৪	৩	২	৬	১৫
বাংলাদেশ অবজারভার	৪	২	৩	১	১০
মোট	**১৫**	**৭**	**৯**	**১৩**	**৪৫**

উপরের টেবিলে দেখা যাচ্ছে, চারটি সংবাদপত্রে স্বাধীন বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিসংশ্লিষ্ট মোট ৪৫টি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে পাঁচ বৃহৎ শক্তির স্বীকৃতিসংশ্লিষ্ট সম্পাদকীয় সবচেয়ে বেশি (১৫টি) প্রকাশিত হয়েছে। জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভ সংশ্লিষ্ট সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে ৯টি। পাকিস্তানের স্বীকৃতিসংশ্লিষ্ট সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে ৭টি। এছাড়া স্বাধীন বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিসংশ্লিষ্ট অন্য আরো ১৩টি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে সংবাদপত্রগুলোতে।

সংবাদপত্রভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, দৈনিক ইত্তেফাকে স্বাধীন বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিসংশ্লিষ্ট সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে ১২টি। এর মধ্যে পাঁচ বৃহৎ শক্তির স্বীকৃতিসংশ্লিষ্ট সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে ৫টি। জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভ সংশ্লিষ্ট সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে ২টি। পাকিস্তানের স্বীকৃতিসংশ্লিষ্ট সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে ১টি।

সংবাদ পত্রিকায় স্বাধীন বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিসংশ্লিষ্ট সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে ৭টি। এর মধ্যে পাঁচ বৃহৎ শক্তির স্বীকৃতিসংশ্লিষ্ট সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে ২টি। জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভ সংশ্লিষ্ট সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে ২টি। পাকিস্তানের স্বীকৃতিসংশ্লিষ্ট সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে ১টি।

দৈনিক বাংলায় স্বাধীন বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি সংশ্লিষ্ট সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে ১৫টি। এর মধ্যে পাঁচ বৃহৎ শক্তির স্বীকৃতি সংশ্লিষ্ট সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে ৪টি। জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভ সংশ্লিষ্ট সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে ২টি। পাকিস্তানের স্বীকৃতিসংশ্লিষ্ট সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে ৩টি।

বাংলাদেশ অবজারভারে স্বাধীন বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিসংশ্লিষ্ট সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে ১০টি। এর মধ্যে পাঁচ বৃহৎ শক্তির স্বীকৃতিসংশ্লিষ্ট সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে ৪টি। জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভ সংশ্লিষ্ট সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে ৩টি। পাকিস্তানের স্বীকৃতিসংশ্লিষ্ট সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে ২টি।

উপরোক্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে প্রমাণিত হয় যে, সংবাদপত্রে স্বাধীন বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিসংশ্লিষ্ট খবর বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল বলেই এ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক (৪৫টি) সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছিল।

■■■

দশম অধ্যায়

প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ ও উপসংহার

দীর্ঘ ২৩ বছরের আন্দোলন-সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। এই আন্দোলন-সংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। অনেক কঠিন ও রক্তাক্ত পথ পেরিয়ে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের পথ-পরিক্রমা ছিল অত্যন্ত বন্ধুর। এই যুদ্ধে শুধু হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর মোকাবেলাই করতে হয়নি, যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মতো বৃহৎ শক্তির কূটনৈতিক ও সামরিক শক্তির মহড়ার মোকাবেলা করতে হয়েছে বাংলাদেশকে। জটিল ভূ-রাজনৈতিক সমীকরণের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের মতো বন্ধু রাষ্ট্রের সহযোগিতাও লাভ করেছে।

সমকালীন সংবাদপত্র বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, দীর্ঘ নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বিশ্ব মানচিত্রে আলাদা অবস্থান তৈরি যেমন বাংলাদেশের জন্য সহজ ছিল না, তেমনি সহজ ছিল না স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পর শিশু রাষ্ট্র হিসেবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের পুনর্গঠনের পাশাপাশি দ্রুততম সময়ে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায় করা সে সময় বাংলাদেশের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দেয়। তবে নানা বাধা-বিপত্তির পরও স্বাধীন হওয়ার চার বছরেরও কম সময়ের মধ্যে জাতিসংঘভুক্ত প্রায় সব রাষ্ট্রের স্বীকৃতি আদায় করতে সক্ষম হয়েছিল বাংলাদেশ। মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের বিরোধিতাকারী এবং পাকিস্তানের পক্ষ সমর্থনকারী দেশগুলোও স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়। পাকিস্তানও স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়। শুধু তাই নয়, স্বাধীনতা লাভের তিন বছরের মধ্যে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র হয়েছিল। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য, কিছু দেশের স্বীকৃতি অর্জিত হয় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মর্মান্তিক মৃত্যুর অব্যবহিত পর।

স্বাধীন বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির প্রেক্ষাপট তৈরি হয় মুক্তিযুদ্ধ চলাকালেই। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণার পর শুরু হয়ে যায় মুক্তিযুদ্ধ। স্বাধীনতা ঘোষিত হওয়ার দুই সপ্তাহের মধ্যে ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল গঠিত হয় স্বাধীন

বাংলাদেশের প্রথম সরকার। যা প্রবাসী সরকার বা মুজিবনগর সরকার নামেও পরিচিত। নবগঠিত এই সরকার শপথ গ্রহণ করে ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল। এই দিনই বাংলাদেশ ভূখণ্ডের মুক্তাঞ্চল মেহেরপুর জেলার তৎকালীন বৈদ্যনাথতলা গ্রামে প্রথম প্রকাশ্যে জনসমক্ষে আসে এই সরকার। বৈদ্যনাথতলাকে পরে মুজিবনগর হিসেবে নামকরণ করা হয়।

নবগঠিত বাংলাদেশ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ একটি মন্ত্রণালয় ছিল পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিপ্রাপ্তিসহ বৈদেশিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য সরকার গঠনের শুরুতেই এই মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়। স্বাধীন বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিপ্রাপ্তির জন্য মুজিবনগর সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে। এই মন্ত্রণালয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মিশন স্থাপন করে। কূটনীতিক প্রতিনিধি প্রেরণ করে। স্বাধীনতার জন্য বঙ্গবন্ধুর উদাত্ত আহ্বানে দেশে যেমন বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তেমনই বিদেশে কর্মরত অনেক বাঙালি কূটনীতিকও এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের অবস্থান থেকে। মুক্তিযুদ্ধ শুরুর অব্যবহিত আগে তাঁরা পাকিস্তান মিশনে কর্মরত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তাঁরা মুজিবনগর সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন এবং স্বাধীন বাংলাদেশের স্বীকৃতির জন্য তৎপর হন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বিভিন্ন দেশে বসবাসরত প্রবাসী বাঙালিরাও মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের পক্ষে জনমত তৈরি ও বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির জন্য তৎপর ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশ সরকারের বেশ কয়েকজন প্রতিনিধি প্রকাশ্য ও গোপনে বিভিন্ন দেশ সফর করেন। তারা স্বাধীন বাংলাদেশের পক্ষে জনমত তৈরি ও বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির জন্য বিভিন্ন দেশের সরকার, রাজনীতিকসহ বিভিন্ন স্তরের নেতার সঙ্গে বৈঠক করেন। একই উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকার জাতিসংঘেও প্রতিনিধি প্রেরণ করে।

মুক্তিযুদ্ধের সময় বৃহৎ শক্তিগুলোর মধ্যে সেই সময়ের সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশের পাশে এসে দাঁড়ায়। মুক্তিযুদ্ধে সর্বাত্মক সহযোগিতা করে। বাংলাদেশে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বরতা শুরুর এক সপ্তাহের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নই প্রথম প্রকাশ্যে পাকিস্তান সরকারের সমালোচনা করে বিবৃতি প্রকাশ করে। ১৯৭১ সালের ২ এপ্রিল সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট নিকোলাই পদগোর্নি স্বাক্ষরিত এই বিবৃতি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের কাছে পাঠানো হয়। এতে বাংলাদেশে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বর গণহত্যার প্রতিবাদ জানানো হয় এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বন্দী করায় উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। গোপনে বা কোন রাষ্ট্রদূতের মাধ্যম

কিংবা তৃতীয় কোন পক্ষের মাধ্যমে নয়। বিবৃতিটি ছিল প্রকাশ্য এবং তা সোভিয়েত বার্তা সংস্থার মাধ্যমেও প্রকাশিত হয়। কার্যত সোভিয়েত ইউনিয়ন এর মাধ্যমে বাংলাদেশের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে। এছাড়া মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের বন্ধুর ভূমিকা পালন করে বৃহৎ শক্তির দেশ যুক্তরাজ্য। ফ্রান্সের ভূমিকাও ছিল ইতিবাচক।

বিপরীত দিকে বৃহৎ শক্তি যুক্তরাষ্ট্র ও চীন শুরু থেকেই মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করে। যুক্তরাষ্ট্র ও চীন ছিল বাংলাদেশে দখলদার পাকিস্তানি বাহিনীর পক্ষে। তারা পাকিস্তানকে অস্ত্রসহ যাবতীয় সাহায্য-সহযোগিতা করে। মূলত চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের পাঠানো অস্ত্র দিয়েই হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী বাংলাদেশে গণহত্যায় মেতে উঠেছিল।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে জাতিসংঘেও সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশের পক্ষে জোরালো অবস্থান নিয়েছিল। এর ফলে যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও পাকিস্তান কূটনৈতিকভাবে পর্যুদস্ত হয়েছে। জাতিসংঘে সোভিয়েত ইউনিয়ন তিনবার ভেটো প্রয়োগ করে মুক্তিযুদ্ধকে চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছে দিয়েছিল এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত করতে সহায়তা করেছিল।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারত ঘনিষ্ঠ বন্ধুর ভূমিকা পালন করে। স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের পক্ষে ভারতের সমর্থন এবং সহানুভূতি যেমন ছিল, তেমনই অন্য দেশের সমর্থন আদায়ের জন্যও ভারতকে ব্যাপক তৎপরতা চালাতে হয়েছে। আর এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন সে সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের অনুকূলে জনমত সংগঠিত করার লক্ষ্যে ইন্দিরা গান্ধী দিনের পর দিন নিরলসভাবে কাজ করেছেন। এ কাজে তিনি গভীর প্রজ্ঞারও পরিচয় দেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ছয় মাস ধরে বাংলাদেশের পক্ষে নানা ধরনের কূটনৈতিক তৎপরতা চালানোর পর ১৯৭১ সালের ২৪ অক্টোবর ইন্দিরা গান্ধী নিজেই ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ও যুক্তরাষ্ট্র সফর করেন। একটানা তিন সপ্তাহের এই সফরে তিনি বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধানের সঙ্গে বৈঠক করেন। তাদেরকে বাংলাদেশে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর গণহত্যা, মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের সকল শ্রেণী-পেশার মানুষের অংশগ্রহণ, ভারতে বাংলাদেশের শরণার্থীদের অবস্থা ও বাংলাদেশের স্বীকৃতির দাবির যথার্থতা তুলে ধরেন।

বিজয়ের আগেই ভারত ও ভুটানের স্বীকৃতি

বাংলাদেশ স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর। হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে

মুক্তিযুদ্ধে বিজয় সূচিত হয় এই দিন। এরপর একে একে বিভিন্ন দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করতে থাকে। তবে ভারত ও ভুটান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের আগেই। মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জিত হওয়ার ১০দিন আগে ভারত বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। ভুটানও ভারতের অনুগামী হয়। ভুটান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের ৯দিন আগে।

সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্যে দেখা যায়, ভারত বাংলাদেশকে সর্বপ্রথম স্বীকৃতি প্রদান করে। দিনটি ছিল ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর। পরদিন ৭ ডিসেম্বর সংবাদপত্রে এই খবর প্রকাশিত হয়।

মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস ঢাকা থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলো ছিল পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর হাতে অবরুদ্ধ। সংবাদপত্রগুলো ছিল মূলত পাকিস্তানি সরকারের অপপ্রচার আর প্রপাগান্ডার বাহন। তাই স্বাভাবিকভাবেই ভারতের স্বীকৃতির খবরে স্বীকৃতিসংশ্লিষ্ট তথ্যটিকে গুরুত্ব দেয়া হয়নি। বরং গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, স্বীকৃতির প্রতিক্রিয়ার তথ্যকে। প্রতিক্রিয়াটি ছিল: ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার কারণে পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত চারটি সংবাদপত্রের মধ্যে এ সময় সংবাদ এর প্রকাশনা বন্ধ ছিল। বাকি তিনটি সংবাদপত্র খবরটিকে আট কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশ করে। দৈনিক ইত্তেফাকে শিরোনাম ছিল: 'পাক-ভারত কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন'। পাকিস্তান অবজারভারে শিরোনাম ছিল: 'Pakistan breaks with India'। আর দৈনিক পাকিস্তান (স্বাধীনতার পর দৈনিক বাংলা) এর শিরোনাম ছিল: 'তথাকথিত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ায় ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের ব্যবস্থা : কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন'। এখানে লক্ষণীয় যে, শিরোনামে দৈনিক পাকিস্তান বাংলাদেশকে ভারতের স্বীকৃতির প্রসঙ্গ তুলে ধরা হলেও দৈনিক ইত্তেফাক এবং পাকিস্তান অবজারভার শিরোনামে স্বীকৃতির বিষয়টি আনেনি।

সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্যে দেখা যায়, ভারতের পর ভুটান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে ১৯৭১ সালের ৭ ডিসেম্বর। পরদিন ৮ ডিসেম্বর খবরটি দৈনিক ইত্তেফাক ও দৈনিক পাকিস্তান প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলাম শিরোনামে প্রকাশ করে। দৈনিক ইত্তেফাকে শিরোনাম ছিল: 'ভুটান কর্তৃক 'বাংলাদেশ'কে স্বীকৃতিদান'। দৈনিক পাকিস্তানের শিরোনাম ছিল: 'বাংলাদেশকে ভুটানের স্বীকৃতিদান'। এখানে লক্ষণীয় যে, খবরটি ভারতের স্বীকৃতির খবরের তুলনায় অনেক কম গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশিত হলেও শিরোনামে সরাসরি স্বীকৃতির তথ্যটিই পরিবেশিত হয়েছে।

ওয়ারশ জোটভুক্ত দেশগুলোর স্বীকৃতি

১৯৭২ সালের জুনের মধ্যে সে সময় ওয়ারশ জোটভুক্ত দেশগুলো বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। এর মধ্যে ছয়টি দেশ ১৯৭২ সালের ১১ জানুয়ারির মধ্যে স্বীকৃতি দেয়। স্বাধীন দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশের পর সর্বপ্রথম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় পূর্ব জার্মানি যা ওয়ারশ জোটভুক্ত দেশ। অন্য দেশগুলোর মধ্যে বুলগেরিয়া ও পোল্যান্ড ১৯৭২ সালের ১২ জানুয়ারি, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চেকোস্লোভাকিয়া ১৯৭২ সালের ২৪ জানুয়ারি এবং হাঙ্গেরি ১৯৭২ সালের ২৮ জানুয়ারি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। সবশেষে ১৯৭২ সালের ২৮ জুন স্বীকৃতি প্রদান করে রুমানিয়া।

১৯৫৫ সালের ১৪ মে সোভিয়েত ইউনিয়নের অনুসারী মধ্য ও পূর্ব ইউরোপের আটটি কমিউনিস্ট দেশ ওয়ারশ জোটের অন্তর্ভুক্ত হয়। দেশগুলো হচ্ছে: সোভিয়েত ইউনিয়ন, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড, পূর্ব জার্মানি, রোমানিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া ও আলবেনিয়া। আলবেনিয়া ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত এই জোটভুক্ত ছিল। উল্লেখিত দেশসমূহের নিরাপত্তা সুদৃঢ় করা এবং যুক্তরাষ্ট্রের মদদপুষ্ট ন্যাটো, সিয়াটোসহ অন্যান্য সামরিক শক্তি জোটের প্রতিপক্ষ হিসেবে সংস্থাটি গঠিত হয়েছিল।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধেও সে সময়ের ওয়ারশ জোটভুক্ত দেশগুলোর সমর্থন ছিল।

ইউরোপের অ-কমিউনিস্ট দেশগুলোর মধ্যে ডেনমার্ক প্রথম

ওয়ারশ জোটভুক্ত তিনটি ইউরোপীয় কমিউনিস্ট দেশ: পূর্ব জার্মানি, বুলগেরিয়া ও পোল্যান্ড স্বীকৃতির পর ইউরোপের প্রথম অ-কমিউনিস্ট দেশের মধ্যে প্রথম স্বীকৃতির সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে ডেনমার্ক। ১৯৭২ সালের ২০ জানুয়ারি ডেনমার্ক সরকার বাংলাদেশকে কূটনৈতিক স্বীকৃতিদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে বলে ডেনিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী বোয়ার্জ এন্ডারসন ঘোষণা করেন। যদিও ডেনমার্কের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি পাওয়া যায় দুই সপ্তাহ পর ১৯৭২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি।

মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশে গণহত্যার নিন্দা করে নিউজিল্যান্ড জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে যে প্রস্তাব উত্থাপন করে ডেনমার্ক তার অন্যতম উদ্যোক্তা ছিল।

ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোর মধ্যে কিউবা প্রথম

ল্যাটিন আমেরিকার রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে কিউবা বাংলাদেশকে প্রথম স্বীকৃতি দেয়। ১৯৭২ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি নয়াদিল্লীতে কিউবার চার্জ দ্য এ্যাফেয়ার্স বাংলাদেশ মিশন প্রধান হুমায়ূন রশীদ চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করে কিউবার স্বীকৃতির সিদ্ধান্তের কথা জানান। হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী কিউবার স্বীকৃতির

তথ্য সংবাদ মাধ্যমকে অবহিত করেন। তিনি জানান, কিউবার চার্জ দ্য এ্যাফেয়ার্স বাংলাদেশের সঙ্গে পুরোপুরি কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য তাঁদের সরকারের আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

কিউবা মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকেই বন্ধুরাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের পাশে ছিল। এই সময় কিউবা জাতিসংঘে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশ প্রশ্নে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে ছিল তার অবস্থান। স্বাধীন দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশের দুই মাসের মধ্যে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়ে কিউবা বাংলাদেশের সঙ্গে তার বন্ধুত্বকে সুদৃঢ় করেছিল নিঃসন্দেহে।

আসিয়ানভুক্ত দেশের স্বীকৃতি

দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় জাতি সংস্থা (Association of Southeast Asian Nations) বা আসিয়ান এর সদস্যভুক্ত দেশগুলোর স্বীকৃতি লাভের মাধ্যমে এই অঞ্চলের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সম্পর্ক উন্নয়নের সুযোগ লাভ করে বাংলাদেশ। ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশও এশিয়া অঞ্চলের একটি দেশ। স্বাধীন দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশের পর পঞ্চম দেশ হিসেবে আসিয়ানভুক্ত দেশ মায়ানমার (সে সময়ের নাম বার্মা) বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। নিকট প্রতিবেশী দেশ মায়ানমারের স্বীকৃতি পাওয়া যায় ১৯৭২ সালের ১৩ জানুয়ারি। এরপর থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়াসহ আসিয়ানভুক্ত অন্য দেশগুলোর স্বীকৃতি আসে। আসিয়ানের প্রভাবশালী দেশগুলোর স্বীকৃতি পাওয়া যায় ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারির মধ্যেই।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দশটি রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত একটি সংস্থা আসিয়ান। ১৯৬৭ সালের ৮ আগস্ট ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর ও থাইল্যান্ড দ্বারা সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে ব্রুনাই, কম্বোডিয়া, লাওস, মিয়ানমার এবং ভিয়েতনাম সদস্যপদ লাভ করে। এই সংস্থার লক্ষ্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সামাজিক অগ্রগতি, সাংস্কৃতিক বিবর্তন তার সদস্যদের মধ্যে ত্বরান্বিত করা, আঞ্চলিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা সুরক্ষা এবং সদস্য দেশগুলোর মধ্যে শান্তিপূর্ণভাবে মতপার্থক্য নিয়ে আলোচনা ও সমাধান করা। তাই এই সংস্থার অন্তর্ভুক্ত দেশগুলোর স্বীকৃতিপ্রাপ্তি বাংলাদেশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়।

পাকিস্তানি বাধা ও মুসলিম দেশের স্বীকৃতি

বিশ্বজনমত বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতিশীল হলেও পাকিস্তানের বাংলাদেশবিরোধী অপতৎপরতা মুসলিম দেশগুলোর স্বীকৃতিপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করেছিল। তবে ধীরে ধীরে সে বাধা দূর হতে থাকে। মুসলিম দেশগুলোর স্বীকৃতি আসতে থাকে।

পাকিস্তানি বাধা প্রথম অতিক্রম করে ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টোর আলোচনা না হওয়া পর্যন্ত এবং একই সঙ্গে বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দেয়ার জন্য পাকিস্তান ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়াকে অনুরোধ করে আসছিল। কিন্তু পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার আগে ভুট্টোর সঙ্গে কোন আলোচনা না করার সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন বঙ্গবন্ধু। শেষ পর্যন্ত ইন্দোনেশিয়া বঙ্গবন্ধুর নীতিগত অবস্থানই সমর্থন করে এবং পাকিস্তানের অনুরোধ অগ্রাহ্য করেই বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের সিদ্ধান্ত নেয়। মালয়েশিয়াও একই পথ অবলম্বন করে। ইন্দোনেশিয়ার স্বীকৃতিদান প্রক্রিয়া শুরু হয় ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারিতে। ফেব্রুয়ারি মাসের শুরু থেকেই বেশ কয়েকবার এই দেশের স্বীকৃতির সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। তবে চূড়ান্তভাবে স্বীকৃতিটি আসে ১৯৭২ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি। একই দিন অপর মুসলিম দেশ মালয়েশিয়াও স্বীকৃতি দেয় বাংলাদেশকে।

সে সময় জনসংখ্যার দিক দিয়ে ইন্দোনেশিয়া ছিল পৃথিবীর বৃহত্তম মুসলিম দেশ। মুসলিম জনসংখ্যানুপাতে বাংলাদেশ ছিল পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ।

প্রথম আরব রাষ্ট্রের স্বীকৃতি

নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের ক্ষেত্রে ইরাক মধ্যপ্রাচ্যের প্রথম আরব মুসলিম রাষ্ট্র ও বিশ্বের মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে তৃতীয়। ১৯৭২ সালের ৮ জুলাই ইরাকের স্বীকৃতি পাওয়া যায়। ইরাকের স্বীকৃতি স্বাধীন বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কূটনৈতিক সাফল্য। এই স্বীকৃতিকে সে সময় মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিতে পরিবর্তনের প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

স্বাধীনতা সংগ্রামকালে বাংলাদেশ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর সহযোগিতা পায়নি। তারা পাকিস্তানি শাসকচক্রকে সমর্থন দিয়েছে। ইরাকও এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয়। সে সময় কুচক্রী পাকিস্তানি শাসকচক্র বাংলাদেশের ভ্রাতৃপ্রতিম আরবরাষ্ট্র ও অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রে বাংলাদেশের সরকার ও জনগণের বিপক্ষে মিথ্যা, বিদ্বেষপূর্ণ ও বিরূপ তথ্য প্রচার করে। এমনকি স্বাধীনতা অর্জনের পরও পাকিস্তানি অপতৎপরতা অব্যাহত ছিল।

তবে শেষ পর্যন্ত যে আরববিশ্বে বাংলাদেশ সরকারের কূটনৈতিক বিজয় সূচিত হতে শুরু করে তার নজির ইরাকের স্বীকৃতি। এর মাধ্যমে আরব বিশ্বে বাংলাদেশবিরোধী মিথ্যা প্রচারের বিষবাষ্প অপসারিত হতে শুরু করে।

এরপর ইরাকের মতো আরব বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্র বাংলাদেশের বাস্তবতাকে মেনে নিতে থাকে। ইয়েমেন, লেবানন, মরক্কো, মিসর, সিরিয়াসহ বিভিন্ন আরবরাষ্ট্র একে একে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে।

পারস্পরিক স্বীকৃতি : উত্তর ভিয়েতনাম ও গিনি-বিসাউ

দুটি ক্ষেত্রে পারস্পরিক স্বীকৃতির ঘটনা ঘটেছে। যা স্বাধীন বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী ঘটনা বলা যায়।

১৯৭২ সালের ২৫ নভেম্বর বাংলাদেশ উত্তর ভিয়েতনামকে স্বীকৃতি প্রদান করে। বিপরীত দিকে একই দিনে উত্তর ভিয়েতনামও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়।

অন্যদিকে ১৯৭৩ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ নতুন আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র গিনি-বিসাউকে স্বীকৃতি প্রদান করে। বাংলাদেশ গিনি-বিসাউকে স্বীকৃতি প্রদানের ধারাবাহিকতায় তিনদিনের মধ্যে অর্থাৎ ১৯৭৩ সালের ৪ অক্টোবর বাংলাদেশকেও গিনি-বিসাউ স্বীকৃতি দেয়।

স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশ সরকার বিশ্বের সর্বত্র জাতীয় মুক্তিসংগ্রামরত জনগণের প্রতি সমর্থনদানের কথা বিভিন্ন সময় ঘোষণা করেছে। প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও বহুবার দেশে এবং বিদেশে একথা ঘোষণা করেছেন। কানাডার রাজধানী অটোয়াতে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ সম্মেলনে এবং আলজিরিয়ার রাজধানী আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনেও সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ ও নয়া উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত মুক্তিকামী জনগণের প্রতি বাংলাদেশের অকুণ্ঠ সমর্থনদানের কথা ঘোষণা করা হয়। ধারণা করা যেতে পারে যে, উত্তর ভিয়েতনাম ও গিনি-বিসাউকে স্বীকৃতিদানের ঘটনা প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশ সরকারের উল্লেখিত নীতিরই প্রতিফলন।

ইউরোপীয় সাধারণ বাজারভুক্ত দেশগুলোর স্বীকৃতি

১৯৭২ সালের মধ্য ফেব্রুয়ারির মধ্যে ইউরোপের মোট ২২টি দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। এর মধ্যে ইউরোপীয় সাধারণ বাজারভুক্ত সব ক'টি দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। ১৯৭২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি ইংল্যান্ড ও পশ্চিম জার্মানির স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে ইউরোপীয় সাধারণ বাজারভুক্ত দেশগুলোর স্বীকৃতিপ্রাপ্তি শুরু হয়। ১৯৭২ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড ও লুক্সেমবার্গ স্বীকৃতি দেয় বাংলাদেশকে। পরদিন ১২ ফেব্রুয়ারি ফ্রান্স ও ইতালির স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে ইউরোপীয় সাধারণ বাজারভুক্ত সব ক'টি দেশের স্বীকৃতি আসে।

লক্ষণীয় যে, ইউরোপীয় সাধারণ বাজারভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে বৃহৎ শক্তির দেশ ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সও রয়েছে। তাই বৃহৎ দুটি শক্তির দেশ ছাড়াও ইউরোপীয় অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ দেশগুলোর স্বীকৃতি বাংলাদেশের জন্য অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে। পাশাপাশি প্রভাবশালী দেশসমূহের স্বীকৃতি অন্য রাষ্ট্রগুলোকে বাংলাদেশের প্রতি স্বীকৃতিদানে অনুপ্রাণিত করে।

বঙ্গবন্ধুর দশদিনের আলটিমেটাম ও যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃতি

যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিরোধী অবস্থানে ছিল। বাংলাদেশ যাতে স্বাধীন দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে না পারে সে জন্য যুক্তরাষ্ট্র কূটনৈতিক ও সামরিক অপতৎপরতার পাশাপাশি পাকিস্তানকে নানাভাবে সমর্থন যুগিয়েছে। এমন কি বাংলাদেশ স্বাধীন-সার্বভৌম দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশের পরও তারা বাংলাদেশবিরোধী অবস্থানে অটল থাকে এবং পাকিস্তানের পক্ষাবলম্বন করে বিভিন্ন নেতিবাচক কর্মকাণ্ড চালায়।

এই প্রেক্ষাপটে ১৯৭২ সালের এপ্রিলে এসে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাপারে দৃঢ় অবস্থান নেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৭২ সালের ৩ এপ্রিল বঙ্গবন্ধু দশদিনের মধ্যে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য সময় বেঁধে দেন যুক্তরাষ্ট্রকে। অন্যথায় তিনি ঢাকা থেকে যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস গুটিয়ে নিতে বলেন। এর পরদিনই অর্থাৎ ১৯৭২ সালের ৪ এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়।

প্রকৃতপক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃতি ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একটি কূটনৈতিক বিজয়। বিপরীত দিকে বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কূটনীতির একটা কলঙ্কজনক অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটে। কারণ ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানকে সামরিক সরঞ্জাম এবং অর্থনৈতিক সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করে নিক্সন সরকার। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে সে দেশের শান্তিপ্রিয় মানুষ, সংবাদপত্র ও রাজনীতিবিদগণ। বাংলাদেশ শত্রুর কবলমুক্ত হওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ মানুষ, সে দেশের সংবাদপত্র, কংগ্রেস এবং সিনেটরগণ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য ক্রমাগত নিক্সন সরকারকে চাপ দিয়ে আসছিল।

১৯৭২ সালের ২৫ মার্চ মার্কিন সিনেটে বাংলাদেশকে যত দ্রুত সম্ভব স্বীকৃতি প্রদানের আহ্বান জানিয়ে সর্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। পরে এই প্রস্তাবটি সিনেটের বৈদেশিক সম্পর্ক কমিটিতে ভোটের মাধ্যমে পাস করা হয়। প্রস্তাবটির বিপক্ষে একটিও ভোট পড়ে নাই।

অন্যদিকে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি বঙ্গবন্ধুর আলটিমেটাম দেয়ার পর ঘোষিত হয় স্বীকৃতি।

বাংলাদেশকে যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃতি প্রদানের ফলে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের ৫টি স্থায়ী সদস্যের মধ্যে ৪টির স্বীকৃতি পাওয়া যায়। নিরাপত্তা পরিষদের অন্য তিনটি স্থায়ী সদস্য দেশ সোভিয়েট ইউনিয়ন, বৃটেন ও ফ্রান্স যুক্তরাষ্ট্রের আগেই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। এই স্বীকৃতির ফলে বাংলাদেশের জাতিসংঘের সদস্য হওয়ার পথে অন্যতম অন্তরায় অপসারিত হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃতিপ্রাপ্তির পর প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মার্কিন স্বীকৃতির খবরে আনন্দ প্রকাশ করেন এবং আশা প্রকাশ করেন যে, এর মাধ্যমে দু'দেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতা ও সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হবে।

স্বীকৃতি প্রদানের পর বাংলাদেশের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের নিক্সন সরকারের নীতির কিছুটা পরিবর্তন লক্ষণীয়। ১৯৭৩ সালের ৩ মে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে বার্ষিক পররাষ্ট্রনীতি রিপোর্ট পেশ করার সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন পৃথিবীর অন্যান্য দেশের প্রতি উপমহাদেশের নতুন বাস্তবতাকে স্বীকার করে নিয়ে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার আহ্বান জানান। এদিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন বাংলাদেশের সাফল্য ও স্থিতিশীলতায় তাঁর সরকারের আগ্রহের কথাও উল্লেখ করেন।

পাকিস্তানের কমনওয়েলথ ত্যাগ

১৯৭২ সালের ৩০ জানুয়ারি কমনয়েলথভুক্ত দেশ ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। পরদিনই অর্থাৎ ৩১ জানুয়ারিতেই অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। আর ইংল্যান্ড স্বীকৃতি দেয় ৪ ফেব্রুয়ারি। এই তিনটি দেশই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের ব্যাপারে তাদের সিদ্ধান্তের কথা পাকিস্তানকে জানিয়ে দেয়। বিষয়টি নিয়ে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টোর সঙ্গে আলোচনার জন্য কমনওয়েলথ সেক্রেটারি জেনারেল আর্নল্ড স্মিথ রাওয়ালপিন্ডি যান। কিন্তু আর্নল্ড স্মিথ রাওয়ালপিন্ডি যাওয়ার পরপরই পাকিস্তান কমনওয়েলথ ত্যাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। বাংলাদেশকে উল্লেখিত তিনটি দেশ স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ হিসেবেই কমনওয়েলথের সঙ্গে ২৪ বছরের সম্পর্ক ছিন্ন করে পাকিস্তান।

স্বাধীনতার পর থেকেই পাকিস্তান হুমকি দিচ্ছিল যে, বাংলাদেশকে যে রাষ্ট্র স্বীকৃতি দেবে, পাকিস্তান তাদের সঙ্গেই সম্পর্ক ছিন্ন করবে। এমন ঘটনা ঘটছিলও। একইভাবে কমনওয়েলথ ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে পাকিস্তানের

প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টো আগেই হুমকি দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ইংল্যান্ড বা কমনওয়েলথের অন্য কোন সদস্য দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিলে পাকিস্তান কমনওয়েলথ ত্যাগ করবে। শেষ পর্যন্ত তা ঘটিয়েছিল পাকিস্তান।

পাকিস্তানের স্বীকৃতি : বঙ্গবন্ধুর কূটনৈতিক বিজয়

পাকিস্তানের স্বীকৃতি আদায় ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্য একটি বিরাট কূটনৈতিক সাফল্য। মহান মুক্তিযুদ্ধে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী পরাজিত হওয়ার পর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টো বাংলাদেশকে পাকিস্তানের স্বীকৃতি প্রদানের ক্ষেত্রে নানা টালবাহানা শুরু করে। স্বীকৃতির জন্য বিভিন্ন পূর্বশর্ত জুড়ে দেয়। ভুট্টো বারবার দাবি জানাতে থাকে যে, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার আগে তিনি পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীদের মুক্তি এবং বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যকার অন্যান্য বিষয় নিয়ে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলোচনায় বসতে চান। ১৯৭২ সালের শুরু থেকেই ভুট্টো এই দাবি করে আসছিলেন। বেশ কিছু মুসলিম রাষ্ট্র এবং চীন ভুট্টোর এই দাবির সমর্থকও ছিল। ভুট্টোকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য কোন কোন রাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে বিলম্বও করে।

কিন্তু শুরু থেকেই বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার আগে ভুট্টোর সঙ্গে কোন আলোচনা করার সম্ভাবনা নাকচ করে দেন এবং এই সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। ভুট্টো বারবার আলোচনায় বসার প্রস্তাব দেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু স্বীকৃতির আগে আলোচনা না করার কথা পুনর্ব্যক্ত করতে থাকেন। বঙ্গবন্ধু অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানে বাধ্য হবে। আর স্বীকৃতিদানে বিলম্ব করলে বাংলাদেশের কোন ক্ষতি হবে না। বরং পাকিস্তানই বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হবে।

বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানে ভুট্টোর ছলচাতুরি চলে দীর্ঘদিন ধরে। এ সময় পাকিস্তানের কিছু রাজনৈতিক দল বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের পক্ষে তাদের অভিমত তুলে ধরে। এই রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ছিল: পাকিস্তান জমিয়তে ওলেমায়ে ইসলাম, কাউন্সিল মুসলিম লীগ, পাকিস্তান কংগ্রেস দল এবং ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির বিভিন্ন শাখা। পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দীদের স্ত্রী-সন্তানরাও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার দাবিতে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের সামনে বিক্ষোভ করে। পাকিস্তানের প্রভাবশালী সংবাদপত্রগুলো বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের ব্যাপারে সমর্থন জানিয়ে তাদের মতামত তুলে ধরে। এই সংবাদপত্রগুলোর মধ্যে ডেইলি ডন, পাকিস্তান টাইমস, দৈনিক জং উল্লেখযোগ্য। এমন কি জুলফিকার আলী ভুট্টোর

রাজনৈতিক দল পাকিস্তান পিপলস পার্টির মুখপত্র 'মুসাওয়াত'ও বাংলাদেশকে স্বীকৃতির পক্ষে যুক্তি তুলে ধরে।

১৯৭৩ সালে এসে জুলফিকার আলী ভুট্টো কিছুটা অনুভব করতে পারেন যে, বাংলাদেশকে স্বীকৃতির প্রশ্ন দীর্ঘদিন ঝুলিয়ে রাখায় পাকিস্তান প্রতিকূল পরিস্থিতির দিকে যাচ্ছে। তিনি স্বীকার করেন যে, বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের বিষয়টি বিলম্বিত করার কারণে বিপুল পরিমাণ অর্থনৈতিক বোঝা পাকিস্তানের কাঁধে চাপছে। বৈদেশিক ঋণের বাংলাদেশের অংশ পাকিস্তানকেই পরিশোধ করতে হচ্ছে। পাকিস্তানি ব্যবসায়ীরাও পাকিস্তানের অর্থনৈতিক সংকট মোচনের জন্য বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য ভুট্টোকে পরামর্শ দেন। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশকে স্বীকৃতির প্রশ্নে পাকিস্তানের অবস্থানের ব্যাপারে ১৯৭৩ সালের জুনে চীনও পরিবর্তিত ভূমিকা গ্রহণ করে। এ সময় পাকিস্তান সফরকালে চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের ব্যাপারে নমনীয় হওয়ার জন্য জুলফিকার আলী ভুট্টোকে পরামর্শ দেন। এর পরপরই ১৯৭৩ সালের ১০ জুলাই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য ভুট্টোকে ক্ষমতা দিয়ে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। কিন্তু তারপরও ভুট্টো বাংলাদেশকে স্বীকৃতির দেওয়ার আগে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলোচনায় বসার ইচ্ছা পোষণ করে আরো কালক্ষেপণ করতে থাকেন।

১৯৭৪ সালে এসে পাকিস্তান ভিন্ন এক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। এই বছরই ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিতব্য ইসলামি শীর্ষ সম্মেলনের নির্ধারিত স্থান ছিল পাকিস্তানের লাহোর নগরী। এই সম্মেলনে বাংলাদেশকে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানানো হয়। কিন্তু বঙ্গবন্ধু আমন্ত্রণের পরিপ্রেক্ষিতে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন যে, পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দিলে এই সম্মেলনে বাংলাদেশ অংশগ্রহণ করবে না। বঙ্গবন্ধুর এই দৃঢ় অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে আলজিরিয়া, মিসরসহ অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের জন্য পাকিস্তানের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। ইসলামি শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্বের সুযোগ সৃষ্টির জন্য মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ বিশেষ করে মিসর, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে ব্যাপক কূটনৈতিক তৎপরতা শুরু হয়।

শেষ পর্যন্ত কূটনৈতিক পরাজয় ঘটে পাকিস্তানের। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টোর সব দম্ভ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। ১৯৭৪ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান বাংলাদেশকে নিঃশর্ত স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়। বিপরীত দিকে পাকিস্তানের স্বীকৃতি আদায়ের ক্ষেত্রে কূটনৈতিক বিজয় অর্জন করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। পাকিস্তানের স্বীকৃতি আদায়ের ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা ও সাফল্য আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়।

চীনের ভেটো, বঙ্গবন্ধুর নীরব কূটনীতি ও জাতিসংঘে বাংলাদেশ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জোরালো কূটনৈতিক তৎপরতার কারণে ১৯৭২ সালের আগস্ট মাসের আগেই নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী ৫টি সদস্যের মধ্যে একমাত্র চীন ছাড়া অপর ৪টি সদস্য দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে এবং নিরাপত্তা পরিষদের ১৫টি অস্থায়ী সদস্যের মধ্যেও ১১টি দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। এই প্রেক্ষাপটকে সামনে এনে ১৯৭২ সালের ৮ আগস্ট বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভের জন্য আবেদন করে। লক্ষ্য ছিল, সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিতব্য জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যাতে বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভের বিষয়টি উত্থাপন করা হয়। কোন ত্রুটি না রাখার জন্য বাংলাদেশ তিনটি প্রক্রিয়ায় আবেদনপত্র পাঠায়। প্রথম প্রক্রিয়াটি ছিল: জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল কূর্ট ওয়ান্ডহেইমের কাছে সরাসরি তারবার্তার মাধ্যমে আবেদনপত্র পাঠানো হয়। দ্বিতীয় প্রক্রিয়াটি ছিল: ঢাকাস্থ জাতিসংঘ প্রতিনিধি ডঃ উমব্রিখটের মাধ্যমেও আবেদনপত্র প্রেরণ করা হয়। আর তৃতীয় প্রক্রিয়া হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এস. এ. করিমের মাধ্যমেও আবেদনপত্র পাঠানো হয়। পাশাপাশি জাতিসংঘের সদস্য সব রাষ্ট্রের কাছে বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভে সমর্থনদানের জন্য চিঠি প্রেরণসহ কূটনৈতিক চ্যানেলেও যোগাযোগ করা হয়।

কিন্তু পাকিস্তানের প্ররোচনার কারণে চীন চাইছিল না যে, বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য হোক। মুক্তিযুদ্ধের সময়ও চীন বাংলাদেশের পক্ষে ছিল না। বরং পাকিস্তানের পক্ষে ছিল। হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী যখন বাংলাদেশে ব্যাপক গণহত্যা, নারী নির্যাতন ও ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছিল, তখন চীন শুধু তা সমর্থনই করেনি সর্বতোভাবে সাহায্যও করেছে।

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর আশা করা হয়েছিল চীন তার ভুল বুঝতে পারবে। তার ভ্রান্ত নীতি ত্যাগ করবে। কিন্তু চীন বাংলাদেশবিরোধী অবস্থান থেকে সরে আসেনি। এমনকি পাকিস্তানের স্বার্থ রক্ষার জন্য ১৯৭২ সালের ২৫ আগস্ট নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যভুক্তির বিরুদ্ধে চীন ভেটো প্রদান করে। এই ভেটো প্রদানের মাধ্যমে জাতিসংঘে সদস্যপদ লাভে বাংলাদেশের ন্যায়সঙ্গত অধিকারের বিরোধিতা করে চীন প্রমাণ করে যে, সে পাকিস্তানের সামন্ততান্ত্রিক ও জঙ্গী সরকারেরই সমর্থক। যে পাকিস্তান উপমহাদেশে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার পথে বারবার অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে।

১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৩ সালের মধ্যে বাংলাদেশ আর জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত হতে পারেনি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, পাকিস্তানের প্ররোচনায় চীন তার ভেটো প্রদান অব্যাহত

রাখবে। তবে সেজন্য তিনি হতাশ হননি। বরং নীরব কূটনীতির আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। এর অংশ হিসেবে তিনি অভিজ্ঞ কূটনীতিক কে. এম. কায়সারকে চীনে পাঠান। কে. এম. কায়সার আগে চীনে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত হিসেবে কাজ করেছিলেন। তিনি তাঁর কূটনৈতিক অভিজ্ঞতা ও চীনের কূটনৈতিক মহলে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ককে কৌশলে কাজে লাগান এবং পাকিস্তানকে অন্ধকারে রেখে জাতিসংঘে চীনের সমর্থন আদায় করতে সক্ষম হন। তাই ১৯৭৪ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে বাংলাদেশকে যখন জাতিসংঘের ১৩৬তম সদস্য হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করা হয়, তখন চীন আর বাধা হয়ে উঠেনি।

বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর স্বীকৃতি

বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড ও পঁচাত্তরের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর গুরুত্বপূর্ণ দুটি দেশের স্বীকৃতি লাভ করে বাংলাদেশ। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বাংলাদেশের জাতীয় জীবনে এক নির্মম ও কলঙ্কজনক ঘটনা ঘটে যায়। এই দিন সেনাবাহিনীর একদল ক্ষমতালিপ্সু অফিসারের হাতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হন। সেনাবাহিনীর ট্যাঙ্ক ডিভিশনের বেশ কয়েকজন সামরিক অফিসার মহড়ার কথা বলে গভীর রাতে বঙ্গবন্ধুর বত্রিশ নম্বরের নিজস্ব বাসভবন আক্রমণ করে তাঁকে হত্যা করে। এই পৈশাচিক ঘটনায় নিহত বঙ্গবন্ধুর লাশ দাফনের আগেই আওয়ামী লীগ নেতা খন্দকার মোশতাক আহমদ নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। গঠিত হয় নতুন সরকার। হতবিহ্বল হয়ে পড়ে বাঙালি জাতি। বিস্মিত হয় বিশ্ববাসী।

এই মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের অব্যবহিত পরই ১৯৭৫ সালের ১৬ আগস্ট আরব বিশ্বের প্রভাবশালী দেশ সৌদি আরব বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। প্রধান মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সৌদি আরবই সবশেষে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। মুসলিম বিশ্বে সৌদি আরব ছিল পাকিস্তানের অন্যতম সুহৃদ রাষ্ট্র। মুসলিম ভ্রাতৃত্বের প্রভাব খাটিয়ে সৌদি আরব যাতে বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানে বিরত থাকে সে চেষ্টা অব্যাহত রেখেছিল পাকিস্তান। শেষ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর অন্তর্ধানের পর বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি পাকিস্তানের অনুকূলে এলে সৌদি আরব বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়।

পাকিস্তানের অপর সুহৃদ রাষ্ট্র চীনের স্বীকৃতিও আসে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর। সৌদি আরব বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার দুই সপ্তাহ পরে ১৯৭৫ সালের ৩১ আগস্ট চীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়।

যদিও পাকিস্তানের এই দুই সুহৃদ রাষ্ট্র সৌদি আরব ও চীনের স্বীকৃতিপ্রাপ্তির এক বছরেরও বেশি আগে ১৯৭৪ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছিল। আর পাকিস্তানের স্বীকৃতি আদায় করা ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কূটনৈতিক সাফল্যের এক মাইলফলক।

উপসংহার

গবেষণাধীন সময়ে সংবাদপত্রে স্বাধীন বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির ঘটনাপ্রবাহ প্রতিফলিত হয়েছে। যাচাই করে দেখা যায়, ভারত ও ভুটান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে বাংলাদেশ স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশের আগেই। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জিত হওয়ার ১০দিন আগে ভারত বাংলাদেশকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। আর ভুটান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের ৯দিন আগে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। পরদিন ৭ ডিসেম্বর সংবাদপত্রে এই খবর প্রকাশিত হয়। আর ভুটান স্বীকৃতি প্রদান করে ১৯৭১ সালের ৭ ডিসেম্বর। এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় ৮ ডিসেম্বর। বিজয় অর্জনের ২৫দিন পর ১৯৭২ সালের ১১ জানুয়ারি স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিটি আসে। আর এই স্বীকৃতিটি প্রদান করে পূর্ব জার্মানি। পরদিন ১২ জানুয়ারি এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। শেষ স্বীকৃতিটি আসে চীনের কাছ থেকে ১৯৭৫ সালের ৩১ আগস্ট। এই খবর প্রকাশিত হয় ১ সেপ্টেম্বর।

এই দীর্ঘ সময়সীমায় শুধু বিভিন্ন দেশের স্বীকৃতি প্রদানের খবরই নয়, স্বীকৃতিসংশ্লিষ্ট নানা ধরনের খবর প্রকাশিত হয়েছে। অনেক খবর দীর্ঘদিন ধরে ফলো-আপ করা হয়েছে। কিছু খবরের ক্ষেত্রে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, এমন কি বছরের পর বছর ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায়।

গবেষণাকর্মের আওতাধীন চারটি সংবাদপত্রে মোট ৩৭১টি স্বীকৃতিসংশ্লিষ্ট খবর প্রকাশিত হয়েছে। সংবাদপত্রগুলোর মধ্যে দৈনিক ইত্তেফাকে সবচেয়ে বেশি খবর (১১৩টি) প্রকাশিত হয়েছে। দ্বিতীয় অবস্থান সংবাদ এর (৯৭টি)। তৃতীয় অবস্থান দৈনিক বাংলার (৯০টি)। চতুর্থ অবস্থান বাংলাদেশ অবজারভারের (৭১টি)।

সংবাদপত্রে স্বাধীন বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিসংশ্লিষ্ট খবরের উপস্থাপন-প্রবণতা বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, খবরগুলো উপস্থাপনের ক্ষেত্রে বেশ গুরুত্ব লাভ করেছিল। কারণ স্বীকৃতিসংশ্লিষ্ট বেশিরভাগ খবরই প্রথম

পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছিল। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত চারটি সংবাদপত্রেই এই প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। তবে দৈনিক বাংলায় প্রথম পৃষ্ঠায় খবর প্রকাশের হার সবচেয়ে বেশি (৯৬ শতাংশ)। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় অবস্থানে ছিল বাংলাদেশ অবজারভার (৯৪ শতাংশ)। তৃতীয় অবস্থানে ছিল সংবাদ (৯১ শতাংশ) এবং চতুর্থ অবস্থান ছিল দৈনিক ইত্তেফাক (৮৪ শতাংশ)। এখানে লক্ষণীয় যে, দৈনিক ইত্তেফাকে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক খবর প্রকাশিত হলেও এই সংবাদপত্রে প্রথম পৃষ্ঠায় খবর প্রকাশের হার অন্য তিনটি সংবাদপত্রের তুলনায় কম।

বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় যে, খবরের কলামভিত্তিক উপস্থাপন অনুযায়ীও স্বাধীন বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি-সংশ্লিষ্ট খবরগুলো সংবাদপত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। কলামভিত্তিক বিশ্লেষণ অনুযায়ীও স্বাধীন বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিসংশ্লিষ্ট খবর দৈনিক বাংলাই তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলাম শিরোনাম থেকে শুরু করে ৮ কলাম ব্যানার শিরোনামে প্রকাশিত খবরের হার যাচাই করে এই তথ্য বেরিয়ে এসেছে। তবে অন্য তিনটি সংবাদপত্রও খুব বেশি পিছিয়ে ছিল না। শুধু আট কলাম ব্যানার খবর প্রকাশের ক্ষেত্রেও তা দেখা গেছে। তবে সংবাদ আট কলাম ব্যানার শিরোনামে কোন খবরই প্রকাশ করেনি।

স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশের পর পাঁচ বৃহৎ শক্তির দেশ যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও চীনের স্বীকৃতি অর্জন বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। এই রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৭২ সালের ২৪ জানুয়ারি। সোভিয়েত ইউনিয়ন স্বীকৃতি দেয়ার দশদিন পর ১৯৭২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় ইংল্যান্ড। ইংল্যান্ড স্বীকৃতি দেয়ার সাতদিন পর তৃতীয় দেশ হিসেবে ১৯৭২ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি স্বীকৃতি প্রদান করে ফ্রান্স। এর প্রায় দুইমাস পর ১৯৭২ সালের ৪ এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। চীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় সব শেষে ১৯৭৫ সালের ৩১ আগস্ট। পাঁচ বৃহৎ শক্তির দেশগুলোর স্বীকৃতিসংশ্লিষ্ট খবরও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে গুরুত্ব লাভ করেছিল। খবরগুলোর বেশির ভাগই প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই পাঁচ বৃহৎ শক্তির স্বীকৃতিসংশ্লিষ্ট খবরের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের খবরের হার ছিল সবচেয়ে বেশি। দ্বিতীয় অবস্থানে ছিল চীনের স্বীকৃতিসংশ্লিষ্ট খবর।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর হানাদার পাকিস্তান বাহিনী আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজয় মেনে নিতে বাধ্য হলেও পাকিস্তান বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশবিরোধী কূটনৈতিক তৎপরতা অব্যাহত রাখে এবং বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানে বিলম্ব করতে থকে। বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দেয়ার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশকে প্রভাবিত করারও অপপ্রচেষ্টা চালায়। সে কারণে অনেক দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে বিলম্বও করে। অনেক টালবাহানার পর ১৯৭৪ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়। পাকিস্তান স্বীকৃতি দেওয়ার আগে ও পরে দীর্ঘদিন ধরে স্বীকৃতিসংশ্লিষ্ট প্রাসঙ্গিক খবর প্রকাশিত হয়। আর খবরগুলো উপস্থাপনের ক্ষেত্রে গুরুত্ব লাভ করেছিল।

স্বাধীন বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জনের ক্ষেত্রে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিণত হয়। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালেই বাংলাদেশ জাতিসংঘের সমর্থন লাভের প্রচেষ্টা শুরু করে। স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ আত্মপ্রকাশের পর তা আরো গুরুত্ব লাভ করে। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরেই বাংলাদেশকে জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত করার জন্য জাতিসংঘের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতিসংঘের সদস্যভুক্তির জন্য আবেদন জানানো হয় ১৯৭২ সালের ৮ আগস্ট। কিন্তু ১৯৭২ সালের ২৫ আগস্ট জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যভুক্তির বিরুদ্ধে চীন ভেটো প্রদান করে। পাকিস্তানের স্বার্থ রক্ষার জন্যই চীন এই ভেটো প্রদান করে। যে কারণে সে সময় বাংলাদেশের জাতিসংঘে সদস্যভুক্ত হওয়া সম্ভব হয়নি। বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য হয় আরো দুই বছর পর। ১৯৭৪ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে বাংলাদেশকে জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত করা হয়। জাতিসংঘের ১৩৬তম সদস্য হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করা হয় বাংলাদেশকে। গবেষণার আওতাধীন সময়ে সংবাদপত্রে বাংলাদেশের জাতিসংঘভুক্ত হওয়ার বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন ধরনের খবর প্রকাশিত হয়েছিল। খবরগুলো উপস্থাপনের ক্ষেত্রে বেশ গুরুত্ব পেয়েছিল।

এই গবেষণাকর্মের অন্তর্ভুক্ত সংবাদপত্রে স্বাধীন বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিসংশ্লিষ্ট খবর বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল বলেই সংবাদপত্রগুলোতে এই সম্পর্কে একাধিক সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে। গবেষণাধীন সংবাদপত্রগুলোতে মোট ৪৫টি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে।

এর মধ্যে দৈনিক বাংলায় ১৫টি, দৈনিক ইত্তেফাকে ১২টি, বাংলাদেশ অবজারভারে ১০টি এবং সংবাদ-এ ৭টি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, স্বীকৃতিসংশ্লিষ্ট খবর ও ঘটনা প্রবাহ সংবাদপত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল বলেই সম্পাদকীয়গুলো প্রকাশিত হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের অব্যবহিত পর থেকেই বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিসংশ্লিষ্ট বিষয়ে সম্পাদকীয়তে বিভিন্ন পরামর্শ, দিকনির্দেশনা, মন্তব্য ও অভিমত জানিয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার পর সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করে। আশা প্রকাশ করে যে, স্বীকৃতির ধারাবাহিকতায় দেশগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক আরো নিবিড় হবে।

সংবাদপত্রগুলোর কাছে প্রতীয়মান হয় যে, বিশ্বজনমত বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতিশীল হলেও পাকিস্তান বাংলাদেশবিরোধী অপতৎপরতা অব্যাহত রেখেছে। তাই এই সম্পর্কে সজাগ থাকার জন্য বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। অন্যদিকে মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের পর থেকে সংবাদপত্রগুলো বাংলাদেশের বাস্তবতাকে মেনে নেয়ার জন্য বিভিন্ন সময় পাকিস্তানের প্রতি আহ্বান জানায়। সম্পাদকীয়গুলোতে আশা প্রকাশ করা হয় যে, শান্তি ও স্থিতিশীলতার স্বার্থে পাকিস্তান দ্রুত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবে। অন্যথায় বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দিলে পাকিস্তানের অস্তিত্বই হুমকির মধ্য পড়বে বলে পাকিস্তানকে হুঁশিয়ার করা হয়। কিন্তু পাকিস্তান নানা টালবাহানার আশ্রয় নেয়। অন্যান্য দেশকেও স্বীকৃতি না দেয়ার জন্য প্ররোচিতও করতে থাকে। তবে ১৯৭৪ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার পর সংবাদপত্রগুলো পাকিস্তানের স্বীকৃতিকে সত্য ও বাস্তবতার জয় এবং বাংলাদেশের নৈতিক ও কূটনৈতিক বিজয় বলে অভিহিত করে।

সংবাদপত্রগুলো সম্পাদকীয়তে বিভিন্ন দেশের স্বীকৃতি আদায়ের জন্য কূটনৈতিক তৎপরতা জোরদার করার জন্য পরামর্শ দেয় সরকারকে। আবার মুক্তিযুদ্ধে বিরোধিতাকারী দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বনের জন্যও পরামর্শ দেয়।

আরব রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে প্রথম ইরাক ১৯৭২ সালের ৮ জুলাই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অভিহিত করে সংবাদপত্রগুলো। এই স্বীকৃতিকে মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিতে পরিবর্তনের প্রতীক হিসেবে অভিহিত করা হয় এবং আশা প্রকাশ করে খুব দ্রুত আরব

বিশ্বের অন্যান্য দেশও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবে। এই আশাবাদ বাস্তবে রূপ নেয় যখন ইয়েমেন, লেবানন, মরক্কো, মিসর, সিরিয়াসহ বিভিন্ন আরবরাষ্ট্র একে একে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে।

পাঁচ বৃহৎ শক্তির দেশগুলোর মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশকে সরাসরি সমর্থন ও সহযোগিতা করেছিল। তাই ১৯৭২ সালের ২৪ জানুয়ারি সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিলে সংবাদপত্রগুলো এই স্বীকৃতিকে খুবই প্রত্যাশিত মনে করে এবং আশা প্রকাশ করে যে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের যথাযথ স্থান লাভ এবং বিভিন্ন দেশের স্বীকৃতি পাওয়ার ক্ষেত্রে এই স্বীকৃতি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলবে। এর প্রভাব অবশ্যই পড়েছিল। এমন কি বৃহৎ শক্তির দেশগুলোর মধ্যেও এর প্রভাব লক্ষণীয়। বৃহৎ শক্তি ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। সোভিয়েত ইউনিয়ন স্বীকৃতি প্রদানের মাত্র দশ দিন পরই ১৯৭২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি ইংল্যান্ড বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। আর ফ্রান্স স্বীকৃতি দেয় ইংল্যান্ড স্বীকৃতি দেয়ার সাত দিন পর ১৯৭২ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি। এমনকি যুক্তরাষ্ট্র মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশবিরোধী অবস্থান নিলেও সোভিয়েত স্বীকৃতির পর তিন মাসেরও কম সময়ের মধ্যে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়। ১৯৭২ সালের ৪ এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃতির পর সংবাদপত্রগুলো বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের ন্যক্কারজনক বিরোধিতার কথা স্মরণ করে এবং এই স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে প্রকৃত পক্ষে বাংলাদেশের ব্যাপারে মার্কিন জনমতেরই বিজয় ঘটেছে বলে অভিমত প্রকাশ করে।

তবে স্বীকৃতি প্রদানের ক্ষেত্রে বৃহৎ শক্তি চীন ব্যতিক্রম। মুক্তিযুদ্ধের সময় চীন পাকিস্তানের পক্ষ অবলম্বন করেছিল। স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশের পরও চীন বাংলাদেশবিরোধী অবস্থানে অটল থাকে। শুধু তাই না, চীন শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মর্মান্তিকভাবে নিহত হওয়ার পর। ১৫ আগস্টের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর ১৯৭৫ সালের ৩১ আগস্ট চীন স্বীকৃতি প্রদান করলে সংবাদপত্রগুলো এই স্বীকৃতিকে খন্দকার মোশতাক আহমদের সরকারের সাফল্য হিসেবে বর্ণনা করে। এ ব্যাপারে বঙ্গবন্ধুর কূটনৈতিক তৎপরতার ধারাবাহিকতার বিষয়টি সংবাদপত্রগুলোর সম্পাদকীয়তে আনা হয়নি।

অথচ জাতিসংঘের সদস্যভুক্তির ব্যাপারে বঙ্গবন্ধু যখন উদ্যোগী হন এবং চীন জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যভুক্তির বিরুদ্ধে ভেটো প্রদান করে,

তখন সংবাদপত্রগুলো জাতিসংঘে চীনের ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করে এবং চীনের এই ভূমিকাকে জাতিসংঘের ইতিহাসে কলঙ্কজনক দৃষ্টান্ত হিসেবে অভিহিত করে। আর ১৯৭৪ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত হওয়ার পর সংবাদপত্রগুলো জাতির এই মর্যাদা অর্জনকে ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ অভিহিত করে সংবাদপত্রগুলো। এজন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদানকে গুরুত্বের সঙ্গে স্মরণও করে। প্রকৃতপক্ষে চীনের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর নীরব কূটনৈতিক তৎপরতার কারণেই এই অর্জন সম্ভব হয়েছিল। জাতিসংঘে চীনের সমর্থন আদায়ে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি।

সার্বিকভাবে স্বাধীন বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির প্রশ্নে সংবাদপত্রগুলোর সম্পাদকীয় নীতিতে কোন অমিল ছিল না। এমনকি ১৯৭৫ সালের আগস্টে রাজনৈতিক পটপরির্বতনের পরও এ ক্ষেত্রে কোন ব্যতিক্রম দেখা যায়নি।

■■■